অমূর্ত্ত মূর্ত্তিহীন এবং সর্ব্বব্যাপী; [অতএব আকাশাদির ন্যায় অমূর্ত্ত ও সর্ব্ব-ব্যাপী প্রাণের পক্ষে দেহবিশেষের সমপরিমাণ হওয়া সম্ভব হইতে পারে না]। আর, একই প্রদীপ-প্রভা যেরূপ ঘটের মধ্যে থাকিলে সঙ্কোচিত হয়, আবার প্রাসাদের মধ্যে থাকিলে বিস্তৃত হয়, তদ্রূপ সংকোচ-বিকাশশালিরূপেও প্রাণের সর্ব্বশরীরে সাম্যলাভ সম্ভবপর হয় না; কারণ, 'ইহারা সকলেই সমান এবং সকলেই অনন্ত' এইরূপ শ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বগত আকাশাদির পক্ষে বিভিন্ন শরীরে শরীরপরিমাণ প্রাপ্তিলাভ করা বিরুদ্ধ হয় না (১)। এবংবিধ সাম্যনিবন্ধন সামসংজ্ঞা প্রাপ্ত এবং শ্রুতিতেও যাহার মহিমা প্রকাশিত আছে, যে ব্যক্তি সামনামক সেই প্রাণতত্ত্ব বিশেষরূপে জানে, তাহার কিরূপ ফল হয়, বলিতেছেন—যে ব্যক্তি যথোক্ত প্রকার সামাখ্য প্রাণ-তত্ত্ব জানে,—প্রাণাত্মভাব প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত প্রাণের উপাসনা করে, সেই ব্যক্তি সামাখ্য প্রাণের সাযুজ্য-সহযোগিতা অর্থাৎ তৎসমান দেহাত্মাভিমান কিংবা সালোক্য অর্থাৎ সমলোকে বাস—ভাবনা বিশেষ দ্বারা ভোগ করিয়া থাকে; অর্থাৎ মনেমনে প্রাণের সাযুজ্য ও সালোক্য লাভের তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥ ২২ ॥

এষ উ বা উদ্গীথঃ, প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হীদꣳ সর্ব্বমুত্ত-ব্ধম্, বাগেব গীথোচ্চ গীথা চেতি স উদ্গীথঃ ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

---

(১) তাৎপর্য্য—সর্ব্বসাম্যনিবন্ধন প্রাণকে 'সাম' বলা হইয়াছে। এখন সংশয় হইতেছে যে, প্রাণের এই সাম্যটা কি প্রকার?—আলোক যেমন যখন যেরূপ পাত্রের মধ্যে থাকে, তখন তদনুরূপই বিস্তার লাভ করে, প্রাণও কি ঠিক সেইরূপই হস্তিদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সেই দেহের সমান—বৃহৎ হয়, আবার পিপীলিকাদেহে প্রবিষ্ট হইয়া সঙ্কোচিত হয়? অত্রত্য সাম্য কি এই প্রকার অথবা অন্য কোনও প্রকার? তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—না এরূপ সাম্য হইতে পারে না; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন "সর্ব্বে সমাঃ সর্ব্বে অনন্তাঃ," অর্থাৎ সমস্ত প্রাণই সমান, কাহারো মধ্যে ছোট-বড় ভাব নাই, এবং সকলেই অনন্ত, কোন প্রাণই কোথাও সীমাবদ্ধ নহে। ছোট বড় দেহভেদে প্রাণের হ্রাসবৃদ্ধি স্বীকার করিলে শ্রুতি-কথিত সর্ব্বসাম্য রক্ষা পায় না। বিশেষতঃ প্রত্যেক পরিমাণে পরিচ্ছিন্ন হইলে প্রাণের অনন্তত্বও সিদ্ধ হয় না; কাজেই বলিতে হইবে যে, গোত্ব ও মনুষ্যত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি যেরূপ সমস্ত জগতে ও সমস্ত মনুষ্যেতে সমান—ধনী দরিদ্র, শিশু বৃদ্ধ কোথাও তারতম্যযুক্ত নহে, সর্ব্বত্রই একরূপ, প্রাণও তেমনি ছোটবড় সর্ব্বদেহেই সমান, কোথাও তাহার বৈষম্য নাই। এখানে এই প্রকার সাম্যই শ্রুতির অভিপ্রেত।

সরলার্থঃ। এষঃ (প্রাণঃ) উ বৈ (এব) উদ্গীথঃ (সামাংশঃ ভক্তিবিশেষঃ), [প্রাণস্যোদ্গীথত্বং সম্পাদয়িতুমাহ—] প্রাণঃ বৈ উৎ, [কথম্?] হি (যস্মাৎ) ইদং সর্ব্বং [জগৎ] প্রাণেন উত্তব্ধং (বিধৃতম্); [তথা] বাক্ এব গীথা (গীতিরূপা, শব্দাত্মকত্বাৎ গীতেঃ); উৎ চ, গীথা চ ইতি—(মিলিত্বা) সঃ উদ্গীথঃ [উচ্যতে] ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ। উক্ত প্রাণই উদ্গীথ; [এখানে উদ্গীথ অর্থ সামাবয়ব ভক্তিবিশেষ, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে গান নহে]। প্রাণই হইতেছে—উৎ; কেন না, প্রাণ দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ উত্তব্ধ অর্থাৎ বিধৃত রহিয়াছে; আর বাক্ হইতেছে—গীথা—গীতিস্বরূপ; অতএব 'উৎ' ও 'গীথা' পদ দ্বয়ের যোগে 'উদ্গীথ' পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, এবং উক্ত প্রাণও 'উদ্গীথ' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এষ উ বা উদ্গীথঃ। উদ্গীথো নাম সামাবয়বো ভক্তিবিশেষঃ, নোদ্গানম্; সামাধিকারাৎ। কথমুদ্গীথঃ প্রাণঃ? প্রাণো বা উৎ, প্রাণেন হি যস্মাদিদং সর্ব্বং জগৎ উত্তব্ধম্ উর্দ্ধং স্তব্ধং উত্তম্ভিতং বিধৃতমিত্যর্থঃ, উত্তব্ধার্থাবদ্যোতকোঽয়ম্ উচ্ছব্দঃ প্রাণগুণাভিধায়কঃ। তস্মাৎ উৎ প্রাণঃ, বাগেব গীথা, শব্দবিশেষত্বাৎ উদ্গীথভক্তেঃ; গায়তেঃ শব্দার্থত্বাৎ সা বাগেব; ন হি উদ্গীথভক্তেঃ শব্দব্যতিরেকেণ কিঞ্চিদ্রূপম্ উৎপ্রেক্ষ্যতে; তস্মাদ্ যুক্তমবধারণম্—বাগেব গীথেতি। উৎ চ প্রাণঃ, গীথা চ প্রাণতন্ত্রা বাক্, ইত্যুভয়মেকেন শব্দেনাভিধীয়তে—স উদ্গীথঃ ॥ ৩২ ॥ ২৩

টীকা। প্রস্তাবাদিশব্দবৎ উদ্গীথশব্দস্যাপি ভক্তিবিশেষে রূঢ়ত্বাৎ উদ্গীথেনাত্যায়মেত্যত্র চ উদ্গাত্রে কর্ম্মণি প্রযুক্তত্বাৎ কথমুদ্গীথঃ প্রাণঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—উদ্গীথো নামেতি। নঞঃ পদদ্বয়োভয়তঃ সম্বন্ধঃ। সামশব্দতস্য প্রাণস্য প্রকৃতত্বাদিতি হেতুমাহ সামাধিকারাদিতি। ন তর্হি উদ্গীথশব্দস্য প্রাণে রূঢ়িঃ, তস্য তস্মিন্ বৃদ্ধপ্রয়োগাদর্শনাৎ নাপি যোগোঽবয়ববৃত্তেরদৃষ্টেরিতি শঙ্কতে—কথমিতি। যোগবৃত্তিমুপেত্য পরিহরতি—প্রাণ ইতি। উচ্ছব্দো নাস্যার্থস্য বাচকো নিপাতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—উত্তব্ধেতি। তথাপি কথং প্রাণো বা উদিত্যুক্তং, তত্রাহ—প্রাণেতি। 'বায়ুর্ব্বৈ গৌতম তৎ সূত্রম্' ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যর্থঃ। উদ্গীথভক্তেঃ শব্দবিশেষত্বেঽপি গীথা বাগিতি কথমুচ্যতে, তত্রাহ—গায়তেরিতি। যথাবধারণং সাধয়তি—ন হীতি। তথাপি কথং প্রাণস্যোদ্গীথত্বম্? ইত্যাশঙ্ক্য বাগুপসর্জ্জনস্য তস্য তথাত্বং কথয়তি—উচ্চেতি ॥ ৩২ ॥ ২৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "এষ উ বা উদ্গীথঃ" ইত্যাদি। 'উদ্গীথ' অর্থ সামের অবয়ব ভক্তিবিশেষ (অংশবিশেষ); কিন্তু উদ্গান—উচ্চৈঃস্বরে গান করা নহে। উদ্গীথই প্রাণ কি প্রকারে? [তদুত্তরে বলিতেছেন—] প্রাণ হইতেছে উৎ; যেহেতু এই সমস্ত জগৎ প্রাণ দ্বারা উত্তব্ধ—উর্দ্ধে বিধৃত রহিয়াছে; [নচেৎ সমস্ত জগৎ গলিয়া যাইত]; এই 'উৎ' শব্দটী উত্তম্ভনার্থ-দ্যোতক এবং প্রাণের উল্লিখিত গুণ সদ্ভাব-প্রকাশক; সেই হেতুই উদ্গীথ হইতেছে—প্রাণস্বরূপ; আর বাক্ হইতেছে—গীথা; কারণ, সামভক্তি 'উদ্গীথ' ত শব্দবিশেষ ভিন্ন আর কিছুই নহে। [গীথার প্রকৃতিভূত] গৈ ধাতুর অর্থ যখন শব্দ, তখন নিশ্চয়ই উহা বাক্স্বরূপ; কেন না, উদ্গীথনামক ভক্তিটীর শব্দাত্মকতা ছাড়া অন্য কোন প্রকার স্বরূপ সম্ভাবনা করা যাইতে পারে না; অতএব বাক্‌কে 'গীথা' বলিয়া অবধারণ করা যুক্তিযুক্তই হইতেছে। উৎ—হইতেছে প্রাণ, আর 'গীথা' হইতেছে—প্রাণাধীন বাক্; এইজন্য সেই উভয়ই এক 'উদ্গীথ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে—'সঃ উদ্গীথঃ' ইতি ॥ ২২ ॥ ৩ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। উক্তার্থদার্ঢ্যায় আখ্যায়িকা আরভ্যতে—

ভাষ্যানুবাদ। উক্ত বিষয়টীর দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ পুনশ্চ আখ্যায়িকা আরব্ধ হইতেছে—

তদ্ধাপি ব্রহ্মদত্তশ্চৈকিতানেয়ো রাজানং ভক্ষয়ন্নুবাচায়ং ত্যস্য রাজা মূর্দ্ধানং বিপাতয়তাদ্ যদিতোঽয়াস্য আঙ্গিরসোঽন্যেনোদগায়দিতি। বাচা চ হ্যেব স প্রাণেন চোদগায়দিতি ॥ ৩৩॥ ২৪॥

সরলার্থঃ। তৎ (তত্র উক্তে অর্থে) হ (ঐতিহ্যে) অপি (আখ্যায়িকাপি) শ্রূয়তে ইতি শেষঃ]।—

চৈকিতানেয়ঃ (চিকিতানস্য অপত্যং—চৈকিতানঃ, তস্য অপত্যং যুবা—চৈকিতানেয়ঃ) ব্রহ্মদত্তঃ (তন্নামকঃ ঋষিঃ) রাজানং (যজ্ঞে সোমং) ভক্ষয়ন্ উবাচ; [কিম্?] অয়ং (ময়া ভক্ষ্যমাণঃ চমসস্থঃ) রাজা (সোমঃ) ত্যস্য (তস্য—মম) মূর্দ্ধানং (শিরঃ) বিপাতয়তাৎ (বিস্পষ্টং পাতয়তু), যৎ (যদি) অয়াস্য আঙ্গিরসঃ (উদ্গাতা, স হি পূর্ব্বর্ষীণাং যজ্ঞে প্রাণবাচকেন অয়াস্যাঙ্গিরস-শব্দেন অভিধীয়তে), ইতঃ (অস্মাৎ বাক্সহিতাৎ প্রাণাৎ) অন্যেন (দেবতান্তরেণ) উদগায়ৎ (উদ্গানং কৃতবান্ স্যাৎ) ইতি। [অতঃ অনু-

মীয়তে, যৎ] সঃ (উদ্গাতা) বাচা (প্রাণাধীনেন বাক্যেন) চ প্রাণেন চ (উক্তলক্ষণেন) হি এব (নিশ্চয়ে) উদগায়ৎ (উদ্গানং কৃতবান্ ইতি), [এতৎ তু শ্রুতের্বচনং মন্তব্যমিতি ভাবঃ] ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ। কথিত বিষয়ে এইরূপ একটী আখ্যায়িকাও শোনা যায় ;—চিকিতাননামক ঋষির পৌত্র ব্রহ্মদত্তনামক ঋষি যজ্ঞে সোমভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন—এই রাজা (সোম) নিশ্চয়ই তাহার অর্থাৎ ভক্ষণকারী আমার শিরঃপাত করুক, যদি অয়াস্য আঙ্গিরস অর্থাৎ উদ্গাতা যদি পূর্ব্বোক্ত বাক্সমন্বিত প্রাণ ভিন্ন অপর কোনও দেবতাবিশেষে উদ্গান করিয়া থাকেন। এখন শ্রুতি বলিতেছেন—[ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে,] সেই উদ্গাতা নিশ্চয়ই বাক্ ও প্রাণদেবতা যোগেই উদ্গান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদ্ধাপি। তৎ তত্র এতস্মিন্নর্থে হ অপি আখ্যায়িকাপি শ্রূয়তে হ স্ম। ব্রহ্মদত্তঃ নামতঃ; চিকিতানস্যাপত্যং চৈকিতানিঃ, তদপত্যং যুবা চৈকিতানেয়ঃ রাজানং যজ্ঞে সোমং ভক্ষয়ন্ উবাচ ;—কিম্? অয়ং চমসস্থো ময়া ভক্ষ্যমাণো রাজা ত্যস্য তস্য মমানৃতবাদিনো মূর্দ্ধানং শিরঃ বিপাতয়তাৎ বিস্পষ্টং পাতয়তু। তোঃ অয়ং তাতঙাদেশঃ, আশিষি লোট্—বিপাতয়তাদিতি; যদ্যহম্ অনৃতবাদী স্যামিত্যর্থঃ।

কথং পুনরনৃতবাদিত্বপ্রাপ্তিরিতি? উচ্যতে—যদ্ যদি ইতোঽস্মাৎ প্রকৃতাৎ প্রাণাৎ বাক্সংযুক্তাৎ, অয়াস্যঃ—মুখ্যপ্রাণাভিধায়কেন অয়াস্যাঙ্গিরস-শব্দেন অভিধীয়তে—বিশ্বসৃজাং পূর্ব্বর্ষীণাং সত্রে উদ্গাতা,—সঃ অন্যেন দেবতান্তরেণ বাক্-প্রাণব্যতিরিক্তেন উদগায়ৎ উদ্গানং কৃতবান্; ততোঽহম্ অনৃতবাদী স্যাম্। তস্য মম দেবতা বিপরীতপ্রতিপত্তুঃ মূর্দ্ধানং বিপাতয়তু, ইত্যেবং শপথং চকার—ইতি বিজ্ঞানে প্রত্যয়দার্ঢ্য-কর্ত্তব্যতাং দর্শয়তি। তমিমং আখ্যায়িকানির্দ্ধারিতমর্থং স্বেন বচসোপসংহরতি শ্রুতিঃ—বাচা চ প্রাণপ্রধানয়া, প্রাণেন চ স্বাত্মভূতেন সোঽয়াস্য আঙ্গিরস উদ্গাতা উদগায়ৎ —ইত্যেষোঽর্থো নির্দ্ধারিতঃ শপথেন ॥ ৩৩ ॥ ২৪ ॥

টীকা। তদ্ধাপীত্যাদিবাক্যস্য প্রকৃতানুপযোগমাশঙ্ক্যাহ—উক্তার্থেতি। উদ্গীথ-দেবতা প্রাণঃ, ন বাগাদিরিত্যুক্তার্থঃ। 'জীবতি তু বংশ্যে যুবা' (পা০ সূ০ ৪।১।১৬৩) ইতি স্মরণাৎ পিত্রাদৌ বংশ্যে জীবতি পৌত্রপ্রভৃতের্যদপত্যং, তৎ যুবসংজ্ঞকমিতি দ্রষ্টব্যম্।

ক্রিয়াপদনিষ্পত্তিপ্রকারং সূচয়তি—ব্যেতাদ্বিতি। তুপ্রত্যয়স্য অয়মাশিষি বিষয়ে তাতঙাদেশঃ 'তুহ্যোস্তাতঙাশিষ্যন্যতরস্যাম্' (পা০ সূ০ ৭।১।৩৫) ইতি স্মরণাৎ ইত্যর্থঃ। মূর্দ্ধপাত-প্রাপকং দর্শয়তি - যদীতি।

অনৃতবাদিত্বস্য প্রাপকাভাবাৎ অপ্রাপ্তিরিতি শঙ্কতে - কথং পুনরিতি। উদ্গানস্য বুদ্ধ্যাদিসন্নিধানাৎ তদ্দেবতা প্রাজাপত্যাদিলক্ষণা কিং তস্মিন্ দেবতা? কিং বা বর্ণস্বরাদিসন্নিধানাৎ তদ্দেবতৈব তত্র দেবতা? ইতি বিপ্রতিপত্তেরনৃতবাদিত্বে শঙ্কিতে ব্রহ্মদত্তঃ শপথেন নির্ণয়ং চকারেত্যাহ—উচ্যত ইতি। প্রাণাদ্বাক্সংযুক্তাৎ অন্যেনায়াস্যো যত্র্যদগায়দিতি সম্বন্ধঃ। নন্বয়াস্যাঙ্গিরসশব্দবাচ্যো মুখ্যপ্রাণো দেবতাত্বাৎ ন উদ্গাতা ভবিতুমুৎসহতে, তত্রাহ -মুখ্যেতি। উক্তার্থদার্ঢ্যায়েত্যুক্তমুপসংহরতি ইতি বিজ্ঞান ইতি। উক্তরীত্যা শপথক্রিয়য়া প্রাণ এবোদ্গীথদেবতা. ইত্যস্মিন্ বিজ্ঞানে প্রত্যয়ো বিশ্বাসস্তস্য যদ্দার্ঢ্যং, তস্য কর্ত্তব্যতামাখ্যায়িকয়া দর্শয়তি শ্রুতিরিতি যাবৎ। আখ্যায়িকার্থ-স্যৈব সাচেত্যাদিনোক্তেঃ পৌনরুক্ত্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ - তু মম মতি। শপথস্য ধাতস্ত্রোণ অপ্রামাণ্যেঽপি শ্রুতিমূলতয়া প্রামাণ্যং সিধ্যতীতি ভাবঃ॥ ২৭॥ ২৪॥

ভাষ্যানুবাদ। 'তদ্ধাপি' ইত্যাদি সেই এই অব্যবহিত পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে একটী আখ্যায়িকাও শোনা যায়. ব্রহ্মদত্তনামক চৈকিতানেয়, অর্থাৎ চিকিতানের পুত্র—চৈকিতান, তাহার যুবা পুত্র—চৈকিতানেয় রাজাকে অর্থাৎ যজ্ঞীয় সোমরস ভক্ষণ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন। কি [বলিয়াছিলেন] ? —এই যে চমসস্থ রাজা (সোম),—যাহা আমি ভক্ষণ করিতেছি; তাহা, তাহার অর্থাৎ মিথ্যাবাদী আমার মূর্দ্ধা—মস্তক নিপাতিত করুক ; অর্থাৎ স্পষ্টরূপে শিরঃপাত করুক ; যদি আমি মিথ্যাবাদী হইয়া থাকি। এখানে 'বিপাতয়তাৎ' পদটীতে আশংসা অর্থে লোট্ ('তু' প্রত্যয়) হইয়াছে ; শেষে সেই 'তু' স্থানে 'তাতঙ্' (তাৎ) আদেশ হইয়াছে। (বি+পাতয+তু—তাৎ=বিপাতয়তাৎ)।

ভাল, এখানে মিথ্যাবাদিতার সম্ভাবনা ছিল কিসে? হাঁ, বলা হইতেছে,—অয়াস্য—পূর্ব্বতন ঋষিগণের যজ্ঞে উদ্গাতাই মুখ্যপ্রাণবাচক 'অয়াস্য আঙ্গিরস' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন. সেই অয়াস্য উদ্গাতা যদি বাক্ ও প্রাণাতিরিক্ত অপর কোনও দেবতারূপে উদ্গান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি অনৃতবাদী হইযাছি ; ['যদি আমি অনৃতবাদী হইয়া থাকি, তাহা হইলে] যজ্ঞদেবতা সেই বিপরীতবুদ্ধিসম্পন্ন আমার মস্তক নিপাতিত করুন', এইরূপ শপথ করিয়াছিলেন। শ্রুতি ইহা দ্বারা বিজ্ঞান বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিতেছেন। আখ্যায়িকা দ্বারা এই বিষয়টী

অবধারিত করিয়া শ্রুতি এখন নিজের কথায় তাহার উপসংহার করিতেছেন — সেই অয়াস্য আঙ্গিরস—উদ্গাতা যে, প্রাণতন্ত্র বাক্য ও নিজেরই অঙ্গভূত প্রাণের সাহায্যে উদ্গান করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তই উদ্গাতার উক্ত শপথ দ্বারা অবধারিত হইল বুঝিতে হইবে ॥ ৩১ ॥ ২৪ ॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ স্বং বেদ, ভবতি হাস্য স্বম্‌, তস্য বৈ স্বর এব স্বম্‌, তস্মাদার্ত্বিজ্যং করিষ্যন্‌ বাচি স্বরমিচ্ছেত, তয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়ার্ত্বিজ্যং কুর্য্যাৎ, তস্মাদ্‌ যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্ত এব, অথো যস্য স্বং ভবতি; ভবতি হাস্য স্বম্‌, য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদ ॥ ৩২ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ার্থ। যঃ (জনঃ) তস্য (প্রকৃতস্য) এতস্য (প্রাণস্বরূপ প্রতিপন্নস্য) সাম্নঃ (সাম-শব্দবাচ্যস্য প্রাণস্য) স্বং (ধনং রহস্যং) বেদ (বিজানাতি); অস্য (বিদুষঃ) হ (অবধারণে) স্বং (ধনং) ভবতি। তস্য (সামনাম্নঃ প্রাণস্য) বৈ স্বরঃ (উদাত্তাদিরূপঃ) এব স্বং (ধনং) [ভবতি]; তস্মাৎ (হেতোঃ) আর্ত্বিজ্যং (ঋত্বিক্‌কর্ম্ম—উদ্গানং) করিষ্যন্‌ উদ্গাতা বাচি (বাক্যবিষয়ে) স্বরম্‌ ইচ্ছেত (ইচ্ছেৎ, সাম্নঃ ধনবত্তাং সম্পাদয়িতুম্‌ উদ্গাতা আত্মনঃ স্বরসৌন্দর্য্যং সাধয়েদিতি ভাবঃ)। তয়া স্বরসম্পন্নয়া (সুস্বর-যুক্তয়া) বাচা আর্ত্বিজ্যং (উদ্গানং) কুর্য্যাৎ [উদ্গাতা]; [যস্মাৎ যজ্ঞে স্বরস্য ঈদৃশী উপযোগিতা অস্তি], তস্মাৎ এব যজ্ঞে স্বরবন্তং দিদৃক্ষন্তে (দ্রষ্টুমিচ্ছন্তি) [জনাঃ]; অথো (অপি) যস্য (জনস্য) স্বং (ধনং) ভবতি, [তমপি যথা দিদৃক্ষন্তে, তদ্বাদিত্যর্থঃ]। [ইদানীং বিজ্ঞানফলমুপসংহ্রিয়তে—] অস্য (বিজ্ঞাতুঃ) হ স্বং (ধনমপি) ভবতি; যঃ সাম্নঃ এতৎ স্বম্‌ এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বেত্তি), [তস্যৈতৎ ফলমিতি ভাবঃ]। ॥ ৩২ ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ। যিনি পূর্ব্বোক্ত এই প্রাণবাচক সামের স্ব অর্থাৎ ধনস্বরূপ রহস্য জানেন, নিশ্চয়ই তাঁহারও ধনলাভ হইয়া থাকে। স্বরই হইতেছে সেই সামের স্ব—ধন; যিনি আর্ত্বিজ্য—ঋত্বিক্‌-কার্য্য—উদ্গান করিবেন, তিনি অবশ্যই বাক্যে সুস্বর সম্পাদনে যত্নপর হইবেন—সুস্বরসম্পন্ন সেই বাক্য দ্বারা আর্ত্বিজ্য কর্ম্ম করিবেন; এই জন্যই সুধীগণ যজ্ঞে সুস্বরসম্পন্ন উদ্গাতাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন;

—জগতে যাহার ধন আছে, [তাহাকে যেরূপ দেখিতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ)। যে লোক সামের যথোক্তপ্রকার এই স্বরবিজ্ঞান জানেন, তাঁহার ঐ প্রকার ফললাভ হইয়া থাকে ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তস্য হৈতস্য। তস্যেতি প্রকৃতং প্রাণমভিসম্বধ্নাতি। হ এতস্যেতি মুখ্যং ব্যপদেশার্হত্বাভিনয়েন। সাম্নঃ সামশব্দবাচ্যস্য প্রাণস্য, যঃ স্বং ধনং বেদ ; তস্য হ কিং স্যাৎ? ভবতি হাস্য স্বম্। ফলেন প্রলোভ্যাভিমুখীকৃত্য শুশ্রূষবে আহ—তস্য বৈ সাম্নঃ স্বর এব স্বম্। স্বর ইতি কণ্ঠগতং মাধুর্য্যম্ ; তদেবাস্য স্বং বিভূষণম্, তেন হি ভূষিতমৃদ্ধিমল্লক্ষ্যতে উদ্গানম্। যস্মাদেবম্, তস্মাদার্ত্বিজ্যং ঋত্বিক্ কর্ম্ম উদ্গানং করিষ্যন্ বাচি বিষয়ে, বাচি বাগাশ্রিতং স্বরমিচ্ছেত ইচ্ছেৎ, সাম্নো ধনবত্তাং স্বরেণ চিকীর্ষুরুদ্গাতা। ইদন্তু প্রাসঙ্গিকং বিধীয়তে ; সাম্নঃ সৌস্বর্য্যেণ স্বরবত্ত্বপ্রত্যয়ে কর্ত্তব্যে, ইচ্ছামাত্রেণ সৌস্বর্য্যং ন ভবতীতি দন্তধাবনতৈলপানাদি সামর্থ্যাৎ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। তয়ৈবং সংস্কৃতয়া বাচা স্বরসম্পন্নয়া আর্ত্বিজ্যং কুর্য্যাৎ। তস্মাৎ যস্মাৎ সাম্নঃ স্বভূতঃ স্বরঃ, তেন স্বেন ভূষিতং সাম, অতো যজ্ঞে স্বরবন্তম্ উদ্গাতারং দিদৃক্ষন্ত এব দ্রষ্টুমিচ্ছন্ত্যেব—ধনিনমিব লৌকিকাঃ। প্রসিদ্ধং হি লোকে, অথো অপি যস্য স্বং ধনং ভবতি, তং ধনিনং দিদৃক্ষন্ত ইতি। সিদ্ধস্য গুণবিজ্ঞানফলসম্বন্ধস্যোপসংহারঃ ক্রিয়তে,—ভবতি হাস্য স্বম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ স্বং বেদেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

• টীকা। উদ্গীথদেবতা প্রাণ এবেতি নির্ধার্য্য স্বসুবর্ণপ্রতিষ্ঠাগুণবিধানার্থমুত্তরকণ্ডিকাত্রয়মবতারয়তি তস্যেত্যাদিনা। কিমিত্যাদৌ ফলমভিলপ্যতে, তত্রাহ—ফলেনেতি। সৌস্বর্য্যং সাম্নো ভূষণমিত্যত্রানুভবমনুকূলয়তি—তেন হীতি। কথং তর্হি কণ্ঠগতং মাধুর্য্যং সম্পাদনীয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্মাদিতি। প্রাণোঽহং মমৈব গীতিভাবমাপন্নস্য সৌস্বর্য্যং ধনমিতি প্রকৃতে প্রাণবিজ্ঞানে গুণাবাপবিবক্ষিতশ্চেৎ কিমিচ্ছামাত্রত্বং কর্ত্তব্যমুপদিশ্যতে? ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টফলতয়া, ইত্যাহ—ইদন্ত্বিতি। অথেচ্ছায়াঃ কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতায়াং তাবন্মাত্রে সিদ্ধেঽপি কথং সৌস্বর্য্যং সিধ্যেৎ, নহি স্বর্গকামনামাত্রেণ স্বর্গঃ সিধ্যতি, অত আহ—সাম্ন ইতি। তস্য সুস্বরত্বেন তচ্ছন্দিতস্য প্রাণস্যোপাসকাত্মকস্য স্বরবত্ত্বপ্রত্যয়ে কার্য্যে সতি বিহিতেচ্ছামাত্রেণ সাম্নঃ সৌস্বর্য্যং ন ভবতি, ইত্যস্মাৎ সামর্থ্যাৎ দন্তধাবনাদি কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ অত্র বিধিৎসিতমিতি যোজনা। সৌস্বর্য্যস্য সামভূষণত্বে গমকমাহ—তস্মাদিতি। দৃষ্টান্তমনন্তরবাক্যাবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি—প্রসিদ্ধমিতি। ভবতি হাস্য স্বমিতি প্রাগেবোক্তত্বাৎ অনর্থিকা পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—সিদ্ধস্যেতি ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। "তস্য হৈতস্য" ইত্যাদি। প্রস্তাবিত প্রাণের সহিত 'তস্য' পদের সম্বন্ধ; 'এতস্য' শব্দে মুখ্য প্রাণকে প্রত্যক্ষবৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। 'সাম্নঃ' অর্থ—সাম-শব্দ-বাচ্য প্রাণের। যে ব্যক্তি [পূর্ব্বোক্ত এই সামশব্দবাচ্য প্রাণের] স্ব অর্থাৎ ধন জানেন; তাহার কি হয়? [উত্তর—] নিশ্চয়ই তাহার স্ব (ধন) হয়। এইরূপ ফল কথন দ্বারা লোককে প্রলোভিত ও অভিমুখীভূত করিয়া (শুশ্রূষু করিয়া) তাহার উদ্দেশ্যে বলিতেছেন—স্বরই হইতেছে পূর্ব্বোক্ত সামের স্ব (ধন); এখানে 'স্বর' অর্থ কণ্ঠগত মাধুর্য্য, (যাহার দরুণ লোককে 'সুকণ্ঠ' বলা হয়); তাহাই [শব্দময়] সামের ভূষণ; সেই সুস্বরে ভূষিত হইলেই উদ্গানকে ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। যেহেতু স্বরই সামের সম্পদ্; সেই হেতু আর্ত্বিজ্য—ঋত্বিকের কার্য্য—উদ্গান করিবার পূর্ব্বে, উদ্গাতা যদি স্বরসম্পদের দ্বারা সামকে ধনী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে, বাক্য বিষয়ে অর্থাৎ বাক্যগত সুস্বর সম্পাদনে যত্ন করিবেন। এই যে, সুস্বরের বিধান, ইহা প্রাসঙ্গিকমাত্র; কেন না, উত্তম স্বর দ্বারা যদি সামকে স্বরসম্পন্ন করিতে হয়, তাহা কেবল ইচ্ছামাত্রে হয় না; পরন্তু তাহার জন্য দন্তধাবন ও তৈলপানাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। [উদ্গাতা] এইরূপ সুসংস্কৃত স্বরসম্পন্ন বাক্য দ্বারা আর্ত্বিজ্য (উদ্গান) করিবেন। সেই হেতু,- যেহেতু স্বরই হইতেছে সামের স্ব—ধনস্বরূপ, এবং তাহা দ্বারাই সাম শোভিত হয়; সেই হেতুই যজ্ঞে ধনীর ন্যায় স্বরসম্পন্ন (সুকণ্ঠ) উদ্গাতাকেই সাধারণ লোকে দেখিতে ইচ্ছা করে। জগতে ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যাহার ধন থাকে, সেই ধনী ব্যক্তিকে সকলে দেখিতে ইচ্ছা করে। প্রথমেই যে গুণবিজ্ঞানের ফল নিরূপিত হইয়াছে, এখানে সেই ফলপ্রাপ্তিরই উপসংহার করা হইতেছে মাত্র- 'ভবতি হ অস্য স্বং'—তাঁহারও ধনলাভ হয়, যিনি সামের উক্তপ্রকার 'স্ব' (স্বরসম্পদ্) জানেন ॥ ৩৪ ॥ ২৫ ॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ, ভবতি হাস্য সু-বর্ণম্, তস্য বৈ স্বর এব সু-বর্ণম্, ভবতি হাস্য সু-বর্ণম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ সু-বর্ণং বেদ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

সরলার্থঃ। অথান্যোঽপি সাম্নো গুণো বিধীয়তে—তস্যেত্যাদিনা। যঃ (জনঃ) তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) এতস্য (প্রাণাভিধেয়স্য) সাম্নঃ হ সু-বর্ণং

(বর্ণসৌষ্ঠবং) বেদ, অস্য (বিদুষঃ) হ (অপি) সুবর্ণং (বর্ণোৎকর্ষঃ) ভবতি। তস্য (সাম্নঃ) বৈ (প্রসিদ্ধৌ) স্বর এব সুবর্ণম্। [গুণবিজ্ঞানফলমুপসংহ্রিয়তে—] যঃ সাম্নঃ এতৎ সুবর্ণম্ এবং (যথোক্তপ্রকারেণ) বেদ, অস্য (বিদুষঃ) হ সুবর্ণং ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ। এখানে সামের আরও একটা গুণের বিধান করা হইতেছে—যে লোক সেই এই সামের সুবর্ণ (বর্ণগত উৎকর্ষ—স্বরবিশেষ) জানেন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হয়; স্বরই তাহার সু-বর্ণ। পুনশ্চ বিজ্ঞানফল বলিতেছেন—যে লোক সামের এই যথোক্তপ্রকার সুবর্ণ অবগত হন, তাঁহারও বর্ণোৎকর্ষ লাভ হইয়া থাকে। ৩৫। ২৬॥

শাঙ্করভাষ্যম্। অথান্যো গুণঃ সুবর্ণবত্তালক্ষণো বিধীয়তে। অসাবপি সৌস্বর্যমেব। এতাবান্ বিশেষঃ পূর্ব্বং কণ্ঠগতমাধুর্য্যম্; ইদন্তু লাক্ষণিকং সুবর্ণশব্দবাচ্যম্। তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ সুবর্ণং বেদ, ভবতি হাস্য সুবর্ণম্; সুবর্ণশব্দসামান্যাৎ স্বরসুবর্ণয়োঃ লৌকিকমেব সুবর্ণং গুণবিজ্ঞানফলং ভবতীত্যর্থঃ; তস্য বৈ স্বর এব সুবর্ণম্; ভবতি হাস্য সুবর্ণম্, য এবমেতৎ সাম্নঃ সুবর্ণং বেদেতি পূর্ব্ববৎ সর্ব্বম্ ॥ ৩৫ ॥ ২৬ ॥

টীকা। সাম্নো গুণান্তরমবতারয়তি—অথেতি। তর্হি পুনরুক্তিঃ স্যাৎ, তত্রাহ—এতাবানিতি। লাক্ষণিকং—কণ্ঠোহয়ং বর্ণো দন্ত্যোহয়মিতি লক্ষণজ্ঞানপূর্ব্বকং সুষ্ঠু বর্ণোচ্চারণং যদ্যৈব সামশব্দিতপ্রাণস্তস্য ধনমিতি যাবৎ। লাক্ষণিকসৌস্বর্য্যগুণবৎ-প্রাণবিজ্ঞানবতো যথোক্তফললাভে হেতুমাহ—সুবর্ণশব্দেতি। বাক্যার্থমাহ—লৌকিকমেবেতি। ফলেন প্রলোভ্য অভিমুখীকৃত্য, কিং তৎ সুবর্ণমিতি শুশ্রূষবে কথ্যতে তস্যেতি। গুণবিজ্ঞানফলমুপসংহরতি—ভবতীতি। সামশব্দবাচ্যস্য প্রাণস্য স্বরূপভূতস্যেতি যাবৎ ॥ ৩৫। ২৬॥

ভাষ্যানুবাদ। অতঃপর সামের সুবর্ণশালিত্ব আর একটী গুণ বিহিত হইতেছে। এই সুবর্ণও স্বরগত উৎকর্ষ ভিন্ন আর কিছুই নহে, এইমাত্র বিশেষ যে, পূর্ব্বোক্ত গুণটী কণ্ঠগত মাধুর্য্য, আর এই গুণটী হইতেছে লাক্ষণিক 'ইহা দন্ত্য' 'ইহা কণ্ঠ্য' ইত্যাদি লক্ষণানুযায়ী উত্তম শব্দোচ্চারণ মাত্র; ইহাই এখানে 'সুবর্ণ' শব্দের অর্থ। যে ব্যক্তি সেই এই সামের সুবর্ণ জানেন, তাঁহারও সুবর্ণ (বর্ণোচ্চারণে পটুতা অথবা কাঞ্চনপ্রাপ্তি) হইয়া থাকে। কারণ, সুবর্ণ শব্দটী যেমন স্বরবোধক, তেমনি কাঞ্চনেরও বাচক; অতএব লোকপ্রসিদ্ধ সুবর্ণলাভই যথোক্ত গুণবিজ্ঞানের ফল। স্বরই তাহার (সামের)

সুবর্ণ। যিনি সামের যথোক্ত সুবর্ণতত্ত্ব জানেন, তাঁহারও সুবর্ণলাভ হইয়া থাকে। ইহার অপরাংশের ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। ৩৫ ॥ ২৬ ॥

তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ, প্রতি হ তিষ্ঠতি; তস্য বৈ বাগেব প্রতিষ্ঠা বাচি হি খল্বেষ এতৎ প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতো গীয়তেঽন্ন ইত্যু হৈক আহুঃ ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

সরলার্থঃ। যঃ (জনঃ) তস্য (পূর্ব্বোক্তস্য) এতস্য সাম্নঃ (প্রাণস্য) প্রতিষ্ঠাং (আশ্রয়স্থানং) বেদ, [সঃ বিদ্বান্] হ (কিল) প্রতিতিষ্ঠতি (প্রতিষ্ঠাং লভতে); [কাসৌ প্রতিষ্ঠা? ইত্যাহ—] বাক্ এব তস্য (সামাভিধেয়স্য) প্রতিষ্ঠা (প্রতিষ্ঠতি অস্যাম্ ইতি প্রতিষ্ঠা—আশ্রয়ঃ)। [কুতঃ?] হি (যস্মাৎ) এষঃ প্রাণঃ বাচি খলু (নিশ্চয়ে প্রতিষ্ঠিতঃ (সন্) এতৎ (গানং) গীয়তে; একে হ (অন্যে পুনঃ) অন্নে [প্রতিষ্ঠিতো গীয়তে] ইতি উ (বিতর্কে) আহুঃ (কথয়ন্তি)। ৩৬ ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ। যে ব্যক্তি এই সাম-নামক প্রাণের প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়স্থান) জানেন, তিনি নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠাবান হন; বাক্ই হইতেছে ইহার প্রতিষ্ঠা; কারণ, এই সামাখ্য প্রাণ বাক্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গীতির আকারে গীত হইয়া থাকে; অপর কেহ কেহ বলে— অন্নে [প্রতিষ্ঠিত হইয়া গীত হইয়া থাকে] ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তথা প্রতিষ্ঠাগুণং বিধিৎসন্নাহ—তস্য হৈতস্য সাম্নো যঃ প্রতিষ্ঠাং বেদ; প্রতিতিষ্ঠত্যস্যামিতি প্রতিষ্ঠা—বাক্; তাং প্রতিষ্ঠাং সাম্নো গুণং যো বেদ, স প্রতিতিষ্ঠতি হ। "তং যথা যথোপাসতে" ইতি শ্রুতেঃ তদ্গুণত্বং যুক্তম্।

পূর্ব্ববৎ ফলেন প্রতিলোভিতায় 'কা প্রতিষ্ঠা' ইতি শুশ্রূষবে আহ—তস্য বৈ সাম্নো বাগেব। বাগিতি জিহ্বামূলাদীনাং স্থানানামাখ্যা; সৈব প্রতিষ্ঠা। তদাহ—বাচি হি জিহ্বামূলাদিষু হি যস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতঃ সন্ এষ প্রাণ এতদ্ গানং গীয়তে—গীতিভাবমাপদ্যতে, তস্মাৎ সাম্নঃ প্রতিষ্ঠা বাক্। অন্নে প্রতিষ্ঠিতো গীয়ত ইত্যু হ একে অন্যে আহুঃ; ইহ প্রতিতিষ্ঠতীতি যুক্তম্। অনিন্দিতত্বাদ্ একীয়পক্ষস্য বিকল্পেন প্রতিষ্ঠাগুণবিজ্ঞানং কুর্য্যাৎ—বাগ্ বা প্রতিষ্ঠা, অন্নং বেতি ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

টীকা। উপাস্যস্য প্রতিষ্ঠাগুণত্বেঽপি কথমুপাসকস্য তদ্গুণত্বং, তত্রাহ—তং যথেতি। আদিপদাৎ উরঃ-শিরঃ-কণ্ঠ-দন্তোষ্ঠ নাসিকা তালূনি গৃহ্যন্তে। নিমিতাষ্টৌ স্থানানি বাক্-ইত্যুচ্যন্তে, তত্রাহ—বাচি হীতি। পক্ষান্তরমাহ—অন্ন ইতি। অন্নশব্দেন তৎপরিণামো দেহো গৃহ্যতে। একীয়পক্ষে যুক্তিমাহ—ইহেতি। কথং তর্হি প্রতিষ্ঠা-গুণস্য প্রাণস্য বিজ্ঞানং কর্ত্তব্যমত আহ—অনিন্দিতত্বাদিতি ॥ ৩৬ ॥ ২৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেইরূপ সামাখ্য প্রাণের প্রতিষ্ঠানামক অপর একটী গুণ বিধানের জন্য বলিতেছেন—যে লোক সেই এই সামের প্রতিষ্ঠা জানেন ইত্যাদি। প্রাণ যাহার উপরে প্রতিষ্ঠা (স্থিতি) লাভ করে, তাহার নাম—প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা অর্থ—বাক্; অর্থাৎ যে লোক সামের সেই প্রতিষ্ঠা গুণ জানেন, তিনি নিজেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন 'তাঁহাকে যে যে ভাবে উপাসনা করে, [উপাসক সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়'], এইরূপ অপর শ্রুতি অনুসারে উপাসকের ঐরূপ গুণলাভ যুক্তিসঙ্গতই বটে।

পূর্ব্বের ন্যায় এখানেও গুণশ্রবণে প্রলোভিত (উৎসুক) এবং 'প্রতিষ্ঠা' তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন—বাক্ই উক্ত সামের প্রতিষ্ঠা; বাক্ শব্দটী বর্ণোচ্চারণ-স্থান জিহ্বামূলাদির নাম, তাহাই প্রতিষ্ঠা-স্বরূপ। যেহেতু উক্ত প্রাণ জিহ্বামূল প্রভৃতি শব্দোচ্চারণ-স্থানে আশ্রিত থাকিয়াই গানরূপে গীত হয়, অর্থাৎ গীতিভাব প্রাপ্ত হয়, সেই হেতুই [বুঝিতে হইবে যে,] বাক্ই সামের প্রতিষ্ঠা-স্থান। অপর কেহ কেহ বলেন যে, অন্নে (অন্নময় দেহে) প্রতিষ্ঠিত হইয়াই গীতিভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; এই কারণে অন্নে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। [যাহা হউক,] এই অপর পক্ষও যখন অনিন্দনীয়, অর্থাৎ কোনপ্রকার প্রমাণবিরুদ্ধ নয়, তখন বিকল্প-রূপে প্রতিষ্ঠাগুণের উপাসনা করিবে,—হয় অন্নকেই প্রতিষ্ঠা গুণযুক্তরূপে চিন্তা করিবে, না হয় বাক্কেই প্রতিষ্ঠা-গুণবিশিষ্টরূপে চিন্তা করিবে ॥৩৬॥২৭॥

অথাতঃ পবমানানামেবাভ্যারোহঃ, স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি, স যত্র প্রস্তুয়াৎ তদেতানি জপেৎ।

"অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়,

মৃত্যোর্মামৃতং গময়েতি।

স যদাহাসতো মা সদ্গময়েতি, মৃত্যুর্ব্বা অসৎ, সদমৃতং মৃত্যোর্মামৃতং গময়ামৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ; তমসো মা

জ্যোতির্গময়েতি, মৃত্যুর্বৈ তমো জ্যোতিরমৃতং মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়ামৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ; মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়েতি, নাত্র তিরোহিতমিবাস্তি। অথ যানীতরাণি স্তোত্রাণি, তেষ্বাত্মনেঽন্নাদ্যমাগায়েৎ, তস্মাদু তেষু বরং বৃণীত যং কামং কাময়েত তং স এষ এবম্বিদুদ্গাতাত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে তমাগায়তি, তদ্ধৈতল্লোকজিদেব ন হৈবালোক্যতায়া আশাস্তি, য এবমেতৎ সাম বেদ ॥ ৩॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। সাম্প্রতং প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম্ম বিধীয়তে—'অথাতঃ' ইত্যাদিভিঃ। অথ (অনন্তরং), অতঃ (অস্মাৎ—যস্মাৎ বিদুষা প্রযোজ্যমানং জপকর্ম্ম দেবভাবপ্রাপ্তিফলম্, তস্মাৎ হেতোঃ) পবমানানাম্ (পবমান-সংজ্ঞকানাং ত্রয়াণাং যজুষাম্) অভ্যারোহঃ (জপকর্ম্ম; অভি—আভিমুখ্যেন আরোহতি দেবভাবম অনেন জপকর্ম্মণা, ইতি অভ্যারোহঃ; জপকর্ম্মণঃ সংজ্ঞেষা) [বিধীয়তে]। সঃ (প্রসিদ্ধঃ) প্রস্তোতা (প্রস্তাবাখ্য স্তোত্রপাঠকঃ) বৈ খলু (নিশ্চয়ে) সাম প্রস্তৌতি (প্রস্তাবং পঠতি); সঃ যত্র (যস্মিন্ কালে) প্রস্তুয়াৎ (স্বকর্ত্তব্যং সমাচরেৎ), তৎ (তদা) এতানি (বক্ষ্যমাণানি ত্রীণি যজূংষি) জপেৎ—(১) অসতঃ মা (মাং) সৎ (ব্রহ্ম) গময়; (২) তমসঃ (অজ্ঞানাৎ) মা (মাং) জ্যোতিঃ (স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম গময়; (৩) মৃত্যোঃ [সকাশাৎ] মা (মাং) অমৃতং (মুক্তিং) গময় ইতি। [মন্ত্রাণামর্থম্ অতি-দুর্ব্বোধতয়া শ্রুতিঃ স্বয়মেব ব্যক্তীকরোতি—] সঃ (মন্ত্রঃ) যৎ আহ—অসতঃ মা সৎ গময়—ইতি; [তস্যায়মর্থঃ—]।

মৃত্যুঃ (মরণহেতুভূতে স্বাভাবিকে জ্ঞান-কর্ম্মণী), বৈ (এব) অসৎ, (অসৎফলকত্বাৎ); তথা অমৃতং (মরণনিবারকে শাস্ত্রীয়ে জ্ঞান কর্ম্মণী চ) সৎ, (সদ্ভাবহেতুত্বাৎ); [ততশ্চ] মা ("মাং) মৃত্যোঃ (স্বাভাবিকজ্ঞান-কর্ম্মলক্ষণাৎ) অমৃতং (শাস্ত্রীয়-জ্ঞানকর্ম্মণী) গময় (প্রাপয়)—মা (মাং) অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং) আহ (কথিতবৎ)। তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়—ইতি, [অস্যায়মর্থঃ—] মৃত্যুঃ বৈ (এব) তমঃ (অজ্ঞানং, অজ্ঞানং হি মরণহেতুত্বাৎ মৃত্যুরুচ্যতে), জ্যোতিঃ (জ্ঞানং চ অমৃতং; (অমরণহেতুত্বাৎ জ্যোতিষোঽমৃতত্বম্); [ততশ্চ] মৃত্যোঃ (অজ্ঞানলক্ষণাৎ) মা (মাং) অমৃতং (প্রকাশ-

লক্ষণং জ্ঞানং) গময় (প্রাপয়),—মাম্ অমৃতং কুরু ইত্যেব এতৎ (ব্রাহ্মণং) আহ। মৃত্যোঃ (উক্ত লক্ষণাৎ) মা (মাং) অমৃতং (অমরণভাবং) গময় (প্রাপয়)—ইত্যত্র তিরোহিতমিব (অস্পষ্টার্থম্—ব্যাখ্যাযোগ্যং) [কিঞ্চিদপি] নাস্তি, [অতো নৈতৎ ব্যাখ্যায়তে]।

অথ (যজমানোদ্গানানন্তরম্) যানি ইতরাণি (অবশিষ্টানি) স্তোত্রাণি [সন্তি], তেষু অন্নাদ্যং স্তোত্রং আত্মনে (আত্মন উপকারার্থম্) আগায়েৎ (প্রাণবিদ্ উদ্গাতা প্রাণবদেব উদ্গানং কার্য্যাৎ)। [যস্মাৎ হেতোঃ] সঃ এষঃ এবংবিদ্ উদ্গাতা আত্মনে বা (আত্মার্থং বা) যজমানায় বা যং কামং কাময়তে (যৎ ফলং সাধয়িতুম্ ইচ্ছতি), তং কামম্ আগায়তি (সম্যক্ গায়তি), তস্মাৎ (হেতোঃ) তেষু (যজমানসম্বন্ধিষু স্তোত্রেষু) [প্রযুজ্যমানেষু] উ [যজমানঃ] যং কামং (ফলং) কাময়তে (অভিলষতি), তং বরং বৃণীত (প্রার্থয়েৎ)। যঃ (যঃ কশ্চিৎ) এতৎ সাম (প্রাণং) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) বেদ (বিজানাতি), [তস্যৈতৎ ফলমুচ্যতে—] তৎ (যথোক্তং) এতৎ (প্রাণাত্মদর্শনং) হ লোকজিৎ (প্রাণাত্মলোকসাধনং) এব (নিশ্চয়ে), নৈব হ অলোক্যতায়াঃ (লোকপ্রাপ্ত্যভাবস্য) আশা (আশঙ্কা) অস্তি ; (সর্ব্বথাপি লোকপ্রাপ্তিসাধনমেবৈতৎ প্রাণাত্মবিজ্ঞানমিত্যর্থঃ) ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ। সম্প্রতি "অথাতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রাণবিজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির জপক্রিয়া বিহিত হইতেছে—

অতঃপর পবমানসংজ্ঞক তিনটী মন্ত্রের অভ্যারোহ (দেবত্বপ্রাপক জপকর্ম্ম) কথিত হইতেছে। সেই প্রস্তোতা (প্রস্তাবনামক অংশবিশেষের পাঠক) সাম প্রস্তুত করিয়া থাকেন অর্থাৎ প্রস্তাব নামক সামাংশ পাঠ করিয়া থাকেন ; তিনি যখন প্রস্তাব পাঠ করিবেন, তখন এই [তিনটী মন্ত্র] জপ করিবেন,—'অসতঃ মা সৎ গময়', 'তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়', 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' ইতি। [শ্রুতি নিজেই এই মন্ত্রার্থ বলিয়া দিতেছেন—] 'অসতো মা সৎ গময়' এই মন্ত্রটী যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন— অসৎ অর্থ—মৃত্যু ; আর 'সৎ' অর্থ—অমৃত ; [সুতরাং, ইহার অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত

(অমর) কর। 'তমসো মা জ্যোতিঃ গময়' এই মন্ত্রেও এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—'তমঃ' অর্থ—অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু, আর 'জ্যোতিঃ' অর্থ—প্রকাশাত্মক জ্ঞান; [সুতরাং অর্থ হইতেছে যে,] আমাকে অজ্ঞানাত্মক মৃত্যু হইতে জ্যোতিরূপ অমৃতে লইয়া যাও, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর। আর, 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' এই মন্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার কোন অংশই তিরোহিত—অস্পষ্ট নাই, [সুতরাং, ইহার অর্থ প্রকাশ করা শ্রুতির আবশ্যক হয় নাই; ইহার অর্থ হইতেছে—মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।]

অতঃপর আর যে (ছয়টী) স্তোত্র অবশিষ্ট রহিল, তন্মধ্যে অন্নাদ্য (অন্নভোগ যাহার ফল, সেই) স্তোত্র [প্রাণের ন্যায় প্রস্তোতাও] আপনার জন্য গান করিবেন। যেহেতু, এবংবিধ জ্ঞানসম্পন্ন উদ্গাতা আপনার জন্য কিংবা যজমানের জন্য যে ফল কামনা করেন, তাহাই গান করেন, অর্থাৎ গানের দ্বারা সেই সেই ফল সম্পাদন করেন, সেই হেতুই অবশিষ্ট স্তোত্র পাঠের সময় যজমান যে কোনও ফল কামনা করেন, তদ্বিষয়েই বর প্রার্থনা করিবেন। যে ব্যক্তি এই সামসংজ্ঞক প্রাণকে যথোক্ত প্রকারে অবগত হন, তিনি নিশ্চয়ই এই প্রাণাত্ম-লোক (প্রাণাত্মভাব) জয় করেন কখনই তাহার অলোক্যতার অর্থাৎ প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তির অভাবাশঙ্কা থাকে না; [তিনি নিজেই যখন প্রাণ স্বরূপ হইয়া যান, তখন তাহার ত আর অপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হইতেই পারে না] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

[ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণ ব্যাখ্যা ॥১॥৩॥]

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং প্রাণবিজ্ঞানবতো জপকর্ম্ম বিধিৎস্যতে। যদ্বিজ্ঞানবতো জপকর্ম্মণ্যধিকারঃ, তদ্বিজ্ঞানমুক্তম্। অথানন্তরম্, যস্মাচ্চৈবং বিদুষা প্রযুজ্যমানং দেবভাবায় অভ্যারোহফলং জপকর্ম্ম, অতঃ তস্মাৎ তু তদ্বিধীয়তে ইহ। তস্য চ উদ্গীথসম্বন্ধাৎ সর্ব্বত্র প্রাপ্তৌ পবমানানামিতি বচনাৎ, পবমানেষু ত্রিষ্বপি কর্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তায়াং পুনঃ কালসঙ্কোচং করোতি—স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি। স প্রস্তোতা, যত্র যস্মিন্ কালে সাম প্রস্তুয়াৎ প্রারভেত, তস্মিন্ কালে এতানি জপেৎ। অস্য চ জপকর্ম্মণ

আখ্যা 'অভ্যারোহঃ' ইতি। আভিমুখ্যেন আরোহতি অনেন জপকর্ম্মণা এব বিৎ দেবভাবমাত্মানম্—ইত্যভ্যারোহঃ। এতানীতি বহুবচনাৎ ত্রীণি যজূংষি। দ্বিতীয়ানির্দ্দেশাদ্ ব্রাহ্মণোৎপন্নত্বাচ্চ যথাপঠিত এব স্বরঃ প্রযোক্তব্যঃ, ন মান্ত্রঃ। যাজমানং জপকর্ম্ম। ১

এতানি তানি যজূংষি—"অসতো মা সদ্গময়," "তমসো মা জ্যোতির্গময়," "মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়"ইতি। মন্ত্রাণামর্থস্তিরোহিতো ভবতীতি স্বয়মেব ব্যাচষ্টে ব্রাহ্মণং মন্ত্রার্থম্—স মন্ত্রো যদাহ যদুক্তবান্; কোঽসাবর্থঃ? ইত্যুচ্যতে—"অসতো মা সদ্গময়"ইতি। মৃত্যুর্বৈ অসৎ—স্বাভাবিককর্ম্ম-বিজ্ঞানে মৃত্যুরিত্যুচ্যেতে; অসৎ অত্যন্তাধোভাবহেতুত্বাৎ; সৎ অমৃতম্—সৎ শাস্ত্রীয়কর্ম্ম-বিজ্ঞানে, অমরণহেতুত্বাদমৃতম্। তস্মাৎ অসতঃ অসৎকর্ম্মণোঽজ্ঞানাচ্চ মা মাং সৎ শাস্ত্রীয়কর্ম্ম-বিজ্ঞানে গময় দেবভাবসাধনাত্মভাবম্ আপাদয়েত্যর্থঃ। তত্র বাক্যার্থমাহ—অমৃতং মা কুরু, ইত্যেবৈতদাহেতি। ২

তথা, "তমসো মা জ্যোতির্গময়"ইতি। মৃত্যুর্বৈ তমঃ, সর্ব্বং হি অজ্ঞানম্ আবরণাত্মকত্বাৎ তমঃ, তদেব চ মরণহেতুত্বাৎ মৃত্যুঃ। জ্যোতিঃ অমৃতং পূর্ব্বোক্তবিপরীতং দৈবং স্বরূপম্। প্রকাশাত্মকত্বাজ্জ্ঞানং জ্যোতিঃ, তদেবামৃতম্ অবিনাশাত্মকত্বাৎ; তস্মাৎ তমসো মা জ্যোতির্গময়েতি। পূর্ব্ববৎ মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়েত্যাদি; অমৃতং মা কুর্ব্বিত্যেবৈতদাহ—দৈবং প্রাজাপত্যং ফলভাবমাপাদয়েত্যর্থঃ। ৩

পূর্ব্বো মন্ত্রোঽসাধনস্বভাবাৎ সাধনভাবমাপাদয়েতি; দ্বিতীয়স্তু সাধনভাবাদপি অজ্ঞানরূপাৎ সাধ্যভাবমাপাদয়েতি। মৃত্যোর্ম্মাঽমৃতং গময়েতি পূর্ব্বয়োরেব মন্ত্রয়োঃ সমুচ্চিতোঽর্থঃ তৃতীয়েন মন্ত্রেণোচ্যতে, ইতি প্রসিদ্ধার্থতৈব। নাত্র তৃতীয়ে মন্ত্রে তিরোহিতম্ অন্তর্হিতমিব অর্থরূপং পূর্ব্বয়োরিব মন্ত্রয়োরস্তি, যথাশ্রুত এবার্থঃ। ৪

যাজমানমুদ্গানং কৃত্বা পবমানেষু ত্রিষু, অথ অনন্তরং যানীতরাণি শিষ্টানি স্তোত্রাণি, তেষ্বাত্মনে অন্নাদ্যমাগায়েৎ—প্রাণবিদুদ্গাতা প্রাণভূতঃ প্রাণবদেব। যস্মাৎ স এষ উদ্গাতা এবং প্রাণং যথোক্তং বেত্তি, অতঃ প্রাণবদেব তং কামং সাধয়িতুং সমর্থঃ; তস্মাদ্যজমানস্তেষু স্তোত্রেষু প্রযুজ্যমানেষু বরং বৃণীত; যং কামং কাময়েত, তং কামং বরং বৃণীত প্রার্থয়েত। যস্মাৎ স এষ এবংবিদুদ্গাতেতি তস্মাচ্ছব্দাৎ প্রাগেব সম্বধ্যতে। আত্মনে বা যজমানায় বা যং কামং কাময়তে ইচ্ছত্যুদ্গাতা, তমাগায়তি আগানেন সাধয়তি। ৫

এবং তাবজ্জ্ঞান-কর্ম্মভ্যাং প্রাণাত্মাপত্তিরিত্যুক্তম্ ; তত্র নাস্ত্যাশঙ্কাসম্ভবঃ ; অতঃ কর্ম্মাপায়ে প্রাণাপত্তির্ভবতি বা ন বা ইত্যাশঙ্ক্যতে ; তদাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থমাহ—তদ্ধৈতল্লোকজিদেবেতি । তৎ হ তদেতৎ প্রাণদর্শনং কর্ম্ম-বিযুক্তং কেবলমপি লোকজিদেবেতি লোকসাধনমেব । ন হ এব অলোক্যতায়ৈ অলোকার্হত্বায় আশা আশংসনং প্রার্থনং, নৈবাস্তি, হ । ন হি প্রাণাত্মনি উৎপন্নাত্মাভিমানস্য তৎপ্রাপ্ত্যাশংসনং সম্ভবতি । ন হি গ্রামস্থঃ কদা গ্রামং প্রাপ্নুয়ামিত্যরণ্যস্থ ইবাশাস্তে । অসন্নিকৃষ্টবিষয়ে হি অনাত্মন্যাশংসনম্, ন তৎ স্বাত্মনি সম্ভবতি . তস্মাৎ ন আশা অস্তি - কদাচিৎ প্রাণাত্মভাবং ন প্রতিপদ্যেয়ম্ ইতি । ৬

কস্যৈতৎ ? য এবমেতৎ সাম প্রাণং যথোক্তং নির্দ্ধারিত-মহিমানং বেদ—'অহমস্মি প্রাণ ইন্দ্রিয়বিষয়াসঙ্গৈরাসুরৈঃ পাপ্মভিঃ অধর্ষণীয়ো বিশুদ্ধঃ; বাগাদি পঞ্চকং চ মদাশ্রয়ত্বাদ্ অগ্ন্যাদ্যাত্মস্বরূপং স্বাভাবিকবিজ্ঞানোত্থেন্দ্রিয়বিষয়াসঙ্গ-জনিতাসুরপাপ্মদোষবিযুক্তম্ ; সর্ব্বভূতেষু চ মদাশ্রয়ান্নাদ্যোপযোগবন্ধনম্ ; আত্মা চাহং সর্ব্বভূতানাম্ আঙ্গিরসত্বাৎ ; ঋগ্‌যজুঃসামোদ্গীথভূতায়াশ্চ বাচ আত্মা, তদ্ব্যাপ্তেস্তন্নির্ব্বর্ত্তিকত্বাচ্চ ; মম সাম্নো গীতভাবমাপদ্যমানস্য বাহ্যং ধনং ভূষণং সৌস্বর্য্যম্ ; ততোঽপ্যান্তরতরং সৌবর্ণ্যং লাক্ষণিকং সৌস্বর্য্যম্ ; গীতি-ভাবমাপদ্যমানস্য মম কণ্ঠাদিস্থানানি প্রতিষ্ঠা ; এবংগুণোঽহং পুত্তিকাদি-শরীরেষু কার্ৎস্ন্যেন পরিসমাপ্তঃ,অমূর্ত্তত্বাৎ সর্ব্বগতত্বাচ্চ' ইতি—আ এবমভি-মানাভিব্যক্তেঃ বেদ উপাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ব্রাহ্মণ ভাষ্যম্ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

টীকা । অথাতঃ পবমানানাম্ ইত্যাদিবাক্যমবতারয়তি—এবমিতি । তত্রাথশব্দং ব্যাচষ্টে—যদ্বিজ্ঞানবত ইতি । অতঃশব্দার্থমাহ—যস্মাচ্চেতি । ইত্যেতি প্রাণবিদুক্তিঃ । কদা তর্হি জপকস্য কর্ত্তব্যং, তত্রাহ—তস্যেতি । উদ্গীথেনাত্যয়াম, স্তং ন উদ্গায়েতি চ প্রকরণাদুদ্গীথেন সম্বন্ধাৎ জপস্য সর্ব্বত্রোদ্গানকালে প্রাপ্তৌ পবমানা-নামেবেতি বচনাৎ কালনিয়মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ । স বৈ খল্বিত্যাদিবাক্যতাৎপর্য্যমাহ—পবমানে-ষ্বিতি । নমু কর্ত্তব্যত্বেনাভ্যারোহঃ শ্রূয়তে জপকর্ম্ম বিধিৎসিতমিতি চোচ্যতে, কিং কেন সঙ্গতমিত্যাশঙ্ক্য আহ—অস্য চেতি । অভ্যারোহশব্দস্য ন তত্র রূঢ়িঃ, বৃদ্ধপ্রয়োগা-ভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—আভিমুখ্যেনেতি । যজুর্ম্মন্ত্রাক্ষরাণাম্ অনিয়তপাদাক্ষরত্বাৎ "অসতো মা সদ্গময়" ইত্যারভ্য একো বা দ্বৌ বা মন্ত্রৌ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—এতানীতি । বহ্বমী যাজুষা মন্ত্রাস্তর্হি যাস্ত্রেণ স্বরেণ বৈভাবিকগ্রন্থোক্তেন ভাব্যমিত্যাশঙ্ক্য আহ—দ্বিতীয়েতি । যত্র স্বরো বিবক্ষিতস্তত্র তৃতীয়ানির্দ্দেশো দৃশ্যতে 'উচ্চৈ ঋচা ক্রিয়তে,

উচ্চৈঃ সাম্না, উপাংশু যজুষা' ইতি। প্রকৃতে তু দ্বিতীয়ানির্দ্দেশাজ্জপকর্ম্মমাত্রং প্রতীয়তে, মান্ত্রস্য স্বরো ন প্রতিভাতীত্যর্থঃ। কেন তর্হি স্বরেণ প্রয়োগো মন্ত্রাণামিতি চেৎ, তত্রাহ—ব্রাহ্মণেতি। ভবতু শাতপথেন স্বরেণ মন্ত্রাণাং প্রয়োগস্তথাপি কিমার্ত্বিজ্যং কিং বা যাজমানং জপকর্ম্মেতি বীক্ষায়ামাহ—যাজমানমিতি। ১

ব্যাচিখ্যাসিতযজুষাং স্বরূপং দর্শয়তি—এতানীতি। মন্ত্রার্থশব্দেন পদার্থো বাক্যার্থস্তৎফলং চেতি ত্রয়মুচ্যতে। ২

লৌকিকং তমো ব্যাবর্ত্তয়তি—সর্ব্বং হীতি। পূর্ব্বোক্তপদেন ব্যাখ্যাতং তমো গৃহ্যতে। বৈপরীত্যে হেতুমাহ—প্রকাশাত্মকত্বাদিতি। জ্ঞানং তেন সাধ্যমিতি যাবৎ। পদার্থোক্তিসমাপ্তাবিতিশব্দঃ। উত্তরবাক্যাভ্যাং বাক্যার্থস্তৎফলং চেতি দ্বয়ং ক্রমেণোচ্যতে, ইত্যাহ পূর্ব্ববদিতি। ফলবাক্যমাদায় পূর্ব্বস্মাদ্বিশেষং দর্শয়তি—অমৃতমিতি। ৩

প্রথমদ্বিতীয়মন্ত্রয়োরর্থভেদাপ্রতীতেঃ পুনরুক্তিমাশঙ্ক্য অবান্তরভেদমাহ—পূর্ব্বো মন্ত্র ইতি। তথাপি তৃতীয়ে মন্ত্রে পুনরুক্তিস্তদবস্থা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—পূর্ব্বয়োরিতি। ৪

বৃত্তমনূদ্যোত্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—যাজমানমিতি। যথা প্রাণস্থিষু পবমানেষু সাধারণমাগানং কৃত্বা শিষ্টেষু স্তোত্রেষু স্বার্থমাগানমকরোৎ, তথেত্যাহ—প্রাণবিদিতি। তদ্বিদোঽপি তদ্বদাগানে যোগ্যতামাহ—প্রাণভূত ইতি। হেতুবাক্যমাদৌ যোজয়তি—যস্মাদিতি। প্রতিজ্ঞাবাক্যং ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি। কিমিতি ব্যত্যাসেন বাক্যদ্বয়ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যার্থাচ্চেতি ন্যায়েন পাঠক্রমমনাদৃত্য পরিহরতি—যস্মাদিত্যাদিনা। স এব এবংবিদুদ্গাতা আত্মনে যজমানায় বা যং কামং কাময়তে, তমাগানেন সাধয়তি। যস্মাদিতি হেতুগ্রন্থস্তস্মাদিতি প্রতিজ্ঞাগ্রন্থাৎ প্রাগেব সম্বধ্যত ইতি যোজনা। ৫

বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—এবং তাবদিতি। তত্র কর্ম্মসমুচ্চিতে জ্ঞানে দেবতাপ্তৌ শঙ্কাসম্ভবো নাস্তি মিথঃ সহকৃতয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোঃ তদাপ্তিহেতুত্বাদিত্যাহ—তত্রেতি। সমনন্তরং বাক্যমবতারয়তি—অত ইতি। সমুচ্চয়াৎ ফলাপ্তের্দৃষ্টত্বাদিতি যাবৎ। ন হেত্যাদিনা পদানি ছিন্দন্ বাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—অলোক্যত্বায়েতি। তদেব স্ফুটয়তি—ন হীতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ—নহীতি। দৃশ্যমানমাশংসনং তর্হি কস্মিন্ বিষয়ে স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অসন্নিকৃষ্টেতি। প্রাণাত্মনা ব্যবস্থিতস্য বিদুষস্তদাপ্তভাবং কদাচিদহং ন প্রতিপদ্যেয় ইত্যাশংসনং নাস্তীতি নিগময়তি—তস্মাদিতি। ৬

কর্ম্মসমুচ্চিতাদুপাসনাৎ কেবলাচ্চ প্রাণাত্মত্বং ফলমুক্তং, তত্র সমুচ্চিতাদুদ্গাতুর্যজমানস্য বা ফলং কেবলাচ্চোপাসনাৎ তয়োরন্যতরস্যান্যস্য বা কস্যচিদিতি জিজ্ঞাসমানঃ শঙ্কতে—কস্যেতি। জ্ঞানকর্ম্মণোরুভয়ত্র সমভাবাদুভয়োরপি বচনাৎ ফলসিদ্ধিঃ। আশ্রমান্তরবিষয়ং তু কেবলজ্ঞানস্য লোকজয়হেতুত্বমিত্যভিপ্রেত্যাহ—য এবমিতি। এবংশব্দস্য প্রকৃতপরামর্শিত্বাৎ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং বেদ্যস্বরূপং সংক্ষিপতি—অহমস্মীত্যাদিনা। তস্য বাগাদিভ্যো বিশেষং দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়েতি। কিমিদানীং প্রাণস্যৈবোপাস্যত্বম্ বাগাদিপঞ্চকমুপেক্ষিতমিতি, নেত্যাহ—বাগাদীতি। তস্য প্রাণাশ্রয়ত্বেঽপি কুতো দেবতাত্বম্, আসঙ্গপাপ্মবিদ্ধত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বাভাবিকেতি। অস্যকৃতোপকারং

প্রাণদ্বারা বাগাদৌ স্মারয়তি—অসৌ বেতি। রূপাত্মকে জগতি প্রাণস্য স্বরূপমনুসন্ধত্তে—আত্মা চেতি। নামাত্মকে জগতি প্রাণস্য আত্মত্বমুক্তং স্মারয়তি—ঋগিতি। সতি সামত্বে গীতিভাবাবস্থায়াং প্রাণস্তোক্তঃ বাহ্যমান্তরং চ সৌস্বর্য্যং সৌবর্ণ্যমিতি গুণদ্বয়মনুবদতি—মমেতি। তস্যৈব বৈকল্পিকীং প্রতিষ্ঠামুক্তামনুস্মারয়তি—গীতৌতি। যদ্বেবেত্যাদিনোক্তং পরামৃশতি—এবংগুণোঽহমিতি। ইত্যেবমভিমানাভিব্যক্তিপর্য্যন্তং যো ধ্যায়তি, তস্যেদং ফলমিত্যুপসংহরতি—ইত্যৌতি ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ং ব্রাহ্মণম্। ১ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। শ্রুতি এখন যথোক্ত প্রকার প্রাণ-বিজ্ঞানাম্পন্ন ব্যক্তির জন্য জপকর্ম্ম বিধানের ইচ্ছা করিতেছেন। যদ্বিষয়ক বিজ্ঞানশালী ব্যক্তির জপক্রিয়ায় অধিকার, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যেহেতু বিদ্বৎ-পুরুষানুষ্ঠিত এই জপক্রিয়ার ফল হইতেছে—দেবভাবে অভ্যারোহ অর্থাৎ দেবভাবপ্রাপ্তি; সেই হেতু অতঃপর, এখানে তাহাই বিহিত হইতেছে। উদ্গীথ-প্রকরণে বিহিত উদ্গীথের সর্ব্বত্রই জপের সম্ভাবনা ছিল; এইজন্য বিশেষ করিয়া 'পবমানানাম্' বলা হইয়াছে; তাহার পর, 'পবমান' শব্দে ('পবমানানাম্') বহুবচন থাকায় তিনটি 'পবমান' স্তোত্রেরই জপক্রিয়ায় প্রসক্তি ছিল; এই জন্য "স বৈ খলু প্রস্তোতা সাম প্রস্তৌতি" বলিয়া পুনশ্চ তাহার কাল-সঙ্কোচ করিতেছেন,—সেই প্রস্তোতা (প্রস্তাবনামক সামাংশ পাঠকর্ত্তা—ঋত্বিগ্ বিশেষ) ঠিক সেই সময়ই এই তিনটি মন্ত্র জপ করিবেন। এই জপ-ক্রিয়ার বিশেষ নাম—'অভ্যারোহ'; [ইহার যৌগিকার্থ এইরূপ—] প্রাণবিৎ এই জপক্রিয়া দ্বারা দেবভাবে আরোহণ করেন বলিয়া ইহার নাম 'অভ্যারোহ'। 'এতানি' এই বহুবচন থাকায় যজুর মন্ত্র তিনটি বুঝিতে হইবে; 'এতানি' পদে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় এবং ব্রাহ্মণভাগের মধ্যে পঠিত হওয়ায় যথাশ্রুত স্বরানুসারেই ইহার প্রয়োগ করিতে হইবে, কিন্তু মন্ত্র-ভাগোক্ত স্বরানুসারে প্রয়োগ করিতে হইবে না (*)। এই জপক্রিয়াটি যজমানের কর্ত্তব্য (ঋত্বিকের নহে)। ১

(*) তাৎপর্য্য—বেদের সাধারণতঃ দুইটি ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—"মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্", অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণভাগ, উভয়ের সম্মিলিত নাম 'বেদ'। মন্ত্রভাগের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রকাশ করে বলিয়া 'ব্রাহ্মণ' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। মন্ত্রভাগে প্রধানতঃ ক্রিয়াবিধি ও তদুপযোগী কথাবার্ত্তা আছে, আর ব্রাহ্মণভাগে প্রধানতঃ জ্ঞান ও ইতিহাসাদি বিষয় সন্নিবেশিত আছে। আলোচ্য বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌টিও যজুর্ব্বেদে

সেই যজুঃ তিনটি এই—"অসতঃ মা সদ্ গময়," "তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়," "মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়" ইতি। মন্ত্রগুলির অর্থ তিরোহিত (অস্পষ্ট) আছে; এই জন্য, এই মন্ত্রত্রয়ে যে অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রাহ্মণ (এই শ্রুতি) নিজেই সেই সমুদয় অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন। সেই অর্থ কি-প্রকার, তাহা বলিতেছেন,—'অসতঃ মা সৎ গময়' ইতি, মৃত্যুই অসৎ; এখানে মৃত্যু' শব্দে স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, অত্যন্ত অধঃপতনের কারণ বলিয়া উহাই অসৎ; আর সৎ হইতেছে অমৃত; শাস্ত্রোপদিষ্ট জ্ঞান ও কর্ম্ম মৃত্যুভয় নিবারণের হেতু বলিয়া তাহারা সৎ-পদবাচ্য। অতএব [ইহার অর্থ হইতেছে যে,] অসৎ হইতে—অসৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান হইতে আমাকে সতে—শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম ও জ্ঞানে লইয়া যাও, অর্থাৎ দেবভাব লাভের উপায়ভূত আত্মভাব লাভ করাও। বাক্যের তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন—আমাকে অমৃত কর; এই অর্থই প্রথম মন্ত্রটী বলিয়াছেন। ২

সেইরূপ, 'তমসঃ মা জ্যোতিঃ গময়' এই মন্ত্রেরও অর্থ বলিতেছেন—'তমঃ' অর্থ—মৃত্যু; কেন না, অজ্ঞানমাত্রই বোধশক্তির আবরক, আবরক বলিয়াই তমঃ-শব্দবাচ্য; তাহাই আবার মৃত্যুর হেতুভূত বলিয়া মৃত্যু-স্বরূপ; আর 'জ্যোতিঃ' অর্থ—অমৃত, অর্থাৎ তমের বিপরীত দৈব রূপ; জ্ঞান স্বভাবতঃই প্রকাশাত্মক, এই কারণে জ্যোতিঃ-শব্দবাচ্য; তাহাই আবার

কাণ্বশাখীয় শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত; ইহা ছাড়া মাধ্যন্দিনী শাখাতেও অনুরূপ উপনিষদ্ আছে। উভয়ের মধ্যে বিষয়গত অনেক সাম্য থাকিলেও পাঠগত কিঞ্চিৎ বৈষম্য আছে। যজুর্ব্বেদে ছন্দোঽনুযায়ী পাদবিভাগ কিংবা অক্ষর-সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই; সুতরাং সন্দেহ হইতে পারে যে, এখানে মন্ত্র কয়টি? সেই সন্দেহ ভঞ্জনার্থ ভাষ্যকার বলিয়াছেন—'ত্রীণি যজূংষি' যজুর্মন্ত্র এখানে তিনটি; কমও নহে, বেশীও নহে। পুনশ্চ আশঙ্কা হইল যে, এই তিনটিই যখন মন্ত্র, তখন বৈভাবিক-গ্রন্থে মন্ত্রসম্বন্ধে যে সমস্ত স্বরপ্রক্রিয়া কথিত আছে, যেমন—"উচ্চৈঃ ঋচা ক্রিয়তে, উচ্চৈঃ সাম্না, উপাংশু যজুষা" অর্থাৎ ঋক্ ও সামমন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবে, আর উপাংশু স্বরে যজুর্মন্ত্র পাঠ করিবে, উপাংশু অর্থ—মৃদু স্বর, যাহা কেবল পাঠকের মাত্র কর্ণগোচর হয়, ইত্যাদি; এখানে সে সমস্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে কি না, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য ভাষ্যকার বলিলেন—এখানে মন্ত্রোক্ত স্বর গ্রহণ করিতে হইবে না, যথাশ্রুত হ্রস্ব দীর্ঘ অনুসারে পাঠ করিতে হইবে মাত্র। বিশেষতঃ "উচ্চৈঃ ঋচা" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে জানা যায়, যেখানে স্বরভেদ শ্রুতির অভিপ্রেত থাকে, সেখানে তৃতীয়া বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকে, কিন্তু এখানে দ্বিতীয়া বিভক্তি থাকায় বুঝা যায় যে, এখানে স্বরভেদ শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

অবিনাশাত্মক বলিয়া অমৃত; সেই তমঃ হইতেআমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও। 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' ইত্যাদির অর্থও পূর্ব্ববৎ, অর্থাৎ আমাকে অমৃত কর,—দিব্য প্রাজাপত্য (প্রজাপতিস্বরূপ) ফল আমাকে লাভ করাও, ইহাই ঐ মন্ত্রে বলা হইয়াছে। ৩

ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই য, সাধন-হীন অবস্থা হইতে আমাকে সাধনাবস্থা প্রাপ্ত করাও, আর দ্বিতীয় মন্ত্রটির অর্থ হইতেছে এই যে, অজ্ঞানাত্মক সাধনাবস্থা হইতেও আমাকে ফলীভূত সাধ্যাবস্থা লাভ করাও। প্রথমোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের যাহা অর্থ, 'মৃত্যোঃ মা অমৃতং গময়' এই তৃতীয় মন্ত্রে আবার তাহাই সমুচ্চিত বা সম্মিলিতভাবে অভিহিত হইয়াছে ; সুতরাং ইহার অর্থ প্রসিদ্ধই (স্পষ্টই) আছে। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ন্যায় এই তৃতীয় মন্ত্রে প্রতিপাদ্যার্থ কিছুমাত্র তিরোহিত অর্থাৎ লুক্কায়িত নাই, যথাশ্রুত অর্থ ই ইহার অর্থ ; [কাজেই শ্রুতি ইহার ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই]। ৪

অতঃপর, প্রাণবিৎ [অতএব] প্রাণাত্মভাবাপন্ন উদ্গাতা ঠিক প্রাণের ন্যায় পবমানত্রয়ে যজমানসম্বন্ধী উদ্গান সম্পাদন করিবার পর অবশিষ্ট যে সমস্ত স্তোত্র আছে, তাহাতে আপনার জন্য অন্নাদ্য গান করিবেন। যেহেতু সেই এই উদ্গাতা যথোক্ত প্রকারে প্রাণতত্ত্ব জানেন, সেই হেতু প্রাণের ন্যায়ই অভীষ্ট কাম (ফল) সাধন করিতে সমর্থ হন ; অতএব যে সময় সেই সমস্ত স্তোত্রপাঠ আরম্ভ হয়, সেই সময় যজমান বর প্রার্থনা করিবে।—সে যে ফল কামনা করে, সেই ফল বিষয়েই বর প্রার্থনা করিবে। 'তস্মাৎ' শব্দ থাকায় তাহার অগ্রে 'যস্মাৎ এবংবিদ্ উদ্গাতা' এইরূপ পদ যোজনা করিতে হইবে। যেহেতু এবংবিদ্ উদ্গাতা নিজের জন্যই হউক, আর যজমানের জন্যই হউক, যে ফল কামনা করেন—ইচ্ছা করেন, তাহাই আগান করেন—যথাবিধি গান দ্বারা সম্পাদন করেন, ['সেই হেতু' যজমান বর প্রার্থনা করিবে]। ৫

এইরূপে ত জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা প্রাণাত্মভাবপ্রাপ্তির কথা বলা হইল ; এ বিষয়ে কোন প্রকার আশঙ্কার সম্ভাবনা নাই ; অতএব এখন আশঙ্কার বিষয় হইতেছে যে, অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের অপায়ে অর্থাৎ অভাব হইলেও প্রাণাত্মভাব প্রাপ্তি হয় কি না ? সেই আশঙ্কা অপনয়নার্থ বলিতেছেন—"তদ্ধ এতল্লোক-জিদেব" ইতি,সেই এই প্রাণাত্মদর্শন বা প্রাণবিজ্ঞান যজ্ঞাদি-কর্ম্মবিযুক্ত হইলেও

নিশ্চয় লোকজিৎ—অবশ্যই অভীষ্ট লোকপ্রাপ্তির সাধক হয়; নিশ্চয়ই অলোক্যতার জন্য—অভীষ্টলোকপ্রাপ্তির অযোগ্যতার পক্ষে কখনও ত আশা প্রার্থনা নাই। গ্রামস্থ লোক কখনই অরণ্যস্থ লোকের ন্যায় প্রার্থনা করিতে পারে না যে, আমি কবে গ্রাম প্রাপ্ত হইব; কেন না, অসন্নিহিত বা অপ্রাপ্ত অনাত্মবস্তু বিষয়েই আশংসা (প্রাপ্তির ইচ্ছা) হইয়া থাকে, কিন্তু নিত্য প্রাপ্ত স্বীয় আত্মাতে ত আর সেরূপ আশংসা হইতে পারে না। অতএব 'আমি কখনও প্রাণাত্মভাব না পাইতে পারি' এরূপ সম্ভাবনা তাহার হইতে পারে না। ৬

উক্ত ফলপ্রাপ্তি কাহার হয়? না, যে ব্যক্তি যথোক্ত মহিমান্বিত এই সামনামক প্রাণকে জানে,—আমি হইতেছি—ইন্দ্রিয়বিষয়ে আসক্তিরূপ আসুর পাপ দ্বারা অধর্ষণীয়-বিশুদ্ধ; এবং বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি ইন্দ্রিয়ও আমার আশ্রয়ে থাকিয়াই অগ্ন্যাদ্যাত্মভাবাপন্ন এবং স্বাভাবিক বা অপরিশুদ্ধ-জ্ঞানজাত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে আসক্তিজনিত আসুরপাপবিযুক্ত হয়, অধিকন্তু সর্ব্বভূতে মদাশ্রিত অন্নাদ্যের ভোগ্য বস্তুর উপভোগেও সমর্থ হয়; আঙ্গিরসত্ব-নিবন্ধন আমিই সর্ব্বভূতের আত্মাস্বরূপ,—ঋক্, যজুঃ, সাম ও উদ্গীথাত্মক বাক্যেরও আমিই আত্মা; কারণ, ঐ সমস্তই আমার অধীন এবং আমার দ্বারা নির্ব্বাহিত হয়; গীতিভাবপ্রাপ্ত সামস্বরূপ আমার বাহ্য ধন—অলঙ্কার হইতেছে স্বরসৌষ্ঠব, তদপেক্ষাও অন্তরতর অর্থাৎ সন্নিকৃষ্ট ভূষণ হইতেছে সৌবর্ণ্য—বর্ণ-সৌষ্ঠব, তাহাও স্বরসৌন্দর্য্যই বটে; গীতিভাবপ্রাপ্ত আমার প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়স্থান হইতেছে—কণ্ঠ-তালু প্রভৃতি স্থান; ঈদৃশগুণসম্পন্ন আমি অমূর্ত্ত—নির্দ্দিষ্ট আকৃতিবিহীন, এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া, পুত্তিকাশরীরেও সম্পূর্ণরূপে অবস্থিত আছি; যতকাল আপনাতে প্রাণাত্মভাব অভিব্যক্ত না হয়, ততকাল যে জানে—উপাসনা করে; [তাহার এইরূপ ফল লাভ হয়] ॥ ৩৭ ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষানুবাদ ॥ ১ ॥ ৩ ॥

চতুর্থং ব্রাহ্মণম্।

আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ; সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ; সোঽহমস্মীত্যগ্রে ব্যাহরৎ, ততোঽহংনামাভবৎ, তস্মাদপ্যেতর্হ্যামন্ত্রিতোঽহময়মিত্যেবাগ্র উক্ত্বাথান্যন্নাম প্রব্রূতে—যদস্য ভবতি, স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ, তস্মাৎ পুরুষঃ, ওষতি হ বৈ স তং যোঽস্মাৎ পূর্ব্বো বুভূষতি, য এবং বেদ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

সরলার্থঃ—অগ্রে (শরীরান্তরোৎপত্তেঃ প্রাক্) ইদং (অনুভূয়মানং শরীরজাতং) পুরুষবিধঃ (পুরুষাকার-হস্তপদাদিসম্পন্নঃ বিরাট্‌স্বরূপঃ) আত্মা (প্রজাপতিঃ—প্রথমশরীরী) এব (ইতরব্যবচ্ছেদে) আসীৎ, (নান্যৎ শরীরান্তরমিত্যর্থঃ)। সঃ (প্রথমজঃ প্রজাপতিঃ) অনুবীক্ষ্য (মনসি আলোচ্য, আত্মনঃ স্বরূপং বিচিন্ত্য) (আত্মনঃ) (স্বস্মাৎ) অন্যৎ (পৃথগভূতং বস্তন্তরং) ন অপশ্যৎ (ন দৃষ্টবান্, আত্মানমেব কেবলং দৃষ্টবান্)। সঃ (প্রজাপতিঃ) অগ্রে (প্রথমং) 'অহম্ অস্মি' (সর্ব্বাত্মা অহমস্মি) ইতি ব্যাহরৎ (উক্তবান্); ততঃ (অহং-শব্দোচ্চারণাদেব) 'অহং'নামা (অহম্ ইতি নাম যস্য, সঃ তথাভূতঃ) অভবৎ; তস্মাৎ (হেতোঃ) এতর্হি অপি (ইদানীমপি) আমন্ত্রিতঃ (কস্ত্বম্? ইতি পৃষ্টঃ সন্) অগ্রে 'অহম্ অয়ম্' ইতি এব উক্ত্বা (কথয়িত্বা), অথ (অনন্তরং) অন্যৎ নাম ব্রূতে (কথয়তি),—যৎ (নাম) অস্য (আমন্ত্রিতস্য) ভবতি (কৃতসঙ্কেতম্ অস্তি—যজ্ঞদত্ত-দেবদত্ত-প্রভৃতি)। যৎ (যস্মাৎ) সঃ (প্রজাপতিঃ) পূর্ব্বঃ (প্রথমোৎপন্নঃ সন্) সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ ঔষৎ (প্রাক্তন-জ্ঞানকর্ম্মসংস্কারবলেন দগ্ধবান্), তস্মাৎ পুরুষঃ (পূর্ব্বম্ ঔষৎ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা 'পুরুষ'পদবাচ্যঃ অভবৎ)। [ইদানীং বিদ্যাফলমুচ্যতে—] যঃ এবং (যথোক্তপ্রকারম্) বেদ (বিজানাতি), সঃ [অপি],—যঃ (জনঃ) অস্মাৎ (বিদুষঃ) পূর্ব্বঃ (প্রথমঃ অগ্রগণ্যঃ) বুভূষতি (ভবিতুমিচ্ছতি), তং (জনং) হ বৈ (নিশ্চয়ে) ওষতি (দহতি), [এতজ্জ্ঞানকারী স্বয়মেব বিনশ্যতীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ। এই শরীরসমূহ অগ্রে (যখন অন্য কোনও শরীর প্রাদুর্ভূত হয় নাই, তখন) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট (হস্তপদাদিযুক্ত)

আত্মা—বিরাট প্রজাপতিই একমাত্র ছিলেন ; তিনি বিশেষ আলোচনা করিবার পর—তাঁহার অতিরিক্ত আর কিছু দেখিতে পাইলেন না। তিনিই অগ্রে 'অহম্ অস্মি' অর্থাৎ আমি হইতেছি সকলের আত্মা, এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন ; সেই হেতুই তিনি 'অহম্' নামে পরিচিত হইলেন। সেই কারণেই, এখনও 'তুমি কে ?' জিজ্ঞাসা করিলে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রথমে 'এই আমি' বলে ; পরে, তাহার যাহা নাম, সেই নাম প্রকাশ করিয়া থাকে। যেহেতু তিনি এই সমস্তের পূর্ব্বে সমস্ত পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন, সেই হেতুই 'পুরুষ'-পদবাচ্য হইয়াছেন। অপরও যে লোক এইপ্রকার জ্ঞান লাভ করেন, তিনিও, যে ব্যক্তি তদপেক্ষা বড় হইতে ইচ্ছা করে, তাহাকে দগ্ধ করেন, [ইহাই বিদ্যার ফল] ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ। জ্ঞান-কর্ম্মভ্যাং সমুচ্চিতাভ্যাং প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তির্ব্যাখ্যাতা ; কেবলপ্রাণদর্শনেন চ—"তদ্ধৈতল্লোকজিদেব"ইত্যাদিনা। প্রজাপতেঃ ফলভূতস্য সৃষ্টিস্থিতিসংহারেষু জগতঃ স্বাতন্ত্র্যাদিবিভূত্যুপবর্ণনেন জ্ঞান-কর্ম্মণোর্বৈদিকয়োঃ ফলোৎকর্ষো বর্ণয়িতব্যঃ—ইত্যেবমর্থমারভ্যতে। তেন চ কর্ম্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্ম্মস্তুতিঃ কৃতা ভবেৎ সামর্থ্যাৎ ; বিবক্ষিতং ত্বেতৎ—সর্ব্বমপ্যেতজ্ জ্ঞান-কর্ম্মফলং সংসার এব, ভয়ারত্যাদিযুক্তত্বশ্রবণাৎ কার্য্যকরণলক্ষণত্বাচ্চ স্থূলব্যক্তানিত্যবিষয়ত্বাচ্চেতি। ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ কেবলায়া বক্ষ্যমাণায়া মোক্ষহেতুত্বমিত্যুত্তরার্থঞ্চেতি। ন হি সংসারবিষয়াৎ সাধ্য-সাধনাদিভেদলক্ষণাৎ অবিরক্তস্য আত্মৈকত্বজ্ঞানবিষয়েঽধিকারঃ, অতৃষিতস্যেব পানে। তস্মাজ্ জ্ঞান-কর্ম্মফলোৎকর্ষোপবর্ণনম্ উত্তরার্থম্। তথাচ বক্ষ্যতি—"তদেতৎ পদনীয়মস্য" "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ" ইত্যাদি। ১

আত্মৈব, আত্মেতি প্রজাপতিঃ প্রথমোঽণ্ডজঃ শরীর্যভিধীয়তে। বৈদিকজ্ঞান-কর্ম্মফলভূতঃ স এব,—কিম্ ? ইদং শরীরভেদজাতং তেন প্রজাপতিশরীরেণ অবিভক্তম্ আত্মৈবাসীৎ, অগ্রে প্রাক্শরীরান্তরোৎপত্তেঃ। স চ পুরুষবিধঃ পুরুষপ্রকারঃ শিরঃপাণ্যাদিলক্ষণো বিরাট্ ; স এব প্রথমঃ সম্ভূতঃ অনুবীক্ষ্য অন্বালোচনং কৃত্বা—'কোঽহং কিংলক্ষণো বাস্মি' ইতি, নান্যদ্বস্ত্বন্তরম্, আত্মনঃ প্রাণপিণ্ডাত্মকাৎ কার্য্যকরণরূপাৎ, নাপশ্যৎ ন দদর্শ। কেবলন্ত আত্মানমেব সর্ব্বাত্মানমপশ্যৎ, তথা পূর্ব্বজন্মশ্রৌতবিজ্ঞানসংস্কৃতঃ 'সোঽহং প্রজাপতিঃ, সর্ব্বাত্মাহমস্মি' ইতি অগ্রে ব্যাহরৎ ব্যাহৃতবান্। ততঃ তস্মাৎ, যতঃ পূর্ব্ব-

জ্ঞানসংস্কারাদাত্মানমেব 'অহম্' ইত্যভ্যধাৎ অগ্রে, তস্মাৎ অহংনামা অভবৎ, তস্যোপনিষদ্—অহমিতি শ্রুতিপ্রদর্শিতমেব নাম বক্ষ্যতি; তস্মাৎ,—যস্মাৎ কারণে প্রজাপতৌ এবং বৃত্তম্, তস্মাৎ তৎকার্য্যভূতেষু প্রাণিষু এতর্হি এতস্মিন্নপি কালে আমন্ত্রিতঃ—'কস্ত্বম্'ইত্যুক্তঃ সন্ 'অহময়ম্' ইত্যেবাগ্রে উক্ত্বা কারণাত্মাভিধানেন আত্মানমভিধায়াগ্রে, পুনর্ব্বিশেষনাম-জিজ্ঞাসবে, অথ অনন্তরং বিশেষ পিণ্ডাভিধানং 'দেবদত্তো যজ্ঞদত্তো' বেতি প্রব্রূতে কথয়তি—যন্নামাস্য বিশেষপিণ্ডস্য মাতাপিতৃকৃতং ভবতি, তৎ কথয়তি ॥ ২

স চ প্রজাপতিরতিক্রান্তজন্মনি সম্যক্‌কর্ম্ম-জ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ সাধকাবস্থায়াম্, যৎ যস্মাৎ কর্ম্মজ্ঞানভাবনানুষ্ঠানৈঃ প্রজাপতিত্বং প্রতিপিৎসূনাং পূর্ব্বঃ প্রথমঃ সন্, অস্মাৎ প্রজাপতিত্ব-প্রতিপিৎসুসমুদায়াৎ সর্ব্বস্মাৎ, আদৌ ঔষৎ অদহৎ; কিম্? আসঙ্গাজ্ঞানলক্ষণান্ সর্ব্বান্ পাপ্মনঃ প্রজাপতিত্বপ্রতিবন্ধকারণভূতান্ ॥ ৩

যস্মাদেবম্, তস্মাৎ পুরুষঃ—পূর্ব্বমৌষদিতি পুরুষঃ। যথায়ং প্রজাপতিরোষিত্বা প্রতিবন্ধকান্ পাপ্মনঃ সর্ব্বান্, স পুরুষঃ প্রজাপতিরভবৎ; এবমন্যোঽপি জ্ঞানকর্ম্মভাবনানুষ্ঠানবহ্নিনা, কেবলং জ্ঞানবলাদ্বা ওষতি ভস্মীকরোতি হ বৈ সঃ তম্; কম্? যোঽস্মাদ্বিদুষঃ পূর্ব্বঃ প্রথমঃ প্রজাপতিঃ বুভূষতি ভবিতুমিচ্ছতি, তমিত্যর্থঃ। তং দর্শয়তি—য এবং বেদেতি; সামর্থ্যাজ্‌জ্ঞানভাবনাপ্রকর্ষবান্।

নন্বনর্থায় প্রাজাপত্যপ্রতিপিৎসা, এবংবিদা চেৎ দহ্যতে? নৈষ দোষঃ; জ্ঞানভাবনোৎকর্ষাভাবাৎ প্রথমং প্রজাপতিত্বপ্রতিপত্ত্যভাবমাত্রত্বাৎ দাহস্য। উৎকৃষ্টসাধনঃ প্রথমং প্রজাপতিত্বং প্রাপ্নুবন্—ন্যূনসাধনো ন প্রাপ্নোতীতি স তং দহতীত্যুচ্যতে; ন পুনঃ প্রত্যক্ষমুৎকৃষ্টসাধনেন ইতরো দহ্যতে। যথা লোকে আজিসৃতাং যঃ প্রথমমাজিমুপসর্পতি, তেনেতরে দগ্ধা ইব অপহৃতসামর্থ্যা ভবন্তি, তদ্বৎ ॥ ৩৮ ॥ ১ ॥

টীকা। ব্রাহ্মণান্তরমবতার্য্য পূর্ব্বেণ সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—আত্মৈবেত্যাদিনা। কেবলপ্রাণদর্শনেন চ প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তির্ব্যাখ্যাতেতি সম্বন্ধঃ। ইদানীম্ আত্মৈবেত্যাদেস্তদ্ভেদম্ ইত্যতঃ প্রাক্তনগ্রন্থস্য আপাততস্তাৎপর্য্যমাহ—প্রজাপতেরিতি। আদিপদেন সর্ব্বাত্মত্বাদি গৃহ্যতে। ফলোৎকর্ষোপবর্ণনং কুত্রোপযুজ্যতে, তত্রাহ—তেন চেতি। কর্ম্মকাণ্ডপদেন পূর্ব্বগ্রন্থোঽপি সংগৃহীতঃ। ফলাতিশয়ো হেত্বতিশয়াপেক্ষঃ, অন্যথা আকস্মিকত্বাপাতাৎ। অতো জ্ঞানকর্ম্মফলভূতসূত্রবিভূতিরুচ্যমানা জ্ঞানকর্ম্মণোর্মহত্ত্বং দর্শয়তীত্যাহ—সামর্থ্যাদিতি। আপাতিকং তাৎপর্য্যমুক্ত্বা পরমতাৎপর্য্যমাহ—বিবক্ষিতং ত্বিতি। কিঞ্চ, বিমতং সংসারান্তর্ভূতং, কার্য্যকরণাত্মত্বাৎ, অস্মদাদিকার্য্য-

কারণবদিত্যাহ—কার্য্যেতি। প্রাজাপত্যপদস্য সংসারান্তর্ভূতত্বে হেত্বন্তরমাহ—স্থূলেতি। স্থূলত্বং সাধয়তি—ব্যক্তেতি। অনিত্যত্বাৎ দৃশ্যত্বাচ্চ প্রজাপতিত্বং সংসারান্তর্গতমিত্যাহ—অনিত্যেতি। ইতিশব্দো বিবক্ষিতার্থসমাপ্ত্যর্থঃ। কিমিত্যেতদ্ বিবক্ষিতমুপবর্ণ্যতে, তত্রাহ—ব্রহ্মবিদ্যায়া ইতি। তচ্চেদং বিবক্ষিতার্থবচনম্ একাকিন্যা বিদ্যায়া বক্ষ্যমাণায়া মুক্তিহেতুত্বমিত্যুত্তরার্থমিতি দ্রষ্টব্যম্। যদা হি কর্ম্মজ্ঞানফলং প্রজাপতিত্বং সংসারি ইত্যুচ্যতে, তদা তৎপর্য্যন্তাৎ সর্ব্বস্মাৎ তস্মাদ্বিরক্তস্য বক্ষ্যমাণবিদ্যায়ামধিকারঃ সেৎস্যতীত্যর্থঃ। অথ যস্য কস্যচিদর্থিতামাত্রেণ তত্রাধিকারসম্ভবাদ্বৈরাগ্যং ন মৃগ্যম্ ইত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। উভয়ত্রাপি বিষয়শব্দঃ পূর্ব্বেণ সমানাধিকরণঃ। বিবক্ষিতমর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। বৈরাগ্যমন্তরেণ জ্ঞানানধিকারাজ্জ্ঞানাদিফলস্য প্রজাপতিত্বস্যোৎকর্ষবতঃ সংসারত্ববচনং ততো বিরক্তস্য বক্ষ্যমাণবিদ্যায়ামধিকারার্থম্। বিরক্তস্য বিদ্যাধিকারে মোক্ষাদপি বৈরাগ্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেতি। নন্বু মোক্ষার্থং বিদ্যায়াং প্রবর্ত্তিতব্যং, মোক্ষশ্চ অপুরুষার্থত্বাৎ ন প্রেক্ষাবতা প্রার্থ্যতে, তত্রাহ—তদেতদিতি। ১

আপাতিকমনাপাতিকং চ তাৎপর্য্যমুক্ত্বা প্রতীকমাদায়াক্ষরাণি ব্যাকরোতি—আত্মৈবেতি। তস্যাশ্বমেধাধিকারে প্রকৃতত্বং সূচয়তি—অশ্বস্য ইতি। পূর্ব্বস্মিন্নপি ব্রাহ্মণে তস্য প্রস্তুতত্বমস্তীত্যাহ—বৈদিকেতি। স এব আসীদিতি সম্বন্ধঃ। স্থিত্যবস্থায়ামপি প্রজাপতিরেব সমষ্টিদেহঃ তত্তদ্ব্যষ্ট্যাত্মনা তিষ্ঠতীতি বিশেষাসিদ্ধিঃ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তেনেতি। আত্মশব্দেন পরস্যাপি গ্রহসম্ভবে কিমিতি বিরাড়েবোপাদীয়তে, ইত্যাশঙ্ক্য বাক্যশেষাদিত্যাহ—স চেতি। বক্ষ্যমাণমবালোচনাদি বিরাড়াত্মকর্ত্তৃকমেবেত্যাহ—স এবেতি। স্বরূপধর্ম্মবিষয়ৌ দ্বৌ বিমর্শৌ। নান্যদিতি বাক্যমাদায় অক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—বস্ত্বন্তরমিতি। দর্শনশক্ত্যভাবাদেব বস্ত্বন্তরং প্রজাপতির্ন দৃষ্টবানিত্যাশঙ্ক্যাহ কেবলং ত্বিতি। সোঽহমিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তথেতি। যথা সর্ব্বাত্মা প্রজাপতিরহমিতি পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি শ্রৌতেন বিজ্ঞানেন সংস্কৃতো বিরাড়াত্মা, তথেদানীমপি কল্পাবস্থঃ সোঽহং প্রজাপতিরস্মীতি প্রথমং ব্যাহৃতবানিতি যোজনা। ব্যাহরণফলমাহ—তত ইতি। কিমিতি প্রজাপতেরহমিতি নামোচ্যতে, সাধারণং হীদং সর্ব্বেষাম্; ইত্যাশঙ্ক্যোপাসনার্থমিত্যাহ—তস্মেতি। আধ্যাত্মিকস্য চাক্ষুষস্য পুরুষস্যাহমিতি রহস্যং নামেতি যতো বক্ষ্যতি, অতঃ শ্রুতিসিদ্ধমেবৈতন্নামাস্য ধ্যানার্থমিহোক্তমিত্যর্থঃ। প্রজাপতেরহংনামত্বে লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়িতুমুত্তরং বাক্যমিত্যাহ—তস্মাদিতি। ২

উপাসনার্থং প্রজাপতেরহংনামোক্ত্বা পুরুষনামনির্ব্বচনং করোতি—স চেত্যাদিনা। পূর্ব্বস্মিন্ জন্মনি সাধকাবস্থায়াং কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানৈরহমহমিকয়া প্রজাপতিত্বপ্রেপ্সূনাং মধ্যে পূর্ব্বো যঃ সম্যক্ কর্ম্মাদ্যনুষ্ঠানৈঃ সর্ব্বং প্রতিবন্ধকং যস্মাদদহৎ, তস্মাৎ স প্রজাপতিঃ পুরুষ ইতি যোজনা। উক্তমেব স্ফুটয়তি—প্রথমঃ সন্নিতি। সর্ব্বস্মাদস্মাৎ প্রজাপতিত্বপ্রতিপিৎসুসমুদায়াৎ প্রথমঃ সন্নোষদিতি সম্বন্ধঃ, আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং দাহং দর্শয়তি—কিমিত্যাদিনা। ৩

পূর্ব্বং প্রজাপতিত্বপ্রতিবন্ধকপ্রধ্বংসিত্বে সিদ্ধমর্থমাহ—যস্মাদিতি। পুরুষত্বোপাসকস্য ফলমাহ—যথোক্তি। অয়ং প্রজাপতিরিতি ভবিষ্যদ্বৃত্ত্যা সাধকোক্তিঃ, পুরুষঃ প্রজাপতিরিতি ফলাবস্থঃ স কথ্যতে। কোঽসাবোষতীত্যপেক্ষায়ামাহ—তং দর্শয়তীতি। পুরুষত্বেন প্রজাপতিরহমস্মীতি যো বিদ্বান্, সোঽস্মানোষতীত্যর্থঃ। বিদ্যাসাম্যে কথমেবং ব্যবস্থা, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—সামর্থ্যাদিতি। হেতুসাম্যে দাহকত্বানুপপত্তেঃ তৎপ্রকর্ষবানিতরান্ দহতীত্যর্থঃ। প্রসিদ্ধং দাহমাদায় চোদয়তি—নম্বিতি। তথা চ তৎপ্রেপ্সাযোগাৎ তদুপাস্ত্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। বিবক্ষিতং দাহং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ—নৈষ দোষ ইতি। তদেব স্পষ্টয়তি—উৎকৃষ্টেতি। প্রাপ্নুবন্ ভবতীতি শেষঃ। ঔপচারিকং দাহং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—যথেতি। আজির্মর্য্যাদা, তাং সরন্তি ধাবন্তীত্যাজিসৃতঃ, তেষামিতি যাবৎ। ৩৮॥ ১॥

ভাষ্যানুবাদ। "আত্মৈব ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি। সমুচ্চিত অর্থাৎ সহানুষ্ঠিত জ্ঞান ও কর্ম্ম দ্বারা যে, প্রজাপতিত্ব লাভ হয়, এ কথা ইতঃপূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; আর শুদ্ধ প্রাণ-দর্শনেও যে, ঐপদ লাভ হয়, তাহাও "তদ্ধৈতল্লোকজিৎ এব" ইত্যাদি বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। অতঃপর জ্ঞান ও কর্ম্মের ফলস্বরূপ প্রজাপতির যে, জগৎ-সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকার্য্যে স্বাতন্ত্র্যাদি বিভূতি বা মহিমা, তদুপবর্ণন দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের উৎকর্ষ বর্ণনা করা আবশ্যক, সেই উদ্দেশ্যেই এই চতুর্থ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। ইহা দ্বারা কর্ম্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মেরও স্তুতি সাধিত হইল; কিন্তু ইহার অভিপ্রেত প্রয়োজন হইতেছে এই যে, কর্ম্মকাণ্ডে যত কিছু জ্ঞান-কর্ম্ম বিহিত আছে, সংসারই সে সমুদয়ের মুখ্য ফল; কারণ, ঐ সমস্ত ফলে ভয় ও উদ্বেগাদির উল্লেখ আছে, অধিকন্তু তৎসমস্তই কার্য্য-করণভাবাপন্ন (দেহেন্দ্রিয়াত্মক) এবং স্থূল, ব্যক্ত ও অনিত্যতাদোষগ্রস্ত; কেবল বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যাই মোক্ষলাভের একমাত্র হেতু; সুতরাং পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যার জন্যও এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করা আবশ্যক হইয়াছে (১)। তৃষ্ণা না থাকিলে যেমন জলপানে প্রবৃত্তি হয় না,

(১) তাৎপর্য্য—এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ কেন আরব্ধ হইতেছে, এবং পূর্ব্ব ব্রাহ্মণের সহিত ইহার সম্বন্ধই বা কি প্রকার, ভাষ্যকার তাহা বলিয়া দিতেছেন। এই চতুর্থ ব্রাহ্মণ আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথম প্রয়োজন প্রাজাপত্য-পদলাভরূপ উৎকৃষ্ট ফলপ্রদর্শন দ্বারা পূর্ব্বকাণ্ডোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মের প্রশংসা করা; কারণ, সাধনের উৎকর্ষ না থাকিলে কখনই ফলোৎকর্ষ হইতে পারে না; কাজেই ফলোৎকর্ষ বর্ণনা দ্বারাই তৎসাধনীভূত জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মেরও স্তুতি সম্পন্ন হইল। দ্বিতীয় প্রয়োজন—বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যার স্তুতি করা; কেননা, দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল হইতেছে—প্রাজাপত্য অধিকার

তেমনি নানারকম সাধ্য-সাধনভাবপূর্ণ (কার্য্য-কারণাত্মক) এই সংসারে যাহার বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্য হয় না, তাহার কখনই আত্মজ্ঞানে অধিকার ও প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না; [পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যার মোক্ষরূপ ফল দর্শন করিলে সহজেই পূর্ব্বোক্ত ফলে লোকের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে]; অতএব জ্ঞানমিশ্রিত কর্ম্মফলের যে, উৎকর্ষ বর্ণন, তাহা পরবর্ত্তী ব্রহ্মবিদ্যার প্রশংসার্থও বটে। 'মুমুক্ষু ব্যক্তির ইহাই একমাত্র প্রাপ্য', 'সেই এই আত্মবস্তুটি পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়' ইত্যাদি শ্রুতিতেও এই অভিপ্রায়ই প্রকটিত করা হইবে। ১

শ্রুতির 'আত্মৈব' এই আত্মা অর্থ—প্রজাপতি, যিনি অণ্ড হইতে জাত প্রথমশরীরী বলিয়া অভিহিত হন। বেদোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলস্বরূপ একমাত্র তিনিই,—কি? না, সেই প্রজাপতির শরীরের সহিত অবিভক্ত অর্থাৎ তদাত্মক এই বিভিন্নজাতীয় শরীরসমূহ অপরাপর শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে তৎ-স্বরূপই (প্রজাপতিস্বরূপই) ছিল। সেই আত্মাও (প্রজাপতিও) আবার পুরুষবিধ—পুরুষাকৃতি অর্থাৎ হস্ত-মস্তকাদি সম্পন্ন বিরাট্‌স্বরূপ। সর্ব্বাগ্রে সমুৎপন্ন সেই প্রজাপতিই অনুবীক্ষণ করিয়া 'আমি কে, এবং আমার লক্ষণ—বিশেষত্বই বা কি', ইহা আলোচনা করিয়া—প্রাণসমষ্টীভূত এবং দেহেন্দ্রিয়াত্মক আপনা হইতে পৃথগ্‌ভূত অপর কোনও বস্তু দর্শন করিলেন না (দেখিতে পাইলেন না), পরন্তু সর্ব্বাত্মস্বরূপ কেবল আপনাকেই দর্শন করিলেন। সেইরূপ, পূর্ব্বজন্মোৎপন্ন শ্রৌতবিজ্ঞান সংস্কারসম্পন্ন তিনি প্রথমে 'আমি হইতেছি—সেই প্রজাপতি, আমি হইতেছি—সকলের আত্মা' এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন; প্রজাপতি যেহেতু পূর্ব্বজন্মজাত সংস্কারানুসারে প্রথমেই আপনাকে 'অহম্' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, সেই হেতুই তিনি 'অহং' নামে পরিচিত হইলেন। 'অহং' নামই যে, তাঁহার শ্রুতিপ্রদর্শিত উপনিষদ্—গুহ্য নাম, তাহা পরে বলা হইবে। সেই হেতু,—যেহেতু সর্ব্বকারণ প্রজাপতিতে এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, সেই হেতু, এখনও—বর্ত্তমান সময়েও প্রজাপতির কার্য্যভূত (প্রজাপতি-সৃষ্ট)

লাভ, তাহাও যখন স্থূলতা ও অনিত্যতাদিদোষগ্রস্ত সংসারেরই অন্তর্ভূত, অথচ বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মবিদ্যার ফল হইতেছে সংসারের অতীত নিত্য নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ মোক্ষ; তখন সহজতঃই লোকের পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানকর্ম্মে বৈরাগ্য জন্মিতে পারে, এবং ব্রহ্মবিদ্যায়ও প্রবৃত্তি হইতে পারে, এইজন্যই ভাষ্যকার বলিতেছেন—'উত্তরার্থং চ'। উভয়ের মধ্যে শেষোক্ত উদ্দেশ্যটাই শ্রুতির অভিপ্রেত।

প্রাণিগণের মধ্যে কেহ আমন্ত্রিত হইলে 'তুমি কে' এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইলে, প্রথমেই 'এই আমি' ('অয়ম্ অহম্') বলিয়া অর্থাৎ আপনাকে কারণভূত প্রজাপতিরূপে পরিচিত করিয়া, তাহার পর বিশেষ নামজিজ্ঞাসু ব্যক্তিকে আপনার দেহপিণ্ডের পরিচায়ক 'দেবদত্ত' বা 'যজ্ঞদত্ত' প্রভৃতি নাম বলিয়া থাকে,—যে নাম তাহার পিতামাতা দেহপিণ্ডের পরিচয়ার্থ রক্ষা করিয়াছেন, সেই নাম বলিয়া থাকেন। ২

যেহেতু সেই প্রজাপতি, যাহারা কর্ম্ম ও জ্ঞানভাবনা দ্বারা প্রজাপতিত্বলাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের প্রথমে সমুৎপন্ন হইয়া, পূর্ব্বজন্মের সাধকাবস্থায় যথাযথরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও জ্ঞানভাবনা প্রভাবে, প্রজাপতি-পদাভিলাষী অপর সকলের অগ্রেই দগ্ধ করিয়াছিলেন ; কি দগ্ধ করিয়াছিলেন ? না, প্রজাপতিত্বলাভের প্রতিকূলভূত আসক্তি ও অজ্ঞানাত্মক পাপসমূহ [দগ্ধ করিয়াছিলেন]।

যেহেতু এই প্রকার অবস্থা, সেইহেতুই তিনি পুরুষ—অর্থাৎ 'পূর্ব্বম্ ঔষৎ' এই কারণে ('পূর্ব্ব' শব্দের পূ—পু, আর 'উষ্' ধাতুর যোগে নিষ্পন্ন) পুরুষপদবাচ্য হইলেন। এই প্রজাপতি যেরূপ প্রতিবন্ধক পাপরাশি দগ্ধ করিয়া পুরুষ—প্রজাপতি হইয়াছেন, এইরূপ অন্যেও জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ অগ্নি দ্বারা, অথবা কেবলই জ্ঞান দ্বারা তাহাকে ভস্মীভূত করেন ; কাহাকে ? না, যে ব্যক্তি এবংবিধ জ্ঞানীর অগ্রে প্রজাপতি হইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে [ভস্ম করেন]। ভস্মীকরণের কর্ত্তার নির্দ্দেশ করিতেছেন—যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করেন, অর্থাৎ জ্ঞানানুশীলনজাত উৎকর্ষসম্পন্ন, [তিনি]। ৩

এখন শঙ্কা হইতেছে যে, প্রজাপতি-পদেচ্ছু ব্যক্তিকে যদি জ্ঞানী পুরুষ দগ্ধই করিয়া ফেলে, তাহা হইলে প্রজাপতিত্ব লাভের অভিলাষ ত কেবল অনর্থেরই কারণ হইল ? না,—ইহা দোষাবহ নহে ; এই দাহ অর্থ আর কিছুই নহে, কেবল যাহাদের জ্ঞান ভাবনা সমুৎকর্ষ লাভ করে নাই, তাহাদের প্রজাপতিত্বপ্রাপ্তি না হওয়াই ঐ দাহ শব্দের অর্থ। উত্তমসাধনসম্পন্ন ব্যক্তিই প্রথমে প্রজাপতি-পদ অধিকার করিয়া থাকে ; কাজেই ন্যূনসাধনসম্পন্ন ব্যক্তি সেই পদ লাভ করিতে পারে না, এইজন্যই উত্তমসাধন ব্যক্তি হীনসাধন ব্যক্তিকে যেন দগ্ধ করে বলা হইয়া থাকে ; কিন্তু সত্য সত্যই যে, উৎকৃষ্ট-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি হীনসাধন ব্যক্তিকে দগ্ধই করিয়া ফেলে, তাহা নহে। যেমন নির্দ্দিষ্ট সীমান্তে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের মধ্যে, যে ব্যক্তি প্রথমে সীমান্তস্থানে উপস্থিত হইতে পারে,

তাহা দ্বারা যেমন অপর গন্তৃবর্গ হৃতসামর্থ্য দগ্ধপ্রায় কৃত হইয়া থাকে, ইহাও তেমনি (১)॥৩৮॥১॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদিদং তুষ্টূষিতং কর্ম্মকাণ্ডবিহিত-জ্ঞানকর্ম্ম-ফলং প্রাজাপত্যলক্ষণম্, নৈব তৎ সংসারবিষয়মত্যক্রামৎ, ইতীমমর্থং প্রদর্শয়িষান্নাহ—

টীকা—জ্ঞানকর্ম্মফলং সোত্রং পদমুৎকৃষ্টত্বামুক্তিঃ, তদন্যমুক্ত্যভাবাৎ তদ্ধেতু-সম্যগ্ধীসিদ্ধয়ে প্রবৃত্তিরনর্থিকা, ইত্যাশঙ্ক্য সোঽবিভেদিত্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—যদিদমিতি। তুষ্টূষিতং স্তোতুমভিপ্রেতমিতি যাবৎ—

ভাষ্যানুবাদ। এখানে কর্ম্মকাণ্ডোক্ত জ্ঞানও কর্ম্মের ফলস্বরূপ, যে প্রাজাপত্য পদের প্রশংসা করা শ্রুতির অভিপ্রেত, সেই প্রাজাপত্য পদও সংসারের অধিকার অতিক্রম করিতে পারে নাই, অর্থাৎ তাহাও সংসারেরই অন্তর্গত, ইহা প্রদর্শনের জন্য বলিতেছেন—

সোঽবিভেৎ, তস্মাদেকাকী বিভেতি, স হায়মীক্ষাঞ্চক্রে—যন্মদন্যন্নাস্তি কস্মান্নু বিভেমীতি, তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায়, কস্মাদ্ধ্য-ভেষ্যৎ দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

সরলার্থঃ। প্রাজাপত্যফলস্যাপি সংসারান্তর্গতত্বং প্রদর্শয়িতুমাহ—"সোঽবিভেৎ" ইত্যাদি।

সঃ (কর্ম্মজ্ঞানফলভূতঃ প্রজাপতিঃ) অবিভেৎ (অস্মদাদিবৎ ভীতঃ অভবৎ); তস্মাৎ (একাকিনঃ প্রজাপতেঃ ভয়োদগমাদেব হেতোঃ) [ইদানী-মপি] একাকী (অসহায়ঃ জনঃ) বিভেতি। সঃ অয়ং (ভীতঃ প্রজাপতিঃ) হ (ঐতিহ্যে) ঈক্ষাং চক্রে (আলোচিতবান্—) যৎ (যস্মাৎ) মদন্যৎ

(১) তাৎপর্য্য—'আজি' অর্থ—নির্দ্দিষ্ট সীমা, 'আজিসৃতাং' অর্থ—যাহারা সেই সীমান্ত স্থানকে লক্ষ্য করিয়া গমন করে। এখনও এইরূপ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, অমুকস্থান হইতে বাহির হইয়া যে লোক সর্ব্বপ্রথমে অমুক স্থানে যাইতে পারিবে, সে ব্যক্তি পুরস্কার লাভ করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিই নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার লাভে সমর্থ হয়, অধিকন্তু তাহা দ্বারা অপর গন্তারা পরাভূত হয়, হীনশক্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, এবং অপমানেও দগ্ধপ্রায় হয়। এখানেও, যে ব্যক্তির সাধন-সম্পদ্ উৎকৃষ্ট, তিনি প্রাজাপত্যপদ লাভ করেন, হীনসাধন ব্যক্তিরা তদ্দর্শনে শোকানলে দগ্ধপ্রায় হন।

(মদ্ব্যতিরিক্তম্ বস্ত্বন্তরং) নাস্তি (ন বিদ্যতে), [তস্মাৎ হেতোঃ] নু (বিতর্কে) কস্মাৎ (কারণাৎ) বিভেমি (ভীতো ভবামি) ইতি। ততঃ (তস্মাৎ আলোচনাৎ) এব তস্য ভয়ং বীয়ায় (বিগতমভূৎ)। [অবিদ্যামূলকং হি ভয়ং জ্ঞানোদয়ে ন সম্ভবতীত্যাহ—] কস্মাৎ (হেতোঃ) অভেষ্যৎ [ন কস্মাদপীতিভাবঃ]; হি (যতঃ) দ্বিতীয়াৎ (স্বব্যতিরিক্তবস্ত্বন্তরাৎ) বৈ (এব) ভয়ং ভবতি (উৎপদ্যতে), [সর্ব্বাত্মভাবাপন্নস্য তস্য তু ভয়ং ন সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ। প্রাজাপত্য পদটিও যে, সংসারেরই অন্তর্গত, তৎপ্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—সেই প্রথমোৎপন্ন প্রজাপতি ভীত হইয়াছিলেন; সেইজন্যই লোক একাকী থাকিলে ভয় পায়। তিনি (প্রজাপতি) আলোচনা করিলেন—যখন আমা হইতে আর পৃথক্ বস্তু কিছু নাই, তখন কেনইবা আমি ভীত হইতেছি। তাহার পরই তাঁহার ভয় বিদূরিত হইল। প্রকৃতপক্ষে, কেনই বা তিনি ভীত হইবেন?—কারণ, দ্বিতীয় হইতেই ত ভয় হইয়া থাকে; [তাহার ত দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই], সুতরাং ভয়েরও সম্ভাবনা নাই] ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সোঽবিভেৎ। সঃ প্রজাপতিঃ, যোঽয়ং প্রথমঃ শরীরী পুরুষবিধো ব্যাখ্যাতঃ, সোঽবিভেৎ ভীতবান্ অস্মদাদিবদেবেত্যাহ। যস্মাদয়ং পুরুষবিধঃ শরীর-করণবান্ আত্মনাশবিষয়বিপরীতদর্শনবত্ত্বাৎ অবিভেৎ, তস্মাৎ তৎসামান্যাৎ অদ্যত্বেঽপি একাকী বিভেতি। কিঞ্চ, অস্মদাদিবদেব ভয়হেতু-বিপরীতদর্শনাপনোদকারণং যথাভূতাত্মদর্শনম্। সোঽয়ং প্রজাপতিঃ ঈক্ষাম্ ঈক্ষণং চক্রে কৃতবান্ হ। কথম্? ইত্যাহ—যৎ যস্মাৎ মত্তোঽন্যৎ আত্মব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরং প্রতিদ্বন্দ্বীভূতং নাস্তি, তস্মিন্নাত্মবিনাশহেত্বভাবে, কস্মাৎ নু বিভেমীতি। তত এব—যথাভূতাত্মদর্শনাৎ অস্য প্রজাপতের্ভয়ং বীয়ায়, বিস্পষ্টম্ অপগতবৎ। তস্য প্রজাপতের্যদ্ভয়ং, তৎ কেবলাবিদ্যানিমিত্তমেব;—পরমার্থদর্শনে অনুপপন্নম্; ইত্যাহ—কস্মাৎ হি অভেষ্যৎ?—কিমিত্যসৌ ভীতবান্? পরমার্থনিরূপণায়াং ভয়মনুপপন্নমেব ইত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাৎ দ্বিতীয়াৎ বস্ত্বন্তরাদ্বৈ ভয়ং ভবতি, দ্বিতীয়ং চ বস্ত্বন্তরমবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতমেব। ন হি অদৃশ্যমানং দ্বিতীয়ং ভয়জন্মনো হেতুঃ, "তত্র কো মোহঃ, কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। যচ্চৈকত্ব-

দর্শনেন ভয়মপনুনোদ, তদ্ যুক্তম্, কস্মাৎ? দ্বিতীয়াৎ বস্তন্তরাদ্বৈ ভয়ং ভবতি, তৎ একত্বদর্শনেন দ্বিতীয়দর্শনমপনীতম্, ইতি নাস্তি যতঃ। ১

অত্র চোদয়ন্তি—কুতঃ প্রজাপতেরেকত্বদর্শনং জাতম্? কো বা তস্মৈ উপদিদেশ? অথানুপদিষ্টমেব প্রাদুরভূৎ; অস্মদাদেরপি তথা প্রসঙ্গঃ। অথ জন্মান্তরকৃত-সংস্কারহেতুকম্? একত্বদর্শনানর্থক্যপ্রসঙ্গঃ; যথা প্রজাপতেরতিক্রান্তজন্মাবস্থকস্যৈকত্বদর্শনং বিদ্যমানমপি অবিদ্যা বন্ধকারণং নাপনিন্যে; যতঃ অবিদ্যাসংযুক্ত এবায়ং জাতোঽবিভেৎ, এবং সর্ব্বেষামেকত্বদর্শনানর্থক্যং প্রাপ্নোতি। অন্ত্যমেব নিবর্ত্তকমিতি চেৎ; ন; পূর্ব্ববৎ পুনঃ প্রসঙ্গেনানৈকান্ত্যাৎ। তস্মাদনর্থকমেবৈকত্বদর্শনমিতি। ২

নৈষ দোষঃ। উৎকৃষ্টহেতূদ্ভবত্বাৎ লোকবৎ; যথা পুণ্যকর্ম্মোদ্ভবৈর্ব্বিবিক্তৈঃ কার্য্যকরণৈঃ সংযুক্তে জন্মনি সতি প্রজ্ঞা-মেধাস্মৃতিবৈশারদ্যং দৃষ্টম্, তথা প্রজাপতের্ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যবিপরীতহেতুসর্ব্বপাপ্মদাহাদ্বিশুদ্ধৈঃ কার্য্যকরণৈঃ সংযুক্তমুৎকৃষ্টং জন্ম, তদুদ্ভবঞ্চ অনুপদিষ্টমেব যুক্তম্ একত্বদর্শনং প্রজাপতেঃ। তথা চ স্মৃতিঃ—

"জ্ঞানমপ্রতিঘং যস্য বৈরাগ্যঞ্চ প্রজাপতেঃ।

ঐশ্বর্য্যঞ্চৈব ধর্ম্মশ্চ সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্॥" ইতি।

সহসিদ্ধত্বে ভয়ানুপপত্তিরিতি চেৎ—ন হি আদিত্যেন সহ তম উদেতি। ন; অন্যানুপদিষ্টার্থত্বাৎ সহসিদ্ধবাক্যস্য। ৩

শ্রদ্ধা-তাৎপর্য্য-প্রণিপাতাদীনাম্ অহেতুত্বমিতি চেৎ,—স্যান্মতম্—"শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন"ইত্যেবমাদীনাং শ্রুতিস্মৃতিবিহিতানাং জ্ঞানহেতূনামহেতুত্বম। প্রজাপতেরিব জন্মান্তরকৃত-ধর্ম্মহেতুত্বে জ্ঞানস্যেতি চেৎ; ন; নিমিত্তবিকল্পসমুচ্চয়গুণবদগুণবত্ত্বভেদোপপত্তেঃ। লোকে হি নৈমিত্তিকানাং কার্য্যাণাং নিমিত্তভেদোঽনেকধা বিকল্প্যতে। তথা নিমিত্তসমুচ্চয়ঃ। তেষাঞ্চ বিকল্পিতানাং সমুচ্চিতানাঞ্চ পুনর্গুণবদগুণবত্ত্বকৃতো ভেদো ভবতি। তদ্যথা—রূপজ্ঞান এব তাবন্নৈমিত্তিকে কার্য্যে তমসি বিনালোকেন চক্ষুরূপসন্নিকর্ষো নক্তঞ্চরাণাং রূপজ্ঞানে নিমিত্তং ভবতি; মন এব কেবলং রূপজ্ঞাননিমিত্তং যোগিনাম্; অস্মাকন্তু সন্নিকর্ষালোকাভ্যাং সহ তথাদিত্যচন্দ্রাদ্যালোকভেদৈঃ সমুচ্চিতা নিমিত্তভেদা ভবন্তি। তথালোকবিশেষগুণবদগুণবত্ত্বেন ভেদাঃ স্যুঃ। এবমেব আত্মৈকত্বজ্ঞানেঽপি ক্বচিজ্জন্মান্তরকৃতং কর্ম্ম নিমিত্তং ভবতি; যথা প্রজাপতেঃ। ক্বচিৎ তপো নিমিত্তম্; "তপসা ব্রহ্ম

বিজিজ্ঞাসস্ব”ইতি শ্রুতেঃ। ক্বচিৎ “আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ”, “শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানম্”, “তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন”, “আচার্য্যাদ্ধৈব”, “জ্ঞাতব্যো দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ” ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্য একান্তজ্ঞানলাভনিমিত্তত্বং শ্রদ্ধাপ্রভৃতীনাম্, অধর্ম্মাদিনিমিত্তবিয়োগহেতুত্বাৎ ; বেদান্তশ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনানাঞ্চ সাক্ষাজ্ জ্ঞেয়বিষয়ত্বাৎ ; পাপাদিপ্রতিবন্ধক্ষয়ে চ আত্মমনসোর্ভূতার্থজ্ঞাননিমিত্ত-স্বাভাব্যাৎ। তস্মাদ হেতুত্বং ন জাতু জ্ঞানস্য শ্রদ্ধাপ্রণিপাতাদীনামিতি ॥ ৩৯ ॥২॥

টীকা। আহ বিবক্ষিতার্থসিদ্ধ্যর্থং হেতুং—ভয়ভাক্ত্বমিতি শেষঃ। জ্ঞানকর্ম্মফলং ত্রৈলোক্যাত্মকপ্রজাপতিত্বমুৎকৃষ্টমপি সংসারান্তর্ভূতমেব, ন কৈবল্যমিতি বক্তুমুত্তরং বাক্য-মিত্যর্থঃ। অহমেকাকী, কোঽপি মাং হনিষ্যতীতি আত্মনাশ-বিষয়বিপরীতজ্ঞান-বত্ত্বাৎ প্রজাপতির্ভীতবানিত্যত্র কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য কার্য্যগতেন ভয়লিঙ্গেন কারণে প্রজাপতৌ তদনুমেয়মিত্যাহ—যস্মাদিতি। তৎসামান্যাদেকাকিত্ববিশেষাদিতি যাবৎ। প্রজাপতেঃ সংসারান্তর্ভূতত্বে হেত্বন্তরমাহ—কস্মেতি। যথাস্মদাদিভী রজ্জু-স্থাণ্বাদৌ সর্প-পুরুষাদিভ্রমজনিতভয়নিবৃত্তয়ে বিচারেণ তত্ত্বজ্ঞানং সম্পাদ্যতে, তথা প্রজাপতিরপি ভয়স্য তদ্ধেতোশ্চ বিপরীতধিয়ো ধ্বস্তিহেতুং তত্ত্বজ্ঞানং বিচার্য্য সম্পাদিতবানিত্যর্থঃ। পরমার্থদর্শনমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। তস্মিন্নিত্যত্র তস্মাদিত্যাদৌ পঠিতব্যম্। যচ্ছব্দোপলক্ষিতং প্রত্যক্চৈতন্যম্ অদ্বিতীয়ব্রহ্মরূপেণ জ্ঞাত্বা সহেতুং ভীতিং প্রজা-পতিরক্ষিপদিত্যুক্তম্, ইদানীং তত্ত্বজ্ঞানফলমাহ—তত ইতি। কস্মাদ্ধীত্যাদেরুত্তরস্য পূর্ব্বেণ পৌনরুক্ত্যমিত্যাশঙ্ক্য বিদুষো হেত্বভাবাৎ ন ভয়মিত্যুক্তসমর্থনার্থত্বাদুত্তরস্য নৈবমিত্যাহ—তস্যেত্যাদিনা। অনুপপত্তৌ হেতুমাহ—যস্মাদিতি। পরমার্থদর্শনেঽপি বস্ত্বন্তরাৎ কিমিতি ভয়ং ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্বিতীয়ং চেতি। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দ্বৈতস্য অবিদ্যাপ্রত্যুপস্থাপিতত্বেঽপি কুতস্তদুত্থদ্বৈতদর্শনং ভয়কারণং ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তত্ত্বজ্ঞানে সতি অজ্ঞানাযোগাৎ তদুত্থং দ্বৈতং তদ্দর্শনং চাযুক্তমিত্যতো হেত্বভাবাৎ ভয়ানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। অদ্বৈতজ্ঞানে ভয়নিবৃত্তিরিত্যত্র মন্ত্রং সংবাদয়তি—তত্রেতি। বিরাড়ৈক্যদর্শনেনৈব প্রজাপতের্ভয়মপনীতং, ন অদ্বৈতদর্শনেন, ইত্যস্মিন্নর্থেঽপি যদ্যদন্যন্নাস্তীত্যাদি শক্যং ব্যাখ্যাতুমিত্যাশঙ্ক্য অঙ্গীকুর্ব্বন্নাহ—যচ্চেতি। তদেব প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি—কস্মাদিত্যাদিনা। ১

প্রথমব্যাখ্যানানুসারেণ চোদ্যমুত্থাপয়তি অত্রেতি। প্রজাপতের্ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানাৎ ভীতিধ্বস্তিরুক্তা, ন চ তস্য তজ্জ্ঞানং যুক্তং, হেত্বভাবাদিত্যাহ—কুত ইতি। যস্মাৎ অস্মাকমৈক্যধীঃ, তস্মাদেব তস্যাপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কো বেতি। ন হি তস্য শাস্ত্রশ্রবণমাচার্য্যাভাবাৎ,নাপি সন্ন্যাসস্তস্য ত্রৈবর্ণিকবিষয়ত্বাৎ, নাপি শমাদ্যৈশ্বর্য্যাসক্তত্বাৎ,অতো-ঽস্মাসু প্রসিদ্ধশ্রবণাদিবিদ্যাহেত্বভাবাৎ ন প্রজাপতেরৈক্যধীযুক্তেত্যর্থঃ। উপদেশানপেক্ষমেব প্রজাপতেরৈক্যজ্ঞানং প্রাদুর্ভূতমিতি শঙ্কতে—অথেতি। অতিপ্রসক্ত্যা প্রত্যাহ—অস্মদাদেরিতি। প্রজাপতের্জন্মানাবস্থায়াম্ আচার্য্যস্য সত্ত্বাৎ শ্রবণাদ্যাবৃত্তেরৈক্য-

জ্ঞানোদয়াৎ তৎসংস্কারোত্থং তথাবিধমেব তজ্জ্ঞানং কলাবস্থায়ামপি স্যাদিতি চোদয়তি—অথেতি। দূষয়তি—একত্বেতি। অজ্ঞানধ্বংসিত্বেনার্থবত্ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। তত্র গমকমাহ—যস্ত ইতি। দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবমিতি। নবস্মিন্নেব জন্মনি প্রজাপতেরৈক্যধীরনপেক্ষা জায়তে, 'জ্ঞানমপ্রতিঘং যস্য' ইতি স্মৃতেঃ। ন চ তদুৎপত্ত্যনন্তরমেব সহেতুং বন্ধং নিরুণদ্ধি, ভয়ারত্যাদিকালেন প্রারব্ধকর্ম্মণা প্রতিবন্ধাৎ; অতো মরণকালিকং তদজ্ঞানধ্বংসীতি শঙ্কতে—অন্ত্যমেবেতি। প্রবৃত্তফলস্য কর্ম্মণঃ স্বোপপাদকাজ্ঞানলেশাৎ বিজ্ঞানশক্তিপ্রতিবন্ধকত্বেঽপি জন্মান্তরাদিসর্ব্বসংসারহেত্বজ্ঞান-ধ্বংসিজ্ঞানসামর্থ্যপ্রতিবন্ধকত্বে মানাভাবাৎ মধ্যে জাতং জ্ঞানমনিবর্ত্তকমিত্যশক্যং বক্তুম্, অন্ত্যস্য চ জ্ঞানস্য নিবর্ত্তকত্বে নান্ত্যত্বং হেতুঃ। যজমানান্তরস্যান্ত্যে জ্ঞানে তদ্ধ্বংসিত্বাদৃষ্টেরন্ত্যত্বস্য অজ্ঞানধ্বংসিত্বেন অনিয়মাৎ। ন চ যজমানান্তরে প্রজাপতৌ চান্ত্যং জ্ঞানং জ্ঞানত্বাদজ্ঞানধ্বংসি, পূর্ব্বজ্ঞানেষু বন্ধহেত্বজ্ঞানধ্বংসিত্বাদৃষ্টের্জ্ঞানত্বহেতোঃ অনৈকান্ত্যাৎ। ন চান্ত্যম্ ঐক্যজ্ঞানম্, ঐক্যজ্ঞানত্বাদজ্ঞানধ্বংসীতি যুক্তম্। উপান্ত্য-তাদৃগ্জ্ঞানবদন্ত্যেঽপি তদযোগাৎ, উপান্ত্যে হেতোরনৈকান্ত্যাৎ, ইত্যভিপ্রেত্য দূষয়তি—নেত্যাদিনা। কল্পকারণাভাবাৎ তদন্তরেণ চ উৎপত্ত্যবতিপ্রসঙ্গাৎ, সংস্কারাধীনত্বেঽপি বিশেষাভাবাৎ অন্ত্যস্য চ জ্ঞানস্য অজ্ঞানধ্বংসিত্বাসিদ্ধেরযুক্তং প্রজাপতেরেকত্বদর্শনম্, ইত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ২

প্রজাপতেঃ সুপ্ত-প্রতিবুদ্ধবৎ প্রকৃষ্টাদৃষ্টোত্থকার্য্যকরণবত্ত্বাৎ পূর্ব্বকল্পীয়পদপদার্থবাক্যস্মরণবতঃ স্মৃতিবিপরিবর্ত্তিনো বাক্যাৎ বিচার্য্যমাণাদদৃষ্টসহকৃতাৎ তত্ত্বজ্ঞানং স্যাৎ, লোকে বিশিষ্টাদৃষ্টোত্থকার্য্যকরণানাং প্রজ্ঞাতিশয়দর্শনাৎ; তেন চ জ্ঞানেন জন্মান্তরহেত্ববিদ্যাক্ষয়েঽপি আরব্ধং কর্ম্ম তজ্জং চ ভয়ারত্যাদি অবিদ্যালেশতো ভবিষ্যতীতি পরিহরতি—নৈষ দোষ ইতি। সংগৃহীতমর্থং সমর্থয়তে—যথেত্যাদিনা। ধর্ম্মাদিচতুষ্টয়বিপরীতমধর্ম্মাদিচতুষ্টয়ং, তত্র হেতোঃ সর্ব্বস্য পাপ্মনো জ্ঞানাদ্যতিশয়েন নাশাদিতি যাবৎ। উৎকৃষ্টত্বং প্রকৃষ্টজ্ঞানাদিশালিত্বম্। উক্তজন্মফলমাহ—তদুদ্ভবশ্চেতি। তস্য জ্ঞানাদিবৈশ্যবত্ত্বে পৌরাণিকীং স্মৃতিমুদাহরতি—তথা চেতি। অপ্রতিঘমপ্রতিবদ্ধং নিরঙ্কুশমিত্যেতৎ। প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। যস্যৈতচ্চতুষ্টয়ং সহসিদ্ধং, স নিরবর্ত্ততেতি সম্বন্ধঃ। সহসিদ্ধত্বস্মৃতেঃ 'সোঽবিভেৎ' ইতি শ্রুতিবিরুদ্ধত্বাদপ্রামাণ্যমিতি বিরোধাধিকরণন্যায়েন শঙ্কতে—সহসিদ্ধত্ব ইতি। সত্যেব সহজে জ্ঞানে স্বহেতোর্ভয়মপি স্যাদিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—ন হীতি। অন্যেনাচার্য্যেণানুপদিষ্টমেব প্রজাপতের্জ্ঞানমুদেতি, ইত্যেবমর্থপরত্বাৎ সহসিদ্ধবাক্যস্য তজ্জ্ঞানাৎ প্রাক্ তস্য ভয়মবিরুদ্ধম্ ঊর্দ্ধ্বং চাজ্ঞানলেশাৎ, অতো ন বিরোধঃ শ্রুতিস্মৃত্যোরিতি সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। ৩

জ্ঞানোৎপত্তেরাচার্য্যাদ্যনপেক্ষত্বে শ্রদ্ধাদি-বিধানানর্থক্যাৎ অনেকশ্রুতিস্মৃতিবিরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—শ্রদ্ধেতি। আদিপদেন শমাদিগ্রহঃ, অস্মদাদিষু তেষাং হেতুত্বমিতি চেৎ, ন, ইত্যাহ—প্রজাপতেরিবেতি। চোদিতং বিরোধং নিরাকরোতি—নেত্যাদিনা। নিমিত্তানাং বিকল্পঃ সমুচ্চয়ো গুণবত্ত্বমগুণবত্ত্বমিত্যনেন প্রকারেণ কার্য্যোৎপত্তৌ বিশেষসম্ভবাৎ ন শ্রদ্ধাদিবিধানার্থক্যমিত্যর্থঃ। সংগ্রহবাক্যং

বিবৃণোতি—লোকে হীতি। তর্হি সর্ব্বং বিকল্পাদি যথা জ্ঞাতুং শক্যং, তথৈকস্মিন্নেব নৈমিত্তিকে রূপজ্ঞানাখ্যকার্য্যে দর্শয়িষ্যতীত্যাহ—তদ্‌যথেতি। তত্র বিকল্পমুদাহরতি—তমসীত্যাদিনা। সমুচ্চয়ং দর্শয়তি—অস্মাকং ত্রিতি। বিকল্পিতানাং সমুচ্চিতানাং চ নিমিত্তানাং গুণবদগুণবত্ত্বপ্রযুক্তং ভেদং কথয়তি—তথেতি। আলোকবিশেষস্য গুণবত্ত্বং, বহুলতমস্তুণবত্ত্বং, মন্দপ্রভত্বং চক্ষুষাদেগুর্ণবত্ত্বং, নির্ম্মলত্বাদি তিমিরোপহতত্বাদি চ অগুণবত্ত্বমিতি ভেদঃ। দৃষ্টান্তং প্রতিপাদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—এবমিতি। তথাপ্যস্যাপি প্রজাপতিতুল্যস্য বামদেবাদের্জন্মান্তরীয়সাধনবশাৎ ঈশ্বরানুগ্রহাৎ অস্মিন্ জন্মনি শ্রুতবাক্যাদৈক্যজ্ঞানমুদেতীতি শেষঃ। ভৃগুপ্রভৃত্যো বাঽধিকারী ক্বচিদিত্যুচ্যতে। তপোঽন্বয়ব্যতিরেকাখ্যমালোচনম্। শ্বেতকেতুপ্রভৃতিষু জ্ঞাননিমিত্তানাং সমুচ্চয়ং দর্শয়তি—ক্বচিদিত্যাদিনা। একান্তং নিয়তমাবশ্যকং জ্ঞানোদয়লাভে নিমিত্তত্বমিতি যাবৎ। অথ প্রণিপাতাদিব্যতিরেকেণ ন প্রজাপতেরপি জ্ঞানং সম্ভবতি, সামগ্র্যভাবাদত আহ—অধর্ম্মাদীতি। প্রণিপাতাদেঃ জ্ঞানোদয়প্রতিবন্ধকনিবর্ত্তকত্বাৎ প্রজাপতেশ্চ তন্নিবৃত্তের্জন্মান্তরীয়সাধনায়ত্তত্বাৎ আধুনিকপ্রণিপাতাদিনা বিনা শ্রুতবাক্যাদেব ঐক্যধীঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। তর্হি শ্রবণাদিব্যতিরেকেণাপি প্রজাপতের্জ্ঞানং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—বেদান্তেতি। ন তৈর্বিনা জ্ঞানং কস্যচিদপি স্যাৎ, প্রজাপতেস্তু জন্মান্তরীয়শ্রবণবশাৎ ইদানীমনুশ্রুতবাক্যাৎ তদুৎপত্তিরিতি শেষঃ। তর্হি শ্রদ্ধাদিকমপি প্রতিবন্ধকনিবর্ত্তকত্বেন প্রজাপতেরাদরণীয়ং, তন্নিবৃত্তিমন্তরেণ জ্ঞানোৎপত্ত্যনুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পাপাদীতি। আত্মমনসোর্মিথঃ সংযুক্তয়োঃ সম্বন্ধি যৎ পাপং, তৎকার্য্যং চ রাগাদি, তেন জ্ঞানোৎপত্তৌ প্রতিবন্ধস্য পূর্ব্বোক্তেন ন্যায়েন ক্ষয়ে সতি প্রজাপতেরীশ্বরানুগ্রহাৎ শ্রুতবাক্যস্য পরমার্থজ্ঞানোৎপত্তৌ কেবলস্য নিমিত্তত্বাৎ, তস্য আধুনিকশ্রদ্ধাব্যতিরেকেণ জ্ঞানোদয়েঽপি ন তদ্বিধিবৈয়র্থ্যম্। অস্মাকং তদ্বশাদেব তদুৎপত্তের্বাক্যতাৎপর্য্যাদিজ্ঞানং সর্ব্বেষামেব জ্ঞানসাধনম্, আচার্য্যাদিষু পুনর্বিকল্পসমুচ্চয়াবিত্যর্থঃ। অধিকারিভেদেন জ্ঞানহেতুষু বিকল্পেঽপি তেষামস্মাসু সমুচ্চয়াৎ ন শ্রুতিস্মৃতিবিরোধোঽস্তি, ইত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি॥ ৩৯॥ ২॥

ভাষ্যানুবাদ। "সোঽবিভেৎ" ইত্যাদি। সেই প্রজাপতি—যিনি প্রথম শরীরী পুরুষাকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; তিনি ভীত হইয়াছিলেন,—বলা হইল যে, তিনিও আমাদেরই মত ভয় পাইয়াছিলেন। যেহেতু পুরুষবিধ—দেহেন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রজাপতি আপনার বিনাশাদি বিষয়ক বিপরীত দর্শনে অর্থাৎ তাদৃশ ভ্রান্তিজ্ঞানবশতঃ ভীত হইয়াছিলেন, সেই হেতু, অদ্যাপি তৎসমানজাতীয় (দেহেন্দ্রিয়সম্পন্ন) ব্যক্তি একাকী থাকিতে ভয় পায়। অপিচ, আমাদের ন্যায় তাঁহার পক্ষেও যথার্থ আত্মজ্ঞানই ভয়োৎপাদক ভ্রান্তিজ্ঞানের নিবৃত্তিসাধন। সেই এই প্রজাপতি আলোচনা করিয়াছিলেন; কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—যেহেতু আমা হইতে

স্বতন্ত্র অর্থাৎ আমার অতিরিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীভূত অন্য কোনও বস্তু নাই; আমার বিনাশকর তাদৃশ বস্তুর অভাবে আমি কেন ভয় পাইতেছি? সেই কারণেই —যথাযথভাবে আত্মস্বরূপ উপলব্ধির ফলেই প্রজাপতির সেই ভয় সম্পূর্ণরূপে অপগত হইয়াছিল। প্রজাপতির যে, সেই ভয়, তাহা কেবলই অজ্ঞানমূলক; সুতরাং আত্মদর্শন উপস্থিত হইলে তাহা কখনই থাকিতে পারে না; তাই বলিলেন—'কস্মাৎ হি অভেষ্যৎ'?—কি কারণে তিনি ভীত হইবেন? অভিপ্রায় এই যে, পরমার্থতত্ত্বের নিরূপণ হইলে, কখনই ত ভয়ের সম্ভবনা থাকে না; যেহেতু দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে, অথচ দ্বিতীয় বস্তুমাত্রই অবিদ্যা-সমুত্থিত; সুতরাং অপর কোন প্রকার দ্বিতীয় পদার্থ জ্ঞানগোচর না হইয়া কখনই ভয়োৎপাদক হয় না; কেন না, শ্রৌত মন্ত্রে আছে যে 'যে লোক নিরন্তর একত্ব দর্শন করে, তাহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' ইতি। অতএব তিনি যে, একত্ব-দর্শনের বলে ভয় নিবারণ করিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। কারণ কি? যেহেতু দ্বিতীয় হইতেই—অপর বস্তু হইতেই ভয় হইয়া থাকে; একত্বদর্শনের বলে সেই দ্বৈতদর্শন অপনীত হইয়াছিল; কাজেই তাহার আর ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। ১

কেহ কেহ এস্থলে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন—প্রজাপতির একত্ব-দর্শন জন্মিল কোথা হইতে? কে-ই বা তাহাকে সেই উপদেশ দিয়াছিল? যদি বিনা উপদেশেই হইয়া থাকে, তবে, আমাদেরও তাহা হইতে পারে; আর যদি বল, জন্মান্তরসঞ্চিত সংস্কারই ঐ একত্বদর্শনের মূল কারণ, তাহা হইলেও একত্বদর্শনের কোন প্রয়োজন থাকিতেছে না; প্রজাপতির প্রাক্তন জন্মের একত্বদর্শন বিদ্যমান থাকিয়াও যেরূপ [সেই জন্মে] বন্ধ-কারণ অবিদ্যার অপনয়নে সমর্থ হয় নাই, তদ্রূপ সকলের পক্ষেই একত্বদর্শন অনর্থক হইয়া পড়িতে পারে। প্রজাপতির যে, পূর্ব্বজন্মে বন্ধন-হেতু অবিদ্যা অপনীত হয় নাই, তাহা তাঁহার এ জন্মে ভয় দর্শনেই অনুমান করা যাইতে পারে। যদি বল সর্ব্বশেষে, যে একত্বদর্শন হয়, তাহাই অবিদ্যা-নিবারক হয়; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, পূর্ব্বজন্মের ন্যায় এ জন্মেও তুল্যাবস্থার সম্ভাবনা রহিয়াছে; অতএব এই একত্বদর্শন অনর্থকই হইতেছে। ২

না,—অনর্থক হইতেছে না; কারণ, লোকপ্রাপ্তির ন্যায়, এখানেও হেতুটির উৎকর্ষ থাকা আবশ্যক হয়। যেমন পুণ্যকর্ম্মসমুদ্ভূত বিশুদ্ধ দেহে-

ন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জন্মলাভ হইলেই প্রাক্তন জ্ঞানসংস্কারজাত বিমল স্মৃতিশক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়, তেমনি প্রজাপতিরও ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রতিকূলভূত পাপের বিনাশ হইলেই বিশুদ্ধ উৎকৃষ্ট জন্ম লাভ হয়, এবং সেই জন্মে, স্বগত বিশুদ্ধিবলে বিনা উপদেশেও একত্বদর্শন লাভ করা অযৌক্তিক হইতে পারে না। স্মৃতিশাস্ত্রও বলিতেছেন যে, 'প্রজাপতির অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও ধর্ম্ম, এই চারিটিই সহসিদ্ধ বা স্বাভাবিক' ইতি। ভাল, প্রজাপতির জ্ঞানচতুষ্টয় যদি স্বভাবসিদ্ধই হয়, তাহা হইলে ত কখনই তাঁহার ভয় হইতে পারে না,—স্বপ্রকাশ আদিত্যের সঙ্গে ত কখনও অন্ধকারের উদয় হয় না ; না,—এ আপত্তিও হইতে পারে না ; কারণ, উক্ত বাক্যোপদিষ্ট 'সহসিদ্ধভাব' কথার অর্থ—অন্যের উপদেশ ব্যতিরেকে লব্ধ ; অভিপ্রায় এই যে, প্রজাপতির যে, অপ্রতিহত জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধর্ম্ম ও ঐশ্বর্য্য, তাহা কাহারও উপদেশ হইতে লব্ধ হয় নাই, পরন্তু স্বীয় শক্তিবলেই লব্ধ হইয়াছে ; এইজন্যই উহা 'সহসিদ্ধ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। ৩

ভাল, যদি মনে কর যে, বিনা উপদেশেই প্রজাপতির জ্ঞান লাভ হইয়া ছিল, তাহা হইলে ত শ্রদ্ধা, তাৎপর্য্য বা একনিষ্ঠা ও প্রণিপাত প্রভৃতি জ্ঞানলাভের প্রসিদ্ধ হেতুগুলির অহেতুত্ব হইয়া পড়িল ? প্রজাপতির ন্যায় জন্মান্তরসঞ্চিত ধর্ম্ম হইতেই যদি জ্ঞান লাভ হয়, তাহা হইলে ত 'শ্রদ্ধাবান্, তৎপর (শ্রুত্যর্থে নিষ্ঠাবান্) ও সংযতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করে', 'তাহা তুমি গুরুর নিকট প্রণিপাত দ্বারা অবগত হও' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিবিহিত জ্ঞানহেতুগুলির অহেতুত্ব হইতে পারে, অর্থাৎ কারণতাপ্রসিদ্ধিই ব্যাহত হইয়া যায় ? না,—অহেতুত্ব হয় না ; কারণ, নিমিত্তসমূহের সমুচ্চয় (একত্র বহু নিমিত্তের উপস্থিতি), বিকল্প (পৃথগ্‌ভাবে এক একটি নিমিত্তের উপস্থিতি) এবং অধিকারীর গুণবত্ত্ব ও অগুণবত্ত্বভেদে এ আপত্তির সমাধান হইতে পারে। জগতে যে সমস্ত কার্য্যঃপদার্থ নিমিত্তবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহাদের সেই নিমিত্তভেদ অনেকপ্রকার কল্পনা করা হইয়া থাকে। সেইরূপ নিমিত্তসমূহের আবার সমুচ্চয় এবং বিকল্পও হইতে দেখা যায়। সেই বিকল্পিত বা সমুচ্চিত নিমিত্তসমূহের মধ্যেও আবার গুণগত উৎকর্ষ ও অপকর্ষানুসারে বহু প্রভেদ হইয়া থাকে। দৃষ্টান্ত এই যে, সাধারণতঃ চক্ষুঃ ও আলোকপ্রভৃতি বহুবিধ নিমিত্তের সাহায্যে শ্বেত-পীতাদিরূপ বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ; সুতরাং

চাক্ষুষ জ্ঞানটা নৈমিত্তিক; কিন্তু সেই একই রূপজ্ঞান-কার্য্য সম্পাদনে, দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রিচর শৃগাল প্রভৃতির সম্বন্ধে অন্ধকারের মধ্যেও আলোকনিরপেক্ষ শুধু চক্ষুঃসংযোগই নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে; যোগিগণের পক্ষে মনই রূপজ্ঞানের একমাত্র নিমিত্ত হইয়া থাকে; কিন্তু আমাদের পক্ষে আবার সেই রূপ-জ্ঞানেই চক্ষুঃসংযোগ ও আলোক—আলোকের মধ্যেও আবার সূর্য্যচন্দ্রাদি বিবিধ আলোকের সহিত সমুচ্চিত বা একত্রিত হইয়া নিমিত্তের প্রভেদ জন্মাইয়া থাকে; অধিকন্তু সেই বিশেষ বিশেষ আলোকেরও গুণগত উৎকর্ষাপকর্ষানুসারে [কার্য্যোৎপাদনে] বহুপ্রকার প্রভেদ সংঘটিত হইয়া থাকে। এই প্রকার আত্মৈকত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও কোথাও জন্মান্তরকৃত কর্ম্মই নিমিত্ত হইয়া থাকে, যেমন প্রজাপতির হইয়াছিল; কোথাও বা কেবল তপস্যাই নিমিত্ত হইয়া থাকে; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—'তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মকে বিশেষরূপে অবগত হও'; কোথাও আবার 'উপযুক্ত আচার্য্যবান্ পুরুষই তাহাকে জানে,' 'শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন,' 'গুরুর নিকট প্রণিপাত (প্রণতি) দ্বারা সেই তত্ত্ব অবগত হও,' 'আচার্য্য হইতে লব্ধ বিদ্যাই বীর্য্যবতী হয়,' 'আত্মাকে শ্রবণ করিবে, দর্শন করিবে, এবং প্রত্যক্ষ করিবে' ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায় যে, পাত্রবিশেষে শ্রদ্ধা প্রভৃতিও জ্ঞানলাভের একান্ত বা অব্যভিচারী নিমিত্ত কারণ; কেন না, শ্রদ্ধা প্রভৃতি দ্বারা জ্ঞানপ্রতিবন্ধক অধর্ম্মাদি দোষগুলি বিদূরিত হইয়া যায়; বেদান্তশাস্ত্রের যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন, সে সমুদয়েরও মুখ্য বিষয় হইতেছে—সাক্ষাৎ বিজ্ঞেয় ব্রহ্মবস্তু। বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রতিবন্ধক পাপাদি দোষগুলি বুদ্ধি ও মন হইতে বিদূরিত হইলে পর, স্বভাবতঃ সত্যগ্রাহী বুদ্ধির পক্ষে একত্বদর্শন সম্পাদন করা ত স্বভাবসিদ্ধই বটে; অতএব, শ্রদ্ধা প্রভৃতি জ্ঞানহেতুগুলির কস্মিন্ কালেও জ্ঞানহেতুত্বের ব্যাঘাত হইতে পারে না (১) ॥ ৩৯ ॥ ২ ॥

(১) তাৎপর্য্য—ভাষ্যোক্ত "নিমিত্তবিকল্প-সমুচ্চয়-গুণবদগুণবত্ত্বভেদোপপত্তেঃ" কথার অভিপ্রায় এই যে,—কার্য্য মাত্রেরই কতকগুলি নিমিত্ত থাকে; কিন্তু স্থলভেদে সেই নিমিত্ত-গুলির অনেকপ্রকার বৈচিত্র্য দেখা যায়; কোন স্থানে সমস্ত নিমিত্তগুলিরই আবশ্যক হয়, কোন স্থলে বা কয়েকটির মাত্র অপেক্ষা হয়; আবার একের সম্বন্ধে যে যে নিমিত্ত আবশ্যক হয়, অপরের সম্বন্ধে সে সমুদায়ের অপেক্ষা হয় না। তাহার উপর আবার নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তগুলির এবং কার্য্যক্ষেত্রের গুণগত উৎকর্ষাপকর্ষও কার্য্যের বৈচিত্র্য ঘটাইয়া

স বৈ নৈব রেমে, তস্মাদেকাকী ন রমতে, স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস—যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সম্পরিষ্বক্তৌ; স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়ৎ ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাং, তস্মাদিদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্মাদয়মাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব, তাং সমভবৎ ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

সরলার্থঃ। [প্রজাপতেঃ সংসারান্তর্গতত্বমেব সমর্থয়িতুং পুনরাহ—] "স বৈ" ইত্যাদি। সঃ (প্রথমোৎপন্নঃ প্রজাপতিঃ) বৈ [যস্মাৎ একাকী সন্] ন এব (নিশ্চয়ে) রেমে (রতিং ন অনুভূতবান্), তস্মাৎ (হেতোঃ) [ইদানীমপি জনঃ] একাকী (দ্বিতীয়রহিতঃ সন্) ন রমতে (রতিম্ ন অনুভবতি)। সঃ (এবম্ অরতিযুক্তঃ প্রজাপতিঃ) দ্বিতীয়ং (আত্মনঃ সহায়ভূতং অন্যৎ কিঞ্চিৎ) ঐচ্ছৎ (অভিলষিতবান্)। সঃ হ [সংসঙ্কল্পত্বাৎ] এতাবান্ (এতৎপরিমাণঃ) আস (বভূব),—যথা সম্পরিষ্বক্তৌ (পরস্পরালিঙ্গিতৌ) স্ত্রী-পুমাংসৌ (স্ত্রী চ পুমান্ চ, তৌ—স্ত্রীপুমাংসৌ, তথা আত্মানমেব স্ত্রীপরিষ্বক্তমিব মেনে ইত্যর্থঃ)। সঃ (এবংভাবাপন্নঃ প্রজাপতিঃ) ইমম্ আত্মানম্ (স্বদেহম্) এব দ্বেধা (দ্বিপ্রকারেণ—স্ত্রীপুংরূপেণ) অপাতয়ৎ (বিভক্তম্ অকরোৎ), ততঃ (দ্বেধাকরণাৎ) পতিঃ চ পত্নী চ অভবতাং (পতি-পত্ন্যৌ জাতে); তস্মাৎ—(যস্মাৎ প্রজাপতেঃ শরীরার্দ্ধ এব পত্নী অভূৎ, তস্মাৎ হেতোঃ) ইদং (শরীরং) স্বঃ (আত্মনঃ) অর্দ্ধবৃগলং (অর্দ্ধং চ তৎ বৃগলং বিদলং দলার্দ্ধমিতি যাবৎ) ইব,—ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ (তন্নামা ঋষিঃ) আহ স্ম। তস্মাৎ (হেতোঃ) আকাশঃ (আকাশবৎ শূন্যপ্রায়ঃ) অয়ং (পুংদেহঃ) স্ত্রিয়া (অর্দ্ধাঙ্গভূতয়া) পূর্য্যতে (পূর্ণঃ ভবতি) এব (নিশ্চয়ে)। তাং (শরীরার্দ্ধভূতাং শত-

থাকে; যেখানে উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন একটিমাত্র নিমিত্ত দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, সেখানেই অপেক্ষাকৃত হীনগুণসম্পন্ন একাধিক নিমিত্তের প্রয়োজন হইয়া পড়ে; ইত্যাদি বহু কারণে বুঝা যায় যে, কার্য্যবিশেষের জন্য নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তগুলির যে, সর্ব্বত্রই সমানভাবে প্রয়োজন হয়, তাহা নহে, পরন্তু যেখানে যতটুকু দরকার, সেখানে ততটুকুমাত্রই গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু তা' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নিমিত্তগুলির নিমিত্তত্ব নষ্ট হইতে পারে না। আলোচ্য স্থলেও প্রজাপতির পক্ষে শ্রদ্ধা প্রণিপাতাদি নিমিত্তের আবশ্যক না থাকিলেও, অন্যের পক্ষে যখন আবশ্যকতা রহিয়াছে, তখন শ্রদ্ধা প্রভৃতির অনিমিত্ততা শঙ্কা হইতেই পারে না।

রূপাখ্যাং স্ত্রিয়ং) সমভবৎ (মিথুনীভাবেন উপগতঃ) [মনুসংজ্ঞকঃ প্রজাপতিঃ]; ততঃ (তস্মাৎ উপগমনাৎ) মনুষ্যাঃ (মানবাঃ) অজায়ন্ত (উৎপন্নাঃ) ॥ ৪০ ॥৩॥

মূলানুবাদ। সেই প্রজাপতি একাকী তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না ; সেইজন্য এখনও লোকে একাকী থাকিয়া সন্তুষ্ট হয় না : তিনি আপনার দ্বিতীয় (স্ত্রী) কামনা করিলেন ; তাহার পর তিনি এইরূপ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন—পরস্পর আলিঙ্গিত স্ত্রী-পুরুষ যেরূপ হয়। তিনি এই স্বীয় দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন ; তাহার ফলে পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ হইয়াছিল। এইজন্যই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি [পত্নী-রহিত] এই নিজ দেহকে অর্দ্ধবৃগলের ন্যায়—অর্দ্ধাংশশূন্য শস্যবীজের মত বলিয়াছিলেন ; সেই কারণে আকাশ, অর্থাৎ শূন্যপ্রায় এই দেহ নিশ্চয়ই স্ত্রী দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। সেই প্রজাপতি—যিনি মনু নামে পরিচিত, তিনি সেই শরীরার্দ্ধভূতা স্ত্রীতে—যাঁহার নাম শতরূপা, সেই পত্নীতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়াছিলেন ; তাহা হইতে মনুষ্যগণ উৎপন্ন হইল ॥ ৪০ ॥ ৩।

শাঙ্করভাষ্যম্। ইতশ্চ সংসারবিষয় এব প্রজাপতিত্বম্, যতঃ সঃ প্রজাপতির্বৈ নৈব রেমে রতিং নান্বভবৎ—অরত্যাবিষ্টোঽভূদিত্যর্থঃ, অস্মদাদিবদেব যতঃ ; ইদানীমপি তস্মাদেকাকিত্বাদিধর্ম্মবত্ত্বাৎ একাকী ন রমতে রতিং নানুভবতি। রতির্নামেষ্টার্থসংযোগজা ক্রীড়া তৎপ্রসাঙ্গন ইষ্টবিয়োগাৎ মনস্যাকুলাভাবোঽরতিরিত্যুচ্যতে। সঃ তস্যা অরতেরপনোদায় দ্বিতীয়ম্ অরত্যপঘাতসমর্থং স্ত্র্যবস্তু ঐচ্ছৎ গৃদ্ধিমকরোৎ। তস্য চৈবং স্ত্রীবিষয়ং গৃদ্ধ্যতঃ স্ত্রিয়া পরিষ্বক্তস্যেবাত্মনো ভাবো বভূব

সঃ তেন সত্যেপ্সুত্বাৎ এতাবান্ এতৎপরিমাণ আস বভূব হ। কিম্পরিমাণঃ? ইত্যাহ—যথা লোকে স্ত্রী পুমাংসৌ অরত্যপনোদায় সম্পরিষ্বক্তৌ যৎপরিমাণৌ স্যাতাম্, তথা তৎপরিমাণো বভূবেত্যর্থঃ। স তথা তৎপরিমাণমেব ইমমাত্মানং দ্বেধা দ্বিপ্রকারমপাতয়ৎ পাতিতবান্। 'ইমমেব' ইত্যবধারণং মূলকারণাদ্বিরাজো বিশেষণার্থম্। ন ক্ষীরস্য সর্ব্বোপমর্দ্দেন দধিভাবাপত্তিবৎ বিরাট্ সার্ব্বোপমর্দ্দেন এতাবানাস ; কিং তর্হি? আত্মনা ব্যবস্থিতস্যৈব বিরাজঃ সত্যসঙ্কল্পত্বাৎ আত্মব্যতিরিক্তং স্ত্রী-পুংসপরিষ্বক্তপরিমাণং শরীরান্তরং বভূব। স এব

চ বিরাট্ তথাভূতঃ—'স হৈতাবানাস' ইতি সামানাধিকরণ্যাৎ। ততস্তস্মাৎ পাতনাৎ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্—ইতি দম্পত্যোর্নির্ব্বচনং লৌকিকয়োঃ; অতএব তস্মাদ্—যস্মাদাত্মন এবার্দ্ধঃ পৃথগ্ভূতঃ—যেয়ং স্ত্রী, তস্মাৎ ইদং শরীরমাত্মনোঽর্দ্ধং বৃগলম্, অর্দ্ধঞ্চ তদ্বৃগলং বিদলঞ্চ তদর্দ্ধবৃগলং, অর্দ্ধবিদলমিবেত্যর্থঃ; প্রাক্ স্ত্র্যুদ্বহনাৎ, কস্যার্দ্ধবৃগলমিত্যুচ্যতে—স্ব আত্মন ইতি।

এবমাহ স্ম উক্তবান্ কিল যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যজ্ঞস্য বল্কো বক্তা—যজ্ঞবল্কঃ, তস্যাপত্যং যাজ্ঞবল্ক্যো দৈবরাতিরিত্যর্থঃ; ব্রহ্মণো বা অপত্যম্। যস্মাদয়ং পুরুষার্দ্ধ আকাশঃ স্ত্র্যর্দ্ধশূন্যঃ, পুনরুদ্বহনাৎ তস্মাৎ পূর্য্যতে স্ত্র্যর্দ্ধেন, পুনঃ সম্পুটীকরণেনেব বিদলার্দ্ধঃ। তাং স প্রজাপতির্মন্বাখ্যঃ শতরূপাখ্যাম্ আত্মনো দুহিতরং পত্নীত্বেন কল্পিতাং সমভবৎ মৈথুনমুপগতবান্; ততস্তস্মাৎ তদুপগমনাৎ মনুষ্যা অজায়ন্তোৎপন্নাঃ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

টীকা। প্রজাপতের্ভয়াবিষ্টত্বেন সংসারান্তর্ভূতত্বমুক্তম্, ইদানীং তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—স বৈ নৈব রেমে ইতি (?) স তস্মা ইতি। অরত্যাবিষ্টত্বে প্রজাপতেরেকাকিত্বং হেতূকরোতি—যত ইতি। কার্য্যদ্বারতিঃ কারণদ্বারতেলিঙ্গমিত্যনুমানং সূচয়তি—ইদানীমপীতি। আদিপদেন ভয়াবিষ্টত্বাদিগ্রহঃ। অরতিং প্রতিযোগিনিরুক্তিদ্বারা নির্ব্বক্তি—রতির্নামেতি। কথং তর্হি যথোক্তারতিনিরসনমিত্যাশঙ্ক্য স দ্বিতীয়মৈচ্ছদিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে—স তস্য ইতি। স হেত্বস্য বাক্যস্য পাতনিকাং করোতি—তস্যেতি।

তেন ভাবেনেতি যাবৎ। কথমভিমানমাত্রেণ যথোক্তপরিমাণত্বং, তত্রাহ সত্যেতি। নিপাতোঽবধারণে। তস্যৈব পুনরনুবাদোঽন্বয়ার্থঃ। পরিমাণমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কিমিত্যাদিনা। সম্প্রতি স্ত্রীপুংসয়োরুৎপত্তিমাহ—স তথেতি। নমু দ্বেধাভাবো বিরাজো বা সংসক্তস্ত্রীপুংসাগতস্য পিণ্ডস্য বা? নাদ্যঃ, সশব্দেন বিরাড্গ্রহণযোগাৎ, তস্য কর্ম্মত্বাৎ; দ্বিতীয়ে তু আত্মশব্দানুপপত্তিস্তত্রাহ—ইমমিতি। তথা চ সশব্দেন কর্তৃতয়া বিরাড্গ্রহণমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। তদেব স্ফুটয়তি—নেত্যাদিনা। কস্তু তর্হি দ্বিধাকরণম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তর্হীতি। তচ্চ দ্বিধাকরণকর্ম্মেতি শেষঃ। কথং তর্হি তত্রাত্মশব্দঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—স এব চেতি। তথাভূতঃ সংসক্তজায়াপুংপরিমাণোঽভূদিতি যাবৎ। ন কেবলং মনুঃ শতরূপেত্যনয়োরেব দম্পত্যোরিদং নির্ব্বচনং, কিন্তু লোকপ্রসিদ্ধয়োঃ সর্ব্বয়োরেব তয়োরেতদ্ দ্রষ্টব্যং, সর্ব্বত্রাস্য সম্ভবাদিত্যাহ—লৌকিকয়োরিতি। উক্তে নির্ব্বচনে লোকানুভবমনুকূলয়তি—তস্মাদিতি। প্রাগিতি সহধর্ম্মচারিণীসম্বন্ধাৎপূর্ব্বমিত্যর্থঃ। আকাঙ্ক্ষাদ্বারা ষষ্ঠীমাদায় অনুভবমবলম্ব্য ব্যাচষ্টে—কস্যেত্যাদিনা। বৃগলশব্দো বিকারার্থঃ।

অনুভবসিদ্ধেঽর্থে প্রামাণিকসম্মতিমাহ—এবমিতি। দ্বেধাপাতনে সতি একো ভাগঃ

পুরুষঃ, অপরস্তু স্ত্রীতি, অত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—যস্মাদিতি। উদ্বহনাৎ প্রাগবস্থায়াম্ আকাশঃ পুরুষার্দ্ধঃ স্ত্র্যর্দ্ধশূন্যো যস্মাদসম্পূর্ণো বর্ত্ততে, তস্মাৎ উদ্বহনেন প্রাপ্তস্ত্র্যর্দ্ধেন পুনরিতরো ভাগঃ পূর্য্যতে, যথা বিদলার্দ্ধোঽসম্পূর্ণঃ সম্পুটীকরণেন পুনঃ সম্পূর্ণঃ ক্রিয়তে, তদ্বদিতি যোজনা। পূর্ব্বমপি স্বাভাবিকযোগ্যতাবশেন সংসর্গোঽভূৎ, অনাদিত্বাৎ সংসারস্যেতি সূচয়িতুং পুনরিত্যুক্তম্। পুরুষার্দ্ধস্যেতরার্দ্ধস্য চ মিথঃ সম্বন্ধাৎ মনুষ্যাদিসৃষ্টিরিত্যাহ—তামিত্যাদিনা ॥ ৪০ ॥ ৩ ॥

ভাষ্যানুবাদ। এই কারণেও প্রাজাপত্যপদটি সংসারান্তর্গত; যেহেতু সেই প্রজাপতি নিশ্চয়ই রতি—প্রীতি অনুভব করিতে পারিলেন না; ঠিক আমাদেরই মত অতৃপ্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন; সেই হেতুই এখনও একাকি অবস্থায় কোন ব্যক্তিই রতি অনুভব করে না। রতি অর্থ—অভীষ্টবস্তুর প্রাপ্তিজন্য ক্রীড়া বা আমোদ। যে লোক অভীষ্ট বস্তু পাইতে প্রয়াসী, তাহার পক্ষে অভিলষিত বস্তুর বিচ্ছেদ হইলে মনে যে, আকুলতা—অরতি হওয়া, তাহা যুক্তিযুক্তই বটে। তিনি (প্রজাপতি) সেই অরতি অপনোদনের জন্য অরতিনিবারণক্ষম অপর কিছু অর্থাৎ স্ত্রীপদার্থ ইচ্ছা করিয়াছিলেন, -তিনি স্ত্রী-বস্তু পাইতে অভিলাষ করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপ স্ত্রীলাভের ইচ্ছা করিলে পর, স্ত্রীসংযুক্তের ন্যায় তাঁহার মানসিক ভাব উপস্থিত হইয়াছিল, অর্থাৎ আপনাকে যেন স্ত্রীসংযুক্ত বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তিনি সত্যসঙ্কল্প; এইজন্য সেই ইচ্ছার ফলে এতাবান্—এবংবিধ হইয়াছিলেন। কি প্রকার হইয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—জগতে স্ত্রী ও পুরুষ যেরূপ নিরানন্দভাব অপনোদনের জন্য পরস্পরে মিলিত হইয়া যে পরিমাণ হয়, ঠিক সেইরূপ—সেই পরিমাণই হইয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ ভাবনানুসারে আপনার এই দেহকেই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। "ইমমেব দেহং" (এই দেহকেই) এইরূপ বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশের অভিপ্রায় এই যে, মূলকারণ হইতে বিরাট্‌দেহের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন করা, অর্থাৎ দুগ্ধ যেরূপ আপনার স্বরূপটি সম্পূর্ণরূপে বিমর্দ্দিত বা বিকৃত করিয়া পশ্চাৎ দধিভাবে পরিণত হয়, কিন্তু বিরাট্‌পুরুষ সেরূপ আপনার স্বরূপটি সম্পূর্ণরূপে বিমর্দ্দিত করিয়া উক্তপরিমাণবিশিষ্ট হন নাই; পরন্তু তাহার স্বরূপ পূর্ব্বে যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল; আপনার অমোঘ সঙ্কল্পবশে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র, সমালিঙ্গিত স্ত্রীপুরুষাকার একটি মূর্ত্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু সেই বিরাট্‌রূপের কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। "সহ এতাবান্" এই সামানাধিকরণ্য হইতে

অর্থাৎ 'সঃ' পদের সহিত 'এতাবান্' পদের অর্থগত অভেদ নির্দ্দেশ হইতেও এইরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে (১)।

সেইরূপে দুইভাগে পাতন করাতেই—দেহ বিভাগ করাতেই পতি ও পত্নী হইয়াছিল; ইহাই হইল ব্যবহারসিদ্ধ 'দম্পতি' (পতি ও পত্নী) শব্দের নির্ব্বচন বা ব্যুৎপত্তিপ্রণালী। যেহেতু এই যে স্ত্রীমূর্ত্তি, ইহা আত্মারই অর্দ্ধাংশ, কেবল পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতমাত্র; সেই হেতু আপনার (স্ত্রীবিযুক্ত) শরীরটি 'অর্দ্ধবৃগল' অর্থাৎ অর্দ্ধ অথচ বৃগল -অর্দ্ধবৃগল,—দার-পরিগ্রহের পূর্ব্বে যেন অর্দ্ধাংশে খণ্ডিতই থাকে। দার পরিগ্রহের পূর্ব্বে কাহার অর্দ্ধবৃগল (অর্দ্ধাংশ), তাহা বলিতেছেন,—নিজের, অর্থাৎ আপনারই 'অর্দ্ধবৃগল' ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি একথা বলিয়াছিলেন; যাজ্ঞবল্ক্য শব্দের অর্থ এইরূপ—বল্ক অর্থ—বক্তা; যজ্ঞের বল্ক=যজ্ঞবল্ক; তাহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য [তদ্ধিত অণ্ প্রত্যয়,] 'দৈবরাতি' ইঁহার নামান্তর; অথবা, যজ্ঞবল্ক অর্থ - ব্রহ্মা, তাঁহার পুত্র—যাজ্ঞবল্ক্য। যেহেতু অর্দ্ধাংশরূপ এই পুরুষদেহ আকাশ অর্থাৎ স্ত্রীরূপ অর্দ্ধাংশশূন্য, সেই হেতুই সংযোজনের পর বিদলিত অর্দ্ধাংশ যেমন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিবাহের পরে পুরুষের ঐ শূন্যদেহও অপরার্দ্ধ—স্ত্রীদেহ দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। সেই প্রজাপতি, —যাঁহার অপর নাম মনু, তিনি আপনার পত্নীরূপে পরিকল্পিত সেই শতরূপানাম্নী দুহিতাতে সঙ্গত স্ত্রী-পুরুষভাবে উপগত হইয়াছিলেন। সেই উপগমনের ফলে মনুষ্যগণ জন্মলাভ করিয়াছে --উৎপন্ন হইয়াছে ॥৪০॥ ৩॥

সো হেয়মীক্ষাঞ্চক্রে কথং নু মাত্মন এব জনয়িত্বা সম্ভবতি, হন্ত তিরোঽসানীতি, সা গৌরভবদৃষভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ ততো গাবোঽজায়ন্ত, বড়বেতরাভবদশ্বৃষ ইতরো গর্দ্দভীতরা গর্দ্দভ ইতরস্তাং সমেবাভবৎ তত একশফমজায়তাঽজেতরাভবদ্বস্ত ইতরোঽবিরিতরা

(১) তাৎপর্য্য—শ্রুতিতে 'সঃ এতাবান্ আস' 'তিনি এই পরিমাণ হইয়াছিলেন' বলা হইয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, তিনি (সঃ), স্ত্রী-পুংভাব প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যেরূপ ছিলেন, ঠিক সেইরূপ থাকিয়াই 'এতাবান্' (এই পরিমাণ) হইয়াছিলেন; পক্ষান্তরে, মৃত্তিকা যেরূপ ঘটাকারে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেরূপ দধি আকারে বিকৃত হয়, তিনিও যদি ঠিক তদ্রূপেই আপনার পূর্ব্বতন স্বরূপটি বিধ্বস্ত করিয়া, স্ত্রী পুং-পরিচ্ছেদরূপে প্রকটিত হইতেন, তাহা হইলে 'তিনি এই পরিমাণ হইয়াছিলেন' না বলিয়া 'তাঁহার এইরূপ পরিমাণ হইয়াছিল' বলাই সঙ্গত হইত, কিন্তু সামানাধিকরণ্য বা অভেদনির্দ্দেশ কখনই সঙ্গত হইত না।

মেষ ইতরস্তাং‌সমেবাভবৎ ততোঽজাবয়োঽজায়ন্তৈবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমা পিপীলিকাভ্যস্তৎ সর্ব্বমসৃজত ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

সম্বন্ধার্থঃ। সা (পূর্ব্বোক্তা) ইয়ং (**শতরূপা**), উ হ (বিতর্কে) **ঈক্ষাংচক্রে** (মনসি আলোচনাং কৃতবতী),— নু (বিতর্কে) মা (মাং) **আত্মনঃ এব জনয়িত্বা** (উৎপাদ্য) কথং **সম্ভবতি** (উপগচ্ছতি)? **হন্ত** (**খেদে**) **তিরোঽসানি** (**অন্তর্হিতা** ভবেয়ম্) ইতি; [এবং নিশ্চিত্য] সা গৌঃ (**গোরূপা**) **অভবৎ**; [**তস্যাঃ তৎ** চেষ্টিতং বিদিত্বা] ইতরঃ (**মনুঃ অপি**) **ঋষভঃ** (**বৃষভঃ সন্**) তাং (গোরূপাং **শতরূপামেব**) সমভবৎ (উপগতবান্); **ততঃ** (তস্মাৎ উপগমনাৎ) গাবঃ **অজায়ন্ত** (উৎপন্নাঃ); **অনন্তরং** ইতরা (শতরূপা) বড়বা (**অশ্বী**) অভবৎ, ইতরঃ (**মনুশ্চ**) **অশ্ববৃষঃ** (**অশ্বপ্রধানঃ**); ইতরা (**শতরূপা**) গর্দ্দভী, ইতরঃ (মনুঃ) গর্দ্দভঃ [**সন্**] **তাম্** (**শত-রূপাম্**) **এব সমভবৎ** (উপগতঃ); **ততঃ** একশফং (**অবিভক্তখুরম্— অশ্বাশ্বতর-গর্দ্দভত্রয়ম্**) অজায়ত; **ইতরা অজা অভবৎ, ইতরঃ বস্তঃ** (**অজঃ**) [**অভবৎ**] **ইতরা** অবিঃ (মেষা), **ইতরশ্চ মেষঃ অভবৎ**; **এবংরূপঃ মনুঃ**] **তাম্ এব সমভবৎ, ততঃ** (তস্মাৎ সংগমাৎ) **অজাবয়ঃ** (**অজাশ্চ অবয়ঃ মেষাশ্চ**) **অজায়ন্ত**; আ পিপীলিকাভ্যঃ (পিপীলিকাম্ আরভ্য) **যৎ কিঞ্চ** মিথুনং (**স্ত্রী-পুংভাবাত্মকং দ্বন্দ্বং**), **তৎ সর্ব্বম্ এবমেব** (**পূর্ব্ববদেব**) **অসৃজত** (**উৎপাদয়ামাস**) [**মনুর্নাম প্রজাপতিঃ**] ৪১ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ। সেই শতরূপা চিন্তা করিলেন,—ভাল, মনু আমাকে আপনা হইতেই উৎপন্ন করিয়া আমাতেই আবার উপগত হইলেন কি প্রকারে? যাহা হউক, আমি তিরোহিত হই—রূপান্তরে আবৃত হই; এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি গো হইলেন, তদ্দর্শনে মনুও বৃষভরূপী হইয়া তাহাতে উপগত হইলেন; সেই সংসর্গের ফলে গো-জাতির উৎপত্তি হইল; শতরূপা আবার অশ্বরূপা হইলেন, মনু তখন বলবান্ অশ্বরূপ ধারণ করিলেন; শতরূপা গর্দ্দভী হইলেন, মনুও গর্দ্দভ হইলেন; এইরূপে তিনি সেই শতরূপাতে রমণ করিলেন; তাহাতে একশফ (যাহাদের পায়ে একটিমাত্র খুর থাকে, সেই অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভজাতি) উৎপন্ন হইল। পুনশ্চ শতরূপা অজা হইলেন, মনুও অজ (ছাগ)

হইলেন ; শতরূপা আবার মেষরূপ ধারণ করিলেন, মনুও মেষশরীর গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে উপগত হইলেন ; তাহার ফলে ছাগ ও মেষজাতি জন্ম লাভ করিল। এইরূপেই পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিছু স্ত্রীপুংভাবাপন্ন প্রাণী আছে, সে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। সা শতরূপা উ হ ইয়ং সেয়ং দুহিতৃগমনে স্মার্ত্তং প্রতিষেধমনুস্মরন্তী ঈক্ষাঞ্চক্রে,—'কথং নু ইদমকৃত্যম্,যৎ মা মাম্ আত্মন এব জনয়িত্বা উৎপাদ্য সম্ভবতি উপগচ্ছতি। যদ্যপ্যয়ং নির্ঘৃণঃ, অহং হন্তেদানীং তিরোঽসানি—জাত্যন্তরেণ তিরস্কৃতা ভবানি'ইত্যেবমীক্ষিত্বা অসৌ গৌর ভবৎ। উৎপাদ্য-প্রাণিকর্ম্মভিশ্চোদ্যমানায়াঃ পুনঃ পুনঃ সৈব মতিঃ শতরূপায়াঃ মনোশ্চাভবৎ। ততশ্চ ঋষভ ইতরঃ, তাং সমেবাভবদিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ততো গাবোঽজায়ন্ত। তথা বড়বা ইতরাভবৎ, অশ্ববৃষ ইতরঃ। তথা গর্দ্দভীতরা, গর্দ্দভ ইতরঃ। তত্র বড়বাশ্ববৃষাদীনাং সঙ্গমাৎ তত একশফং একখুরম-শ্বাশ্বতরগর্দ্দভাখ্যং ত্রয়মজায়ত। তথা অজেতরাভবৎ, বস্তশ্ছাগ ইতরঃ। তথা অবিরিতরা, মেষ ইতরঃ। তাং সমেবাভবৎ। তাং তামিতি বীপ্সা ; তামজাং তামবিঞ্চেতি সমভবদেবেত্যর্থঃ। তত অজাশ্চ অবয়শ্চ অজাবয়োঽজায়ন্ত। এবমেব যদিদং কিঞ্চ যৎ কিঞ্চেদং মিথুনং স্ত্রীপুংসলক্ষণং দ্বন্দ্বম্, আ পিপীলিকাভ্যঃ পিপীলিকাভিঃ সহ অনেনৈব ন্যায়েন তৎ সর্ব্বমসৃজত জগৎ সৃষ্টবান্ ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

টীকা। স্মার্ত্তং প্রতিষেধমিতি "ন সগোত্রাং সমানপ্রবরাং ভার্য্যাং বিন্দেত"ইত্যাদিকমিতি যাবৎ। অকৃত্যং হীদং যৎ দুহিতৃগমনং, মাতৃতশ্চাপঞ্চমাৎ পুরুষাৎ পিতৃতশ্চাসপ্তমা-দিতি স্মৃতেরিতি মত্বাহ—কথমিতি। তয়োর্জ্জাত্যন্তরগমনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। শতরূপায়াং গোভাবমাপন্নায়াম্বৃষভাদিভাবো মনোর্ভবতু তাবতা যথোক্তদোষ-পরিহারঃ, তয়োর্ব্বড়বাদিভাবে তু ন কারণমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—উৎপাদ্যেতি। ততস্তস্যা গোভাবাদনন্তরমিতি যাবৎ। গবাং জন্মার্থং মিথঃসম্ভবনং ততঃশব্দার্থঃ। তত্র তেষামুৎ-পত্তৌ সত্যামিতি যাবৎ। বাক্যদ্বয়ে বীপ্সা বিবক্ষিতেত্যাহ—তামিতি। তামেবাভি-নয়তি—তামজামিতি। তাং বড়বাং তাং গর্দ্দভীং চেত্যপি দ্রষ্টব্যম্। ততো মিথঃ-সম্ভবনাদ্যথোক্তাদিতি যাবৎ। বিশেষাণামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকমুপদেশাসম্ভবং মত্বানঃ সংক্ষিপ্যোপ-সংহরতি—এবমেবেতি। তদ্বিভজতে—ইদং মিথুনমিতি। পশুকর্ম্মপ্রয়োগো ন্যায়ঃ ॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই পূর্ব্বোক্ত এই শতরূপা মনুর দুহিতৃগমনে স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত দোষ স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন—ভাল, এরূপ অকার্য্য

কিরূপে সম্ভবপর হয়? যে, আমাকে আপনা হইতেই উৎপাদন করিয়া কন্যা-স্থানীয় সেই আমাকেই সম্ভোগ করিতেছেন! যদিও ইনি (মনু) ঘৃণাশূন্য নির্লজ্জ হউন, তথাপি আমি তিরোহিত হই—ভিন্নজাতীয় শরীর গ্রহণ করিয়া আপনাকে আবৃত করি। শতরূপা এইরূপ বিবেচনা করিয়া গোরূপা হইলেন। বিভিন্ন প্রাণীর কর্ম্মানুসারে উৎপাদিত শতরূপার ও তদুৎপাদক মনুর মনে বারংবার সেই একই ভাবের উদয় হইতে লাগিল। শতরূপা গোরূপ ধারণ করিলে পর, মনুও ঋষভ (বৃষ) হইয়া তাঁহাতে (শতরূপাতে) উপগত হইলেন, ইত্যাদির ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ। সেই সম্ভোগের ফলে গোজাতি জন্মলাভ করিল। শতরূপা বড়বা (ঘোটকী) হইলেন, আর মনু একটি অশ্ব হইলেন; সেইরূপ শতরূপা হইলেন গর্দ্দভী, আর মনু হইলেন গর্দ্দভ। তন্মধ্যে বড়বা ও অশ্ববৃষ প্রভৃতির সঙ্গমের ফলে একশফ, অর্থাৎ একখুরবিশিষ্ট অশ্ব, অশ্বতর ও গর্দ্দভ, এই তিনটি জাতির জন্ম হইল। এইরূপ আবার শতরূপা হইলেন অজা, আর মনু হইলেন ছাগ; সেইরূপ শতরূপা হইলেন স্ত্রী-মেষ, আর মনু হইলেন মেষ; মনু তাহাতেও উপগত হইলেন;—এখানে 'তাম্' পদের বীপ্সা (দ্বিরুক্তি) বুঝিতে হইবে; [সুতরাং অর্থ হইতেছে—] সেই সেই অজাতে, এবং সেই সেই মেষরূপাতে প্রত্যেকেতেই উপগত হইয়াছিলেন। সেই সঙ্গমের ফলে ছাগ ও মেষজাতির জন্ম হইল। জগতে পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যত কিছু মিথুন—স্ত্রী-পুরুষভাবাপন্ন প্রাণী আছে, তৎসমস্তই উক্ত প্রণালী অনুসারে উৎপাদন করিলেন (১)॥ ৪১ ॥ ৪ ॥

সোঽবেদহং বাব সৃষ্টিরস্ম্যহং হীদং সর্ব্বমসৃক্ষীতি, ততঃ সৃষ্টিরভবৎ, সৃষ্ট্যাং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫॥

(১) তাৎপর্য্য—আদিপুরুষ প্রজাপতি আপনার মানস সঙ্কল্প-প্রভাবে আপনার দেহ হইতেই একটি স্ত্রী ও পুরুষমূর্ত্তিতে বিভক্ত হইলেন; সেই স্ত্রী ও পুরুষমূর্ত্তি দুইটি তাঁহা হইতে বস্তুতঃ পৃথক্ না হইলেও, তাহা দ্বারাই পৃথগ্‌ভাবে সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন; ক্রমে মনুষ্য, গো প্রভৃতি প্রাণিনিবহ সৃষ্টি করিলেন এবং উত্তরোত্তর সেই সৃষ্টির বিকাশেই এই বিশাল প্রাণিজগৎ পরিপূর্ণ হইল। পুরুষটির নাম হইল মনু, আর স্ত্রীটির নাম হইল শতরূপা।

যাঁহারা বলেন, এই প্রাণিজগতের সৃষ্টি এক সময়ে হয় নাই, প্রকৃতির পরিণাম-বৈচিত্র্যে অথবা ঈশ্বরের ভূয়োদর্শনজাত অভিজ্ঞতার ফলে ক্রমে এই জগৎ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, তাঁহাদের যুক্তি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ও যুক্তিবিরুদ্ধ।

অন্বয়ার্থঃ। সঃ (প্রজাপতিঃ) [ইদং জগৎ সৃষ্ট্বা] অবেৎ (অমন্যত); যৎ, অহং (প্রজাপতিঃ বাব (এব সৃষ্টিঃ (সৃজ্যতে ইতি সৃষ্টিঃ—সৃষ্টং বস্তু) অস্মি (ভবামি); হি (যস্মাৎ) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং অসৃক্ষি (সৃষ্টবান্ অস্মি) ইতি। ততঃ (যস্মাৎ প্রজাপতিরেব সৃষ্টিশব্দেন আত্মানং নির্দ্দিদেশ, তস্মাৎ) সৃষ্টিঃ (সৃষ্টিনামা) অভবৎ [প্রজাপতিঃ]; যঃ এবং (সৃষ্টিতত্ত্বং) বেদ (বিজানাতি), [সঃ] অস্য (প্রজাপতেঃ) এতস্যাং সৃষ্ট্যাং ভবতি (প্রভবতি—স্রষ্টা ভবতি ইত্যর্থঃ)॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ। সেই প্রজাপতি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে মনে চিন্তা করিলেন—যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতু আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমার সৃষ্ট সমস্ত পদার্থই মৎস্বরূপ; তাঁহার সেই চিন্তার ফলেই সৃষ্টি নাম হইল। যে লোক প্রজাপতির এবংবিধ সৃষ্টিতত্ত্ব অবগত হন, তিনিও প্রজাপতির সৃষ্ট জগতে প্রভুত্ব লাভ করেন ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। স প্রজাপতিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ সৃষ্ট্বা অবেৎ। কথম্? অহং বাব অহমেব সৃষ্টিঃ—সৃজ্যত ইতি সৃষ্টং জগদুচ্যতে সৃষ্টিরিতি,—যন্ময়া সৃষ্টং জগৎ মদভেদত্বাৎ অহমেবাস্মি, ন মত্তো ব্যতিরিচ্যতে; কুত এতৎ? অহং হি যস্মাৎ ইদং সর্ব্বং জগদসৃক্ষি সৃষ্টবানস্মি,তস্মাদিত্যর্থঃ। যস্মাৎ সৃষ্টিশব্দেন আত্মানমেবাভ্যধাৎ প্রজাপতিঃ, ততস্তস্মাৎ সৃষ্টিরভবৎ সৃষ্টিনামাভবৎ। সৃষ্ট্যাং জগতি হ অস্য প্রজাপতেঃ এতস্যাম্ এতস্মিন্ জগতি স প্রজাপতিবৎ স্রষ্টা ভবতি, স্বাত্মনোঽনন্যভূতস্য জগতঃ। কঃ? য এবং প্রজাপতিবৎ যথোক্তং স্বাত্মনোঽনন্যভূতং জগৎ 'সাধ্যাত্মাধিভূতাধিদৈবং জগদহমস্মি' ইতি বেদ ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

টীকা। যদ্যপি মন্বাদিসৃষ্টিরেবোক্তা, তথাপি সর্ব্বা সৃষ্টিরুক্তৈবেতি সিদ্ধবৎকৃত্যাহ—স প্রজাপতিরিতি। অবগতিং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি—কথমিত্যাদিনা। কথং সৃষ্টিরস্মীত্যবধার্য্যতে, কর্তৃক্রিয়য়োঃ একত্বাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃজ্যত ইতীতি। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ—যন্ময়েতি। জগচ্ছব্দাদুপরি তচ্ছব্দমধ্যাহৃত্য অহমেব তদস্মীতি সম্বন্ধঃ। তত্র হেতুমাহ—মদভেদত্বাদিতি। এবকারার্থমাহ—নেতি। মদভেদত্বাদিত্যুক্তমাক্ষিপ্য সমাধত্তে—কুত ইত্যাদিনা। ন হি সৃষ্টং স্রষ্টুরর্থান্তরং, তস্যৈব তেন তেন মায়াবিবৎ অবস্থানাদিত্যর্থঃ। ততঃ সৃষ্টিরিত্যাদি ব্যাচষ্টে—যস্মাদিতি। কিমর্থম্ স্রষ্টুরেবা বিভূতিরুপদিষ্টেত্যাশঙ্ক্যাহ—সৃষ্ট্যামিতি। জগতি ভবতীতি সম্বন্ধঃ। বাক্যার্থমাহ—প্রজাপতিবদিতি ॥ ৪২ ॥ ৫ ॥

ভাষ্যানুবাদ। সেই প্রজাপতি এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করিয়া মনে করিয়াছিলেন; কি প্রকার? আমিই সৃষ্টি, অর্থাৎ আমি যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমা হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ বস্তু নয়; সুতরাং আমিই হইতেছি—সৃষ্টিস্বরূপ; সৃষ্টির কোন বস্তুই আমা হইতে অতিরিক্ত নহে। এখানে সৃষ্টি অর্থ—যাহা সৃষ্ট হয়; সুতরাং সৃষ্টিশব্দে প্রজাপতি-সৃষ্ট সমস্ত জগৎ বুঝাইতেছে। কি কারণে প্রজাপতির সৃষ্টিরূপত্ব সম্ভব হয়? যেহেতু আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সেই হেতুই ইহা আমা হইতে অতিরিক্ত নহে। প্রজাপতি যেহেতু আপনাকেই সৃষ্টিশব্দে অভিহিত করিয়াছিলেন, সেই হেতুই প্রজাপতিসৃষ্ট এই জগন্মণ্ডলে সৃষ্টি নাম প্রচলিত হইয়াছে। সে ব্যক্তিও প্রজাপতির ন্যায় আপনার অনতিরিক্ত জগৎনির্ম্মাণে সমর্থ হয়; কোন্ ব্যক্তি? না, যে ব্যক্তি এই প্রকারে—প্রজাপতির ন্যায় আপনার অনতিরিক্তস্বরূপ এই জগৎকে—'আমিই হইতেছি—অধ্যাত্ম, অধিদৈব ও অধিভূতাত্মক এই জগৎস্বরূপ', এইরূপে অবগত হন; তিনি—॥ ৪১ ॥ ৫ ॥

অথেত্যভ্যমন্থৎ স মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাঞ্চাগ্নিমসৃজত, তস্মাদেতদুভয়মলোমকমন্তরতো অলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ। তদযদিদমাহুরমুং যজামুং যজেত্যেকৈকং দেবমেতস্যৈব সা বিসৃষ্টিরেষ উ হ্যেব সর্ব্বে দেবাঃ।

অথ যৎকিঞ্চেদমার্দ্রং তদ্রেতসোঽসৃজত, তদু সোমঃ, এতাবদ্বা ইদংং সর্ব্বমন্নঞ্চৈবান্নাদশ্চ—সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদঃ, সৈষা ব্রহ্মণোঽতিসৃষ্টিঃ। যচ্ছ্রেয়সো দেবানসৃজতাথ যন্মর্ত্ত্যঃ সন্নমৃতানসৃজত তস্মাদতিসৃষ্টিরতিসৃষ্ট্যাংং হাস্যৈতস্যাং ভবতি য এবং বেদ ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

সরলার্থঃ। অথ (স্ত্রী-পুরুষসৃষ্টেরনন্তরং) সঃ (প্রজাপতিঃ) অভ্যমন্থৎ (মন্থনমকরোৎ); [তদেব প্রপঞ্চয়ন্ আহ—] ইতি (এবংপ্রকারেণ) মুখাৎ যোনেঃ হস্তাভ্যাং চ [যানভ্যাং] (হস্তাভ্যাং মথ্যমানাৎ আত্মনো মুখরূপাদ্ যোনেরিত্যর্থঃ) অগ্নিম্ অসৃজত (সৃষ্টবান্); তস্মাৎ (মন্থনাগ্নিযোনিত্বাৎ হেতোঃ) এতৎ উভয়ং (হস্তৌ মুখং চ) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরা-

বচ্ছেদেন) অলোমকং (লোমবর্জ্জিতং); হি (তথাহি) যোনিঃ (স্ত্রী-চিহ্নমপি) অন্তরতঃ (অভ্যন্তরে) অলোমকা (লোমরহিতা এব)। তৎ (তস্মাৎ হেতোঃ) [যাজ্ঞিকাঃ] দেবম্ (অগ্ন্যাদিকম্) একৈক (স্বরূপতো ভিন্নং) [মন্যমানাঃ] যৎ আহুঃ (বদন্তি)—'অমুং (অগ্নিং) যজ, অমুং (ইন্দ্রং) যজ' ইতি, [তৎ ন সমীচীনমিত্যভিপ্রায়ঃ।] হি (যস্মাৎ) সা বিসৃষ্টিঃ (সর্ব্বা সৃষ্টিঃ) এতস্য (প্রজাপতেঃ) এব; এষঃ (প্রজাপতিঃ) এব সর্ব্বে দেবাঃ (অগ্ন্যাদ্যাত্মকাঃ, অতো দৈবতভেদবুদ্ধিঃ ভ্রমরূপা ইত্যর্থঃ)।

[ভোক্তা অগ্নিরুক্তঃ, ইদানীং ভোগ্যমন্নমাহ—] অথ (অগ্নিসৃষ্ট্যনন্তরং) ইদং (অনুভূয়মানম্) যৎ কিঞ্চ (যৎকিঞ্চিৎ) আর্দ্রং (দ্রবাত্মকং বস্তু, সোম ইতি যাবৎ), তৎ (সর্ব্বং) রেতসঃ (প্রজাপতেঃ স্বকীয়াৎ বীজাৎ) অসৃজত; তৎ (প্রজাপতিনা সৃষ্টং দ্রবাত্মকং বস্তু) উ (নিশ্চয়ে) সোমঃ (অদনীয়ঃ সোমঃ)। ইদং সর্ব্বং (জগৎ) এতাবৎ বৈ (এতৎপরিমাণম্)—অন্নং চ এব, অন্নাদঃ চ এব (ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মকমেব); [তত্র] সোমঃ এব অন্নং (ভক্ষণীয়ং), অগ্নিঃ এব চ অন্নাদঃ (অন্নভোক্তা)। সা এষা (বক্ষ্যমাণা) ব্রহ্মণঃ (প্রজাপতেঃ) অতিসৃষ্টিঃ (আত্মনোঽপি অধিকা), যৎ শ্রেয়সঃ (প্রশস্ততরান্) দেবান্ অসৃজত (সৃষ্টবান্); [কুত এতৎ? ইত্যাহ—] যৎ [প্রজাপতিঃ স্বয়ং] মর্ত্ত্যঃ (মরণধর্ম্মা সন্) অমৃতান্ (মরণশূন্যান্—অমরান্) অসৃজত; তস্মাৎ (হেতোঃ) [দেবসৃষ্টিঃ] অতিসৃষ্টিঃ [উচ্যতে]। যঃ এবং (যথোক্তপ্রকারং অতিসৃষ্টিতত্ত্বং) বেদ, সঃ অস্য (প্রজাপতেঃ) অতিসৃষ্ট্যাং ভবতি (প্রভবতীত্যর্থঃ)॥ ৪৩॥ ৬॥

মূলানুবাদ। অতঃপর প্রজাপতি মন্থনক্রিয়া করিয়াছিলেন; [সেই মন্থন দ্বারা] হস্ত ও মুখরূপ উৎপত্তিস্থান হইতে ভোক্তৃস্বরূপ অগ্নি সৃষ্টি করিলেন; এই কারণেই এই উভয় স্থান (মুখ ও হস্ত) অভ্যন্তরভাগে লোমবিহীন; উৎপত্তি-স্থান স্ত্রীচিহ্নও অভ্যন্তরে লোমহীনই। অতএব যাজ্ঞিকেরা যে, বলিয়া থাকেন, 'অমুকের যাগ কর, অমুকের যাগ কর', তাহাতে তাহারা ঐ সমস্ত দেবতাকে বিভিন্ন বলিয়াই মনে করেন; [কিন্তু তাহা তাহাদের ভ্রম;] কারণ, ঐ সমস্ত দেবতা এই প্রজাপতিরই সৃষ্টি, এবং ইনিই সে সমস্ত দেবতাস্বরূপ।

অতঃ পর, যাহা কিছু আর্দ্র অর্থাৎ দ্রবময় বস্তু, তাহা তিনি রেতঃ

হইতে (আত্মনিহিত বীজ হইতে) সৃষ্টি করিলেন। সেই আর্দ্র বস্তুটি হইতেছে সোম ; এই সমস্ত সৃষ্টিই এতদুভয়াত্মক—অন্ন ও অন্নাদময় (ভোক্তৃ-ভোগ্যাত্মক) ; তন্মধ্যে সোমই অন্ন, আর অগ্নিই অন্নাদ অর্থাৎ অন্নভোক্তা। তিনি যে, নিজের অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই ব্রহ্মের (প্রজাপতির) অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট সৃষ্টি ; যেহেতু, তিনি নিজে মরণশীল (মর্ত্ত্য) হইয়াও অমৃত অর্থাৎ মরণ-বিহীন দেবতাগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন ; সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি। যে লোক প্রজাপতির এই সৃষ্টিতত্ত্ব যথোক্তপ্রকারে জানেন, তিনি নিজেও প্রজাপতির অতিসৃষ্টিতে প্রভুত্ব লাভ করেন ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। এবং স প্রজাপতির্জ্জগদিদং মিথুনাত্মকং সৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণাদিবর্ণনিয়ন্ত্রীর্দ্দেবতাঃ সিসৃক্ষুরাদৌ—অথ-ইতি শব্দদ্বয়মভিনয়প্রদর্শনার্থম্—অনেন প্রকারেণ মুখে হস্তৌ প্রক্ষিপ্য অভ্যমন্থৎ আভিমুখ্যেন মন্থনমকরোৎ। স মুখং হস্তাভ্যাং মথিত্বা, মুখাচ্চ যোনের্হস্তাভ্যাঞ্চ যোনিভ্যাম্ অগ্নিং ব্রাহ্মণ-জাত্যনুগ্রহকর্ত্তারম্ অসৃজত সৃষ্টবান্। যস্মাৎ দাহকস্যাগ্নের্যোনিঃ এতদুভয়ং—হস্তৌ মুখঞ্চ, তস্মাদুভয়মপ্যেতদলোমকং লোমবিবর্জ্জিতম্ ; কিং সর্ব্বমেব ? ন ; অন্তরতঃ অভ্যন্তরতঃ। অস্তি হি যোন্যা সাযান্যমুভয়স্যাস্য। কিম্ ? অলোমকা হি যোনিরন্তরতঃ স্ত্রীণাম্। তথা ব্রাহ্মণোঽপি মুখাদেব জজ্ঞে প্রজাপতেঃ ; তস্মাদেকযোনিত্বাৎ জ্যেষ্ঠেনেবানুজোঽনুগৃহ্যতে অগ্নিনা ব্রাহ্মণঃ। তস্মাদ্-ব্রাহ্মণোঽগ্নিদেবত্যো মুখবীর্য্যশ্চেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। ১

তথা বলাশ্রয়াভ্যাং বাহুভ্যাং বলভিদাদিকং ক্ষত্রিয়জাতি-নিয়ন্তারং ক্ষত্রিয়ঞ্চ। তস্মাদৈন্দ্রং ক্ষত্রং বাহুবীর্য্যঞ্চেতি শ্রুতৌ স্মৃতৌ চাবগতম্। তথা উরুত ঈহা চেষ্টা, তদাশ্রয়াদ্ বস্বাদিলক্ষণং বিশো নিয়ন্তারং বিশঞ্চ। তস্মাৎ কৃষ্যাদিপরো বস্বাদিদেবত্যশ্চ বৈশ্যঃ। তথা পূষণং পৃথ্বীদৈবতং শূদ্রং চ পদ্ভ্যাং পরিচরণক্ষমম্ অসৃজতেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধেঃ। তত্র ক্ষত্রাদিদেবতাসর্গ-মিহানুক্তং বক্ষ্যমাণমপি উক্তবদুপসংহরতি সৃষ্টিসাকল্যানুকীর্ত্ত্যৈ। যথেয়ং শ্রুতির্ব্যবস্থিতা, তথা প্রজাপতিরেব সর্ব্বে দেবা ইতি নিশ্চিতোঽর্থঃ, স্রষ্টু-রনন্যত্বাৎ সৃষ্টানাম্, প্রজাপতিনৈব সৃষ্টত্বাৎ দেবানাম্। ২

অথৈবং প্রকরণার্থে ব্যবস্থিতে তৎস্তুত্যভিপ্রায়েণ অবিদ্বন্মতান্তরনিন্দো-

পঞ্চাসঃ। অন্যনিন্দা অন্যস্তুতয়ে (ক)। তৎ তত্র কর্ম্মপ্রকরণে কেবলযাজ্ঞিকা যাগকালে যদিদং বচ আহুঃ—'অমুমগ্নিং যজ, অমুমিন্দ্রং যজ' ইত্যাদি—নামশস্ত্রস্তোত্রকর্ম্মাদি-ভিন্নত্বাৎ ভিন্নমেব অগ্ন্যাদিদেবম্ একৈকং মন্যমানা আহুরিত্যভিপ্রায়ঃ। তৎ ন তথা বিদ্যাৎ; যস্মাদেতস্যৈব প্রজাপতেঃ সা বিসৃষ্টির্দেবভেদঃ সর্ব্বঃ; এষ উ হি এব প্রজাপতিরেব প্রাণঃ সর্ব্বে দেবাঃ। ৩

অত্র বিপ্রতিপদ্যন্তে পর এব হিরণ্যগর্ভ ইত্যেকে; সংসারীত্যপরে। পর এব তু মন্ত্রবর্ণাৎ—"ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ" ইতি শ্রুতে; "এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবাঃ" ইতি চ শ্রুতেঃ; স্মৃতেশ্চ—

"এতমেকে বদন্ত্যগ্নিং মনুমন্যে প্রজাপতিম্" ইতি।

"যোঽসাবতীন্দ্রিয়োঽগ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ স এব স্বয়মুদ্বভৌ॥" ইতি চ।

সংসার্য্যেব বা স্যাৎ,—"সর্ব্বান্ পাপ্মন ঔষৎ" ইতি শ্রুতেঃ; ন হ্যসংসারিণঃ পাপ্মদাহপ্রসঙ্গোঽস্তি; ভয়ারতি-সংযোগশ্রবণাচ্চ; "অথ যন্মর্ত্ত্যঃ সন্নমৃতান-সৃজত" ইতি চ, "হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানম্" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ; স্মৃতেশ্চ কর্ম্মবিপাকপ্রক্রিয়ায়াম্—

"ব্রহ্মা বিশ্বসৃজো ধর্ম্মো মহানব্যক্তমেব চ।
উত্তমাং সাত্ত্বিকীমেতাং গতিমাহুর্ম্মনীষিণঃ॥" ইতি। ৪

অথৈবং বিরুদ্ধার্থানুপপত্তেঃ প্রামাণ্যব্যাঘাত ইতি চেৎ; ন; কল্পনান্তরোপপত্তেরবিরোধাৎ উপাধিবিশেষসম্বন্ধাৎ বিশেষকল্পনান্তরমুপপদ্যতে;

"আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ।
কস্তং মদামদং দেবং মদন্যো জ্ঞাতুমর্হতি॥"

ইত্যেবমাদিশ্রুতিভ্যঃ। উপাধিবশাৎ সংসারিত্বম্, ন পরমার্থতঃ; স্বতোঽসংসার্য্যেব। এবমেকত্বং নানাত্বঞ্চ হিরণ্যগর্ভস্য। তথা সর্ব্বজীবানাম্, "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেঃ। হিরণ্যগর্ভস্তূপাধিশুদ্ধ্যাতিশয়াপেক্ষয়া প্রায়শঃ পর এবেতি শ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ প্রবৃত্তাঃ; সংসারিত্বন্তু কচিদেব দর্শয়ন্তি। জীবানাং তু উপাধিগতাশুদ্ধিবাহুল্যাৎ সংসারিত্বমেব প্রায়শোঽভিলপ্যতে। ব্যাবৃত্তকৃৎস্নোপাধিভেদাপেক্ষয়া তু সর্ব্বঃ পরত্বেনাভিধীয়তে শ্রুতিস্মৃতিবাদৈঃ। ৫

তার্কিকৈস্তু পরিত্যক্তাগমবলৈঃ 'অস্তি নাস্তি, কর্ত্তা অকর্ত্তা' ইত্যাদি বিরুদ্ধং বহু তর্কয়দ্ভিরাকুলীকৃতঃ শাস্ত্রার্থঃ; তেনার্থনিশ্চয়ো দুর্লভঃ। যে তু কেবল-

(ক)—নিন্দোপন্যাসেনান্যনিন্দাঽনিন্দার্থৈব, কিন্তু অন্যস্তুতয়ে' ইতি কচিৎ পাঠঃ।

শাস্ত্রানুসারিণঃ শাস্ত্রদর্পাঃ, তেষাং প্রত্যক্ষবিষয় ইব নিশ্চিতঃ শাস্ত্রার্থো দেবতাদিবিষয়ঃ। ৬

তত্র প্রজাপতেরেকস্য দেবসাত্ত্রাত্ম-লক্ষণো ভেদো বিবক্ষিত ইতি—তত্রাগ্নিরুক্তোঽত্তা, আদ্যঃ সোম ইদানীমুচ্যতে। অথ যৎকিঞ্চেদং লোকে আর্দ্রং দ্রবাত্মকম্, তৎ রেতস আত্মনো বীজাদসৃজত; "রেতস আপঃ"ইতি শ্রুতেঃ। দ্রবাত্মকশ্চ সোমঃ; তস্মাৎ যদার্দ্রং প্রজাপতিনা রেতসঃ সৃষ্টম্, তদু সোম এব। এতাবদ্বৈ এতাবদেব, নাতোঽধিকম্, ইদং সর্ব্বম্। কিং তৎ? অন্নঞ্চৈব সোমো দ্রবাত্মকত্বাদাপ্যায়কম্; অন্নাদশ্চাগ্নিঃ, ঔষ্ণ্যাৎ রুক্ষত্বাচ্চ। তত্রৈবমবধ্রিয়তে—সোম এবান্নম্, যদদ্যতে তদেব সোম ইত্যর্থঃ; য এবাত্তা স এবাগ্নিঃ; অর্থবলাদ্ধি অবধারণম্। অয়মগ্নিরপি কচিৎ হূয়মানঃ সোমপক্ষস্যৈব; সোমোঽপি ইজ্যমানোঽগ্নিরেব, অত্তৃত্বাৎ। এবমগ্নীষোমাত্মকং জগৎ আত্মত্বেন পশ্যন্ ন কেনচিদ্দোষেণ লিপ্যতে; প্রজাপতিশ্চ ভবতি। সৈষা ব্রহ্মণঃ প্রজাপতেঃ অতিসৃষ্টিরাত্মনোঽপ্যতিশয়া। ৭

কা সা? ইত্যাহ যৎ শ্রেয়সঃ প্রশস্যতরাদাত্মনঃ সকাশাদ্ যস্মাদসৃজত দেবান্, তস্মাদ্দেবসৃষ্টিরতিসৃষ্টিঃ। কথং পুনরাত্মনোঽতিশয়া সৃষ্টিঃ? ইত্যত আহ—অথ যদ্ যস্মাৎ মর্ত্তাঃ সন্ মরণধর্ম্মা সন্, অমৃতান্ অমরণধর্ম্মিণো দেবান্, কর্ম্মজ্ঞানবহ্নিনা সর্ব্বানাত্মনঃ পাপ্মন ওষিত্বা অসৃজত; তস্মাদিয়ম্ অতিসৃষ্টিরুৎকৃষ্টজ্ঞানস্য ফলমিত্যর্থঃ। তস্মাদেতামতিসৃষ্টিং প্রজাপতেরাত্মভূতাং যো বেদ, স এতস্যামতিসৃষ্ট্যাং প্রজাপতিরিব ভবতি প্রজাপতিবদেব স্রষ্টা ভবতি ॥ ৪৩ ॥ ৬ ॥

টীকা। ননু সর্ব্বা সৃষ্টিরুক্তা, উক্তং চ প্রজাপতের্ব্বিভূতিসঙ্কীর্ত্তনফলং, কিমবশিষ্যতে, যদর্থমুত্তরং বাক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—এবমিতি। আদাবত্যমন্থদিতি সম্বন্ধঃ। অভিনয়প্রদর্শনমেব বিশদয়তি—অনেনেতি। মুখাদেরগ্নিং প্রতি যোনিত্বে গমকমাহ—যস্মাদিতি। প্রত্যক্ষবিরোধং শঙ্কিত্বা দূষয়তি—কিমিত্যাদিনা। হস্তয়োর্মুখে চ যোনিশব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমাহ—অন্তি হীতি। প্রজাপতের্মুখাৎ ইত্থমগ্নিঃ সৃষ্টোঽপি কথং ব্রাহ্মণমনুগৃহ্লাতি, তত্রাহ—তথেতি। উক্তেঽর্থে শ্রুতিস্মৃতিসংবাদং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। 'আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ' ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তদনুসারিণী চ স্মৃতির্দ্রষ্টব্যা। ১

'অগ্নিমসৃজত' ইত্যেতদুপলক্ষণার্থমিত্যভিপ্রেত্য সৃষ্ট্যন্তরমাহ—তথেতি। বলভিদিন্দ্রঃ। আদিশব্দেন বরুণাদিগৃহ্যতে। ক্ষত্রিয়ং চাসৃজত ইত্যনুবর্ত্ততে। উক্তমর্থং প্রমাণেন দ্রঢ়য়তি—তস্মাদিতি। 'ঐন্দ্রো রাজন্যঃ' ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তদনুসারিণী চ স্মৃতিরবধেয়া। বিশং চাসৃজতেতি পূর্ব্ববৎ। ঈহাশ্রয়াদূরুতো জাতত্বং বস্বাদের্জ্যেষ্ঠত্বং চ তচ্ছব্দার্থঃ।

'পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত' ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তথাবিধা চ স্মৃতিরনুসর্ত্তব্যা। অগ্নিসর্গস্তু বক্ষ্যমাণেন্দ্রাদিসর্গোপলক্ষণত্বে সতি সৃষ্টিসাকল্যাদেষ উ এব সর্ব্বে দেবা ইত্যুপসংহরিষ্যতীতি ফলিতমাহ—তত্রেতি। উক্তেন বক্ষ্যমাণোপলক্ষণং সর্ব্বশব্দঃ সূচয়তীতি ভাবঃ। কিঞ্চ সৃষ্টিরত্র ন বিবক্ষিতা, কিন্তু যেন প্রকারেণ সৃষ্টিশ্রুতিঃ স্থিতা, তেন প্রকারেণ দেবতাদি সর্ব্বং প্রজাপতিরেবেতি বিবক্ষিতমিত্যাহ—যথেতি। তত্র হেতুমাহ—স্রষ্টুরিতি। তথাপি কথং দেবতাদি সর্ব্বং প্রজাপতিমাত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রজাপতিনেতি। ২

তদ্যদিদমিত্যাদিবাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—অথেতি। স্রষ্টা প্রজাপতিরেব সৃষ্টং সর্ব্বং কার্য্যমিতি প্রকরণার্থে পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ ব্যবস্থিতে সত্যনন্তরং তস্যৈব স্তুতিবিবক্ষয়া তদ্যদিদমিত্যাদ্যবিদ্বন্মতান্তরস্য নিন্দার্থং বচনমিত্যর্থঃ। মতান্তরে নিন্দিতেঽপি কথং প্রকরণার্থঃ স্তুতো ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যেতি। একৈকং দেবমিত্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—নামেতি। কাঠকং কালাপকমিতিবৎ নামভেদাৎ ক্রতুষু তত্তদ্দেবতাস্তুতিভেদাদ্ ঘটশকটাদিবৎ অর্থক্রিয়াভেদাচ্চ প্রত্যেকং দেবানাং ভিন্নত্বাৎ কর্ম্মিণামেতদ্বচনমিত্যর্থঃ। আদিশব্দেন রূপাদিভেদাৎ তদ্ভিন্নত্বং সংগৃহ্ণাতি। নন্বত্র কর্ম্মিণাং নিন্দা ন প্রতিভাতি, তস্মাতোপাসস্যৈব প্রতীতেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তন্নেতি। একস্যৈব প্রাণস্যানেকবিধো দেবতাপ্রভেদঃ শাকল্যব্রাহ্মণে বক্ষ্যত ইতি বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি—প্রাণ ইতি। ৩

অগ্ন্যাদয়ো দেবাঃ সর্ব্বে প্রজাপতিরেবেত্যুক্তে, সম্প্রতি তৎস্বরূপনির্দিধারয়িষয়া তত্র বিপ্রতিপত্তিং দর্শয়তি—অত্রেতি। হিরণ্যগর্ভস্য পরত্বমাদ্যে, দ্বিতীয়ে কল্পে সংসারিত্বং বিধেয়মিতি বিভাগঃ। তত্র পূর্ব্বপক্ষং গৃহ্ণাতি—পর এবেতি। নন্বেকস্যানেকাত্মকত্বং মন্ত্রবর্ণাদবগম্যতে, ন তু পরমাত্মত্বং প্রজাপতেরিত্যাশঙ্ক্য ব্রাহ্মণবাক্যমুদাহরতি—এষ ইতি। ব্রহ্ম-প্রজাপতী সূত্র-বিরাজৌ। এষশব্দঃ পরমাত্মবিষয়ঃ। স্মৃতেশ্চ পর এব হিরণ্যগর্ভ ইতি সম্বন্ধঃ। তত্রৈব বাক্যান্তরং পঠতি—যোঽসাবিতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াবিষয়ত্বমতীন্দ্রিয়ত্বম্। অগ্রাহ্যত্বং জ্ঞানেন্দ্রিয়াবিষয়ত্বম্। তত্র হেতুমাহ—সূক্ষ্মোঽব্যক্ত ইতি। ন চ তস্যাসত্ত্বং, প্রমাত্রাদিভাবাভাবসাক্ষিত্বেন সদা সত্ত্বাদিত্যাহ—সনাতন ইতি। ইতশ্চ তস্য নাসত্ত্বং সর্ব্বেষামাত্মত্বাদিত্যাহ—সর্ব্বেতি। অন্তঃকরণাবিষয়ত্বমাহ—অচিন্ত্য ইতি। যোঽসৌ পরমাত্মা যথোক্তবিশেষণঃ, স এব স্বয়ং বিরাড়াত্মনা ভূতবানিত্যাহ—স এবেতি। মন্ত্রব্রাহ্মণস্মৃতিষু পরস্য সর্ব্বদেবতাত্মত্বদৃষ্টেরত্র চ সূত্রস্য তৎপ্রতীতেস্তস্য পরত্বমিত্যুক্তম্; ইদানীং পূর্ব্বপক্ষান্তরমাহ—সংসার্য্যেবেতি। সর্ব্বপাপ্মদাহশ্রবণমাত্রেণ কথং প্রজাপতেঃ সংসারিত্বং, তত্রাহ—নহীতি। অন্যতদ্ধর্ম্মোপদেশাদিত্যত্র পরস্যাপি সর্ব্বপাপ্মোদয়াঙ্গীকারাৎ নেদং সংসারিত্বে লিঙ্গমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ভয়েতি। অশ্রুতেতি চ শ্রবণাদিতি সম্বন্ধঃ। ন কেবলং মর্ত্ত্যত্বশ্রুতেরেব সংসারিত্বং, কিন্তু জন্মশ্রুতেশ্চেত্যাহ—হিরণ্যগর্ভমিতি। যথোক্তহেতুনাং সংসার্য্যেব স্যাদিতি প্রতিজ্ঞয়াঽন্বয়ঃ। কর্ম্মফলদর্শনাধিকারে ব্রহ্মেত্যাদ্যায়াঃ স্মৃতেশ্চ তৎফলভূতস্য প্রজাপতেঃ সংসারিত্বমেবেত্যাহ—স্মৃতেশ্চেতি। বিরাড্ ব্রহ্মেত্যুচ্যতে। বিশ্বসৃজো মন্বাদয়ঃ। ধর্ম্মস্তদভিমানিনী দেবতা যমঃ। মহান্ প্রকৃতেরাদ্যো বিকারঃ সূত্রম্। অব্যক্তং প্রকৃতিরিতি ভেদঃ। ৪

অস্তু তর্হি দ্বিবিধবাক্যবশাৎ প্রজাপতেঃ সংসারিত্বমসংসারিত্বং চ, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অথেতি। তদ্দ্বিবিধবাক্যশ্রবণানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। এবংশব্দঃ সংসারিত্বাসংসারিত্বপ্রকারপরামর্শার্থঃ। বিরোধকৃতমপ্রামাণ্যং নিরাকরোতি—নেত্যাদিনা। স্বতোঽসংসারিত্বং, কল্পনয়া চ সংসারিত্বমিতি কল্পনান্তরসম্ভবাৎ দ্বিবিধশ্রুতীনামবিরোধাৎ প্রামাণ্যসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কল্পনয়া সংসারিত্বমিত্যেতৎ বিশদয়তি—উপাধীতি। ঔপাধিকী পরস্য বিশেষকল্পনেত্যত্র প্রমাণমাহ—ধ্যায়তীব ইতি। স্বারস্যেন কূটস্থোঽপ্যাত্মা মনসঃ শীঘ্রং দূরগমনদর্শনাৎ তদুপাধিকো দূরং ব্রজতি; যথা স্বপ্নে শয়ানোঽপি মনসো গতিভ্রান্ত্যা সর্ব্বত্র যাতীব ভাতি, তথা জাগরেঽপীত্যর্থঃ। কল্পিতেন হর্ষাদিবিকারেণ স্বাভাবিকেন তদভাবেন চ মুক্তমাত্মানং ন কশ্চিদপি নিশ্চেতুং শক্নোতীত্যাহ—কস্তমিতি। আদিপদেন ধ্যায়তীবেত্যাদিশ্রুতয়ো গৃহ্যন্তে। উদাহৃতশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যমাহ—উপাধীতি। কিং তর্হি পারমার্থিকং? তদাহ—স্বত ইতি। পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। হিরণ্যগর্ভস্য বাস্তবমবাস্তবং চ রূপং নিরূপিতমুপসংহরতি এবমিতি। তস্যাপ্যস্মদাদিবৎ ন স্বতো ব্রহ্মত্বং, কিন্তু সংসারিত্বমেব স্বাভাবিকমিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবিকলতামাহ—তথেতি। সর্ব্বজীবানামেকত্বং নানাত্বং চেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তেষাং স্বতো ব্রহ্মত্বে প্রমাণমাহ—তত্ত্বমিতি। কস্তর্হি হিরণ্যগর্ভে বিশেষঃ, যেনাসৌ অস্মদাদিভিরুপাস্যতে, তত্রাহ—হিরণ্যগর্ভস্ত্বিতি। নন্বু শ্রুতিস্মৃতিবাদেষু কচিৎ তস্য সংসারিত্বমপি প্রদর্শ্যতে, সত্যং, তৎ তু কল্পিতমিত্যভিপ্রেত্যাহ—সংসারিত্বং ত্বিতি। অস্মদাদিষু তুল্যমেতদিত্যাশঙ্ক্যাহ—জীবানাং ত্বিতি। কথং তর্হি 'তত্ত্বমসি' 'ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি' ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিবাদাঃ সংগচ্ছন্তে, তত্রাহ—ব্যাবৃত্তেতি। ৫

স্বমতে তত্ত্বনিশ্চয়মুক্ত্বা পরমতে তদভাবমাহ—তার্কিকৈস্ত্বিতি। নন্বেকজীববাদেঽপি সর্ব্বব্যবস্থানুপপত্তেস্তত্ত্বনিশ্চয়দৌর্লভ্যং তুল্যমিতি চেৎ; নেত্যাহ—যে ত্বিতি। স্বপ্নবৎ প্রবোধাৎ প্রাগশেষব্যবস্থাসম্ভবাদূর্দ্ধং চ তদভাবস্যেষ্টত্বাদেকমেব ব্রহ্মানাদ্যবিদ্যাবশাৎ অশেষব্যবহারাস্পদমিতি পক্ষে ন কাচন দোষকলেতি ভাবঃ। ৬

সর্ব্বদেবতাত্মকস্য প্রজাপতেঃ স্বতোঽসংসারিত্বং কল্পনয়া বৈপরীত্যমিতি স্থিতে সতি স এতস্মাদুত্তরগ্রন্থস্য তাৎপর্য্যমাহ—তত্রেতি। বিবক্ষিত ইত্যুত্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিরিতি শেষঃ। তস্য বিষয়ং পরিশিনষ্টি—তত্রাগ্নীরিতি। অত্রাগ্ন্যোর্নির্দ্ধারণার্থা সপ্তমী। সম্প্রতি প্রতীকমাদায়াক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অথেতি। অতঃ সর্গানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। রেতসঃ আকাশাদপাং সর্গেঽপি সোমশব্দে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রবাত্মকশ্চেতি। শ্রদ্ধাখ্যাহুতেঃ সোমোৎপত্তিশ্রবণাৎ, তত্র শৈত্যোপলব্ধেশ্চেতি ভাবঃ। সোমস্য দ্রবাত্মকত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। অগ্নীষোময়োরত্রাগ্ন্যোঃ সৃষ্টাবপি জগতি সৃষ্ট্যন্তরমবশিষ্টমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবদিতি। আপ্যায়কঃ সোমো দ্রবাত্মকত্বাৎ, অন্নং চাপ্যায়কং প্রসিদ্ধং, তস্মাদুপপন্নং সোমস্যান্নত্বমিত্যাহ—দ্রবাত্মকত্বাদিতি। সোম এবান্নমগ্নিরন্নাদ ইত্যবধারণস্য বিবক্ষিতমর্থমাহ—তত্রেতি। যথোক্তং বাক্যং অস্তুত্যর্থঃ। যথাশ্রুতমবধারণমবধার্য্য কুতো বিধান্তরেণ তদ্ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অর্থ-

বলাদ্ধীতি। অন্নাদস্য সংহর্তৃত্বাৎ অগ্নিত্বমন্নস্য চ সংহরণীয়তয়া সোমত্বমবধারয়িতুং যুক্তমিত্যর্থঃ। নন্বন্নস্য সোমত্বেন ন নিয়মোঽগ্নেরপি জলাদিনা সংহারাৎ, ন চাত্তুরগ্নিত্বেন নিয়মঃ সোমস্যাপি কদাচিদিজ্যমানত্বেন অত্তৃত্বাৎ, তৎকুতোঽর্থবলমিত্যাশঙ্ক্যাহ অগ্নিরন্নাদ ইতি। সোঽপি সংহার্যশ্চেৎ সোম এব, স চ সংহর্তা চেদগ্নিরেব, ইত্যবধারণসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। প্রজাপতেঃ সর্ব্বাত্মত্বমুপক্রমা জগতো দ্বেধাবিভক্তত্বাভিধানং কুত্রোপযুক্তমিত্যা শঙ্ক্য তস্য স্তুত্রে পর্য্যবসানাৎ তস্মিন্নাত্মবুদ্ধ্যোপাসকস্য সর্ব্বদোষরাহিত্যং ফলমত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ—এবমিতি। অনুগ্রাহকদেবসৃষ্টিমুক্ত্বা তদুপাসকস্য ফলোক্ত্যর্থমাদৌ দেবসৃষ্টিং স্তৌতি—সৈষেতি। ৭

'অগ্নির্মূর্দ্ধা' ইত্যাদিশ্রুতেরগ্ন্যাদয়োঽস্যাবয়বাঃ, তৎকথং তৎসৃষ্টিস্ততোঽতিশয়বতীত্যাশঙ্কতে—কথমিতি। প্রজাপতের্যজমানাবস্থাপেক্ষয়া দেবসৃষ্টেরুৎকৃষ্টত্ববচনমবিরুদ্ধমিতি পরিহরতি—অত আহেতি। দেবসৃষ্টেরতিসৃষ্টিত্বাভাবশঙ্কানুবাদার্থঃ অথশব্দঃ। জ্ঞানস্যেত্যুপলক্ষণং, কর্ম্মণোঽপীতি দ্রষ্টব্যম্। অতিসৃষ্ট্যামিত্যাদি ব্যাচষ্টে—তস্মাদিতি। দেবাদিস্রষ্টা তদাত্মা প্রজাপতিরহমেব ইত্যুপাসিতুস্তদ্ভাবাপত্ত্যা তৎস্রষ্টৃত্বং ফলতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ ৬ ॥

ভাষ্যানুবাদ।—প্রজাপতি এইরূপে স্ত্রী-পুরুষাত্মক এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণের নিয়ন্ত্রী (শাসনক্ষম) দেবতা সমূহ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমে—শ্রুতির 'অথ' ও 'ইতি' শব্দ দুইটি অভিনয় বা অনুকরণ প্রকাশক—এই প্রকারে মুখে হস্তদ্বয় অর্পণ করিয়া অভিমন্থন করিয়াছিলেন, অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূলরূপে মন্থন (ঘর্ষণ) করিয়াছিলেন। তিনি দুই হাতে মুখমণ্ডল মন্থন করিয়া, সেই মুখ ও হস্তদ্বয়রূপ যোনি (উৎপত্তিস্থান) হইতে ব্রাহ্মণজাতির অনুগ্রাহক অগ্নিদেবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেহেতু মুখ ও হস্তদ্বয়, উভয়ই দাহকারী অগ্নির উৎপত্তিস্থান, সেই হেতুই এই উভয় স্থান অলোমক অর্থাৎ লোমবর্জ্জিত; তবে কি সমস্ত অংশই [লোমশূন্য]? না,—তাহা নহে, অন্তরে অর্থাৎ কেবল অভ্যন্তরভাগে [লোমশূন্য]; প্রসিদ্ধ জননেন্দ্রিয়ের সহিত এই উভয়স্থানের সাদৃশ্যও আছে; সেই সাদৃশ্যটি কি? না, রমণীগণের জননেন্দ্রিয়ও অভ্যন্তরভাগে লোমশূন্য হইয়া থাকে; (ইহাই উভয়ের মধ্যে সাম্য বা সমানধর্ম্ম) ব্রাহ্মণজাতিও প্রজাপতির মুখ হইতেই জন্ম ধারণ করিয়াছে; এই কারণে উভয়ই এক কারণোৎপন্ন বলিয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেমন কনিষ্ঠের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে, তেমনি অগ্নিও ব্রাহ্মণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই কারণেই শ্রৌত ও স্মৃতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে যে, ব্রাহ্মণগণ অগ্নিদৈবতক ও মুখবীর্য্য, অর্থাৎ অগ্নিই ব্রাহ্মণের

অনুগ্রাহক দেবতা এবং তাহাদের বীর্য্য বা শক্তিও মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে (১)। ১

এইরূপ বলের অধিষ্ঠান বাহুদ্বয় হইতে ক্ষত্রিয়জাতি এবং তাহাদের নিয়ন্তা (পরিচালক) ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]; এই জন্যই শ্রুতিতে ও স্মৃতিতে ক্ষত্রিয়জাতি ও বাহুবল উভয়ই ইন্দ্রদৈবতক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ উরু হইতে চেষ্টা ও চেষ্টাশ্রয় বৈশ্যজাতি ও তাহার নিয়ন্তা বসু প্রভৃতি দেবতার [সৃষ্টি করিয়াছিলেন]; এই কারণেই বৈশ্যজাতি কৃষি-কর্ম্মে তৎপর ও বসু প্রভৃতি দেবতা দ্বারা পরিচালিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপ পৃথিবীদৈবতক পূষা ও পরিচর্য্যাক্ষম শূদ্রজাতিকে পদ হইতে সৃষ্টি করিলেন; কারণ, শ্রুতি-স্মৃতিতে ঐরূপই প্রসিদ্ধি আছে। যদিও এখানে ক্ষত্রিয়াদি দেবতা-সৃষ্টির কথা উক্ত হয় নাই, পরে বলা হইবে; তথাপি এখানে সৃষ্টির প্রসঙ্গ পরিপূরণার্থ সে সমস্ত কথাও শ্রুত্যুক্তেরই মত উল্লেখিত হইল। উক্ত শ্রুতি যেরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহাতে এইরূপ অর্থই নিশ্চিত হইতেছে যে, প্রজাপতিই সর্ব্বদেবাত্মক; কারণ, সৃষ্ট পদার্থমাত্রই স্রষ্টা হইতে অভিন্ন; দেবগণও ত প্রজাপতিকর্ত্তৃকই সৃষ্ট; সুতরাং তাহারাও প্রজাপতি হইতে ভিন্ন নহে (২)। ২

এইরূপই যখন প্রকরণার্থ অবধারিত হইল, তখন বুঝিতে হইবে যে, ইহার

(১) তাৎপর্য্য—ব্রাহ্মণের শক্তি যে, মুখমধ্যে প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ের প্রসিদ্ধিসূচক একটি উদাহরণ এই:—মহামুনি বাল্মীকির তপোবন-সন্নিধানে যখন লক্ষ্মণতনয় চন্দ্রকেতুর সহিত রামচন্দ্রের পুত্র লবের বাদ-বিতর্ক হয়, সে সময় চন্দ্রকেতু রামচন্দ্রের বিজয়-কীর্ত্তিরূপে মহাবীর পরশুরামের পরাজয় ঘোষণা করিলে পর, তদুত্তরে লব বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াছিলেন—

"সিদ্ধং হ্যেতদ্ বাচি বীর্য্যং দ্বিজানাং বাহ্বোর্বীর্য্যং যত্তু তৎ ক্ষত্রিয়াণাম্।
শাস্ত্রগ্রাহী ব্রাহ্মণো জামদগ্ন্যঃ, তস্মিন্ দান্তে কা স্তুতিস্তস্য রাজ্ঞঃ॥"

(২) তাৎপর্য্য—ঘট-স্রষ্টা কুম্ভকার ও তৎসৃষ্ট ঘট কখনই এক অভিন্ন পদার্থ নহে; সুতরাং এখানে আপত্তি হইতে পারে যে, স্রষ্টা প্রজাপতি ও তৎসৃষ্ট দেবতা এক হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, এখানে 'স্রষ্টা' শব্দে কেবল নিমিত্ত কারণমাত্র বুঝিতে হইবে না, পরন্তু যিনি নিজে নিমিত্তও বটে এবং উপাদানও বটে; এরূপ কারণকেই 'স্রষ্টা' বলিয়া বুঝিতে হইবে; যেমন লূতা (মাকড়ষা) স্বসৃষ্ট সূতার নিমিত্ত ও উপাদান -উভয় কারণাত্মক, প্রজাপতিও তেমনি স্বকার্য্য সম্বন্ধে নিমিত্ত ও উপাদান, উভয় কারণাত্মক; এই জন্য তৎসৃষ্ট দেবতাগণ তাহা হইতে পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না; এই নিয়ম অব্যভিচারী; সুতরাং নির্দ্দোষ।

উৎকর্ষখ্যাপনের জন্যই অন্যান্য অবিদ্বৎ-সম্মত মতগুলির উপন্যাস বা উল্লেখ করা হইতেছে ; কারণ, একের নিন্দা ত অপরের প্রশংসাসূচকই হইয়া থাকে। [এখন সেই অবিদ্বানের মতগুলি উপন্যস্ত হইতেছে -] লোকপ্রসিদ্ধ কর্ম্ম-প্রকরণে যাজ্ঞিকগণ, যজ্ঞানুষ্ঠানকালে যে, এই কথা বলিয়া থাকেন—'এই অগ্নির অর্চ্চনা কর, এই ইন্দ্রের অর্চ্চনা কর' ইত্যাদি ; একথার অভিপ্রায় এই যে, যজ্ঞীয় দেবতাগণের নাম, স্তোত্র ও কর্ম্মাদির পার্থক্য দেখিয়া তাহারা অগ্ন্যাদি দেবতাকেও স্বরূপতঃ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়াই মনে করিয়া ঐরূপ বলিয়া থাকেন ; কিন্তু জিজ্ঞাসু ব্যক্তি কখনই দৈবতভাব ঐরূপে বুঝিবেন না ; কেননা, বিভিন্নাকার ঐ সমস্ত দেবতা এই প্রজাপতিরই বিসৃষ্টি অর্থাৎ সৃষ্ট ; এবং এই প্রজাপতিই প্রাণীরূপী সর্ব্ব দেবাত্মক। ৩

এবিষয়ে অনেকে বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন—একশ্রেণীর লোকেরা বলেন,—হিরণ্যগর্ভ পরমাত্মা বা পরব্রহ্মই বটে ; অপর সম্প্রদায় বলেন,—তাহা নহে, হিরণ্যগর্ভও সংসারী (কর্ম্মফলভোক্তা জীব-শ্রেণীরই অন্ত-র্গত)। কিন্তু মন্ত্রশ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তিনি পরব্রহ্মস্বরূপই বটে ; কারণ, মন্ত্রে আছে—'এই প্রজাপতিকে ইন্দ্র, সূর্য, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন,' এবং অন্য শ্রুতিতে আছে —'ইনিই ব্রহ্মা, ইনিই ইন্দ্র; ইনিই প্রজাপতি এবং ইনিই সর্ব্বদেবতাত্মক' ইতি। স্মৃতিতেও আছে—'এই আদি পুরুষকে (প্রজাপতিকে) কেহ কেহ অগ্নি বলেন, অন্যে আবার মনু বলিয়া নির্দ্দেশ করেন', এবং 'এই যিনি অতীন্দ্রিয়, বুদ্ধির অগম্য, সূক্ষ্ম, অব্যক্তরূপী চিরন্তন ও সর্ব্ব-ভূতময়, তিনিই প্রথমে স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন' ইতি। অথবা, তিনি সংসারী—জীবশ্রেণীভুক্তও হইতে পারেন ; কেন না, শ্রুতি বলিতেছেন, 'তিনি সর্ব্ববিধ পাপ দগ্ধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু সংসারী না হইলে ত তাহার পক্ষে কখনই পাপ দাহ করা সম্ভবপর হইতে পারে না ; বিশেষতঃ ভয় ও অরতি-সম্বন্ধও তাঁহার সংসারিত্বের অপর কারণ, এবং 'অতঃপর তিনি নিজে মর্ত্ত্য হইয়াও যে অমর সৃষ্টি করিয়াছিলেন', 'জায়মান হিরণ্যগর্ভকে দর্শন কর' ইত্যাদি মন্ত্রেও তাঁহার সংসারিত্ব শ্রুত রহিয়াছে কর্ম্মফল-জ্ঞাপক শ্রুতি হইতেও ইহা জানা যাইতেছে —'ব্রহ্মা (বিরাট্), বিশ্বস্রষ্টৃগণ (মনু প্রভৃতি), ধর্ম্ম (যম), মহান্ (মহত্তত্ত্ব—অর্থাৎ তদুপাধিক সূত্রাত্মা) ও অব্যক্ত (প্রকৃতি), এ সমস্তকে সাত্ত্বিক কর্ম্মের উৎকৃষ্ট ফল বলিয়া জ্ঞানিগণ ব্যাখ্যা করেন' ইতি। ৪

ভালকথা, একই বিষয়ে এবংবিধ বিরুদ্ধার্থ-সংঘটন যখন সম্ভবপর হয় না, তখন কোন বাক্যেরই প্রামাণ্য হইতে পারে না ; ফলে প্রজাপতির সংসারিত্ব বা অসংসারিত্ব কিছুই সিদ্ধ হইতেছে না ; না, এ কথাও হইতে পারে না ; কারণ, অন্যপ্রকার কল্পনা দ্বারা উক্ত বিরোধের পরিহার হইতে পারে, অর্থাৎ উপাধিবিশেষের সম্বন্ধনিবন্ধন এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে, [যাহাতে সংসারিত্ব ও অসংসারিত্ব কল্পনার ব্যাঘাত না ঘটে]। 'যিনি একত্র অবস্থিত হইয়া দূরে গমন করেন, শয়ান থাকিয়াও সর্ব্বত্র গমন করেন, মদামদ অর্থাৎ মদযুক্ত ও মদবিযুক্ত সেই দেবকে (পরমেশ্বরকে) আমি ভিন্ন আর কে জানিতে পারে ?' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সংসারিত্ব ধর্ম্মটী ঔপাধিক, পারমার্থিক নহে ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি অসংসারীই বটে। এইপ্রকার উপাধিসম্বন্ধনিবন্ধন হিরণ্যগর্ভের একত্ব ও নানাত্ব, দুইই সম্ভব হয় ; 'তুমি তৎস্বরূপ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, অন্যান্য জীবের সম্বন্ধেও ঐরূপই ব্যবস্থা। হিরণ্যগর্ভের উপাধি স্বতই বিশুদ্ধ ; এই জন্য শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্রসমূহ তাঁহাকে অধিকাংশস্থলে পরমেশ্বররূপেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অতি অল্প স্থানেই তাঁহার সংসারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, জীবগণের উপাধি স্বভাবতই অশুদ্ধিবহুল ; এই জন্য অধিকাংশস্থলে তাঁহাদের সংসারিত্বই নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত স্বভাবকে লক্ষ্য করিয়া আবার সমস্ত শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র জীবের পরমেশ্বরভাবও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ৫

কিন্তু যাঁহারা তার্কিক—আগম-প্রমাণের বলবত্তায় উপেক্ষা করেন, তাঁহারা 'আত্মা আছে, নাই, কর্ত্তা ও অকর্ত্তা' ইত্যাদি বহুবিধ বিরুদ্ধ তর্ক করিয়া শাস্ত্রার্থ 'আকুল (বিকৃত বা অনিশ্চিতরূপ) করিয়া থাকেন ; তাহার ফলে শাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, যাহারা একমাত্র শাস্ত্রানুসারী গর্ব্বহীন, তাঁহাদের নিকট দেবতাদি অপরোক্ষবিষয়-প্রতিপাদক শাস্ত্রার্থ (শাস্ত্রসিদ্ধান্ত) প্রত্যক্ষবৎ সুনিশ্চিত হইয়া থাকে। ৬

এখানে আদিদেব একই প্রজাপতির—অত্তা (ভোক্তা) ও অদনীয়রূপ রূপ-ভেদ বর্ণনা করাই শ্রুতির অভিপ্রেত ; তন্মধ্যে—প্রথমে ভোক্তা অগ্নির কথা উক্ত হইয়াছে, এখন অদনীয় সোমের কথা বলা হইতেছে। জগতে যাহা কিছু আর্দ্র—দ্রবময় বস্তু, তাহা রেত হইতে—আত্মীয় বীজ হইতে সৃষ্টি করিলেন ; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন—'রেত হইতে জল (জলীয় দ্রব্য) [প্রাদুর্ভূত

হইয়াছে]' ; সোমও দ্রবাত্মক ; অতএব প্রজাপতি স্বীয় রেত হইতে, যে আর্দ্র বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সোমই বটে। জগতে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত এতাবৎই—এই পর্য্যন্তই, ইহার অধিক আর কিছু নাই। ইহা কি ?—না, অন্ন হইতেছে—সোম, দ্রবাত্মকত্বনিবন্ধন তৃপ্তিসাধক ; উষ্ণ ও রুক্ষ বলিয়া অগ্নি হইতেছে—অন্নাদ অর্থাৎ ভোক্তা। এবিষয়ে এইরূপই অবধারণ হইতেছে যে, সোমই অন্ন, অর্থাৎ যাহা ভক্ষণ করা যায়, তাহাই অন্ন ; এবং যিনি ভক্ষণকর্ত্তা, তিনিই অগ্নি ; [যদিও এখানে অবধারণসূচক কোন শব্দ নাই সত্য, তথাপি] অর্থ-সঙ্গতির অনুরোধে অবধারণ বুঝিতে হইবে। সময় বিশেষে অগ্নিও হূয়মান (আহুতিরূপে অর্পিত) হইলে সোমস্থানীয় অর্থাৎ অন্নমধ্যে পরিগণিত হয়, এবং সোমও আবার সময়বিশেষে ইজ্যমান (অর্চ্চনীয়) হইয়া অগ্নিস্থানীয় অর্থাৎ ভোক্তা হইয়া থাকে ; কারণ, তখন তাঁহার ভোক্তৃত্বই থাকে, (ভোগ্যত্ব থাকেনা)। অগ্নীষোমাত্মক এই জগৎকে যে লোক আত্মস্বরূপে দর্শন করে, সে লোক কোন প্রকার দোষে—পুণ্য বা পাপ দ্বারা লিপ্ত হয় না, অধিকন্তু প্রাজাপত্যপদ লাভেও সমর্থ হয়। ইহা হইতেছে প্রজাপতির অতিসৃষ্টি—প্রজাপতি অপেক্ষাও ইহার গুরুত্ব অধিক। ৭

সেই সৃষ্টিটি কি ? এতদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি শ্রেয়ান্—আপনার অপেক্ষাও উৎকর্ষসম্পন্ন এই দেবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই দেবসৃষ্টি তাঁহার অতিসৃষ্টি। ভাল, সৃষ্টি আবার আপনা হইতেও অতিশয় হয় কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু তিনি নিজে মর্ত্ত্য অর্থাৎ মরণশীল হইয়াও অমৃত—মরণরহিত দেবগণকে জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ বহ্নি দ্বারা আপনার সর্ব্ববিধ পাপরাশি দগ্ধ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই হেতুই ইহা অতিসৃষ্টি অর্থাৎ উৎকৃষ্ট কর্ম্মের ফল স্বরূপ (১)। অতএব যে লোক প্রজাপতির আত্মস্বরূপ অর্থাৎ তাঁহা হইতে অনতিরিক্ত এই অতিসৃষ্টি জানেন

(১) তাৎপর্য্য—ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, জন্মকালে স্বয়ং প্রজাপতিও পাপ-রহিত ছিলেন না, এবং মৃত্যুর অধিকার হইতেও বিমুক্ত ছিলেন না ; কিন্তু তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মানুষ্ঠানের সাহায্যে স্বীয় সমস্ত পাপ বিনষ্ট করিয়া নিষ্পাপ অবস্থায় দেবগণকে সৃষ্ট করায় দেবগণ আজন্ম পাপবিমুক্ত ; কাজেই প্রজাপতি অপেক্ষাও তাহার কার্য্যের উৎকর্ষ অধিক হইতেছে ; এই জন্য দেবসৃষ্টিকে অতিসৃষ্ট বলা হইয়াছে।

—অনুধ্যান করেন, তিনিও প্রজাপতির ন্যায় এই অতিসৃষ্টিতে প্রভু হন—অর্থাৎ প্রজাপতিরই মত সৃষ্টিকর্ত্তা হন॥ ৪৩॥ ৬॥

আভাস-ভাষ্যম্। "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ।" সর্ব্বং বৈদিকং সাধনং জ্ঞান-কর্ম্মলক্ষণং কর্ত্রাদ্যনেককারকাপেক্ষং প্রজাপতিত্বফলাবসানং সাধ্যম্ এতাবদেব,—যদেতদ্ ব্যাকৃতং জগৎসংসারঃ। অথৈতস্যৈব সাধ্যসাধনলক্ষণস্য ব্যাকৃতস্য জগতো ব্যাকরণাৎ প্রাগ্‌বীজাবস্থা যা, তাং নির্দ্দিদিক্ষতি অঙ্কুরাদিকার্য্যানুমিতামিব বৃক্ষস্য, কর্ম্মবীজোঽবিদ্যাক্ষেত্রো হ্যসৌ সংসারবৃক্ষঃ সমূল উদ্ধর্ত্তব্য ইতি; তদুদ্ধরণে হি পুরুষার্থপরিসমাপ্তিঃ। তথাচোক্তম্—"ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখঃ" ইতি কাঠকে; গীতাসু চ "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" ইতি; পুরাণে চ "ব্রহ্মবৃক্ষঃ সনাতনঃ" ইতি।

টীকা। পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থয়োঃ সম্বন্ধং বক্তুং প্রতীকমাদায় বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—তদ্ধেত্যাদিনা। তস্য আদেয়ত্বার্থং বৈদিকমিত্যুক্তম্। সাধনমিত্যুক্তে মুক্তিসাধনং পুরঃ স্ফুরতি, তন্নিরস্যতি—জ্ঞানেতি। একরূপস্য মোক্ষস্যানেকরূপং ন সাধনং ভবতীতি ভাবঃ। মুক্তিসাধনং মান-বস্তুতন্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানম্, ইদং তু কারকসাধ্যমতোঽপি ন তদ্ধেতুরিত্যাহ—কর্ত্রাদীতি। কিং চেদং প্রজাপতিত্বফলাবসানম্, 'মৃত্যুরস্যাত্মা ভবতি' ইতি শ্রুতেঃ। ন চ তদেব কৈবল্যং,'ভয়ারত্যাদিশ্রবণাৎ, অতোঽপি নেদং মুক্ত্যর্থমিত্যাহ—প্রজাপতিত্বেতি। কিঞ্চ, নিত্যসিদ্ধা মুক্তিঃ, ইদং তু সাধ্যফলমতোঽপি ন মুক্তিহেতুরিত্যাহ—সাধ্যমিতি। কিঞ্চ, মুক্তির্ব্যাকৃতাদর্থান্তরমন্যদেব, "তদ্বিদিতাৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ; ইদং তু নামরূপং ব্যাকৃতমতোঽপি ন তদ্ধেতুরিত্যাহ—এতাবদেবেতি। সম্প্রত্যব্যাকৃতকণ্ডিকামবতারয়ন্ প্রবেশবাক্যাৎ প্রাক্তনস্য তদ্ধেদমিত্যাদের্ব্বাক্যস্য তাৎপর্য্যমাহ—অথেতি। জ্ঞানকর্ম্মফলোক্ত্যানন্তর্য্যমথ-শব্দার্থঃ। বীজাবস্থা সাভাসপ্রত্যগবিদ্যা, তস্যা নির্দ্দেষ্টুমিষ্টত্বমেব, ন সাক্ষান্নির্দ্দেশ্যত্বমনির্ব্বাচ্যত্বাদিতি বক্তুং নির্দিদিক্ষতীত্যুক্তম্। বৃক্ষস্য বীজাবস্থাং লোকো নির্দিশতীতি সম্বন্ধঃ। যজ্জ্ঞানে পুমর্থাপ্তিস্তদেব বাচ্যং, কিমিতি প্রত্যগবিদ্যোচ্যতে? তত্রাহ—কর্ম্মেতি। উদ্ধর্ত্তব্য ইতি তন্মূলনিরূপণমর্থবদিতি শেষঃ। অথ পুরুষার্থমর্থ্যমানস্য তদুদ্ধারোঽপি কোপযুজ্যতে, তত্রাহ—তদুদ্ধরণে হীতি। নসু সংসারস্য মূলমেব নাস্তি, স্বভাববাদাৎ; প্রধানাদ্যেব বা তন্মূলং, নাজ্ঞাতং ব্রহ্ম; ইত্যাশঙ্ক্য শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং পরিহরতি—তথা চোক্তি। উর্দ্ধমুৎকৃষ্টং কারণং কার্য্যাপেক্ষয়া পরমব্যাকৃতং মূলমস্যেত্যূর্দ্ধমূলো হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ, মূলাপেক্ষয়াঽবাচ্যঃ শাখা ইত্যবাক্‌শাখঃ। এবম্ 'উর্দ্ধমূলমধঃশাখম্' ইত্যাদিগীতা অপি নেতব্যাঃ। অস্তি হি সংসারস্য মূলম্ 'নেদমমূলং ভবিষ্যতি' ইতি শ্রুতেঃ; তচ্চাজ্ঞাতং ব্রহ্মৈবেতি শ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ।

আভাস-ভাষ্যানুবাদ। "তদ্ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতম্ আসীৎ" ইত্যাদি। বেদোক্ত জ্ঞান-কর্ম্মাত্মক যত সাধন (উপায়) আছে, তৎ

সমস্তই কর্ত্তা প্রভৃতি বহু কারক-সাপেক্ষ; এবং সে সমুদয়ের শেষ ফল হইতেছে—হিরণ্যগর্ভত্ব প্রাপ্তি; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু সে সমস্ত উপায় সাধ্য-শ্রেণীরই অন্তর্গত, এবং "এতাবৎ এব" এই পর্য্যন্তই বটে—যাহা এই নাম-রূপাভিব্যক্ত বিশ্বসংসারমণ্ডল। অঙ্কুরাদি কার্য্য-দর্শনে যেমন বৃক্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী বীজাবস্থা অনুমিত হয়, তেমনি সাধ্য ও সাধনভাবে অভিব্যক্ত এই জগতেরও অভিব্যক্তির পূর্ব্বে যে বীজাবস্থা ছিল, এখন শ্রুতি তাহাই নির্দ্দেশ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। উদ্দেশ্য—কর্ম্মরূপ বীজ হইতে অবিদ্যা-ক্ষেত্রে প্রাদুর্ভূত এই (জন্ম মরণ প্রবাহরূপ) সংসারবৃক্ষকে সমূলে উন্মূলিত করা; কারণ, সংসারের উন্মূলনে জীবের সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থ সমাপ্ত হইয়া যায়। এ কথা কঠোপনিষদেও উক্ত আছে—'উর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ (এই সংসার-বৃক্ষ)'; ভগবদ্গীতাতেও আছে—'উর্দ্ধমূল ও অধঃশাখ' [এই সংসার-বৃক্ষ ছেদন করিয়া], পুরাণ শাস্ত্রেও আছে—'এই চিরন্তন ব্রহ্মবৃক্ষ' (১) ইত্যাদি।

তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ-নামায়মিদংরূপ ইতি, তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌনামায়মিদংরূপ ইতি, স এষ ইহ প্রবিষ্ট আ নখাগ্রেভ্যঃ। যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানেঽবহিতঃ স্যাদ্ বিশ্বম্ভরো বা বিশ্বম্ভরকুলায়ে, তং ন পশ্যন্তি। অকৃৎস্নো হি সঃ, প্রাণন্নেব প্রাণো নাম ভবতি, বদন্ বাক্ পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বঞ্ছ্রোত্রং মন্বানো মনস্তান্যস্যৈতানি কর্ম্মনামান্যেব। স যোঽত একৈকমুপাস্তে ন স বেদাকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবতি, আত্মেত্যেবোপাসীতাত্র হ্যেতে সর্ব্ব একং ভবন্তি। তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য, যদয়মাত্মানেন

(১) তাৎপর্য্য—উর্দ্ধমূলঃ অধঃশাখঃ' ইত্যাদি বাক্যে রূপকচ্ছলে সংসারের স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। সংসার যখন বৃক্ষ হইল, তখন ইহার মূল, শাখা ও পত্রাদি থাকাও আবশ্যক। এই সংসারবৃক্ষের মূলটি উর্দ্ধে (উপরে) আছে, অর্থাৎ সর্ব্বোপরি বর্ত্তমান পরমেশ্বর ইহার মূল, আর অধোবর্ত্তী দেবাসুর মনুষ্যাদি তাহার শাখা-প্রপঞ্চ; ইহা কল্যও থাকিবে কি না, স্থির নাই; এই কারণে 'অশ্বত্থ'; কিন্তু, তথাপি ইহা সনাতন—অনাদি কাল হইতে প্রবহমান একপ্রকার নিত্যেরই মত।

হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ। যথা হ বৈ পদেনানুবিন্দেদেবং শ্লোকং বিন্দতে য এবং বেদ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

সরলার্থঃ। তৎ (অপ্রত্যক্ষং বীজাবস্থং) ইদং (প্রত্যক্ষং নামরূপাভিব্যক্তং জগৎ) তর্হি (তদা—উৎপত্তেঃ প্রাক্) অব্যাকৃতং (নাম-রূপাভ্যাম্ অনভিব্যক্তম্) আসীৎ হ। তৎ (বীজরূপেণ স্থিতং জগৎ) নাম-রূপাভ্যাং—অয়ং (পদার্থঃ) অসৌনামা (অদো নাম অস্য—অসৌনামা, ছান্দসোঽয়ং প্রয়োগঃ), ইদংরূপঃ (ইদং শ্বেতপীতাদি রূপম্ অস্য—ইদংরূপঃ) ইতি (এবং) ব্যাক্রিয়ত (স্বয়মেব ব্যাকৃতম্—ব্যবহারযোগ্যং বভূব)। [অতএব] এতর্হি (ইদানীং) অপি 'অসৌনামা, ইদংরূপশ্চ অয়ম্' ইতি নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়তে (ব্যাকৃতং ভবতীত্যর্থঃ) ইতি। যথা ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে (ক্ষুরকোশে), অথবা যথা বিশ্বম্ভরঃ (অগ্নিঃ) বিশ্বম্ভরকুলায়ে (কাষ্ঠাদৌ) অবহিতঃ (অন্তর্নিবিষ্টঃ) স্যাৎ (ভবেৎ), তথা সঃ (জগৎকারণতয়া প্রসিদ্ধঃ) এষঃ (পরমেশ্বরঃ) ইহ (নাম-রূপাত্মনা ব্যাকৃতে জগতি) আ নখাগ্রেভ্যঃ (নখাগ্রপর্য্যন্তং) প্রবিষ্টঃ (প্রবেশং কৃতবান্)। [তথাপি অজ্ঞাঃ] তং (সর্ব্বানুস্যূতমপি পরমেশ্বরং) ন পশ্যন্তি (পরমেশ্বরত্বেন ন জানন্তীত্যর্থঃ); হি (যস্মাৎ) সঃ (আ নখাগ্রপ্রবিষ্টঃ আত্মা) অকৃৎস্নঃ (উপাধিপরিচ্ছিন্নতয়া উপলভ্যমানত্বাৎ অপূর্ণঃ); [তথাহি—] সঃ (প্রবিষ্ট আত্মা) প্রাণন্ (প্রাণনাদি-ব্যাপারং কুর্ব্বন্) এব প্রাণঃ নাম (প্রসিদ্ধো) ভবতি; বদন্ (বচন-ব্যাপারং কুর্ব্বন্) বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানঃ (সঙ্কল্প-বিকল্পলক্ষণং ব্যাপারং কুর্ব্বন্) মনঃ ভবতি; তানি এতানি (যথোক্তানি প্রাণাদীনি) অস্য (আত্মনঃ) কর্ম্ম-নামানি এব [দেহ-প্রবিষ্ট আত্মা এব তত্তৎকর্ম্মানুসারতঃ প্রাণাদি-নামভিঃ পৃথগিব প্রতীয়তে ইতি ভাবঃ]।

অতঃ (অস্মাৎ হেতোঃ) যঃ সঃ (যঃ কশ্চিৎ) একৈকং (প্রাণ ইতি বা, বাগিতি বা—ইত্যেবং) উপাস্তে, সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (নৈব আত্মানং বেত্তি); হি (যতঃ) এষঃ (আত্মা) একৈকেন (প্রাণাদ্যেকৈকবিশেষণেন বিশিষ্টঃ সন্) অকৃৎস্নঃ (অসমস্তঃ) ভবতি; অতঃ 'আত্মা' ইত্যেব (বিশেষণভেদান্ পরিত্যজ্য কেবলম্ আত্মস্বরূপেণৈব) উপাসীত; হি (যস্মাৎ) অত্র (আত্মনি) এতে (প্রাগুক্তাঃ প্রাণাদয়ঃ) সর্ব্বে একং ভবন্তি (এক-রূপতাম্—অভিন্নতাং প্রতিপদ্যন্তে)। তৎ এতৎ অস্য সর্ব্বস্য (জীবনিবহস্য)

পদনীয়ং (প্রাপ্যং); [কিং তৎ ?] যৎ (যঃ) অয়ং আত্মা ইতি। হি (যস্মাৎ) অনেন (আত্মনা জ্ঞাতেন) এতৎ সর্ব্বং (জগৎ) বেদ (জানাতি ইত্যর্থঃ); যথা হ বৈ (প্রসিদ্ধৌ) পদেন (চরণেন পদচিহ্নেন বা) অনুবিন্দেৎ (নষ্টং গবাদিকং লভেত); তথা, যঃ এবং (যথোক্তং তত্ত্বং) বেদ, [সঃ] কীর্ত্তিং (লোকপ্রতিষ্ঠাং) শ্লোকং (যশশ্চ) বিন্দতে (লভতে) ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ। সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অব্যাকৃত—নাম ও রূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল, অর্থাৎ বীজভাবে বর্ত্তমান ছিল। সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল,—'দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত' প্রভৃতি নাম ও শ্বেতপীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল; এই জন্যই বর্ত্তমান সময়েও বিশেষ বিশেষ নাম ও বিশেষ বিশেষ রূপ লইয়াই এই জগৎ (জাগতিক বস্তু) অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। ক্ষুর যেমন ক্ষুরাধারে নিহিত থাকে, অথবা বিশ্বম্ভর (অগ্নি) যেরূপ তদাশ্রয় কাষ্ঠাদির মধ্যে নিহিত থাকে, তদ্রূপ সেই জগৎকারণ পরমেশ্বরও এই অভিব্যক্ত জগতে নখাগ্র হইতে সর্ব্বাবয়বে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। [কিন্তু তিনি এই-রূপে প্রবিষ্ট থাকিলেও অজ্ঞজনেরা] তাঁহাকে দেখিতে পায় না ; [কেন না, তাহারা যাহাকে দর্শন করে,] সেই আত্মা হইতেছে—অকৃৎস্ন অর্থাৎ প্রকৃত পূর্ণ আত্মার ঔপাধিক অংশবিশেষ মাত্র—[যেমন] প্রাণনাদি ব্যাপার নিষ্পাদন করেন বলিয়া প্রাণ নামে প্রসিদ্ধ হন, সেইরূপ, বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপার করতঃ শ্রোত্র, এবং মনন বা চিন্তা করতঃ মনঃশব্দ-বাচ্য হন ; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এ সমস্তই তাহার কর্ম্মানুযায়ী নাম মাত্র। অতএব যে লোক তাহাকে উক্ত প্রকার এক একটিমাত্র গুণ-যোগে উপা-সনা করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহাকে জানেন না; কারণ, এক একটিমাত্র গুণবিশিষ্ট আত্মা ত কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না ; অতএব 'আত্মা' বলিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে ; ইঁহাতেই (এই আত্মাতেই) উক্ত ঔপাধিক গুণসমূহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই যে, পরিপূর্ণ আত্মা, ইঁহাই সর্ব্বজীবের একমাত্র পদনীয় বা গন্তব্য স্থল ; কারণ, এত-দ্বিজ্ঞানেই সর্ব্ব বস্তু লাভ করা যায়। লোক যেমন পদের সাহায্যে

গন্তব্য স্থান লাভ করে, তেমনি যিনি যথাবর্ণিত প্রকারে আত্ম-তত্ত্ব অবগত হন, তিনিও কীর্ত্তি ও প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। তদ্ধেদম্। তদিতি বীজাবস্থং জগৎ প্রাগুৎ-পত্তেঃ, তর্হি তস্মিন্ কালে, পরোক্ষত্বাৎ সর্ব্বনাম্নাঽপ্রত্যক্ষাভিধানেনাভি-ধীয়তে—ভূতকালসম্বন্ধিত্বাদব্যাকৃত-ভাবিনো জগতঃ ; সুখগ্রহণার্থ ঐতিহ্য-প্রয়োগো হ-শব্দঃ ; 'এবং হ তদা আসীৎ'—ইত্যুচ্যমানে সুখং তাং পরোক্ষামপি জগতো বীজাবস্থাং প্রতিপদ্যতে,—যুধিষ্ঠিরো হ কিল রাজাসীদিত্যুক্তে যদ্বৎ ; ইদম্-ইতি ব্যাকৃতনামরূপাত্মকং সাধ্য সাধনলক্ষণং যথাবর্ণিতমভিধীয়তে ; তদ্-ইদংশব্দয়োঃ পরোক্ষ-প্রত্যক্ষাবস্থ জগদ্বাচকয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদেকত্ব-মেব পরোক্ষ-প্রত্যক্ষাবস্থস্য জগতোঽবগম্যতে—তদেবেদং, ইদমেব চ তদ্ অব্যাকৃতমাসীদিতি। অথৈবং সতি, নাসত উৎপত্তির্ন সতো বিনাশঃ কার্য্যস্যেত্যবধৃতং ভবতি। ১

তদেবম্ভূতং জগদব্যাকৃতং সৎ নামরূপাভ্যামেব—নাম্না রূপেণৈব চ ব্যাক্রিয়ত। ব্যাক্রিয়তেতি কর্ম্মকর্তৃপ্রয়োগাৎ তৎ স্বয়মেবাত্মৈব ব্যাক্রিয়ত—বি+আ+অক্রিয়ত—বিস্পষ্টং নামরূপবিশেষাবধারণমর্য্যাদং ব্যক্তীভাবমাপদ্যত—সামর্থ্যাদাক্ষিপ্তনিয়স্তৃ-কর্ত্তৃ-সাধনক্রিয়া-নিমিত্তম্। অসৌনামেতি সর্ব্বনাম্না-বিশেষাভিধানেন নামমাত্রং ব্যপাদশতি ; দেবদত্তো যজ্ঞদত্ত ইতি বা নামা-স্যেতি অসৌনামা অয়ম্ ; তথা ইদমিতি শুক্লকৃষ্ণাদীনামবিশেষঃ ; ইদং শুক্লমিদং কৃষ্ণং বা রূপমস্যেতি ইদংরূপঃ। তদিদমব্যাকৃতং বস্তু, এতর্হি এতস্মি-ন্নপি কালে নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে—অসৌনামায়ম্ ইদংরূপ ইতি। ২

যদর্থঃ সর্ব্বশাস্ত্রারম্ভঃ, যস্মিন্নবিদ্যয়া স্বাভাবিকা কর্ত্তৃক্রিয়াফলাধ্যারোপণা কৃতা, যঃ কারণং সর্ব্বস্য জগতঃ, যদাত্মকে নামরূপে সলিলাদিব স্বচ্ছান্মলমিব ফেনম্ অব্যাকৃতে ব্যাক্রিয়েতে, যশ্চ তাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিলক্ষণঃ স্বতো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ, স এষ অব্যাকৃতে আত্মভূতে নাম-রূপে ব্যাকুর্ব্বন্, ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু দেহেষ্বিহ কর্ম্মফলাশ্রয়েষু অশনায়াদিমৎসু প্রবিষ্টঃ। ৩

নন্বু, অব্যাকৃতং স্বয়মেব ব্যাক্রিয়তেত্যুক্তম্ ; কথমিদানীমুচ্যতে—পর এব তু আত্মা অব্যাকৃতং ব্যাকুর্ব্বন্নিহ প্রবিষ্ট ইতি ? নৈষ দোষঃ ; পরস্যাত্মনোঽব্যা-কৃতজগদাত্মত্বেন বিবক্ষিতত্বাৎ। আক্ষিপ্তনিয়স্তৃ-কর্ত্তৃক্রিয়ানিমিত্তং হি জগদ-ব্যাকৃতং ব্যাক্রিয়ত ইত্যবোচাম ; ইদং-শব্দসামানাধিকরণ্যাচ্চ অব্যাকৃত-শব্দস্য। যথেদং জগৎ নিয়ন্ত্রাদ্যনেককারকনিমিত্তাদিবিশেষবদ্ ব্যাকৃতম্,

তথাঽপরিত্যক্তান্তমবিশেষবদেব তদব্যাকৃতম্; ব্যাকৃতাব্যাকৃতমাত্রন্তু বিশেষঃ। দৃষ্টশ্চ লোকে বিবক্ষাতঃ শব্দপ্রয়োগঃ—'গ্রাম আগতঃ, গ্রামঃ শূন্যঃ' ইতি, কদাচিদ্ গ্রামশব্দেন নিবাসমাত্রবিবক্ষায়াং 'গ্রামঃ শূন্যঃ' ইতি শব্দপ্রয়োগো ভবতি; কদাচিৎ নিবাসিজনবিবক্ষায়াং 'গ্রাম আগতঃ' ইতি; কদাচিদু-ভয়বিবক্ষায়ামপি গ্রাম-শব্দপ্রয়োগো ভবতি—'গ্রামঞ্চ ন প্রবিশেৎ' ইতি, যথা, তদ্বদিহাপি জগদিদং ব্যাকৃতম্ অব্যাকৃতং চেত্যভেদবিবক্ষায়ামাত্মানাত্মনো-র্ভবতি ব্যপদেশঃ। তথেদং জগদুৎপত্তিবিনাশাত্মকমিতি কেবলজগদ্ব্যপদেশঃ। তথা "মহানজ আত্মা" "অস্থূলোঽনণুঃ" "স এষ নেতি নেতি" ইত্যাদি কেবলা-ত্মব্যপদেশঃ। ৪

নমু পরেণ ব্যাকর্ত্রা ব্যাকৃতং সর্ব্বতো ব্যাপ্তং সর্ব্বদা জগৎ; স কথমিহ প্রবিষ্টঃ পরিকল্প্যতে? অপ্রবিষ্টো হি দেশঃ পরিচ্ছিন্নেন প্রবেষ্টুং শক্যতে, যথা পুরুষেণ গ্রামাদিঃ; নাকাশেন কিঞ্চিৎ, নিত্যপ্রবিষ্টত্বাৎ। পাষাণ-সর্পাদিবৎ ধর্ম্মান্তরেণেতি চেৎ,—অথাপি স্যাৎ—ন পর আত্মা স্বেনৈব রূপেণ প্রবিবেশ; কিং তর্হি? তৎস্থ এব ধর্ম্মান্তরেণোপজায়তে; তেন প্রবিষ্ট ইত্যুপচর্য্যতে; যথা পাষাণে সহজোঽন্তস্থঃ সর্পঃ, নারিকেলে বা তোয়ম্। ন, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইতি শ্রুতেঃ; যঃ স্রষ্টা, স ভাবান্তরমনাপন্ন এব কার্য্যং সৃষ্ট্বা পশ্চাৎ প্রাবিশদিতি হি শ্রূয়তে। যথা 'ভুক্ত্বা গচ্ছতি' ইতি ভুজি-গমি-ক্রিয়য়োঃ পূর্ব্বাপরকালয়োরিতরেতরবিচ্ছেদঃ, অবিশিষ্টশ্চ কর্ত্তা, তদ্বদিহাপি স্যাৎ; ন তু তৎস্থস্যৈব ভাবান্তরোপজনন এতৎ সম্ভবতি। ন চ স্থানান্তরেণ বিযুজ্য স্থানান্তরসংযোগলক্ষণঃ প্রবেশো নিরবয়বস্যাপরিচ্ছিন্নস্য দৃষ্টঃ। ৫

সাবয়ব এব, প্রবেশশ্রবণাদিতি চেৎ; ন; "দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। সর্ব্বব্যপদেশ্য-ধর্ম্মবিশেষ-প্রতিষেধশ্রুতিভ্যশ্চ। প্রতিবিম্বপ্রবেশবদিতি চেৎ; ন; বস্তন্তরেণ বিপ্রকর্ষানুপপত্তেঃ। দ্রব্যে গুণ-প্রবেশবদিতি চেৎ; ন, অনাশ্রিতত্বাৎ; নিত্যপরতন্ত্রস্যৈবাশ্রিতস্য গুণস্য দ্রব্যে প্রবেশ উপচর্য্যতে; ন তু ব্রহ্মণঃ স্বাতন্ত্র্যশ্রবণাৎ তথা প্রবেশ উপপদ্যতে। ফলে বীজবদিতি চেৎ; ন; সাবয়বত্ব-বৃদ্ধি-ক্ষয়োৎপত্তি-বিনাশাদিধর্ম্মবত্ত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন চৈবং ধর্ম্মবত্ত্বং ব্রহ্মণঃ, "অজোঽজরঃ" ইত্যাদিশ্রুতিন্যায়বিরোধাৎ। অন্য এব সংসারী পরিচ্ছিন্ন ইহ প্রবিষ্ট ইতি চেৎ; ন; "সেয়ং দেবতৈক্ষত" ইত্যারভ্য "নাম-রূপে ব্যাকরবাণি" ইতি তস্যা এব প্রবেশ-ব্যাকরণ-কর্তৃত্বশ্রুতেঃ। তথা "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "স এতমেব সীমানং

বিদ্যার্থৈ্যতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত” “সর্ব্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো নামানি কৃত্বাভিবদন্ যদাস্তে”, “ত্বং কুমার উত বা কুমারী ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি” “পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ” “রূপং রূপম্” ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ ন পরাদন্যস্য প্রবেশঃ। প্রবিষ্টানামিতরেতরভেদাৎ পরানেকত্বমিতি চেৎ; ন; “একো দেবো বহুধা সন্নিবিষ্টঃ” “একঃ সন্ বহুধা বিচার” “ত্বমেকোঽসি বহূননুপ্রবিষ্টঃ” “একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।৬

প্রবেশ উপপদ্যতে নোপপদ্যত ইতি—তিষ্ঠতু তাবৎ; প্রবিষ্টানাং সংসারিত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ পরস্য সংসারিত্বমিতি চেৎ; ন; অশনায়াদ্যত্যয়-শ্রুতেঃ। সুখিত্ব-দুঃখিত্বাদিদর্শনান্নেতি চেৎ; ন; “ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ” ইতি শ্রুতেঃ। প্রত্যক্ষাদিবিরোধাদযুক্তমিতি চেৎ; ন; উপাধ্যাশ্রয়-জনিত-বিশেষবিষয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষাদেঃ। “ন দৃষ্টের্দ্রষ্টারং পশ্যেঃ” “বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ” “অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ” ইত্যাদিশ্রুতিভ্যো ন আত্মবিষয়ং বিজ্ঞানম্; কিং তর্হি? বুদ্ধ্যাদ্যুপাধ্যাত্মপ্রতিচ্ছায়াবিষয়মেব—‘সুখিতোঽহং, দুঃখিতোঽহম্’ ইত্যেবমাদিপ্রত্যক্ষবিজ্ঞানম্; ‘অয়মহম্’ ইতি বিষয়েণ বিষয়িণঃ সামানাধিকরণ্যোপচারাৎ, “নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ” ইত্যন্যাত্মপ্রতি-ষেধাচ্চ। দেহাবয়ববিশেষ্যত্বাচ্চ সুখদুঃখয়োর্বিষয়ধর্ম্মত্বম্। ৭

“আত্মনস্তু কামায়” ইত্যাত্মার্থত্বশ্রুতেরযুক্তমিতি চেৎ; ন; “যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ” ইত্যবিদ্যাবিষয়াত্মার্থত্বাভ্যুপগমাৎ, “তৎ কেন কং পশ্যেৎ” “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” “তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ” ইত্যাদিনা বিদ্যাবিষয়ে তৎপ্রতিষেধাচ্চ নাত্মধর্ম্মত্বম্। ৮

তার্কিকসময়বিরোধাদযুক্তমিতি চেৎ; ন; যুক্ত্যাপ্যাত্মনো দুঃখিত্বানু-পপত্তেঃ। ন হি দুঃখেন প্রত্যক্ষবিষয়েণাত্মনো বিশেষ্যত্বম্, প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বাৎ আকাশস্য শব্দগুণবত্ত্ববদাত্মনো দুঃখিত্বমিতি চেৎ; ন; একপ্রত্যয়বিষয়ত্বানুপ পত্তেঃ। ন হি সুখগ্রাহকেণ প্রত্যক্ষবিষয়েণ প্রত্যয়েন নিত্যানুমেয়স্যা ত্মনো বিষয়ীকরণমুপপদ্যতে; তস্য চ বিষয়ীকরণে আত্মন একত্বাদ্বিষয্যভাব প্রসঙ্গঃ। একস্যৈব বিষয়বিষয়িত্বং দীপবদিতি চেৎ; ন; যুগপদসম্ভবাৎ আত্মাংশানুপপত্তেশ্চ। ৯

এতেন বিজ্ঞানস্য গ্রাহ্য-গ্রাহকত্বং প্রত্যুক্তম্; প্রত্যক্ষানুমানবিষয়য়োশ্চ দুঃখাত্মনোর্গুণগুণিত্বেনানুমানম্। দুঃখস্য নিত্যমেব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বাদ্রূপাদি সামানাধিকরণ্যাচ্চ; মনঃসংযোগজত্বেঽপ্যাত্মনি দুঃখস্য সাবয়বত্ব-বিক্রিয়া

বস্বানিত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। ন হ্যবিক্রিত্য সংযোগি দ্রব্যং গুণঃ কশ্চিদুপযন্ অপযন্ বা দৃষ্টঃ ক্বচিৎ। ন চ নিরবয়বং বিক্রিয়মাণং দৃষ্টং ক্বচিৎ, অনিত্যগুণাশ্রয়ং বা নিত্যম্। ন চাকাশ আগমবাদিভির্নিত্যতয়াবগম্যতে। ন চান্যো দৃষ্টান্তোঽস্তি। বিক্রিয়মাণমপি তৎ-প্রত্যয়ানিবৃত্তের্নিত্যমেবেতি চেৎ; ন; দ্রব্যস্যাবয়বান্যথাত্বব্যতিরেকেণ বিক্রিয়ানুপপত্তেঃ। সাবয়বত্বেঽপি নিত্যত্বমিতি চেৎ; ন, সাবয়বস্যাবয়বসংযোগপূর্ব্বকত্বে সতি বিভাগোপপত্তেঃ। বজ্রাদিষ্বদর্শনান্নেতি চেৎ; ন; অনুমেয়ত্বাৎ সংযোগপূর্ব্বত্বস্য। তস্মান্নাত্মনো দুঃখাদ্যনিত্যগুণাশ্রয়ত্বোপপত্তিঃ। ১০

পরস্যাদুঃখিত্বেঽন্যস্য চ দুঃখিনোঽভাবে দুঃখোপশমনায় শাস্ত্রারম্ভানর্থক্যমিতি চেৎ; ন; অবিদ্যাধ্যারোপিতদুঃখিত্বভ্রমাপোহার্থত্বাৎ—আত্মনি প্রকৃতসঙ্খ্যাঽপূরণভ্রমাপোহবৎ; কল্পিতদুঃখ্যাত্মাভ্যুপগমাচ্চ। ১১।

জলসূর্য্যাদি-প্রতিবিম্ববদাত্মপ্রবেশশ্চ প্রতিবিম্ববদ্ ব্যাকৃতে কার্য্যে উপলভ্যত্বম্। প্রাগুৎপত্তেরনুপলব্ধ আত্মা পশ্চাৎ কার্য্যে চ সৃষ্টে ব্যাকৃতে বুদ্ধেরন্তরুপলভ্যমানঃ সূর্য্যাদিপ্রতিবিম্ববৎ জলাদৌ কার্য্যং সৃষ্ট্বা প্রবিষ্ট ইব লক্ষ্যমাণো নির্দ্দিশ্যতে—"স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ" "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" "স এতমেব সীমানং বিদার্য্যৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" "সেয়ং দেবতৈক্ষত—হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" ইত্যেবমাদিভিঃ। ন তু সর্ব্বগতস্য নিরবয়বস্য দিগ্‌দেশকালান্তরাপক্রমণপ্রাপ্তিলক্ষণঃ প্রবেশঃ কদাচিদপ্যুপপদ্যতে। ন চ পরাদাত্মনোঽন্যোঽস্তি দ্রষ্টা, "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" "নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ" ইত্যাদিশ্রুতেরিত্যবোচাম। উপলব্ধ্যর্থত্বাচ্চ সৃষ্টিপ্রবেশস্থিত্যপ্যয়বাক্যানাম্; উপলব্ধেঃ পুরুষার্থত্বশ্রবণাৎ—"আত্মানমেবাবেৎ" "তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি" "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ", "তস্য তাবদেব চিরম্" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ।

"ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।"

"তদ্ধ্যগ্র্যং সর্ব্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥"

ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ভেদদর্শনাপবাদাচ্চ সৃষ্ট্যাদিবাক্যানামাত্মৈকত্বদর্শনার্থপরত্বোপপত্তিঃ। তস্মাৎ কার্য্যস্থস্যোপলভ্যত্বমেব প্রবেশ ইত্যুপচর্য্যতে। ১২

আ নখাগ্রেভ্যঃ—নখাগ্রমর্য্যাদমাত্মনশ্চৈতন্যমুপলভ্যতে। তত্র কথমিব প্রবিষ্টঃ, ইত্যাহ—যথা লোকে, ক্ষুরধানে—ক্ষুরো ধীয়তেঽস্মিন্নিতি ক্ষুরধানং,

তস্মিন্ নাপিতোপস্করাধানে ক্ষুরোঽন্তঃস্থো যথোপলভ্যতে—অবহিতঃ প্রবেশিতঃ স্যাৎ; যথা বা বিশ্বম্ভরঃ অগ্নিঃ—বিশ্বস্য ভরণাদ্বিশ্বম্ভরঃ, কুলায়ে নীড়েঽগ্নিঃ কাষ্ঠাদৌ, অবহিতঃ স্যাৎ—ইত্যনুবর্ত্ততে; তত্র হি স মথ্যমান উপলভ্যতে। যথা চ ক্ষুরঃ ক্ষুরধানে একদেশেঽবস্থিতঃ, যথা চাগ্নিঃ কাষ্ঠাদৌ সর্ব্বতো ব্যাপ্যাবস্থিতঃ, এবং সামান্যতো বিশেষতশ্চ দেহং সংব্যাপ্যাবস্থিত আত্মা। তত্র হি স প্রাণনাদিক্রিয়াবান্ দর্শনাদিক্রিয়াবাংশ্চোপলভ্যতে। তস্মাৎ তত্রৈবং প্রবিষ্টং তমাত্মানং প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টং ন পশ্যন্তি নোপলভন্তে। ১৩

নন্বপ্রাপ্তপ্রতিষেধোঽয়ম্—'তন্ন পশ্যন্তি' ইতি, দর্শনস্যাপ্রকৃতত্বাৎ; নৈষ দোষঃ; সৃষ্ট্যাদিবাক্যানামাত্মৈকত্বপ্রতিপত্ত্যর্থপরত্বাৎ প্রকৃতমেব তস্য দর্শনম্। "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব, তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়" ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ। তত্র প্রাণাদিক্রিয়াবিশিষ্টস্য দর্শনে হেতুমাহ—অকৃৎস্নঃ অসমস্তঃ, হি যস্মাৎ সঃ প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টঃ। কুতঃ পুনরকৃৎস্নত্বম্? ইতি, উচ্যতে—প্রাণন্নেব প্রাণনক্রিয়ামেব কুর্ব্বন্ প্রাণো নাম প্রাণসমাখ্যঃ প্রাণাভিধানো ভবতি। প্রাণনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বাদ্ধি প্রাণঃ প্রাণিতীত্যুচ্যতে, নান্যাং ক্রিয়াং কুর্ব্বন্—যথা লাবকঃ,পাচক ইতি। তস্মাৎ ক্রিয়ান্তরবিশিষ্টস্যানুপসংহারাদকৃৎস্নো হি সঃ। ১৪

তথা বদনক্রিয়াং কুর্ব্বন্—বক্তীতি বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, চষ্টে ইতি চক্ষুঃ দ্রষ্টা, শৃণ্বন্—শৃণোতীতি শ্রোত্রম্, 'প্রাণন্নেব প্রাণো বদন্ বাক্' ইত্যাভ্যাং ক্রিয়া-শক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শিতো ভবতি। 'পশ্যংশ্চক্ষুঃ শৃণ্বন্ শ্রোত্রম্' ইত্যাভ্যাং বিজ্ঞান-শক্ত্যুদ্ভবঃ প্রদর্শ্যতে, নামরূপবিষয়ত্বাদ্বিজ্ঞানশক্তেঃ। শ্রোত্র-চক্ষুষী বিজ্ঞানস্য সাধনে, বিজ্ঞানং তু নাম-রূপসাধনম্; নহি নাম-রূপব্যতিরিক্তং বিজ্ঞেয়মস্তি; তয়োশ্চোপলম্ভে করণং চক্ষুঃশ্রোত্রে। ক্রিয়া চ নাম-রূপসাধ্যা প্রাণসম-বায়িনী; তস্যাঃ প্রাণাশ্রয়ায়া অভিব্যক্তৌ বাক্ করণম্; তথা পাণিপাদ-পায়ূপস্থাখ্যানি; সর্ব্বেষামুপলক্ষণার্থা বাক্। এতদেব হি সর্ব্বং ব্যাকৃতং—"ত্রয়ং বা নাম রূপং কর্ম্ম" ইতি হি বক্ষ্যতি। মন্বানো মনঃ—মনুত ইতি; জ্ঞানশক্তিবিকাসানাং সাধারণং করণং মনঃ—মনুতেঽনেনেতি; পুরুষস্তু কর্ত্তা সন্ মন্বানো মন ইত্যুচ্যতে। ১৫

তান্যেতানি প্রাণাদীনি অস্যাত্মনঃ কর্ম্মনামানি—কর্ম্মজানি নামানি কর্ম্ম-নামান্যেব, ন তু বস্তুমাত্রবিষয়াণি; অতো ন কৃৎস্নাত্মবস্তুদ্যোতকানি—এবং হি অসাবাত্মা প্রাণনাদিক্রিয়য়া তত্তৎক্রিয়াজনিত-প্রাণাদিনাম-রূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়-মাণোঽবদ্যোত্যমানোঽপি। স যোঽতোঽস্মাৎ প্রাণনাদিক্রিয়াসমুদায়াৎ

একৈকং—প্রাণং চক্ষুরিতি বা বিশিষ্টম্‌ অনুপসংহৃতেতরবিশিষ্টক্রিয়াত্মকম্‌, মনসা 'অয়মাত্মেতি' উপাস্তে চিন্তয়তি, ন স বেদ—ন স জানাতি ব্রহ্ম। কস্মাৎ? অকৃৎস্নোহ্যসমস্তো হি যস্মাদেষ আত্মা, অস্মাৎ প্রাণনাদিসমুদায়াৎ, অতঃ প্রবিভক্তঃ, একৈকেন বিশেষণেন বিশিষ্টঃ, ইতর-ধর্ম্মান্তরানুপসংহারাদ্‌ ভবতি। যাবদয়মেবং বেদ—'পশ্যামি' 'শৃণোমি' 'স্পৃশামি' ইতি বা স্বভাবপ্রবৃত্তিবিশিষ্টং বেদ, তাবদঞ্জসা কৃৎস্নমাত্মানং ন বেদ। ১৬

কথং পুনঃ পশ্যন্‌ বেদ? ইত্যাহ—আত্মেত্যেব, আত্মা—ইতি প্রাণাদীনি বিশেষণানি যান্যুক্তানি,তানি যস্য, সঃ—আপ্নুবন্‌ তানি আত্মেত্যুচ্যতে। স তথা কৃৎস্নবিশেষোপসংহারী সন্‌ কৃৎস্নো ভবতি। বস্তুমাত্ররূপেণ হি প্রাণাদ্যুপাধিবিশেষক্রিয়াজনিতানি বিশেষণানি ব্যাপ্নোতি। তথাচ বক্ষ্যতি 'ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি। তস্মাদাত্মেত্যেবোপাসীত। এবং কৃৎস্নো হ্যসৌ স্বেন বস্তুরূপেণ গৃহ্যমাণো ভবতি। কস্মাৎ কৃৎস্নঃ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ—অত্রাস্মিন্‌ আত্মনি হি যস্মাৎ নিরুপাধিকে জলসূর্য্যপ্রতিবিম্বভেদা ইবাদিত্যে, প্রাণাদ্যুপাধিকৃতা বিশেষাঃ প্রাণাদিকর্ম্মজ-নামাভিধেয়া যথোক্তা হ্যেতে একমভিন্নতাং ভবন্তি প্রতিপদ্যন্তে। ১৭

"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি নাপূর্ব্ববিধিঃ, পক্ষে প্রাপ্তত্বাৎ। "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম"। "কতম আত্মেতি,—যোহয়ং বিজ্ঞানময়ঃ" ইত্যেবমাদ্যাত্মপ্রতিপাদনপরাভিঃ শ্রুতিভিরাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানমুৎপাদিতম্‌; তত্রাত্মস্বরূপবিজ্ঞানেনৈব তদ্বিষয়ানাত্মাভিমানবুদ্ধিঃ কারকাদিক্রিয়াফলাধ্যারোপণাত্মিকা অবিদ্যা নিবর্ত্তিতা; তস্যাং নিবর্ত্তিতায়াং কামাদিদোষানুপপত্তেরনাত্মচিন্তানুপপত্তিঃ; পারিশেষ্যাদাত্মচিন্তৈব। তস্মাৎ তদুপাসনমস্মিন্‌ পক্ষে ন বিধাতব্যম্‌, প্রাপ্তত্বাৎ। ১৮

তিষ্ঠতু তাবৎ—পাক্ষিক্যাত্মোপাসনপ্রাপ্তির্নিত্যা বেতি; অপূর্ব্ববিধিঃ স্যাৎ, জ্ঞানোপাসনয়োরেকত্বে সত্যপ্রাপ্তত্বাৎ; "ন স বেদ" ইতি বিজ্ঞানং প্রস্তুত্য "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যভিধানাৎ বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতাহবগম্যতে। "অনেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ" "আত্মানমেবাবেৎ" ইত্যাদি-শ্রুতিভ্যশ্চ বিজ্ঞানমুপাসনম্‌। তস্য চাপ্রাপ্তত্বাদ্বিধ্যর্হত্বম্‌। ন চ স্বরূপান্বাখ্যানে পুরুষপ্রবৃত্তিরুপপদ্যতে; তস্মাদপূর্ব্ববিধিরেবায়ম্‌। কর্ম্মবিধিসামান্যাচ্চ—যথা "যজেত, জুহুয়াৎ" ইত্যাদয়ঃ কর্ম্মবিধয়ঃ, ন তৈরস্য আত্মেত্যেবোপাসীত" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদ্যাত্মোপাসনবিধের্ব্বিশেষোহবগম্যতে। ১৯

মানসক্রিয়াত্বাচ্চ বিজ্ঞানস্য,—যথা "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ, তাং মনসা ধ্যায়েদ্ বষট্করিষ্যন্" ইত্যাদ্যা মানসী ক্রিয়া বিধীয়তে, তথা "আত্মেত্যেবোপাসীত" "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদ্যা ক্রিয়ৈব বিধীয়তে জ্ঞানাত্মিকা। তথাবোচাম—বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থত্বমিতি। ভাবনাংশত্রয়োপপত্তেশ্চ,—তথা হি 'যজেত' ইত্যস্যাং ভাবনায়াং, কিম্? কেন? কথম্? ইতি ভাব্যাদ্যাকাঙ্ক্ষাপনয়কারণমংশত্রয়মবগম্যতে, তথা "উপাসীত" ইত্যস্যামপি ভাবনায়াং বিধীয়মানায়াম্, কিমুপাসীত? কেনোপাসীত? কথমুপাসীত? ইত্যস্যামাকাঙ্ক্ষায়াম্ 'আত্মানমুপাসীত, মনসা, ত্যাগব্রহ্মচর্য্যশমদমোপরম-তিতিক্ষাদীতিকর্ত্তব্যতাসংযুক্তঃ' ইত্যাদিশাস্ত্রেণৈব সমর্থ্যতে অংশত্রয়ম্। ২০

যথা চ কৃৎস্নস্য দর্শপূর্ণমাসাদিপ্রকরণস্য দর্শপূর্ণমাসাদিবিধ্যুদ্দেশত্বেনোপযোগঃ, এবমৌপনিষদাত্মোপাসনপ্রকরণস্য আত্মোপাসনবিধ্যুদ্দেশত্বেনৈবোপযোগঃ; "নেতি নেতি" "অস্থূলম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "অশনায়াদ্যতীতঃ" ইত্যেবমাদিবাক্যানাম্ উপাস্যাত্মস্বরূপবিশেষসমর্পণেনোপযোগঃ। ফলঞ্চ—মোক্ষোঽবিদ্যানিবৃত্তির্ব্বা। ২১

অপরে বর্ণয়ন্তি—উপাসনেনাত্মবিষয়ং বিশিষ্টং বিজ্ঞানান্তরং ভাবয়েৎ; তেনাত্মা জ্ঞায়তে, অবিদ্যানিবর্ত্তকঞ্চ তদেব, নাত্মবিষয়ং বেদবাক্যজনিতং বিজ্ঞানমিতি। এতস্মিন্নর্থে বচনান্যপি—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" "দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" ইত্যাদীনি। ২২

ন, অর্থান্তরাভাবাৎ। ন চ "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইত্যপূর্ব্ববিধিঃ; কস্মাৎ? আত্মস্বরূপকথনানাত্মপ্রতিষেধবাক্যজনিত-বিজ্ঞানব্যতিরেকেণার্থান্তরস্য কর্ত্তব্যস্য মানসস্য বাহ্যস্য বা অভাবাৎ। তত্র হি বিধেঃ সাফল্যম্, যত্র বিধিবাক্যশ্রবণমাত্রজনিত-বিজ্ঞানব্যতিরেকেণ পুরুষপ্রবৃত্তির্গম্যতে—যথা, "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামো যজেত" ইত্যেবমাদৌ। ন হি দর্শপূর্ণমাসবিধিবাক্যজনিতবিজ্ঞানমেব দর্শপূর্ণমাসানুষ্ঠানম্। তচ্চাধিকারাদ্যপেক্ষানুভাবি; ন তু "নেতি নেতি" ইত্যাদ্যাত্মপ্রতিপাদক-বাক্যজনিতবিজ্ঞানব্যতিরেকেণ দর্শপূর্ণমাসাদিবৎ পুরুষব্যাপারঃ সম্ভবতি। সর্ব্বব্যাপারোপশমহেতুত্বাৎ তদ্বাক্যজনিতবিজ্ঞানস্য। ন হি উদাসীনবিজ্ঞানং প্রবৃত্তিজনকম্; অব্রহ্মানাত্মবিজ্ঞান-

নিবর্ত্তকত্বাচ্চ "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" ইত্যেবমাদিবাক্যানাম্। ন চ তন্নিবৃত্তৌ প্রবৃত্তিরুপপদ্যতে, বিরোধাৎ। ২৩

বাক্যজনিতবিজ্ঞানমাত্রাৎ ন ব্রহ্মানাত্মবিজ্ঞাননিবৃত্তিরিতি চেৎ ; ন ; "তত্ত্বমসি" "নেতি নেতি" "আত্মৈবেদম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "ব্রহ্মৈবেদমমৃতম্", "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" ইত্যাদিবাক্যানাং তদ্বাদিত্বাৎ। দ্রষ্টব্যবিধের্বিষয়সমর্পকাণ্যেতানীতি চেৎ ; ন ; অর্থান্তরাভাবাৎ, ইত্যুক্তোত্তরত্বাৎ—আত্মবস্তুস্বরূপসমর্পকৈরেব বাক্যৈঃ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিভিঃ শ্রবণকাল এব তদ্দর্শনস্য কৃতত্বাদ্ দ্রষ্টব্যবিধের্নানুষ্ঠানান্তরং কর্ত্তব্যমিত্যুক্তোত্তরমেতৎ। ২৪

আত্মস্বরূপান্বাখ্যানমাত্রেণাত্মবিজ্ঞানে বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ত্ততে, ইতি চেৎ ; ন ; আত্মবাদিবাক্যশ্রবণেনাত্মবিজ্ঞানস্য জনিতত্বাৎ—কিং ভোঃ কৃতস্য করণম্। তচ্ছ্রবণেঽপি ন প্রবর্ত্তত ইতি চেৎ ; ন ; অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ,—যথা আত্মবাদিবাক্যার্থশ্রবণে বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ত্ততে, তথা বিধিবাক্যার্থশ্রবণেঽপি বিধিমন্তরেণ ন প্রবর্ত্তিষ্যতে, ইতি বিধ্যন্তরাপেক্ষা ; তথা তদর্থশ্রবণেঽপীত্যনবস্থা প্রসজ্যেত। ২৫

বাক্যজনিতাত্মজ্ঞানস্মৃতিসন্ততেঃ শ্রবণবিজ্ঞানমাত্রাদর্থান্তরত্বমিতি চেৎ ; ন ; অর্থপ্রাপ্তত্বাৎ—যদৈবাত্মপ্রতিপাদকবাক্যশ্রবণাদাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে, তদৈব তদুৎপদ্যমানং তদ্বিষয়ং মিথ্যাজ্ঞানং নিবর্ত্তয়দেবোৎপদ্যতে ; আত্মবিষয়মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তৌ চ তৎপ্রভবাঃ স্মৃতয়ো ন ভবন্তি স্বাভাবিক্যোঽনাত্মবস্তুভেদবিষয়াঃ। অনর্থত্বাবগতেশ্চ,—আত্মাবগতৌ হি সত্যামন্যবস্তুনর্থত্বেনাবগম্যতে, অনিত্যদুঃখাশুদ্ধ্যাদিবহুদোষবত্ত্বাৎ, আত্মবস্তুনশ্চ তদ্বিলক্ষণত্বাৎ। তস্মাদনাত্মবিজ্ঞানস্মৃতীনামাত্মাবগতেরভাবপ্রাপ্তিঃ ; পারিশেষ্যাদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানস্মৃতিসন্ততেরর্থত এব ভাবাৎ ন বিধেয়ত্বম্। শোকমোহভয়ায়াসাদিদুঃখদোষনিবর্ত্তকত্বাচ্চ তৎস্মৃতেঃ—বিপরীতজ্ঞানপ্রভবো হি শোকমোহাদিদোষঃ ; তথা চ "তত্র কো মোহঃ" "বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ। ২৬

নিরোধস্তর্হি অর্থান্তরমিতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য বেদবাক্যজনিতাত্মবিজ্ঞানাদর্থান্তরত্বাৎ তন্ত্রান্তরে চ কর্ত্তব্যতয়াবগতত্বাদ্বিধেয়ত্বমিতি চেৎ ; ন ; মোক্ষসাধনত্বেনানবগমাৎ। ন হি বেদান্তেষু ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানাদন্যৎ পরমপুরুষার্থসাধনত্বেনাবগম্যতে—"আত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ"। "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্।" "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ,

ব্রহ্মৈব ভবতি।" "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ","তস্য তাবদেব চিরম্" "অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি, য এবং বেদ" ইত্যেবমাদিশ্রুতিশতেভ্যঃ। অনন্যসাধনত্বাচ্চ নিরোধস্য,—ন হ্যাত্মবিজ্ঞান-তৎস্মৃতিসন্তানব্যতিরেকেণ চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য সাধনমস্তি। অভ্যুপগম্যেদমুক্তম্; ন তু ব্রহ্মবিজ্ঞানব্যতিরেকেণান্যন্মোক্ষ-সাধনমবগম্যতে। ২৭

আকাঙ্ক্ষাভাবাচ্চ ভাবনাভাবঃ। যদুক্তং "যজেত" ইত্যেবমাদৌ, কিং? কেন? কথম্? ইতি ভাবনাকাঙ্ক্ষায়াং ফলসাধনেতিকর্ত্তব্যতাভিরাকাঙ্ক্ষাপ-নয়নং যথা, তদ্বদিহাপ্যাত্মবিজ্ঞানবিধাবপ্যুপপদ্যত ইতি; তদসৎ; "এক-মেবাদ্বিতীয়ম্" "তত্ত্বমসি" "নেতি নেতি" "অনন্তরমবাহ্যম্" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যার্থবিজ্ঞানসমকালমেব সর্ব্বাকাঙ্ক্ষাবিনিবৃত্তেঃ। ন চ বাক্যার্থ-বিজ্ঞানে বিধিপ্রযুক্তঃ প্রবর্ত্ততে। বিধ্যন্তরপ্রযুক্তৌ চানবস্থাদোষমবোচাম। ন চ "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" ইত্যাদিবাক্যেষু বিধিরবগম্যতে, আত্মস্বরূপান্বা-খ্যানেনৈবাবসিতত্বাৎ। ২৮

বস্তুস্বরূপান্বাখ্যানমাত্রত্বাদপ্রামাণ্যমিতি চেৎ—অথাপি স্যাৎ, যথা "সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ, তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্" ইত্যেবমাদৌ বস্তুস্বরূপান্বাখ্যান-মাত্রত্বাদপ্রামাণ্যম্, এবমাত্মার্থবাক্যানামপীতি চেৎ; ন; বিশেষাৎ। ন বাক্যস্য বস্ত্বন্বাখ্যানং ক্রিয়ান্বাখ্যানং বা প্রামাণ্যাপ্রামাণ্যে কারণম্; কিন্তর্হি? নিশ্চিতফলবদ্বিজ্ঞানোৎপাদকত্বম্। তদ্‌যত্রাস্তি, তৎ প্রমাণং বাক্যম্, যত্র নাস্তি, তদপ্রমাণম্। ২৯

কিঞ্চ, ভোঃ পৃচ্ছামস্ত্বাম্—আত্মস্বরূপান্বাখ্যানপরেষু বাক্যেষু ফলবন্নিশ্চিতং চ বিজ্ঞানমুৎপদ্যতে, ন বা? উৎপদ্যতে চেৎ, কথমপ্রামাণ্যমিতি। কিংবা ন পশ্যসি অবিদ্যাশোকমোহভয়াদিসংসারবীজদোষনিবৃত্তিং বিজ্ঞানফলম্? ন শৃণোষি বা কিং—"তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ" "মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ, সোঽহং ভগবঃ শোচামি, তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইত্যেবমাদ্যুপনিষদ্বাক্যশতানি, এবং বিদ্যতে কিং "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদিষু নিশ্চিতং ফলবচ্চ বিজ্ঞানম্? ন চেদ্বিদ্যতে, অস্ত্বপ্রামাণ্যম্; তদপ্রামাণ্যে ফলবন্নিশ্চিতবিজ্ঞানোৎপাদকস্য কিমিত্যপ্রামাণ্যং স্যাৎ? তদপ্রামাণ্যে চ দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যেষু কো বিশ্রম্ভঃ। ৩০

নন্বু দর্শপূর্ণমাসাদিবাক্যানাং পুরুষপ্রবৃত্তিবিজ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ প্রামাণ্যম্, আত্মবিজ্ঞানবাক্যেষু তন্নাস্তীতি; সত্যমেবম্; নৈষ দোষঃ, প্রামাণ্য-

কারণোপপত্তেঃ। প্রামাণ্যকারণঞ্চ যথোক্তমেব, নান্যৎ। অলঙ্কারশ্চায়ং, যৎ সর্ব্বপ্রবৃত্তিবীজ-নিরোধফলবদ্বিজ্ঞানোৎপাদকত্বমাত্মপ্রতিপাদকবাক্যানাম্, নাপ্রামাণ্যকারণম্। ৩১

যত্তূক্তম্—"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদিবচনানাং বাক্যার্থবিজ্ঞান-ব্যতিরেকেণোপাসনার্থত্বমিতি; সত্যমেতৎ; কিন্তু নাপূর্ব্ববিধ্যর্থতা; পক্ষে প্রাপ্তস্য নিয়মার্থতৈব। কথং পুনরুপাসনস্য পক্ষপ্রাপ্তিঃ?—যাবতা পারিশেষ্যাদাত্মবিজ্ঞানস্মৃতিসন্ততির্নিত্যৈবেত্যভিহিতম্? বাঢ়ম্—যদ্যপ্যেবম্, শরীরারম্ভকস্য কর্ম্মণো নিয়তফলত্বাৎ, সম্যগ্জ্ঞানপ্রাপ্তাবপি অবশ্যম্ভাবিনী প্রবৃত্তির্ব্বাঙ্মনঃকায়ানাম্, লব্ধবৃত্তেঃ কর্ম্মণো বলীয়স্ত্বাৎ—মুক্তেম্বাদিপ্রবৃত্তিবৎ; তেন পক্ষে প্রাপ্তং জ্ঞানপ্রবৃত্তিদৌর্ব্বল্যম্। তস্মাৎ ত্যাগবৈরাগ্যাদিসাধন-বলাবলম্বেনাত্মবিজ্ঞানস্মৃতিসন্ততির্নিয়ন্তব্যা ভবতি; ন ত্বপূর্ব্বা কর্ত্তব্যা, প্রাপ্তত্বাদিত্যবোচাম। তস্মাৎ. প্রাপ্তবিজ্ঞানস্মৃতিসন্তাননিয়মবিধ্যর্থানি "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদিবাক্যানি, অন্যার্থাসম্ভবাৎ। ৩২

নন্বনাত্মোপাসনমিদম্, ইতি-শব্দপ্রয়োগাৎ; যথা 'প্রিয়মিত্যেতদুপাসীত' ইত্যাদৌ ন প্রিয়াদিগুণা এবোপাস্যাঃ, কিং তর্হি? প্রিয়াদিগুণবৎ-প্রাণাদ্যেবোপাস্যম্; তথা ইহাপি ইতি-পরাত্মশব্দপ্রয়োগাৎ আত্মগুণ-বদনাত্মবস্তূপাস্যমিতি গম্যতে; আত্মোপাস্যত্ববাক্যবৈলক্ষণ্যাচ্চ—পরেণ চ বক্ষ্যতি—"আত্মানমেব লোকমুপাসীত" ইতি; তত্র চ বাক্যে আত্মৈবোপাস্যত্বেনাভিপ্রেতঃ, দ্বিতীয়াশ্রবণাৎ 'আত্মানমেব' ইতি; ইহ তু ন দ্বিতীয়া শ্রূয়তে, ইতি-পরশ্চাত্মশব্দঃ "আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি। অতো নাত্মোপাস্যঃ, আত্মগুণশ্চান্যঃ, ইতি অবগম্যতে। ন; বাক্যশেষে আত্মন উপাস্যত্বেনাবগমাৎ; অস্যৈব বাক্যস্য শেষে আত্মৈবোপাস্যত্বেনাবগম্যতে—"তদেতৎ পদনীয়মস্য সর্ব্বস্য, যদয়মাত্মা" "অন্তরতরং যদয়মাত্মা" আত্মানমেবাবেৎ" ইতি। ৩৩

প্রবিষ্টস্য দর্শনপ্রতিষেধাদনুপাস্যত্বমিতি চেৎ—যস্য আত্মনঃ প্রবেশ উক্তঃ, তস্যৈব দর্শনং বার্য্যতে, "তং ন পশ্যন্তি" ইতি প্রকৃতোপাদানাৎ। তস্মাদাত্মনোঽনুপাস্যত্বমিতি চেৎ; ন; অকৃৎস্নত্বদোষাৎ; দর্শনপ্রতিষেধোঽকৃৎস্নত্বদোষাভিপ্রায়েণ, নাত্মোপাস্যত্বপ্রতিষেধায়; প্রাণনাদিক্রিয়াবিশিষ্টত্বেন বিশেষণাৎ। আত্মনশ্চেদুপাস্যত্বমনভিপ্রেতম্, প্রাণনাদ্যেকৈকক্রিয়াবিশিষ্টস্যাত্মনোঽকৃৎস্নত্ব-বচনমনর্থকং স্যাৎ—"অকৃৎস্নো হ্যেষোঽত একৈকেন ভবতি" ইতি। অতোঽনেকৈকবিশিষ্টস্ত্বাত্মা কৃৎস্নত্বাদুপাস্য এবেতি সিদ্ধম্। ৩৪

ষষ্ঠ্যাত্মশব্দস্যেতি-পরঃ প্রয়োগঃ, আত্মশব্দ-প্রত্যয়য়োরাত্মতত্ত্বস্য পরমার্থতোঽবিষয়ত্বজ্ঞাপনার্থম্; অন্যথা "আত্মানমুপাসীত"ইত্যেবমবক্ষ্যৎ। তথাচার্থাদাত্মনি শব্দ-প্রত্যয়াবনুজ্ঞাতৌ স্যাতাম্; তচ্চানিষ্টম্ "নেতি নেতি" "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" "অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ" "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ"ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। যত্তু "আত্মানমেব লোকমুপাসীত"ইতি, তদ্ অনাত্মোপাসনপ্রসঙ্গনিবৃত্তিপরত্বান্ন বাক্যান্তরম্। ৩৫

• অনির্জ্ঞাতত্বসামান্যাদাত্মা জ্ঞাতব্যোঽনাত্মা চ। তত্র কস্মাদাত্মোপাসন এব যত্ন আস্থীয়তে—"আত্মেত্যেবোপাসীত"ইতি, নেতরবিজ্ঞানে, ইতি। অত্রোচ্যতে—তদেতদেব প্রকৃতং পদনীয়ং গমনীয়ং, নান্যৎ। অস্য সর্ব্বস্যেতি নির্দ্ধারণার্থা ষষ্ঠী; অস্মিন্ সর্ব্বস্মিন্নিত্যর্থঃ। যদয়মাত্মা যদেতদাত্মতত্ত্বম্; কিং ন বিজ্ঞাতব্যমেবান্যৎ? কিং তর্হি? জ্ঞাতব্যত্বেঽপি ন পৃথগ্জ্ঞানান্তরমপেক্ষতে আত্মজ্ঞানাৎ। কস্মাৎ? অনেনাত্মনা জ্ঞাতেন, হি যস্মাদেতৎ সর্ব্বমনাত্মজাতম্ অন্যৎ যৎ তৎ সর্ব্বং সমস্তং বেদ জানাতি। নন্বু অন্যজ্ঞানেনান্যৎ ন জ্ঞায়তে? ইতি, অস্য পরিহারং দুন্দুভ্যাদিগ্রন্থেন বক্ষ্যামঃ। ৩৬

কথং পুনরেতৎ পদনীয়মিতি? উচ্যতে—যথা হ বৈ লোকে, পদেন—গবাদি-খুরাঙ্কিতো দেশঃ পদমিত্যুচ্যতে, তেন পদেন, নষ্টং বিবিৎসিতং পশুং পদেনান্বিষ্যমাণোঽনুবিন্দেত লভেত, এবমাত্মনি লব্ধে সর্ব্বমুপলভত ইত্যর্থঃ। নন্বু আত্মনি বিজ্ঞাতে সর্ব্বমন্যজ্ জ্ঞায়ত ইতি জ্ঞানে প্রকৃতে, কথং লাভোঽপ্রকৃত উচ্যতে? ইতি; ন; জ্ঞান-লাভয়োরেকার্থত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। আত্মনো হ্যলাভোঽজ্ঞানমেব; তস্মাজ্ জ্ঞানমেবাত্মনো লাভঃ, ন অনাত্মলাভবদপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণ আত্মলাভঃ, লব্ধৃ-লব্ধব্যয়োর্ভেদাভাবাৎ। যত্র হি আত্মনোঽনাত্মা লব্ধব্যো ভবতি, তত্রাত্মা লব্ধা, লব্ধব্যোঽনাত্মা। স চাপ্রাপ্ত উৎপাদ্যাদিক্রিয়াব্যবহিতঃ, কারকবিশেষোপাদানেন ক্রিয়াবিশেষমুৎপাদ্য লব্ধব্যঃ। স তু অপ্রাপ্তপ্রাপ্তিলক্ষণোঽনিত্যঃ, মিথ্যাজ্ঞানজনিতকামক্রিয়াপ্রভবত্বাৎ, স্বপ্নে পুত্রাদিলাভবৎ। অয়ন্তু তদ্বিপরীত আত্মা। ৩৭

আত্মত্বাদেব নোৎপাদ্যাদিক্রিয়াব্যবহিতঃ। নিত্যলব্ধস্বরূপত্বেঽপি সতি অবিদ্যামাত্রং ব্যবধানম্; যথা গৃহ্যমাণায়া অপি শুক্তিকায়া বিপর্য্যয়েণ রজতাভাসায়া অগ্রহণং বিপরীতজ্ঞানব্যবধানমাত্রম্, তথা গ্রহণম্ জ্ঞানমাত্রমেব, বিপরীতজ্ঞানব্যবধানাপোহার্থত্বাজ্ জ্ঞানস্য; এবমিহাপি আত্মনোঽলাভঃ অবিদ্যামাত্রব্যবধানম্; তস্মাদ্বিদ্যয়া তদপোহনমাত্রমেব লাভঃ,

নান্যঃ কদাচিদুপপদ্যতে। তস্মাদাত্মলাভে জ্ঞানাদর্থান্তরসাধনস্যানর্থক্যং বক্ষ্যামঃ। তস্মান্নিরাশঙ্কমেব জ্ঞান-লাভয়োরেকার্থত্বং বিবক্ষন্নাহ—জ্ঞানং প্রকৃত্য অনুবিন্দেদিতি; বিন্দতের্লাভার্থত্বাৎ। ৩৮

গুণ-বিজ্ঞানফলমিদমুচ্যতে; যথা—অয়মাত্মা নামরূপানুপ্রবেশেন খ্যাতিং গতঃ আত্মেত্যাদিনামরূপাভ্যাং, প্রাণাদিসংহতিং চ শ্লোকং প্রাপ্তবান্—ইত্যেবং যো বেদ; স কীর্তিং খ্যাতিং শ্লোকং চ সঙ্ঘাতমিষ্টৈঃ সহ, বিন্দতে লভতে। যদ্বা, যথোক্তং বস্তু যো বেদ, মুমুক্ষূণামপেক্ষিতং কীর্তিশব্দিতমৈক্য-জ্ঞানং, তৎফলং শ্লোকশব্দিতাং মুক্তিমাপ্নোতীতি মুখ্যমেব ফলম্॥ ৪৪॥ ৭॥

টীকা। সম্প্রতি প্রতীকমাদায় পদানি ব্যাচষ্টে—তদ্ধেত্যাদিনা। অপ্রত্য-ক্ষাভিধানেন তদিতি সর্ব্বনাম্না বীজাবস্থং জগদভিধীয়তে, পরোক্ষত্বাদিতি সম্বন্ধঃ। কথং জগতো বীজাবস্থত্বমিত্যাশঙ্ক্য তর্হীত্যস্যার্থমাহ—প্রাগিতি। কথং তস্য পরো-ক্ষত্বং, তত্রাহ—ভূতেতি। নিপাতার্থমাহ—স্মরেতি। হশব্দার্থমভিনয়তি—কিলেতি। যথাবর্ণিতমিত্যনর্থত্বেন সংসারেঽসারত্বোক্তিঃ। পদদ্বয়সামানাধিকরণ্য-লব্ধমর্থমাহ—তদিদমিতি। একত্বমভিনয়েনাদাহরতি—তদেবেতি। একত্বাব-গতিফলং কথয়তি—অথেতি। সামানাধিকরণ্যবশাদেকত্বে নিশ্চিতে সত্যনন্তরম্—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

ইতি স্মৃতিরনুসৃতা ভবতীতি ভাবঃ। ১

অজ্ঞাতং ব্রহ্ম জগতো মূলমিত্যুক্ত্বা তদ্বিবর্ত্তো জগদিতি নিরূপয়তি—তদেবস্তু, তমিতি। তৃতীয়ামিত্থংভাবার্থত্বেন ব্যাচষ্টে—নাম্নেতি। ক্রিয়াপদপ্রয়োগাভিপ্রায়ং তদনুবাদপূর্ব্বকমাহ ব্যাক্রিয়তেতি। তত্র পদচ্ছেদপূর্ব্বকং তদ্বাচ্যমর্থমাহ—ব্যাক্রি-য়তেত্যাদিনা। স্বয়মেবেতি কুতো বিশেষ্যতে, কারণমন্তরেণ কার্য্যোৎপত্তিরযুক্তেত্যা-শঙ্ক্যাহ—সামর্থ্যাদিতি। নির্হেতুকার্য্যসিদ্ধ্যনুপপত্ত্যাক্ষিপ্তো নিয়ন্তা জনয়িতা কর্ত্তা চোৎপত্তৌ সাধনক্রিয়া করণব্যাপারস্তন্নিমিত্তং তদপেক্ষ্য ব্যক্তিভাবমাপদ্যতেতি যোজনা। নামসামান্যং দেবদত্তাদিনা বিশেষনাম্না সংযোজ্য সামান্যবিশেষবানর্থো নামব্যাকরণবাক্যে বিবক্ষিত ইত্যাহ—অসাবিত্যাদিনা। অসৌ-শব্দঃ শ্রোতোঽব্যয়ত্বেন নেয়ঃ। রূপ-সামান্যং শুক্লকৃষ্ণাদিনা বিশেষে সংযোজ্যোচ্যতে রূপব্যাকরণবাক্যেনেত্যাহ—তথে-ত্যাদিনা। অব্যাকৃতমেব ব্যাকৃতাত্মনা ব্যক্তমিত্যেতৎ সুপ্তপ্রবুদ্ধদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—তদিদমিতি। ২

তদ্ধেত্যত্র মূলকারণমুক্ত্বা তন্নামরূপাভ্যামিত্যাদিনা তৎকার্য্যমুক্তম্, ইদানীং প্রবেশ-বাক্যস্থস-শব্দাপেক্ষিতমর্থমাহ—যদর্থ ইতি। কাণ্ডদ্বয়াত্মনো বেদস্যারম্ভো যস্য পরস্য প্রতিপত্ত্যর্থে বিজ্ঞায়তে, কর্ম্মকাণ্ডং হি স্বার্থানুষ্ঠানাহিতচিত্তশুদ্ধিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানোপ-যোগীষ্যতে, জ্ঞানকাণ্ডং তু সাক্ষাদেব তত্রোপযুজ্যতে 'সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' ইতি চ

শ্রূয়তে; স পরোঽত্র প্রবিষ্টো দেহাদাবিতি যোজনা। সর্ব্বস্তাম্নায়স্য ব্রহ্মাত্মনি সমন্বয়মুক্‌ত্বা তত্র বিরোধসমাধানার্থমাহ—যস্মিন্নিতি। অধ্যাসস্য চতুর্ব্বিধখ্যাতীনামন্যতমত্বং বারয়তি—অবিদ্যয়েতি তস্যা মিথ্যাজ্ঞানত্বেন সাদিত্বাদনাদ্যধ্যাসহেতুত্বাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বাভাবিক্যেতি। বিদ্যাপ্রাগভাবত্বমবিদ্যায়া ব্যাবর্ত্তয়তি—কর্ত্রিতি। ন হি তদুপাদানত্বমভাবত্বে সম্ভবতি, নচোপাদানান্তরমস্তীতি ভাবঃ। অন্বয়স্তু সর্ব্বত্র যচ্ছব্দস্য পূর্ব্ববদ্দ্রষ্টব্যঃ। আত্মনি কর্ত্তৃত্বাধ্যাসস্যাবিদ্যাকৃতত্বোক্‌ত্যা সমন্বয়ে বিরোধঃ সমাহিতঃ, সম্প্রত্যধ্যাসকারণস্যোক্তত্বেঽপি নিমিত্তোপাদানভেদং সাংখ্যবাদমাশঙ্ক্যোক্তমেব কারণং তদ্ভেদনিরাকরণার্থং কথয়তি—যঃ কারণমিতি। শ্রুতিস্মৃতিবাদেষু পরস্য তৎকারণত্বং প্রসিদ্ধমিতি ভাবঃ। নামরূপাত্মকস্য দ্বৈতস্যাবিদ্যাবিদ্যমানদেহত্বাদ্বিদ্যাপনোদ্যত্বং সিধ্যতীত্যাহ—যদাত্মকে ইতি। ব্যাকর্ত্তুরাত্মনঃ স্বভাবতঃ শুদ্ধত্বে দৃষ্টান্তমাহ—সলিলাদিতি। ব্যাক্রিয়মাণয়োর্নামরূপয়োঃ স্বতোঽশুদ্ধত্বে দৃষ্টান্তমাহ—মলমিবেতি। যথা ফেনাদি জলোত্থং তন্মাত্রমেব, তথাজ্ঞাতব্রহ্মোত্থং জগদ্ ব্রহ্মমাত্রং তজ্জ্ঞানবাধ্যং চেতি ভাবঃ। নিত্যশুদ্ধত্বাদিলক্ষণমপি বস্তু ন স্বতোঽজ্ঞাননিবর্ত্তকং, কেবলস্য তৎসাধকত্বাৎ, বাক্যোত্থবুদ্ধিবৃত্ত্যারূঢ়ং তু তথেতি মন্বানো ব্রূতে—যস্যেতি। 'আকাশো হ বৈ নাম নামরূপযোর্নির্ব্বহিতা, তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম' ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ—তাভ্যামিতি। নামরূপাত্মকদ্বৈতাসংস্পর্শিত্বাদেব নিত্যশুদ্ধত্বমশুদ্ধের্দ্বৈতসম্বন্ধাধীনত্বাৎ,তত্রাবিদ্যা প্রযোজিকেত্যভিপ্রেত্য তৎসম্বন্ধং নিষেধতি—বুদ্ধেতি। তস্মাদেব দুঃখাদ্যনর্থাসংস্পর্শিত্বমাহ—মুক্তেতি। বিদ্যাদশায়াং শুদ্ধ্যাদিসত্ত্বেঽপি বদ্ধাবস্থায়াং নৈবমিতি চেন্নেত্যাহ—স্বভাব ইতি। অব্যাকৃতবাক্যোক্তমজ্ঞাতং পরমাত্মানং পরামৃশতি—স ইতি। তমেব কার্য্যস্থং প্রত্যক্ষং নির্দিশতি—এষ ইতি। আত্মা হি স্বতো নিত্যশুদ্ধত্বাদিরূপোঽপি স্বাবিদ্যাবষ্টম্ভান্নামরূপে ব্যাকরোতীতি তৎসর্জ্জনস্যাবিদ্যাময়ত্বং বিবক্ষিত্বাহ—অব্যাকৃতে ইতি। তয়োরাত্মনা ব্যাকৃতত্বে তদতিরেকেণাভাবঃ ফলতীতি মত্বা বিশিনষ্টি—আত্মেতি। জনিমন্মাত্রমিহ-শব্দার্থং কথয়তি—ব্রহ্মাদীতি। তত্রৈব দুঃখাদিসম্বন্ধো নাত্মনীতি মন্বানো বিশিনষ্টি—কর্ম্মেতি। 'ব্রহ্মাত্মৈক্যে পদদ্বয়সামানাধিকরণ্যাধিগতে হেতুমাহ—প্রবিষ্ট ইতি। ৩

পরমাত্মা স্রষ্টা সৃষ্টে প্রবিষ্টো জগতীত্যাদিষ্টমাক্ষিপতি—নন্বিতি। পূর্ব্বাপরবিরোধং সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। ব্যাক্রিয়তেতি কর্ম্মকর্ত্তৃপ্রয়োগাজ্জগৎকর্ত্তুরবিবক্ষিতত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—আক্ষিপ্তেতি। মুচ্যতে বৎসঃ স্বয়মেবেতিবৎ কর্ম্মকর্ত্তরি লকারো ব্যাকরণসৌকর্য্যাপেক্ষয়া, সত্যেব কর্ত্তরি নির্ব্বহতীতি ভাবঃ। অব্যাকৃতশব্দস্য নিয়ন্ত্রাদিযুক্তজগদ্বাচিত্বে হেত্বন্তরমাহ—ইদংশব্দেতি।

কথমুক্তসামানাধিকরণ্যমাত্রাদব্যাকৃতস্য জগতো নিয়ন্ত্রাদিযুক্তত্বং, তত্রাহ—যথেতি। নিয়ন্ত্রাদীত্যাদিশব্দেন কর্ত্তৃকরণাদিগ্রহণম্। নিমিত্তাদীত্যাদিপদেনোপাদানমুচ্যতে। বিমতং নিয়ন্ত্রাদিসাপেক্ষং কার্য্যত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিত্যর্থঃ। কস্তর্হি প্রাগবস্থে সম্প্রতিতনে চ জগতি বিশেষস্তত্রাহ—ব্যাকৃতেতি। কথং পুনরব্যাকৃতশব্দেন জগদ্বাচিনা পরো গৃহ্যতে, একস্য

শব্দস্থানেকার্থত্বাযোগাদত আহ—দৃষ্টশ্চেতি। উক্তমেব স্ফুটয়তি—কদাচিদিতি। উভয়বিবক্ষয়া গ্রামশব্দপ্রয়োগস্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—তদ্বদিতি। ইহেত্যব্যাকৃতবাক্যোক্তিঃ। নিবাসমাত্রবিবক্ষয়া গ্রামশব্দপ্রয়োগস্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—তথেতি। নিবাসিজনবিবক্ষয়া তৎপ্রয়োগস্যাপি দার্ষ্টান্তিকং কথয়তি—তথা মহানিতি। ৪

অব্যাকৃতবাক্যে পরস্য প্রকৃতত্বাত্তস্য প্রবেশবাক্যে সশব্দেন পরামৃষ্টস্য সৃষ্টে কার্য্যে প্রবেশ উক্তস্তং চ প্রকারান্তরেণাক্ষিপতি—নম্বিতি। কথমিতিসূচিতামনুপপত্তিমেব স্পষ্টয়তি—অপ্রবিষ্টো হীতি। দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন প্রবেশবাদী শঙ্কতে—পাষাণেতি। তদেব বিবৃণোতি—অথাপীত্যাদিনা। পরস্য পরিপূর্ণস্য কচিৎ প্রবেশাভাবেঽপীতি যাবৎ। তচ্ছব্দঃ সৃষ্টকার্য্যবিষয়ঃ। ধর্ম্মান্তরং জীবাখ্যম্। দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে—যথেতি। পাষাণাদ্যাহ্যঃ সর্পাদিস্তত্র প্রবিষ্ট ইতি শঙ্কাপোহার্থং সহজবিশেষণম্। সর্পাদেঃ স্বাদিরূপেণ স্থিতভূতপঞ্চকপরিণামত্বাত্তত্র সহজত্বং, পাষাণাদৌ যানি ভূতানি স্থিতানি তেষাং পরিণামঃ সর্পাদিঃ, তদ্রূপেণ তত্র ভূতানামনুপ্রবেশবদপরিচ্ছিন্নস্যাপি পরস্য জীবাকারেণ বুদ্ধ্যাদৌ প্রবেশ-সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। আক্ষেপ্তা ব্রূতে—নেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—যঃ স্রষ্টেতি।

নন্বু তক্ষ্ণা নির্ম্মিতে বেশ্মনি ততোঽন্যস্যাপি প্রবেশো দৃশ্যতে, তথা পরেণ সৃষ্টে জগত্যন্যস্য প্রবেশো ভবিষ্যতি, নেত্যাহ—যথেতি। পাষাণসর্পন্যায়েন কার্য্যস্থস্যৈব পরস্য জীবাখ্যে পরিণামে তৎসৃষ্ট্বেত্যাদিশ্রবণমনুপপন্নমিতি ব্যতিরেকং দর্শয়তি—নত্বিতি। অস্তু তর্হি পরস্য মার্জ্জারাদিবৎ পূর্ব্বাবস্থানত্যাগেনাবস্থানান্তরসংযোগাত্মা প্রবেশঃ, নেত্যাহ—ন চেতি। নিরবয়বোঽপরিচ্ছিন্নশ্চাত্মা, তস্য স্থানান্তরেণ বিয়োগং প্রাপ্য স্থানান্তরেণ সহ সংযোগলক্ষণো যঃ প্রবেশঃ, স সাবয়বে পরিচ্ছিন্নে চ মার্জ্জারাদৌ দৃষ্টপ্রবেশসদৃশো ন ভবতীতি যোজনা। বিযুজ্যেতি পাঠে তু স্ফুটৈব যোজনা। ৫

প্রবেশশ্রুত্যা নিরবয়বত্বাসিদ্ধিং শঙ্কতে—সাবয়ব ইতি। প্রবেশশ্রুতেরন্যথোপপত্তের্বক্ষ্যমাণত্বান্নৈবমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। অমূর্ত্তত্বং নিরবয়বত্বম্। পুরুষত্বং পূর্ণত্বম্। প্রকারান্তরেণ প্রবেশোপপত্তিং শঙ্কতে—প্রতিবিম্বেতি। আদিত্যাদৌ জলাদিনা সন্নিকর্ষাদিসম্ভবাৎপ্রতিবিম্বাখ্যপ্রবেশোপপত্তিঃ; আত্মনি তু পরস্মিন্নসঙ্গেঽনবচ্ছিন্নে কেনচিদপি তদভাবান্ন যথোক্তপ্রবেশসিদ্ধিরিত্যাহ—ন বস্ত্বন্তরেণেতি। প্রকারান্তরেণ প্রবেশং চোদয়তি—দ্রব্য ইতি। পরস্যাপি কার্য্যে প্রবেশ ইতি শেষঃ। গুণাপেক্ষয়া পরস্য বৈলক্ষণ্যং দর্শয়ন্ পরিহরতি—নেত্যাদিনা। স্বাতন্ত্র্যশ্রবণমেব সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি।

পনসাদিফলে বীজস্য প্রবেশবৎ কার্য্যে পরস্য প্রবেশঃ স্যাদিতি শঙ্কিত্বা দূষয়তি—ফল ইত্যাদিনা। বিনাশাদীত্যাদিশব্দেনানাত্মত্বানীশ্বরত্বাদি গৃহ্যতে। প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বমাশঙ্ক্য নিরাচষ্টে—ন চেতি। জন্মাদীনাং ধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিণো ভিন্নত্বাভিন্নত্বাসম্ভবাদিন্যায়ঃ। বীজফলয়োরবয়বাবয়বিত্বং পাষাণসর্পয়োরাধারাধেয়তেত্যপুনরুক্তিঃ। পরস্য সর্ব্বপ্রকার-প্রবেশাসম্ভবে প্রবেশশ্রুতেরালম্বনং বাচ্যমিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বপক্ষমুপসংহরতি—অন্য এবেতি। জগতো হি পরঃ স্রষ্টেতি বেদান্তমর্য্যাদা, স্রষ্টৈব চ প্রবেষ্টা, প্রবিশ্য ব্যাকরবাণীতি প্রবেশ-ব্যাকরণয়োরেককর্তৃত্বশ্রুতেঃ, তস্মাৎ পরস্মাদন্যস্য প্রবেশো ন যুক্তিমানিতি সিদ্ধান্তয়তি—

নেত্যাদিনা। তত্রৈব তৈত্তিরীয়শ্রুতিং সংবাদয়তি—তথেতি। ঐতরেয়শ্রুতিরপি যথোক্তমর্থমুপোদ্বলয়তীত্যাহ—স এতমেবেতি। শ্রীনারায়ণাখ্যমন্ত্রমপ্যত্রানুকূলয়তি—সর্ব্বাণীতি। বাক্যান্তরমুদাহরতি—ত্বং কুমার ইতি। অত্রৈব বাক্যশেষস্যাপ্যনুগুণ্যং দর্শয়তি—পুর ইতি। উদাহৃতশ্রুতীনাং তাৎপর্য্যমাহ—ন পরাদিতি।

পরস্য প্রবেশে প্রবিষ্টানাং মিথো ভেদাত্তদভিন্নস্য তস্যাপি নানাত্বপ্রসক্তিরিতি শঙ্কতে—প্রবিষ্টানামিতি। ন পরস্যানেকত্বমেকত্বশ্রুতিবিরোধাদিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। 'বিচার' বিচচারেতি যাবৎ। ৬

পরস্য প্রবেশে নানাত্বপ্রসঙ্গং প্রত্যাখ্যায় দোষান্তরং চোদয়তি—প্রবেশ ইতি। তেষাং সংসারিত্বেঽপি পরস্য কিমায়াতং, তদাহ—তদনন্যত্বাদিতি। শ্রুত্যবষ্টম্ভেন দূষয়তি—নেতি। অনুভবমনুসৃত্য শঙ্কতে—সুখিত্বেতি। নাসংসারিত্বমিতি শেষঃ। গূঢ়াভিসন্ধিকুত্তরমাহ—নেতি। আগমো হি পরস্যাসংসারিত্বে মানং ত্বয়োচ্যতে, স চাধ্যক্ষবিরুদ্ধো ন স্বার্থে মানং, ন চ বৈপরীত্যং, জ্যেষ্ঠত্বেন বলবত্ত্বাদিতি শঙ্কতে—প্রত্যক্ষাদীতি। শঙ্কিতে পূর্ব্ববাদিনি স্বাশয়মাবিষ্কুর্ব্বতি সিদ্ধান্তী স্বাভিসন্ধিমাহ—নোপাধীতি। উপাধিরন্তঃকরণং, তদাশ্রয়ত্বেন জনিতো বিশেষশ্চিদাভাসস্তদ্গতদুঃখাদিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষাদেরাভাসত্বাত্তেনাত্মনঃ সংসারিত্বাবগমস্য ন বিরোধোঽস্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, প্রত্যক্ষাদীনামনাত্মবিষয়ত্বাদাত্মাবিষয়ত্বাচ্চাগমস্য ভিন্নবিষয়তয়া নানয়োর্মিথো বিরোধোঽস্তীত্যভিপ্রেত্যাত্মনোঽধ্যক্ষাদ্যবিষয়ত্বে শ্রুতীরুদাহরতি—ন দৃষ্টেরিতি। সুখ্যহমিত্যাদিপ্রতিভাসস্য তর্হি কা গতিরিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোক্তমেব স্মারয়তি—কিং তর্হীতি। বুদ্ধ্যাদিরুপাধিঃ, তত্রাত্মপ্রতিচ্ছায়া তৎপ্রতিবিম্বস্তদ্বিষয়মেব সুখ্যহমিত্যাদি বিজ্ঞানমিতি যোজনা। আত্মনো দুঃখিত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ—অয়মিতি। অয়ং দেহোঽহমিতি দৃশ্যেন দ্রষ্টুস্তাদাত্ম্যাধ্যাসদর্শনাদ্দৃশ্যবিশিষ্টস্যৈব প্রত্যক্ষবিষয়ত্বান্ন কেবলস্যাত্মনো দুঃখাদিসংসারোঽস্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ, অস্থূলাদিবিশেষণমক্ষরং প্রক্রম্য তস্যৈব প্রত্যগাত্মত্বং দর্শয়ন্তী শ্রুতিরাত্মনঃ সংসারিত্বং বারয়তীত্যাহ—নান্যাদিতি। কিঞ্চ, পাদয়োর্দুঃখং শিরসি দুঃখমিতি দেহাবয়বাবচ্ছিন্নত্বেন তৎপ্রতীতেস্তদ্ধর্ম্মত্বনিশ্চয়ান্নাত্মনি সংসারিত্বং প্রামাণিকমিত্যাহ দেহেতি। ৭

শ্রুতিবশাদাত্মনঃ সংসারিত্বং শঙ্কতে—আত্মনস্ত্বিতি। সুখং তাবদাত্মাশ্রয়ম্ "আত্মনস্তু কামায়"ইতি সুখসাধনস্যাত্মার্থত্বশ্রুতেস্তদবিনাভূতং দুঃখমপি তত্র, ইত্যাত্মনঃ সংসারিত্বমযুক্তমিত্যর্থঃ। আবিদ্যকসংসারিত্বানুবাদেনাত্মনোঽনতিশয়ানন্দত্বপ্রতিপাদকমাত্মনস্তু কামায়েত্যাদিবাক্যমিতি মত্বাহ—নেতি। তদাবিদ্যকসংসারানুবাদীত্যত্র গমকমাহ—যত্রেতি। অনেন হি বাক্যেনাবিদ্যাবস্থায়ামেবাত্মার্থত্বং সুখাদেরভ্যুপগম্যতে। অতো ন তস্যাত্মধর্ম্মত্বমিত্যর্থঃ। আত্মনি সংসারিত্বস্যাপ্রতিপাদ্যত্বেঽপি গমকমাহ—তৎ কেনেতি। আত্মনোঽসংসারিত্বে বিদ্বদনুভবমনুকূলয়িতুং চ-শব্দঃ। ৮

তর্কশাস্ত্রপ্রামাণ্যাদাত্মনঃ সংসারিত্বমিতি শঙ্কতে—তার্কিকেতি। বুদ্ধ্যাদিচতুর্দ্দশগুণবানাত্মেতি তার্কিকসময়স্তেন বিরোধাত্তস্যাসংসারিত্বমযুক্তং, তর্কাবিরুদ্ধো হি সিদ্ধান্তো ভবতি ইত্যর্থঃ। সর্ব্বতর্কাবিরোধী বা সিদ্ধান্তঃ? কতিপয়তর্কাবিরোধী বা? নাদ্যঃ, তার্কিকাদিসিদ্ধান্ত-

স্যাপি মিথো বৈদিকতর্কৈশ্চ বিরোধাদসিদ্ধিপ্রসঙ্গাৎ। দ্বিতীয়ে তু শ্রৌততর্কাবিরোধাদাত্মা-সংসারিত্বসিদ্ধান্তোঽপি সিধ্যেদিত্যাভিসন্ধায়াহ—ন যুক্ত্যাপীতি। কিঞ্চ, দুঃখাদিরাত্ম-ধর্ম্মো ন ভবতি, বেদ্যত্বাৎ, রূপাদিবদিত্যাহ—ন হীতি। প্রত্যক্ষাবিষয়ত্বোক্ত্যা প্রতীচস্তদ্বি-ষয়দুঃখাবিশেষ্যত্বমযুক্তং; প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষয়োঃ শব্দাকাশয়োরিব দুঃখাত্মনোরপি গুণগুণিত্ব-সম্ভবাদিতি শঙ্কতে—আকাশস্যেতি। যত্র ধর্ম্মধর্ম্মিভাবস্তত্রৈকজ্ঞানগম্যত্বং দৃষ্টং, যথা শুক্লো ঘট ইতি, তদ্‌ব্যাপকং ব্যাবর্ত্তমানং দুঃখাত্মনোর্ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি, শব্দাকাশয়োরপি গুণগুণিভাবো নাস্মাকং সম্মতঃ, শব্দতন্মাত্রমাকাশমিতি স্থিতেরিত্যাশয়ে-নাহ—নৈকেতি।

কথং তদনুপপত্তিস্তত্রাহ—ন হীতি। নিত্যানুমেয়ত্বেতি জরত্তার্কিকমতানুসারেণ সাংখ্যসময়ানুসারেণ চোক্তম্। আধুনিকং তার্কিকং প্রত্যাহ—তস্য চেতি। সুখাদি-বদাত্মনোঽপি প্রত্যক্ষেণ বিষয়ীকরণে সতোকস্মিন্ দেহে তদৈক্যসম্মতেরাত্মান্তরস্য তত্রা-যোগাদেকত্র ভোক্তৃদ্বয়ানিষ্টেঃ পুরুষান্তরস্যান্যং প্রত্যপ্রত্যক্ষত্বাদ্ দ্রষ্টৃভাবাদাত্মদৃশ্যত্বাসিদ্ধি-রিত্যর্থঃ। দীপস্য স্বব্যবহারহেতুত্বেন বিষয়বিষয়িত্ববদেকস্যৈবাত্মনো দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বসিদ্ধের্দ্রষ্ট্র-ভাবো নাস্তীতি শঙ্কতে—একস্যৈবেতি। আত্মনো বিষয়বিষয়িত্বং কার্ৎস্ন্যেনাংশাভ্যাং বা? আদ্যেঽপি যুগপৎ ক্রমেণ বা? নাদ্য ইত্যাহ—ন যুগপদিতি। ক্রিয়ায়াং গুণত্বং কর্ত্তৃত্বং, তত্র প্রাধান্যং কর্ম্মত্বমতো যুগপদেকক্রিয়াং প্রত্যেকস্য সাকল্যেন গুণপ্রধানত্বাযোগা-ন্নৈবমিত্যর্থঃ। ন দ্বিতীয়ঃ, একতাবেঽন্যাভাবাদিতি মত্বা কল্পান্তরং প্রত্যাহ—আত্ম-নীতি। এতেন প্রদীপদৃষ্টান্তোঽপি প্রতিনীতস্তস্যাংশাভ্যাং তদ্ভাবে প্রকৃতানুকূলত্বাৎ। ৯

নন্বু বিজ্ঞানবাদিনো যুগপদেকস্য বিজ্ঞানস্য সাকল্যেন গ্রাহ্যগ্রাহকত্বমুপযন্তি, তথা ত্বদাত্ম-নোঽপি স্যাৎ, তত্রাহ—এতেনেতি। একস্যোভয়ত্বনিরাসেনেত্যর্থঃ। মা ভূৎ প্রত্যক্ষমাগ-মিকং পারিভাষিকং বাত্মনঃ সংসারিত্বম্; আনুমানিকং তু ভবিষ্যতি, দুঃখাদি ক্বচিদাশ্রিতং গুণত্বাদ্ রূপাদিবদিত্যাশ্রয়ে সিদ্ধে পরিশেষাদাত্মনস্তদাশ্রয়ত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রত্যক্ষেণেতি। ন হি মিথোবিরুদ্ধয়োর্গুণগুণিত্বমনুমেয়ং, দুঃখাদেশ্চ সাভাসবুদ্ধিস্থত্বাৎ পারিশেষ্যাসিদ্ধি-রিত্যর্থঃ। সাভাসান্তঃকরণনিষ্ঠং দুঃখাদীত্যত্র প্রমাণাভাবাৎ কথং সিদ্ধসাধনত্বমিত্যাশঙ্ক্য দুঃখ্যহমিত্যাদিপ্রত্যক্ষস্য তত্র প্রমাণত্বাদুক্তানুমানস্য সিদ্ধসাধ্যতয়া পরিশেষাসিদ্ধিরিত্যাহ—দুঃখ্যস্যেতি। যত্র রূপাদিমতি দেহে দাহচ্ছেদাদি দৃষ্টং, তত্রৈব তৎকৃতদুঃখাদ্যুপলম্ভান্নাত্ম-নস্তদ্বত্ত্বমিতি হেত্বন্তরমাহ—রূপাদীতি।

যত্ত্বাত্মমনঃসংযোগাদাত্মনি বুদ্ধ্যাদয়ো নব বৈশেষিকা গুণা ভবন্তীতি, তদ্দূষয়তি—মনঃ-সংযোগজত্বেঽপীতি। দুঃখস্যাত্মনি মনঃসংযোগজত্বেঽভ্যুপগতেঽপি মনোবদাত্মনঃ সংযোগিত্বাৎ সাবয়বত্বাদিপ্রসঙ্গাদাত্মত্বমেব ন স্যাদিত্যর্থঃ। তত্র সংযোগিত্বেন সক্রিয়ত্বং সাধয়তি—ন হীতি। সম্প্রতি সক্রিয়ত্বেন সাবয়বত্বং প্রতিপাদয়তি—ন চেতি। যদ্বা দুঃখাদ্যাত্মনো বিক্রিয়েতি কৈশ্চিদিষ্টত্বাত্তস্য সক্রিয়ত্বমবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। আত্মা ন পরিণামী নিরবয়বত্বান্নভোবদিতি ভাবঃ। কিঞ্চ, আত্মা ন গুণী নিত্যত্বাৎ, সামান্যবৎ, ইত্যাহ—অনিত্যেতি। নিত্যং পশ্যাম ইতিশেষঃ। বাশব্দো নঞনুকর্ষণার্থঃ।

আকাশে ব্যভিচারমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। আকাশস্য নিত্যত্বং চেৎ 'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' ইত্যাদিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাদিতি সূচয়িতুমাগমবাদিভিরিত্যুক্তম্। পরমাণ্বাদৌ ব্যভিচারমাশঙ্ক্যাহ—ন চান্য ইতি। ন তাবদণবঃ সন্তি ত্র্যণুকেতরসত্ত্বে মানাভাবাৎ; দিশশ্চাকাশেঽন্তর্ভবন্তি, কালস্তু "সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে" ইত্যাদিশ্রুতে-রুৎপত্তিমান্, মনোঽপ্যন্নময়ং শ্রুতিপ্রসিদ্ধমতো ন কচিদ্ব্যভিচার ইতি ভাবঃ। যস্মিন্ বিক্রিয়মাণে তদেবেদমিতি বুদ্ধির্ন বিহন্যতে, তদপি নিত্যমিতি ন্যায়েন পরিণামবাদী শঙ্কতে—বিক্রিয়মাণমিতি। তৎপ্রত্যয়স্তদেবেদমিতি প্রত্যয়ঃ। বিক্রিয়াং বদতা দ্রব্যস্যাবয়বান্যথাত্বং বাচ্যং, তদেব তস্যানিত্যত্বমতস্তাভাবস্য প্রামাণিকত্বে দুর্ব্বচত্বাদিতি পরি-হরতি—ন দ্রব্যস্যেতি।

আত্মনঃ সক্রিয়ত্বং সাবয়বত্বং বাস্তু, তথাপি নানিত্যত্বমিতি স্যাদ্বাদী শঙ্কতে—সাবয়ব-ত্বেঽপীতি। যৎ সাবয়বং তদবয়বসংযোগকৃতং, যথা পটাদি, তথা সতি সংযোগস্য বিভাগাবসানত্বাদবয়ববিভাগে দ্রব্যনাশোঽবশ্যম্ভাবীতি দূষয়তি—ন সাবয়বস্যেতি। যৎ সাবয়বং, তদবয়বসংযোগপূর্ব্বকমিতি ন ব্যাপ্তিঃ। সাবয়বেষ্বেব বজ্রাদিষবয়বসংযোগ-পূর্ব্বকত্বে প্রমাণাভাবাদিতি শঙ্কতে—বজ্রাদিষ্বিতি। বিমতমবয়বসংযোগপূর্ব্বকং সাবয়বত্বাৎ পটবদিত্যনুমানেন পরিহরতি—নানুমেয়ত্বাদিতি। আত্মনো মনঃ-সংযোগজন্যদুঃখাদিগুণত্বে সাবয়বত্বসক্রিয়ত্বানিত্যত্বাদিপ্রসঙ্গং প্রতিপাদ্য প্রকৃতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ১০

আত্মনোঽনর্থধ্বংসার্থশাস্ত্রারম্ভান্যথানুপপত্ত্যা সংসারিতেত্যর্থাপত্ত্যা শঙ্কতে—পরস্যেতি। অবিদ্যাবিদ্যমানমাত্মস্থমনর্থভ্রমং নিরাকর্তুং তদারম্ভঃ সম্ভবতীত্যন্যথোপপত্ত্যা সমাধত্তে—নাবিদ্যেতি। পরস্যা বিদ্যাকৃতসংসারিত্বভ্রান্তিধ্বংসার্থং শাস্ত্রমিত্যেতদ্-দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—আত্মনীতি। যৎ তু পরস্যাদুঃখিত্বমন্যস্য চ দুঃখিনোঽসত্ত্বং, তত্রাহ—কল্পিতেতি। ন তাবৎপরস্মাদন্যো দুঃখী 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' ইত্যাদিশ্রুতেঃ। স পুনরনাদ্যনির্ব্বাচ্যাজ্ঞানসম্বন্ধাত্তজ্জন্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভিরৈক্যাধ্যাসমাপন্নঃ সংসরতি। তথা চ কল্পি-তাকারদ্বারা দুঃখিনঃ পরস্যাত্মনোঽঙ্গীকারান্নার্থাপত্তেরুত্থানমিত্যর্থঃ। ১১

পুরস্য প্রবেশে প্রাপ্তাং দোষপরম্পরাং পরাকৃত্য তৎপ্রবেশস্বরূপং নিরূপয়তি—জলেতি। যথা জলে সূর্য্যাদেঃ প্রতিবিম্বলক্ষণঃ প্রবেশো দৃশ্যতে, তথাত্মনোঽপি সৃষ্টে কার্য্যে কাল্পনিকঃ প্রবেশ ইত্যর্থঃ। অনবচ্ছিন্নাদ্বয়চিন্মাত্রোর্বস্ত্বন্তরেণ সন্নিকর্ষাসম্ভবান্ন প্রতিবিম্বাখ্যপ্রবেশঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্য বস্ত্বন্তরকল্পনয়া কল্পিতসন্নিকর্ষাদ্যাদায় প্রতিবিম্বপক্ষং সাধয়তি—আত্মেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—প্রাগুৎপত্তেরিত্যাদিনা।

স্বাভিপ্রেতং প্রবেশং প্রতিপাদ্য পরেষ্টং পরাচষ্টে—ন ত্বিতি। কুতশ্চিদ্দিশো দেশাৎ-কালাচ্চাপক্রমণেন দিগন্তরে দেশান্তরে কালান্তরে চ প্রাপ্তিলক্ষণ ইতি যাবৎ। যৎ তু পরস্মাদন্যস্য প্রবেষ্টৃত্বমিতি, তত্রাহ—ন চেতি। অথেদং প্রবেশাদি বস্তুতো বিদ্যমানমস্তু, কিমিত্যাবিদ্যং কল্প্যতে, তত্রাহ—উপলব্ধীতি। আত্মজ্ঞানার্থত্বেন প্রবেশাদীনাং কল্পিত-ত্বাত্তদ্বাক্যানাং ন স্বার্থে পর্য্যবসানমিত্যর্থঃ। ফলবৎসন্নিধাবফলং তদঙ্গমিতি ন্যায়মাশ্রিত্যোক্ত-

মেব প্রপঞ্চয়তি—উপলব্ধেরিত্যাদিনা। ততঃশব্দো ভক্তিযোগপরামর্শী। তদিত্যাত্মজ্ঞানমুচ্যতে। তস্যাগ্রত্বং সাধয়তি—প্রাপ্যতে হীতি। সৃষ্ট্যাদিবাক্যানামৈক্যজ্ঞানার্থত্বে হেত্বন্তরমাহ—ভেদেতি। কল্পিতং প্রবেশং প্রতিপাদিতমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ১২

কা পুনরস্য প্রবেশস্য মর্য্যাদেত্যাশঙ্ক্যাহ—আ নখাগ্রেভ্য ইতি। সম্ভবতি মর্য্যাদান্তরে কিমিতি প্রবেশস্যেয়মেব মর্য্যাদেত্যাশঙ্ক্যাহ—নখাগ্রেতি। দৃষ্টান্তদ্বয়মাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি—তত্রেতি। প্রবেশাধারো দেহাদিঃ সপ্তম্যর্থঃ। প্রথমোদাহরণপ্রতীকোপাদানম্—যথেতি। তদ্ব্যাচষ্টে—লোক ইতি। তত্র প্রবেশিতত্বং ক্ষুরস্য কথং সিদ্ধমত আহ—অন্তঃস্থ উপলভ্যত ইতি। বিশ্বম্ভরশব্দস্যাগ্নিবিষয়ত্বং ব্যুৎপাদয়তি—বিশ্বস্যেতি। তস্য তদ্ভর্ত্তৃত্বং মহাভূতত্বাজ্জাঠরত্বাদ্বা দ্রষ্টব্যম্। কাষ্ঠাদাবগ্নেরবহিতত্বে যুক্তিমাহ—তত্রেতি। দৃষ্টান্তদ্বয়ে বিবক্ষিতমংশমনূদ্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—যথেত্যাদিনা। আত্মনো জাগ্রৎ-স্বপ্নয়োর্দ্দেহে দ্বয়ী বৃত্তিঃ, স্বাপে তু সামান্যবৃত্তিরেবেত্যবান্তরবিভাগমাহ—তত্র হীতি। অবস্থাদ্বয়ং সপ্তম্যর্থঃ। ন কেবলং বিশেষবৃত্তিরেব তদোপলব্ধা, কিন্তু সামান্যবৃত্তিশ্চেতি চকারার্থঃ। অবস্থান্তরে নৈবেত্যপি তস্যৈবার্থঃ। বাক্যান্তরমবতারয়িতুং ভূমিকামাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদুভয়ী বৃত্তিরাত্মনঃ শরীরে দৃশ্যতে, তস্মাত্তত্রৈব জলসূর্য্যবদবিদ্যয়া প্রবিষ্টোঽয়মিতি যোজনা। ব্যাকৃতাৎজগতঃ সকাশাদাত্মানং পৃথক্কর্ত্তুং তং ন পশ্যন্তীতি বাক্যং, তদ্ব্যাচষ্টে—তমাত্মানমিতি। বিশিষ্টং পশ্যন্তোঽপি কেবলমাত্মানং ন পশ্যন্তীতি যাবৎ। চাক্ষুষত্বনিষেধস্যেষ্টত্বমাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে—নোপলভন্ত ইতি। ১৩

উক্তনিষেধমাক্ষিপতি—নন্বিতি। প্রতিষেধ্যস্য প্রাপ্তিং দর্শয়ন্ পরিহরতি—নেত্যাদিনা। তন্নামরূপাভ্যাং স এষ ইত্যাদিবাক্যানাং জ্ঞানার্থত্বে মানমাহ—রূপমিতি।

বিশিষ্টস্য দর্শনেঽপি পূর্ণস্যাদর্শনে হেতূক্তিরনন্তরবাক্যমিত্যাহ—তত্রেতি। প্রতিজ্ঞাবাক্যার্থে স্থিতে সতীতি যাবৎ। তস্মাত্তদ্দর্শনেঽপি পূর্ণস্যাদর্শনমিতি শেষঃ। বিশিষ্টস্যাপি পূর্ণত্বমাত্মত্বাদন্যথা প্রাণনাদিকর্ত্তৃত্বাযোগাদিতি শঙ্কতে—কুত ইতি। প্রাণনাদিক্রিয়াকর্ত্তা প্রাণাদিভিঃ সংহতত্বাৎ পূর্ণো ন ভবতীত্যুত্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। আত্মনি প্রাণশব্দপ্রবৃত্তিমুপপাদয়তি—প্রাণনক্রিয়াকর্ত্তৃত্বাদিতি। তৎকর্ত্তৃত্বাদাত্মা প্রাণ উচ্যতে, প্রাণিতীতি ব্যুৎপত্তেরিতি যোজনা। সদৃষ্টান্তমেবকারার্থমাহ—নান্যামিতি। এবকারার্থমনূদ্য হেত্বর্থমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ১৪

স্বাপাবস্থায়াং সমস্তকরণোপসংহারেঽপি প্রাণস্য ব্যাপারদর্শনাৎপ্রাধান্যাবগমাৎপ্রাণন্নিত্যাদিবাক্যমাদৌ ব্যাখ্যায় ক্রিয়াশক্তিত্বেন প্রাণসাদৃশ্যাদ্বাচো বদন্নিত্যেতৎপূর্ব্বকমুত্তরবাক্যানি ব্যাচষ্টে—তথেত্যাদিনা। প্রাণনবদনাভ্যামনুক্তকর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারমুপলক্ষ্য বাক্যদ্বয়তাৎপর্য্যমাহ—প্রাণন্নেবেতি। প্রাণবাগাদ্যুপাধিদ্বারেণাত্মনীতি শেষঃ। দৃষ্টিশ্রুতিভ্যামনুক্তজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারোপলক্ষণং কুর্ব্বাঽনন্তরবাক্যয়োস্তাৎপর্য্যমাহ—পশ্যন্নিতি।

চক্ষুরাদ্যুপাধিদ্বারা আত্মনীতি পূর্ব্ববৎ। উক্তবুদ্ধীন্দ্রিয়ব্যাপারাভ্যামমুক্তং তদ্ব্যাপার-মুপলক্ষ্যাত্মনঃ স্প্রষ্টৃত্বাদিপরিচ্ছেদো ন সিধ্যতি, সম্বন্ধং বিনোপলক্ষণাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নামরূপেত্যাদিনা। প্রকাশ্যপ্রকাশকাতিরিক্তজ্ঞেয়াভাবাত্তদুপলম্ভে চ চক্ষুঃশ্রোত্রয়ো-রিব ত্বগাদেরপি করণত্বাদে স্পর্শত্বরূপসম্বন্ধাদুপলক্ষণসম্ভবাদাত্মনঃ স্প্রষ্টৃত্বাদিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তথাঽপ্যুক্তকর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারেণামুক্তত্বদ্ব্যাপারোপলক্ষণাদাত্মনো ন গন্তৃত্বাদিপরিচ্ছেদঃ সংগচ্ছতে, বিনা সম্বন্ধমুপলক্ষণাসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্রিয়া চেত্যাদিনা। সর্ব্বা ক্রিয়া নামরূপব্যঙ্গ্যা প্রাণাশ্রয়া চ তত্র প্রাণাশ্রয়-নামবিষয়োচ্চারণক্রিয়াব্যঞ্জকত্বং বাচঃ, হস্তাদীনাং তদাশ্রয়াদানাদিব্যঞ্জকতা, তস্মাদেকাশ্রয়ক্রিয়া-ব্যঞ্জকত্বযোগাদুপলক্ষণসম্ভবাদাত্মনো গন্তৃত্বা-দিসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। শক্তিদ্বয়োদ্ভবোক্ত্যা সমস্তসংসারস্য প্রতীচ্যধ্যাসোঽত্র বিবক্ষিত ইত্যাহ—এতদেবেতি। উদ্ভূতশক্তিদ্বয়মেতচ্ছব্দার্থঃ। উক্তেঽর্থে বাক্যশেষমনুকূলয়তি—ত্রয়মিতি। আত্মা মন্বানঃ সন্ মন ইত্যুচ্যতে, মনুত ইতি ব্যুৎপত্তেরিতি বাক্যান্তরং ব্যাচষ্টে—মন্বান ইতি। করণে প্রসিদ্ধস্য মনঃশব্দস্য কথমাত্মনি বৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য ব্যুৎপত্তিভেদমাহ—জ্ঞানশক্তীত্যাদিনা। ১৫

আত্মাদিশব্দেভ্যো বিশেষমাহ—তানীতি। কৃৎস্নাত্মবস্তুবদ্যোতকানি ন ভবন্তী-ত্যেতদেব স্ফুটয়তি—এবং হীতি। প্রাণাদীনাং কর্ম্মনামত্বে সতীতি যাবৎ। অব-দ্যোত্যমানোঽপি ন কৃৎস্নো দৃষ্টঃ স্যাদিতি শেষঃ।

অকৃৎস্নদর্শিনোঽপ্যাত্মদর্শিত্বমাশঙ্ক্যাহ—স য ইতি। আত্মোপাসিতুরাত্মদর্শনাসত্ত্ব-মযুক্তমিতি শঙ্কিত্বা পরিহরতি—কস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাদ্বিশিষ্টাত্মদর্শী ন ব্রহ্মাত্মদ-দর্শীতি শেষঃ। উপাস্তির্জ্ঞানমুপাস্ত ইতি জানাতি ন স্বভাবাদুপাসনমিত্যুক্তত্বাৎ। তথা চ জানন্ন জানাতীতি ব্যাহতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যাবদিতি। এবং বেদেত্যেতদেব—বিব্রিয়তে—পশ্যামীত্যাদিনা। ১৬

আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং বিধ্যাসূত্রমবতারয়া—কথমিতি। তত্র ব্যাখ্যেয়ং পদমাদত্তে—আত্মেতীতি। তদ্ব্যাচষ্টে প্রাণাদীনীতি। তস্মিন্দৃষ্টে পূর্ব্বোক্তদোষরাহিত্যং দর্শয়তি—স তথেতি। তত্তদ্বিশেষণব্যাপ্তিদ্বারেণেতি যাবৎ। কথং তত্তদ্বিশেষোপসংক্রামী তেন তেনাত্মনা তিষ্ঠন্ কৃৎস্নঃ স্যাৎ, তাহ—বস্তুমাত্রেতি। স্বতোঽস্য প্রাণনাদিসম্বন্ধে সম্ভবতি কিমিত্যুপাধিসম্বন্ধেনেত্যাশঙ্ক্যাহ—তথা চেতি। আত্মনি সর্ব্বোপসংহারবতি দৃষ্টে পূর্ব্বোক্তদোষাভাবাত্তং পশ্যন্নেবাত্মদর্শীত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। যথোক্তাত্মোপাসনে পূর্ব্বোক্তদোষাভাবে প্রাগুক্তমেব হেতুং স্মারয়তি—এবমিতি। তস্যার্থং স্ফোরয়তি—স্বেনেতি। বাঙ্মনসাতীতেনাকার্য্যকারণেন প্রত্যগ্ভূতেনেতি যাবৎ। আকাঙ্ক্ষা-পূর্ব্বকমুত্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—কস্মাদিত্যাদিনা। তস্মাদ্যথোক্তমাত্মান-মেবোপাসীতেতি শেষঃ। অন্তৈব দ্যোতকো দ্বিতীয়ো হিশব্দঃ।১৭

বিধ্যাসূত্রং বিধিস্পর্শং বিনা বিবক্ষিতেঽর্থে ব্যাখ্যায়াপূর্ব্ববিধিরয়মিতি পক্ষং প্রত্যাহ—আত্মেত্যেবেতি। অত্যন্তাপ্রাপ্তার্থো হ্যপূর্ব্ববিধির্যথা স্বর্গকামোঽগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি, নায়ং তথা, পক্ষে প্রাপ্তত্বাদাত্মোপাসনস্য, তস্য তৎপ্রাপ্তিশ্চ পুরুষবিশেষাপেক্ষয়া বিচারাবসানে

স্পষ্টীভবিষ্যতীত্যর্থঃ। ইদানীমাত্মজ্ঞানস্যাবিধেয়ত্বখ্যাপনার্থং বস্তুস্বভাবালোচনয়া নিত্য-প্রাপ্তিমাহ—যৎ সাক্ষাদিতি। উৎপাদ্যতামুক্তশ্রুতিভিরাত্মবিজ্ঞানং, কিং তাবতেত্যত আহ—তত্রেতি। কারকাদিত্যাদিপদং তদবান্তরভেদবিষয়ম্‌। নম্বিদ্যায়ামপনীতায়া-মপি রাগদ্বেষাদিসম্ভাবাদ্বৈধী প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ, ন হি বিদ্বদবিদুষোর্ব্যবহারে কশ্চিদ্বিশেষঃ, পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাদিতি ন্যায়াদত আহ—তস্যামিতি। বাধিতানুবৃত্তিমাত্রান্ন বৈধী প্রবৃত্তিরবাধিতাভিমানমন্তরেণ তদযোগাদিতি ভাবঃ। বিদুষঃ সুষুপ্ততুল্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—পারিশেষ্যাদিতি। শ্রৌতজ্ঞানাৎপূর্ব্বমপি সর্ব্বাসাং চিত্তবৃত্তীনাং জন্মনৈবাত্ম-চৈতন্যব্যঞ্জকত্বাৎ প্রাপ্তমাত্মজ্ঞানং, শ্রৌতে তু জ্ঞানে নাস্ত্যনাত্মেতি স্ফুরণমাত্মজ্ঞানমেবেতি নিত্যপ্রাপ্তিমভিপ্রেত্যাহ—তস্যাদিতি। অস্মিন্‌পক্ষইতি নিত্যপ্রাপ্তত্বপক্ষোক্তিঃ। ১৮

অপূর্ব্ববিধিবাদী শঙ্কতে—তিষ্ঠতু তাবদিতি। সর্ব্বেষাং স্বভাবতো বিষয়প্রবণানী-ন্দ্রিয়াণি নাত্মজ্ঞানবার্ত্তামপি মৃষ্যন্তে; তদত্যন্তাপ্রাপ্তত্বাদাত্মজ্ঞানে ভবত্যপূর্ব্ববিধিরিতি ভাবঃ। বিশিষ্টস্যাধিকারিণঃ শাব্দজ্ঞানং শব্দাদেব সিদ্ধমিতি কথমপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—জ্ঞানেতি। ন খল্বত্র শাব্দজ্ঞানং বিবক্ষিতং, কিন্তু উপাসনম্‌, উপাসনং নাম মানসং কর্ম্ম; তদেব জ্ঞানাবৃত্তিরূপত্বাজ্‌জ্ঞানমিত্যোকত্বে সত্যপ্রাপ্তত্বাদ্বিধেয়মিত্যর্থঃ। তযোরেকত্বং বিবৃণোতি—নেত্যাদিনা। অনেন হীত্যাদৌ বেদশব্দস্যার্থান্তরবিষয়ত্ববৎ 'স বেদ' ইত্যত্রাপি কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনেনেতি। উক্তশ্রুতিভ্যো যদ্বিজ্ঞানং শ্রুতং, তদুপাসন-মেবেতি যোজনা। 'স যোঽত এতৈকৈকমুপাস্তে' ইত্যুপক্রমাৎ 'আত্মেত্যেবোপাসীত' ইত্যুপসংহারাচ্চ 'ন স বেদ' ইত্যত্র তাবদ্বেদ-শব্দস্যোপাসনার্থত্বমেষ্টব্যম্‌, অন্যথোপক্রমোপ সংহারবিরোধাৎ। তথা চার্দ্ধবৈশসাসম্ভবাদুপাসনমেব সর্ব্বত্র বেদনং, তচ্চ সর্ব্বথৈবাপ্রাপ্ত-মিতি তস্মিন্নপূর্ব্ববিধিঃ স্যাদিতি ভাবঃ।

ইতশ্চ তস্মিন্নেষ্টব্যো বিধিরিত্যাহ—ন চোক্ত। অতঃ প্রবর্ত্তকো বিধিরূপেয় ইতি শেষঃ। স চাত্যন্তাপ্রাপ্তবিষয়ত্বান্নিয়মাদিরূপো ন ভবতীত্যাহ—তস্যাদিতি। আত্মোপাস্তির্বিধেয়েত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—কর্ম্মবিধীতি। কর্ম্মাত্মজ্ঞানবিধ্যোঃ শব্দানু-সারেণাবিশেষমভিদধাতি—যথেত্যাদিনা। ১৯

সংপ্রত্যর্থভেদেঽপ্যবিশেষমাহ মানসেতি। তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেতি। যদি ক্রিয়া বিধীয়তে, কথং জ্ঞানাত্মিকেতি বিশেষ্যতে, তত্রাহ—তথেতি।

ইতশ্চাত্মোপাসনে বিধিরস্তীত্যাহ—ভাবনেতি। বেদান্তেষু ভাবনাপেক্ষিতাংশত্রয়ো-পপত্তিং বিশদয়িতুং দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। ভাবনায়াং বিধীয়মানত্বে সতীতি শেষঃ। প্রেরণাধর্ম্মকঃ শব্দব্যাপারঃ স্বজ্ঞানকরণকঃ স্তুত্যাদিজ্ঞানেতিকর্ত্তব্যতাকঃ পুরুষপ্রযত্নভাব্য-নিষ্ঠঃ শব্দভাবনোচ্যতে। স্বর্গং যাগেন প্রযাজাদিভিরুপকৃত্য সাধয়েদিতি পুরুষপ্রবৃত্তি-রর্থভাবনেতি বিভাগঃ। দৃষ্টান্তস্থমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—তথেত্যাদিনা। ত্যাগো নিষিদ্ধকাম্যবর্জনম্‌। উপরমো নিত্যনৈমিত্তিকত্যাগঃ। তিতিক্ষাদীত্যাদিপদং সমাধানাদিসংগ্রহার্থমিত্যংশত্রয়মিতি সম্বন্ধঃ। শাস্ত্রং "শান্তো দান্তঃ" ইত্যাদি। উক্তপ্রকার-মংশত্রয়মত্রাপি সুলভমিতি বস্তুমাদিপদম্‌। ২০

বিধিশূন্যানাং বেদান্তানাং কার্য্যপরত্বেঽপি তদ্বীনানাং তেষাং বস্তুপরতেত্যাশঙ্ক্যাহ—যথা চেতি। বিধ্যুদ্দেশত্বেন তদ্ধেশত্বেনেতি যাবৎ। অস্থূলাদিবাক্যানামারোপিতদ্বৈত-নিষেধেনাদ্বয়ং বস্তু সমর্পয়তাং কথমুপাস্তিবিধিশেষত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেত্যাদিনা। 'ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি' 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' ইত্যাদীনাং ফলার্পকত্বেনোপাস্তি-বিধ্যুপযোগমভিপ্রেত্যাহ - ফলং চেতি। মোক্ষো ব্রহ্মপ্রাপ্তিঃ।২১

আত্মোপাসনং বিধেয়মিতি পক্ষমুক্ত্বা পক্ষান্তরমাহ—অপর ইতি। তস্যানুপযোগ-মাশঙ্ক্যাহ—তেনেতি। শাব্দস্য জ্ঞানস্যাসংস্পৃষ্টাপরোক্ষাত্মবিষয়ত্বাভাবমিতি-শব্দেন হেতু-করোতি। জ্ঞানান্তরং বেদান্তেষু বিধেয়মিত্যত্র মানমাহ এতস্মিন্নিতি।২২

পক্ষদ্বয়ে প্রাপ্তে প্রথমপক্ষং প্রত্যাহ—নার্থান্তরাভাবাদিতি। তত্র নঞর্থমেব স্বয়ং ব্যাচষ্টে—ন চেতি। শাব্দজ্ঞানবতো বিষয়াভাবান্ন বিধিঃ সম্ভবতি, অবিদ্যাতৎকার্য্য-নিবৃত্তৌ স্বয়ং ফলাবস্থত্বাচ্চেত্যর্থঃ। হেতুভাগং পশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি—কস্মাদি-ত্যাদিনা। আত্মোপদেশো নানাত্মনিষেধদ্বারা বাক্যোত্থজ্ঞানাতিরেকেণেতি যাবৎ। কর্ত্তব্যান্তরাভাবেঽপি বাক্যজন্যবিজ্ঞানমেব বিধেয়ং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তন্ন হীতি।

দৃষ্টান্তেঽপি বাক্যোত্থজ্ঞানাতিরেকেণ পুরুষপ্রবৃত্তিরসিদ্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। তদনুষ্ঠানং স্যাহ বাক্যার্থজ্ঞানাধীনমিতি বার্থো বিধিস্তত্রাহ তচ্চেতি। অধিকারো বিধিপুরুষসম্বন্ধস্তৎকৃতজ্ঞানাপেক্ষমনুষ্ঠানমিত্যর্থবাধিধিরিত্যর্থ। তর্হি প্রকৃতেঽপি বাক্যোত্থ-জ্ঞানব্যতিরেকেণ পুরুষব্যাপারসম্ভবাদ্বিধিসাফল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নাত্মেতি। অথ বিমতং প্রবর্ত্তকং বৈদিকজ্ঞানত্বাদ্বিধিবাক্যোত্থজ্ঞানবদিত্যাশঙ্ক্য প্রবর্ত্তকবিষয়ত্বমুপাধিরিত্যাহ—ন হীতি। মিথ্যাজ্ঞানানিবর্ত্তকত্বমুপাধ্যন্তরমাহ—অব্রহ্মেতি। বাক্যোত্থজ্ঞানস্য তন্নিবর্ত্তকত্বেপি প্রবর্ত্তকত্বং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি।২৩

দ্বিতীয়োপাধেঃ সাধনব্যাপ্তিং শঙ্কতে—বাক্যেতি। ব্রহ্মাত্মৈক্যধীপর-বাক্যোত্থ-বিজ্ঞানস্যাজ্ঞানতৎকার্য্যধ্বংসিত্বপ্রৌব্যান্ন সাধনব্যাপ্তিরিত্যাহ—নেত্যাদিনা। তদ্বাদিত্বাদ্ বস্তুপরত্বাদিতি যাবৎ। উক্তানাং বাক্যানাং বিধ্যপেক্ষিতার্থসমর্পকত্বেন তচ্ছেষত্বং শঙ্কিত-মনুভাষতে—দ্রষ্টব্যেতি। সিদ্ধান্তোপক্রমেণ সমাহিতমেতদিত্যাহ—নেতি। তদেব স্পষ্টয়তি—আত্মেতি।২৪

পরোক্তমনুভাবয়তি—আত্মাস্বরূপেতি। কুত্র তর্হি বিধিঃ?—আত্মজ্ঞানে বা বাক্যশ্রবণে বা তদর্থজ্ঞানস্মৃতিসন্তানে বা চিত্তবৃত্তিনিরোধে বা? নাদ্য ইত্যাহ—নাত্মবাদীতি। দ্বিতীয়ং শঙ্কতে—তচ্ছ্রবণেঽপীতি। অনিষ্টার্থবাদিবাক্যস্যাসত্যাদিলক্ষণস্য বিধিং বিনা শ্রবণাৎ তত্ত্বমাদেরপি তস্মাদৃতে শ্রবণমবিরুদ্ধমিত্যভিসন্ধায় দোষান্তরমাহ—নেত্যা-দিনা। তত্ত্বমাদিশ্রবণপ্রয়োজকো বিধিরাত্মনোঽপি প্রযুঙ্‌ক্তে শ্রবণমিতি চেৎ, নৈবং, স খল্বধ্যয়নবিধিরন্যো বা? আদ্যে তদপেক্ষয়া শ্রুতস্য তত্ত্বমস্যাদেঃ স্বার্থবোধিত্বং কর্ম্মবাক্যবদিতি স্বার্থনিষ্ঠত্বাবিশেষঃ, দ্বিতীয়ে তস্যাপ্রমাণত্বাত্তদীয়স্বপরনির্ব্বাহকত্বং দূরোৎসারিতমিত্যভি-প্রেত্যানবস্থাং বিবৃণোতি—যথেত্যাদিনা।২৫

তৃতীয়মাশঙ্কতে বাক্যজনিতেতি। ততঃ সা বিধেয়েতি শেষঃ। তস্যা বিধেয়ত্বং

দূষয়তি—নেতি। অর্থপ্রাপ্তিং বিবৃণোতি—যদ্দেবেতি। অনাত্মস্মৃতিহেতুজ্ঞাননিবৃত্তো তৎকার্য্যস্মৃত্যনুপপত্তেঃ স্বভাববলপ্রাপ্তেবাত্মস্মৃতিরিত্যুক্তমিদানীমনাত্মস্মৃতেরনর্থত্বস্যান্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধত্বাচ্চাত্মস্মৃতিঃ স্বভাবপ্রাপ্তেত্যাহ—অনর্থত্বেতি। অনাত্মনোঽনর্থত্বনিশ্চয়াচ্চ তদীয়স্মৃত্যনুপপত্তাবিতরস্মৃতিরর্থপ্রাপ্তেত্যাহ—আত্মানবগতাবিতি। আত্মনশ্চ পর মেষ্টত্বাবগমাদর্থপ্রাপ্তা তদীয়স্মৃতিরিত্যাহ—আত্মবস্তুনশ্চেতি।

অর্থপ্রাপ্ত্যা বিধেয়ত্বাভাবমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। অনাত্মস্মৃতিহেতুজ্ঞানাভাবাদি-অর্থতশ্চিদেকরসাত্মস্বভাববলাদিতি যাবৎ। দৃষ্টফলত্বাচ্চাত্মস্মৃতির্ন বিধেয়েত্যাহ—শোকেতি। মিথ্যাজ্ঞানমেব সা নিবর্ত্তয়তি, ন শোকাদীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিপরীতেতি। আত্মস্মৃতেঃ শোকাদিনিবর্ত্তকত্বে মানমাহ তথা চেতি। ২৬

চতুর্থমুত্থাপয়তি—নিরোধস্তর্হীতি। যদি বাক্যোত্থজ্ঞানাদেরবিধেয়ত্বং, তর্হি চিত্তবৃত্তিনিরোধো মুক্তিসাধনত্বেন বিধীয়তাং, তস্যোক্তজ্ঞানাদেরর্থান্তরত্বাদিত্যর্থঃ। চোদ্যমেব বিবৃণোতি—অথাপীতি। অর্থান্তরত্বাত্তস্য বিধেযতেতি শেষঃ। তস্য মুক্তিহেতুত্বেন বিধেয়ত্বে যোগশাস্ত্রং সংবাদয়তি—তন্ত্রান্তরেষ্বিতি। "অথ যোগানুশাসনম্" ইতি নিঃশ্রেয়সহেতুঃ সমাধিঃ সূত্রিতস্তস্য চ লক্ষণমুক্তং যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ ইতি। তন্নিরোধাবস্থায়াং চাত্মনঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠত্বং কৈবল্যমাখ্যাতং "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" ইতি, এবং যোগশাস্ত্রে মুক্তিহেতুত্বেনেষ্টো নিরোধবিধিরিত্যর্থঃ। যোগশাস্ত্রাদপি বলবতীং শ্রুতিমাশ্রিত্যোত্তরমাহ—নেত্যাদিনা।

চিত্তবৃত্তিনিরোধস্য মুক্তিহেতুত্বেঽপি ন বিধেয়ত্বং, বিধিং বিনা তৎসিদ্ধেরিত্যাহ—অনন্যেতি। ন তাবদ্যথাকথঞ্চিন্নিরোধো বিধেয়ঃ, সর্ব্বস্যাপি তৎসম্ভবাদ্বিধিবৈয়র্থ্যাৎ, নাপি সর্ব্বাত্মনা তন্নিরোধো বিধেয়ো, জ্ঞানাদেব তৎসিদ্ধেবিধ্যানর্থক্যাদিত্যর্থঃ। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে" "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্" ইত্যাদিশাস্ত্রমনুসরন্নপেত্যবাদং ত্যজতি—অভ্যুপগম্যেতি। নিরোধস্য মুক্তিহেতুত্বমিদমা পরামৃষ্টম্। যোগশাস্ত্রমপি শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে ন প্রমাণম্, "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ। ২৭

বেদান্তেষু বিধেয়াভাবোক্ত্যা বিধির্নিরস্তঃ, সংপ্রত্যংশত্রয়বতী ভাবনা তেষ্বস্তীত্যুক্তং দূষয়তি—আকাঙ্ক্ষেতি। তদেব স্ফুটয়িতুমুক্তমনুবদতি—যদুক্তমিতি। আগমাবষ্টম্ভেন নিরাচষ্টে—তদসদিতি। বিধিমন্তরেণ বাক্যার্থজ্ঞানে প্রবৃত্ত্যযোগাদ্বিধেমেব জ্ঞানং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষানিবর্ত্তকমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চেতি। যথা কর্ম্মকাণ্ডে স্বাধ্যায়বিধেরর্থাববোধপর্য্যন্তত্বেন জ্যোতিষ্টোমাদিবিধ্যর্থজ্ঞানে বিধ্যন্তরং নাপেক্ষতে, তথা জ্ঞানকাণ্ডেঽপি স্যাদিত্যর্থঃ। তত্রাপি "বেদঃ কৃৎস্নোঽধিগন্তব্যঃ" ইতি বিধ্যন্তরপ্রযুক্তমেব বাক্যার্থজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—বিধ্যন্তরেতি। শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনাপ্রসঙ্গাচ্চ ন বিধিশেষত্বং বেদান্তানামিত্যাহ—ন চেতি। ২৮

বেদান্তাঃ স্বার্থে ন মানং, সিদ্ধার্থবাক্যত্বাৎ; "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদিবৎ ইত্যনুমানাত্তেষাং বিধিশেষত্বং প্রামাণ্যার্থমেষ্টব্যমিতি শঙ্কতে—বস্তুস্বরূপেতি। তদেবানুমানং প্রপঞ্চয়তি—অথাপীতি। বিধেরশ্রুতত্বেঽপীতি যাবৎ। ফলবন্নিশ্চিতজ্ঞানাজনকত্বমুপাধিরিতি মন্বানঃ

সমাধত্তে—ন বিশেষ্যাদিতি। নঞর্থং স্পষ্টয়তি—ন বাক্যস্যেতি। বিশেষং ব্যাচষ্টে—কিং তর্হীতি। তস্য প্রামাণ্যপ্রযোজকত্বমন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দর্শয়তি—তদ্যত্রেতি।২৯

সামান্যন্যায়ং প্রকৃতে যোজয়ন্ পৃচ্ছতি—কিঞ্চেতি। কিং তেষু তাদৃগ্ জ্ঞানমুৎপদ্যতে ন বেতি প্রশ্নার্থঃ। দ্বিতীয়েঽনুভববিরোধঃ স্যাদিতি মত্বা পক্ষান্তরমনূদ্য প্রত্যাহ—উৎপদ্যতে চেদিতি। প্রামাণ্যে হেতুসদ্ভাবান্নাপ্রামাণ্যমিত্যর্থঃ। নিশ্চিতজ্ঞানজনকত্বেঽপি ফলবত্ত্ববিশেষণমসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং বেতি। বিদ্বদনুভবফলশ্রুতিসিদ্ধং বিশেষণমিতি ভাবঃ। দৃষ্টান্তং বিঘটয়িতুং প্রশ্নান্তরং প্রস্তৌতি—এবমিতি। বেদান্তেম্বিবেতি যাবৎ। কিংবা নেতি শেষঃ। আদ্যে সাধ্যবৈকল্যং মত্বা দ্বিতীয়ং দূষয়তি—ন চেদিতি। তর্হি তদ্দৃষ্টান্তেন তত্ত্বমস্যাদেরপি স্যাদপ্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদপ্রামাণ্য ইতি। বিমতং স্বার্থে মানং, যথোক্তজ্ঞানজনকত্বাৎ, দর্শাদিবাক্যবদিতি ভাবঃ। বিপক্ষে দোষমাহ—তদপ্রামাণ্যে চেতি।৩০

প্রবর্ত্তকজ্ঞানজনকত্বমুপাধিরিতি শঙ্কতে—নম্বিতি। সাধনব্যাপ্তিং ধুনীতে আহেত্যাদি। প্রবর্ত্তকধীজনকত্বং ধর্ম্মিণি নাস্তীত্যঙ্গীকরোতি—সত্যমিতি। তর্হি যথোক্তোপাধিসদ্ভাবাদনুষ্ঠানানুত্থানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—নৈষ দোষ ইতি। ন হি প্রবর্ত্তকধীজনকত্বং প্রামাণ্যে কারণং, নিষেধবাক্যেম্বপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। ন চ নিবর্ত্তকধীজনকত্বমপি তথা, বিধাবপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাৎ। নোভয়ং, প্রত্যেকমভয়কারণত্বাভাবেনাপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ। বেদান্তেষু প্রবর্ত্তকধীজনকত্বাভাবো ন কেবলমদোষঃ, কিন্তু গুণ ইত্যাহ—অলঙ্কারশ্চেতি। "আত্মানং চেৎ ইত্যাদিশ্রুতেঃ "এতদ্বুদ্ধ্বা" ইত্যাদিস্মৃতেশ্চাত্মজ্ঞানং কৃতকৃত্যতানিদানম্। ন চ জ্ঞানস্য প্রবর্ত্তকত্বে তদযুক্তং, প্রবৃত্তীনাং ক্লেশাক্ষেপকত্বাৎ; অতো যথোক্তজ্ঞানজনকত্ব বাক্যানাং ভূষণমেবেত্যর্থঃ।৩১

শব্দোত্থং জ্ঞানং বিধেয়মিতি প্রতিক্ষিপ্য পূর্ব্বোক্তপক্ষান্তরমনুবদতি—যত্ত্বিতি। উপাসনার্থত্বমিত্যাত্মোপাসনেন তৎসাক্ষাৎকারঃ ভাবয়েদিত্যেবমর্থত্বমিত্যর্থঃ। অভ্যুপগমবাদেন পরিহরতি—সত্যমিতি। যথোক্তেষু বাক্যেষাত্মোপাসনং তৎসাক্ষাৎকারমুদ্দিশ্য বিধীয়তে চেৎ, প্রকৃতেঽপি বাক্যে তৎসম্ভবান্নাপূর্ব্ববিধিরিতি প্রক্রমো ভজ্যেত, ইত্যাশঙ্ক্যাহ—কিন্ত্বিতি। কথং তর্হি বিধ্যঙ্গীকারবাচোযুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পক্ষেতি। যথা পক্ষে প্রাপ্তস্যাবঘাতস্য ব্রীহীনবহন্তীতি নিয়মরূপো বিধিরঙ্গীকৃতঃ, তথা অন্যোপাসনস্যাপি পক্ষে প্রাপ্তস্য তদেব কর্ত্তব্যং নানাত্মোপাসনমিতি যো নিয়মস্তদর্থতা প্রকৃতবাক্যস্যেতি ন প্রক্রমবিরোধোঽস্তীত্যর্থঃ।

পাক্ষিকীং প্রাপ্তিমুক্তামাক্ষিপতি—কথমিতি। কা পুনরত্রানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবতেতি। আত্মনি বাক্যোত্থে বিজ্ঞানে সত্যনাত্মস্মৃতিহেতূনাং মিথ্যাজ্ঞানাদীনামপনীতত্বাদ্বেত্বভাবে ফলাভাব ইতিন্যায়েন তাসামসম্ভবাদাত্মস্মৃতিসন্ততিরেব পুনঃ সদা স্যাৎ, প্রকারান্তরাযোগাদিতি সিদ্ধান্তিনোক্তত্বান্নাত্মোপাসনস্য পক্ষে প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। তস্য নিত্যপ্রাপ্তিমুক্তামঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। তর্হি নিয়মবিধিবাচোযুক্তিরযুক্তেত্যাশঙ্ক্যাহ—

যদ্যপীতি। আত্মনি নিত্যাপরোক্ষসংবিদেকতানে স্মরণং বিস্মরণং বা যদ্যপি নোপপদ্যতে, তথাপি তয়োস্তস্মিন্নসম্ভবসিদ্ধত্বান্নিয়মবিধেঃ সাবকাশত্বমিত্যাশয়েনাহ শরীরেতি। অথারব্ধফলস্যাপি কর্ম্মণঃ সম্যগ্‌জ্ঞানান্নিবৃত্তের্ন বিদুষো বাগাদীনাং প্রবৃত্তিরত আহ—লব্ধেতি। যথা মুক্তস্যেষুপাষাণাদেরপ্রতিবন্ধাদ্ যাবদ্বেগং প্রবৃত্তিরবশ্যম্ভাবিনী, তথা প্রবৃত্তফলস্য কর্ম্মণো জ্ঞানেনোপজীব্যতয়া ততো বলবত্ত্বাত্তদ্বশাদ্বিদুষোঽপি যাবদ্ভোগং বাগাদিপ্রবৃত্তিধ্রৌব্যমিত্যর্থঃ। আরব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যে ফলিতমাহ—তেনেতি। আরব্ধস্য কর্ম্মণো যথোক্তেন ন্যায়েন প্রাবল্যে তদ্বশাৎ ক্ষুধাদিদোষো যদোদ্ভবতি, তদাত্মনি বিস্মরণাদিসম্ভবাৎ তত্র জ্ঞানপ্রাপ্তেঃ পাক্ষিকত্বাদবশ্যম্ভাবিকর্ম্মাপেক্ষয়া তদ্দৌর্ব্বল্যং স্যাদিত্যর্থঃ।

তথাপি নিয়মবিধ্যঙ্গীকারস্য কিমায়াতং? তদাহ—তস্মাদিতি। জ্ঞানস্য পক্ষপ্রাপ্তত্বং তচ্ছব্দার্থঃ। আদিপদং ব্রহ্মচর্য্যশমদমাদিসংগ্রহার্থম্। বিজ্ঞায়েত্যাদিবাক্যানাং নিয়মবিধ্যর্থত্বমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। আদিপদেন প্রকৃতমপি বাক্যং সংগৃহ্যতে। তচ্ছব্দার্থমেব স্পষ্টয়তি—অন্যার্থেতি। ৩২

শাব্দজ্ঞানাদেব পুমর্থসিদ্ধেস্তস্য শব্দাবৃত্তেস্তৃতীয়জ্ঞানস্য বা বিধেয়ত্বাভাবাদ্বেদান্তাঃ শুদ্ধে সিদ্ধেঽর্থে মানমিত্যুক্তম্; ইদানীমিতি শব্দপ্রযুক্তং চোদ্যমুত্থাপয়তি—অনাত্মেতি। আত্মশব্দাদূর্দ্ধমিতি-শব্দপ্রয়োগাদাত্মশব্দার্থস্যোপাস্যত্বেনাবিবক্ষিতত্বাদাত্মগুণকস্যানাত্মনোঽব্যাকৃতশব্দিতস্য প্রধানস্যোপাসনমস্মিন্বাক্যে বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। উক্তমেবার্থং দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। অনাত্মোপাসনমেবাত্র বিধিৎসিতমিত্যত্র হেত্বন্তরমাহ—আত্মেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—পরেণেতি। ততো বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—ইহ ত্বিতি। বৈলক্ষণ্যান্তরমাহ—ইতি-পরশ্চেতি। বৈলক্ষণ্যফলমাহ—অত ইতি। নাত্রানাত্মোপাসনং বিবক্ষিতমিতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। হেত্বর্থং স্ফুটয়তি—অস্যৈবেতি। ৩৩

আত্মনশ্চেদুপাস্যত্বং, তদা প্রক্রমবিরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—প্রবিষ্টস্যেতি। আত্মনো দর্শনপ্রতিষেধং প্রকটয়তি—যস্যেতি। তস্যৈবেতি নিয়মে হেতুমাহ—প্রকৃতত্বেতি। তচ্ছব্দস্য প্রকৃতপরামর্শিত্বাৎ প্রবিষ্টস্য চ প্রকৃতত্বাত্তস্য তেনোপাদানাদিতি হেত্বর্থঃ। পূর্ব্বপক্ষং নিগময়তি—তস্মাদিতি। প্রাণনাদিবিশিষ্টস্য পরিচ্ছিন্নত্বাত্তস্য দৃষ্টত্বেঽপি পূর্ণস্য ন দৃষ্টত্বেতি নিষেধশ্রুতিপর্য্যবসানান্নোপক্রমবিরোধোঽস্তীতি পরিহরতি—নেত্যাদিনা। তদেব বিশদয়তি—দর্শনেতি। কথময়মভিপ্রায়ভেদঃ শ্রুতেরবগম্যতে, তত্রাহ—প্রাণনাদীতি। প্রাণন্নেবেত্যাদিনা ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্টত্বেনাত্মনো বিশেষণাত্তস্য দৃষ্টত্বেঽপি নাসৌ পরিপূর্ণো দৃষ্টঃ স্যাদিতি শ্রুতেরাশয়ো লক্ষ্যতে; কেবলস্য তু তস্যোপাস্যত্বমভিসংহিতমকৃৎস্নত্বদোষাভাবাদিত্যর্থঃ। উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন সাধয়তি—আত্মনশ্চেদিতি। তস্যানুপাস্যত্বার্থং তদ্বচনমর্থবদিত্যাশঙ্ক্য তদুপাস্যত্বনিষেধস্যাত্মোপাস্যত্বে পর্য্যবসানমভিপ্রেত্যাহ—অতোঽনেকৈকেতি। ৩৪

উপক্রমোপসংহারাভ্যামুপাস্যত্বমাত্মনো দর্শিতমিদানীমিতি-শব্দপ্রয়োগাদনাত্মোপাসনমিদমিত্যুক্তং প্রত্যাহ—যাস্ত্বিতি। প্রয়োগশব্দাদুপরিষ্টাৎ সশব্দো দ্রষ্টব্যঃ। ইতিশব্দস্য যথোক্তার্থত্বাভাবে দোষমাহ—অন্যথেতি। ন চাত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যেণানুপাস্যত্বার্থমিতি-শব্দোঽর্থবান্,

পূর্ব্বাপরবাক্যবিরোধাদিতি দ্রষ্টব্যম্। স্থিতিশব্দমন্তরেণ বাক্যপ্রয়োগে দোষমাহ—তথেতি। তস্য শব্দপ্রত্যয়বিষয়ত্বমিষ্টমেবেতি চেত্তত্রাহ—তস্যেতি। আত্মোপাস্যত্ববাক্যবৈলক্ষণ্যাদনাত্মোপাসনমেতদিত্যুক্তং, তদ্দর্শয়তি—যস্ত্বিতি। ৩৫

আত্মৈব জ্ঞাতব্যো নানাত্মেতি প্রতিজ্ঞায়ামত্র হীত্যাদিনা হেতুরুক্তঃ, সংপ্রতি তদেতৎপদনীয়মিত্যাদিবাক্যাপোহ্যং চোদ্যমুত্থাপয়তি—অনির্জ্ঞাতত্বেতি। উত্তরমাহ—অত্রেতি। নির্দ্ধারণমেব স্ফোরয়তি—অস্যামিতি। নাস্তদিত্যুক্তত্বাদনাত্মনো বিজ্ঞাতব্যত্বাভাবশ্চেদনেন হীত্যাদিশেষবিরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে—কিং নেতি। তস্যাজ্ঞেয়ত্বং নিষেধতি—নেতি। তস্যাপি জ্ঞাতব্যত্বে নাস্তদিতি বচনমনবকাশমিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিং তর্হীতি। তস্য সাবকাশত্বং দর্শয়তি—জ্ঞাতব্যত্বেঽপীতি আত্মনঃ সকাশাদনাত্মনোঽর্থান্তরত্বাত্তস্যাত্মজ্ঞানাজ্জ্ঞাতব্যত্বাযোগাজ্জ্ঞাতব্যত্বে জ্ঞানান্তরমপেক্ষিতব্যমেবেতি শঙ্কতে—কস্মাদিতি। উত্তরবাক্যেনোত্তরমাহ—অনেনেতি। আত্মন্যনাত্মজাতস্য কল্পিতত্বাত্তস্য তদতিরিক্তস্বরূপাভাবাৎ তজ্জ্ঞানেনৈব জ্ঞাতব্যাসন্ধেনাস্তি জ্ঞানান্তরাপেক্ষেত্যর্থঃ। লোকদৃষ্টমাশ্রিত্যানেনেত্যাদিবাক্যার্থমাক্ষিপতি—নন্বিতি। আত্মকার্য্যত্বাদনাত্মনস্তস্মিন্নন্তর্ভাবাৎ তজ্জ্ঞানেন জ্ঞানমুচিতমিতি পরিহরতি—অস্ত্বেতি। ৩৬

সত্যোপায়াভাবাদাত্মতত্ত্বস্য পদনীয়ত্বাসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—কথমিতি। অসত্যস্যাপি শ্রুত্যাচার্য্যাদেরর্থক্রিয়াকারিত্বসম্ভবাদাত্মতত্ত্বস্য পদনীয়ত্বোপপত্তিরিত্যাহ—উচ্যত ইতি। বিবিৎসিতং লব্ধমিষ্টম্। অন্বেষণোপায়ত্বং দর্শয়িতুং পদেনেতি পুনরুক্তিঃ। অনেনেত্যত্র বেদেতি জ্ঞানেনোপক্রম্যানুবিন্দেদিতি লাভমুক্ত্বা কীর্ত্তিমিত্যাদিশ্রুতৌ পুনর্জ্ঞানার্থেন বিদিনোপসংহারাদনুবন্দোদতি শ্রুতেরুপক্রমোপসংহারাবরোধঃ স্যাদিতি শঙ্কতে নন্বিতি। শঙ্কিতং বিরোধং নিরাকরোতি—নেতি। কথং তয়োরৈকার্থ্যং, গ্রামাদৌ তদেকত্বাপ্রসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্যাহ—আত্মন ইতি। গ্রামাদাবপ্রাপ্তে প্রাপ্তরেব লাভো ন জ্ঞানমাত্রং, তথাত্রাপি কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নেত্যাদিনা।

জ্ঞানলাভশব্দয়োরর্থভেদস্তর্হি কুত্রেত্যাশঙ্ক্যাহ—যত্র হীতি। অনাত্মনি লব্ধলব্ধব্যয়োর্জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়য়োশ্চ ভেদে ক্রিয়াভেদাৎ ফলভেদসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। নন্বাত্মলাভোঽপি জ্ঞানাদ্ভিদ্যতে, লাভত্বাদনাত্মলাভবদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানহেতুমাত্রানধীনত্বমুপাধিরিত্যাহ—ন চেতি। অপ্রাপ্তত্বং ব্যক্তীকরোতি—উৎপাদ্যেতি। তদ্ব্যবধানমেব সাধয়তি—কারকেতি। কিঞ্চানাত্মলাভোঽবিদ্যাকল্পিতঃ, কাদাচিৎকত্বাৎ সম্মতবদিত্যাহ—অ[illegible]ত্বিতি। কিঞ্চ, অসাবপ্রামাণিকত্বাৎ সম্প্রতিপন্নবদিত্যাহ—মিথ্যেতি। প্রকৃতে বিশেষং দর্শয়তি—অয়ং ত্বিতি। ৩৭

বৈপরীত্যমেব স্ফোরয়তি—আত্মত্বাদিতি। আত্মনঃ তর্হি নিত্যলব্ধত্বাৎ ন তত্রালব্ধত্ববুদ্ধিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—নিত্যেতি। আত্মন্যলাভোঽজ্ঞানং, লাভস্তু জ্ঞানমিত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি—যথেত্যাদিনা। শুক্তিকায়াঃ স্বরূপেণ গৃহ্যমাণায়া অপীতি যোজনা। আত্মলাভোঽবিদ্যানিবৃত্তিরেবেত্যত্রোক্তং বক্ষ্যমাণং চ গমকং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। অবিরোধমুপসংহরতি—তস্মাদিত্যাদিনা। তয়োরৈকার্থ্যেঽপি কথমনুবিন্দেদিতি মধ্যে প্রযুজ্যতে, তত্রাহ—বিন্দতেরিতি। ৩৮

আদিমধ্যাবসানানামবিরোধমুক্ত্বা কীর্ত্তিমিত্যাদিবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—গুণেত্যা-দিনা। ইতি-শব্দাদুপরিষ্টাদ্ যথেত্যস্য সম্বন্ধঃ। জ্ঞানস্তুতিশ্চাত্র বিবক্ষিতা, জ্ঞানিনামীদৃক্-ফলস্যানভিলষিতত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪ ॥ ৭ ॥

ভাষ্যানুবাদ। 'তদ্ধেদম্' ইত্যাদি। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ বীজাবস্থায়—কারণরূপে অব্যক্তাবস্থায় বিদ্যমান ছিল; এই জন্যই—তৎকালে পরোক্ষ ছিল বলিয়াই অপ্রত্যক্ষবাচক সর্ব্বনাম 'তৎ' শব্দে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। অব্যাকৃত অবস্থায় অবস্থিত ভবিষ্যৎ জগৎ তখনও অতীত কালের সহিত সংসৃষ্ট থাকায় [তাহার পরোক্ষত্বাভিধান যুক্তিযুক্তই হইয়াছে]। বিষয়টি যাহাতে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে, সেই জন্য ঐতিহ্যবোধক (পুরাবৃত্তবোধক) 'হ' শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কেন না, 'যুধিষ্ঠির নামে একজন রাজা ছিলেন' এই কথা বলিলে যেমন ঐতিহাসিক রূপে সহজেই বুঝিতে পারা যায়, তেমনি 'তৎকালে এইপ্রকার ছিল' বলিলে, জগতের বীজাবস্থাটী পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষের অগোচর হইলেও তাহা অনায়াসেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। 'ইদম্' শব্দেও যথোক্তপ্রকার সাধ্য-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) অভিব্যক্ত নাম-রূপাত্মক জগতের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখানে জগতের পরোক্ষাবস্থাবোধক 'তৎ' শব্দ ও প্রত্যক্ষাবস্থা বোধক (স্থূলাবস্থাবোধক) 'ইদং' শব্দের সামানাধিকরণ্য বা অভেদ নির্দ্দেশ থাকায় স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষাত্মক জগৎ ফলতঃ একই বস্তু, ভিন্ন নহে;—যাহা অব্যক্তাবস্থায় ছিল, তাহাই এখন ব্যক্তাবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, এবং যাহা এই ব্যক্তাবস্থায় বর্ত্তমান আছে, তাহাই পূর্ব্বে অব্যক্তাবস্থায় বর্ত্তমান ছিল, (উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য কিছুমাত্র নাই)। ইহা ছাড়া, অসতের উৎপত্তি হয় না, আর সৎ—বর্ত্তমান কার্য্য বস্তুরও বিনাশ হয় না, এইরূপ সিদ্ধান্তই অবধারিত হইল। ১

এবংবিধ জগৎ অব্যক্তাবস্থায় থাকিয়া [সৃষ্টির প্রারম্ভে] নাম-রূপাকারেই—নাম ও বিশেষ বিশেষ আকৃতিতে ব্যাকৃত হইল (অভিব্যক্ত হইল)। এখানে 'ব্যাক্রিয়ত' ক্রিয়াপদটীর কর্ম্ম-কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ (*) থাকায় বুঝিতে

(*) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ কার্য্যমাত্রেরই স্বতন্ত্র কর্ত্তা ও কর্ম্ম থাকে; কর্ত্তা উপযুক্ত সাধনের সাহায্যে ক্রিয়া নিষ্পাদন করিয়া থাকে; কিন্তু যেখানে কার্য্যটীকে অনায়াসসাধ্য বুঝাইবার জন্য কর্ম্মকেই কর্ত্তার স্থানবর্ত্তী করিয়া কর্ত্তারূপে ব্যবহার করা হয়, তাহাকে

হইবে যে, সেই জগৎ নিজেই—আপনিই ব্যক্তীভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল,—অর্থাৎ নাম ও রূপ-বিশেষে প্রতীত হইবার উপযুক্ত অবস্থায় স্পষ্টরূপে ব্যক্তীভূত হইয়াছিল। বিনা হেতুতে যখন কার্য্য হইতে পারে না; তখন [উল্লেখ না থাকিলেও] কার্য্য নিয়ামক (অধ্যক্ষ) কর্ত্তা, করণব্যাপারাদি আবশ্যকীয় কারণ-সমূহের সদ্ভাব ধরিয়া লইতে হইবে। [এখন অভিব্যক্তির স্বরূপ বলিতেছেন, -] 'অসৌ-নামা' 'ইদংরূপঃ' অর্থাৎ দেবদত্ত বা যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি যাহার নাম এবং এই দৃশ্যমান শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ যাহার রূপ, তাদৃশ নাম-রূপ-বিশিষ্ট। এখানে সাধারণভাবে 'অসৌ' এই সর্ব্বনাম শব্দ থাকায় নামমাত্রেরই গ্রহণ করিতে হইবে, আর 'ইদং-রূপঃ' স্থলেও 'ইদং' শব্দ থাকায়, জগতে যত রকম রূপ আছে, তৎসমস্তই বুঝিতে হইবে। সেই এই আলোচ্য অব্যাকৃত বস্তুটীই বর্ত্তমান সময়েও (আধুনিক সৃষ্টিকালেও) নাম-রূপ দ্বারাও ব্যাকৃত হইয়া থাকে —ইহা 'অমুক-নামক' ও 'অমুক আকৃতিবিশিষ্ট'। ২

যে তত্ত্বপ্রতিপাদনের জন্য সমস্ত অধ্যাত্মশাস্ত্রের আরম্ভ, স্বভাবসিদ্ধ অবিদ্যা দ্বারা যাহার উপর কর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছে, যিনি সমস্ত জগতের কারণ, স্বচ্ছ সলিল হইতে যেরূপ জলীয় মলস্বরূপ ফেন সমুদ্গত হয়, তেমনি স্ব-রূপভূত নাম ও রূপ যাঁহা হইতে প্রকাশ পাইয়া থাকে, এবং যিনি স্বরূপতঃ উক্ত নাম ও রূপ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ—নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তস্বভাব, সেই তিনিই আত্মভূত নাম ও রূপ প্রকটিত করিয়া কর্ম্ম-ফলাশ্রয় এবং ক্ষুধা-পিপাসাদি-সম্পন্ন ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত দেহীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৩

প্রশ্ন হইতেছে যে, ভাল, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে —'অব্যাকৃত জগৎ আপনা হইতেই ব্যাকৃত বা অভিব্যক্ত হইয়াছে; এখন আবার এ কথা বলা হইতেছে কি প্রকারে যে, পরমাত্মাই অব্যাকৃত জগৎকে ব্যাকৃত করিয়া তন্মধ্যে

কর্ম্ম কর্তৃবাচ্য প্রয়োগ বলে; ফল কথা, যে প্রয়োগে কর্ত্তার স্পষ্ট প্রতীতি থাকে না, কর্ম্মেরই কর্তৃত্ব মনে হয়, তাহাই কর্ম্মকর্তৃ-প্রয়োগ। যেমন 'ছিদ্যতে বৃক্ষঃ স্বয়মেব' অর্থাৎ বৃক্ষটি আপনিই যেন কাটা হইতেছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কর্ত্তা ও সাধনাদি না থাকিলে কোথাও কোন ক্রিয়াও হইতে পারে না; জগতের অভিব্যক্তিতেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই; এই জন্যই ভাষ্যকার 'সামর্থ্যাৎ নিয়ন্তৃ' ইত্যাদি কথা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন। পরমেশ্বর জীবগণের প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে অনায়াসে জগৎসৃষ্টি সম্পন্ন করিয়াছিলেন; এই অভিপ্রায় জ্ঞাপনের জন্য কর্ম্ম-কর্তৃবাচ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রবেশ করিলেন? না—এ কথা দোষাবহ হইতেছে না; কারণ, সেখানে পরমাত্মাকেই অব্যাকৃত জগৎস্বরূপে পতিপাদন করা শ্রুতির অভিপ্রেত; এইজন্যই [ঐরূপ বলা হইয়াছে] আমরাও পূর্ব্বেই বলিয়া রাখিয়াছি যে, অব্যাকৃত জগৎ যে স্বয়ংই ব্যাকৃত হইয়াছে, তাহাতেও জগতের নিয়ন্তা, কর্ত্তা, ক্রিয়াসাধন প্রভৃতি আবশ্যকীয় সমস্ত কারণেরই সদ্ভাব স্বীকার করিতে হইবে, (নচেৎ কার্য্যই জন্মিতে পারে না)। বিশেষতঃ 'ইদং' শব্দের সহিত 'অব্যাকৃত' শব্দের সামানাধিকরণ্যও (অভেদ নির্দ্দেশও) এ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতেছে, অর্থাৎ এই দৃশ্যমান (ব্যক্ত) জগতে যেরূপ নিয়ন্তা (পরিচালক) প্রভৃতি বহুবিধ বিশিষ্ট কারকাদির সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই অব্যাকৃত জগৎ-সম্বন্ধেও এ সমস্ত নিমিত্তাদির সদ্ভাব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে; উভয়ের মধ্যে এইমাত্র বিশেষ যে, একটি ব্যাকৃত (ব্যক্ত), আর অপরটি অব্যাকৃত (অব্যক্ত)। তাহার পর বক্তার ইচ্ছানুসারে এরূপ কর্ত্তৃহীন ক্রিয়াপদের প্রয়োগ অন্যত্রও দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—'গ্রাম আসিয়াছে' (গ্রামস্থ লোক আসিয়াছে), এবং 'গ্রাম শূন্য হইয়াছে' (গ্রামে লোকের বাস নাই), ইত্যাদি স্থলে গ্রাম-শব্দে কখনও কেবল বসতি মাত্র অর্থের বিবক্ষায় অর্থাৎ গ্রামে লোকের বাস নাই, এইরূপ অর্থ প্রতিপাদনের অভিপ্রায়ে 'গ্রামঃ শূন্যঃ' এইরূপ শব্দ-ব্যবহার হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রাম-বাসী লোককে লক্ষ্য করিয়া 'গ্রামঃ আগতঃ' এইরূপ শব্দ-প্রয়োগ করা হইয়া থাকে, কখনও বা গ্রামবাসী লোক ও তাহাদের বসতি,এতদুভয় অর্থকেই লক্ষ্য করিয়া 'গ্রাম' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; যথা,—'গ্রামং চ ন প্রবিশেৎ' অর্থাৎ 'এ গ্রামে প্রবেশ করিবে না'; [এখানে গ্রামে বাস ও গ্রামবাসী জনের সংসর্গ, উভয়ই নিষিদ্ধ হইয়াছে]; তেমনি এখানেও ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত জগতের অভেদবিবক্ষায় আত্মস্বরূপে, আর ভেদবিবক্ষায় অনাত্মস্বরূপেও ব্যবহার হইয়া থাকে; 'সেই এই জগৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল', এইবাক্যে আবার কেবলই জগতের (জড়ভাবের) নির্দ্দেশ হইয়া থাকে। সেইরূপ 'আত্মা মহান্ ও অজ (জন্মরহিত)',' স্থূলও নহে, অণুও নহে' 'এই আত্মা বস্তুটি ইহা নহে ইহা নহে' ইত্যাদি স্থলে শুধু আত্মারই স্বরূপোল্লেখ হইয়া থাকে। ৪

এখন আপত্তি হইতেছে যে, পরমাত্মা কর্ত্তৃক ব্যাকৃত (ব্যক্তীভাবাপন্ন) এই জগৎ যখন তাঁহা দ্বারা সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে ব্যাপ্তই রহিয়াছে, তখন তাঁহাকেই আবার ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে কি

প্রকারে? কেন না, অপ্রবিষ্ট স্থানেই কোনও পরিচ্ছিন্ন পদার্থ প্রবেশ করিতে পারে; যেমন লোকে গ্রাম প্রভৃতি স্থানে প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু আকাশ ত কখনও কোথাও প্রবেশ করিতে পারে না; কারণ, তাহা সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্তই আছে। যদি বল, পাষাণমধ্যগত সর্পাদির ন্যায় অন্য কোনরূপেও তাঁহার প্রবেশ হইতে পারে অর্থাৎ যদি বল যে, পরমাত্মা স্বীয় ব্যাপকরূপে প্রবেশ করেন নাই; তবে কি? না, তাহার মধ্যগত থাকিয়াই অন্য কোনও প্রকারে প্রকটিত হইয়া থাকেন; এই জন্যই তাঁহাকে 'প্রবিষ্ট' বলিয়া আরোপ করা হইয়া থাকে মাত্র; পাষাণের ভিতরে যেমন পাষাণের সঙ্গে সঙ্গেই সর্পের অবির্ভাব হয়, অথবা নারিকেলের মধ্যে যেমন সঙ্গে-সঙ্গে জল উৎপন্ন হয়, ইহাও তদ্রূপ)। না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'তাহা সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, স্বয়ং তিনিই অবিকৃতভাবে অর্থাৎ অন্য কোনও ধর্ম্মান্তর গ্রহণ না করিয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়া, পরে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। যেমন 'ভোজন করিয়া গমন করিতেছে' বলিলে পূর্ব্বকালবর্ত্তী ভোজনক্রিয়া ও পরবর্ত্তী গমন-ক্রিয়ার মধ্যে পরস্পর পার্থক্য প্রতীত হইলেও কর্ত্তার পার্থক্য-প্রতীতি হয় না, (পরন্তু একই কর্ত্তার প্রতীতি হয়), এখানেও ঠিক তদ্রূপ ব্যবস্থা হইতে পারে; কিন্তু প্রবিষ্ট বস্তুর অবস্থান্তরোৎপত্তি স্বীকার করিলে ইহা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আর নিরবয়ব ও অপরিচ্ছিন্ন কোন পদার্থের যে, এক স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য স্থানের সহিত সংযোগাত্মক প্রবেশ, তাহাত কোথাও দেখা যায় না; [অতএব নিরবয়বের প্রবেশের কথা কোন মতেই উপপন্ন হইতে পারে না]।

যদি বল, শ্রুতিতে যখন প্রবেশের কথা আছে, তখন তিনি সাবয়বই বটে; না,—তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'পুরুষ দিব্য ও অমূর্ত্ত (নিরবয়ব),' 'নিষ্ক্রিয় ও নিরংশ' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে এবং সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম-প্রতিষেধক শ্রুতি হইতেও [তাঁহার নিরবয়বত্ব প্রমাণিত হয়]। যদি বল, সূর্য্যাদির প্রতিবিম্বের যেরূপ জলাদিতে প্রবেশ দৃষ্ট হয়, ইহারও তদ্রূপ প্রবেশ কল্পনা করা যাইতে পারে; না, তাহাও হইতে পারে না; কারণ, কোন বস্তুর সহিতই তাহার বিপ্রকর্ষ বা ব্যবধান উপপন্ন হয় না, [অথচ ব্যবধান না থাকিলেও একের মধ্যে অপরের প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে না]। [স্থান-

ব্যবধান না থাকিলেও] দ্রব্যের মধ্যে যেরূপ গুণের প্রবেশ হয়, ব্রহ্মেরও সেরূপ প্রবেশ হইতে পারে? না,—তাহাও হইতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম ত গুণের ন্যায় কোথাও আশ্রিত নহে; গুণ-পদার্থ নিত্যই পরাধীন (দ্রব্যের অধীন) ও দ্রব্যাশ্রিত; সুতরাং দ্রব্যের মধ্যে তাহার প্রবেশ-ব্যবহার উপপন্ন হয়, কিন্তু স্বতন্ত্র অর্থাৎ অ-পরাধীন ব্রহ্মের সম্বন্ধে ত সেরূপ প্রবেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না। আর ফলের মধ্যে বীজ প্রবেশের ন্যায় যে, প্রবেশ বলিবে; তাহাও নহে; কারণ, তাহা হইলে, ফলের ন্যায় ব্রহ্মেরও সাবয়বত্ব, বৃদ্ধি, হ্রাস, উৎপত্তি ও বিনাশাদি ধর্ম্মের সম্ভাবনা হইয়া পড়ে; প্রকৃতপক্ষে ত ঐ সমস্ত ধর্ম্মের সহিত ব্রহ্মের কস্মিন্‌কালেও সম্বন্ধ নাই; কারণ, তাহা হইলে তিনি 'জন্মরহিত ও মরণহীন' ইত্যাদি শ্রুতি ও যুক্তির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় (১)। আর যদি বল—অন্য কোনও পরিচ্ছিন্ন সংসারী (জীবই) ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, (ব্রহ্ম নহে); না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'সেই এই দেবতা (পরমাত্মা) ঈক্ষণ করিলেন' এই হইতে আরম্ভ করিয়া 'নাম ও রূপ ব্যাকৃত করিব' এই পর্য্যন্ত শ্রুতিতে সেই পরমেশ্বরেরই সৃষ্টিমধ্যে প্রবেশ ও অভিব্যক্তি কার্য্যে কর্তৃত্ব উল্লিখিত আছে। সেইরূপ 'তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন', 'তিনি এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া, ইহা দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন', 'স্থিরস্বভাব ব্রহ্ম সমস্ত রূপ (আকৃতি) নির্ম্মাণ করিয়া এবং পৃথক্ পৃথক্ নামকরণ করিয়া, সেই সেই নামের উল্লেখ করতঃ অবস্থান করেন', 'তুমি কুমার, অথবা কুমারী, তুমি জীর্ণ (বৃদ্ধ) হইয়া দণ্ড দ্বারা গমন করিয়া থাক', 'প্রথমে দ্বিপদ সৃষ্টি করিলেন,' 'তিনি বিভিন্ন বস্তুতে [প্রবেশ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন আকারে

(১) তাৎপর্য্য—ব্রহ্মের বৃদ্ধি-ক্ষয়াদি ধর্ম্ম স্বীকার করিলে যে, শ্রুতি-বিরোধ উপস্থিত হয়, তাহা "অজঃ অজরঃ" ইত্যাদি শ্রুতিতে প্রকাশিত হইয়াছে। যুক্তি বিরোধ এইরূপ—ব্রহ্ম যদি ধর্ম্মী হন, আর ক্ষয়, বৃদ্ধি প্রভৃতি যদি তাঁহার ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঐ ধর্ম্মগুলি ব্রহ্ম হইতে অত্যন্ত ভিন্ন, কি অভিন্ন? ভিন্ন হইলে ত অদ্বৈতত্ব থাকে না, আর অভিন্ন হইলেও উহাদের উচ্ছেদের সঙ্গে ব্রহ্মেরই উচ্ছেদ সম্ভাবিত হয়; কাজেই ঐ জাতীয় ধর্ম্মগুলিকে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করা যায় না; অতএব ব্রহ্মসম্বন্ধে ঐরূপ ধর্ম্ম স্বীকার করা যুক্তি-বিরুদ্ধ হয়; অতএব ব্রহ্মের বৃদ্ধি ক্ষয়াদি ধর্ম্ম-সম্বন্ধ, এবং তন্নিবন্ধন সাবয়বত্ব কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না।

প্রকাশ পাইলেন]' এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, পরমাত্মা ভিন্ন অপর কাহারো প্রবেশ হয় নাই। আপত্তি হইতে পারে যে,প্রবিষ্টদের মধ্যে যখন পরস্পর পার্থক্য বা প্রভেদ রহিয়াছে, তখন প্রবিষ্ট পরমাত্মারও বহুত্ব হইয়া পড়ে ? তদুত্তরে বলি যে, না, তাহা হয় না; কারণ, 'একই দেবতা (পরমাত্মা) বহুরূপে প্রবিষ্ট হইয়াছেন' 'তিনি এক হইয়াও বহু প্রকারে বিচরণ করিতেছেন', 'তুমি বহুতে প্রবেশ করিয়াও একই আছ' "একই, দেব (পরমাত্মা) সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছেন, এবং তিনি সর্ব্ব-ব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা' ইত্যাদি শ্রুতিতে [তাহার একত্বই ব্যবস্থিত হইয়াছে]। ৬

আচ্ছা, প্রবেশ উপপন্ন হয়, কি না হয়, সে কথা থাকুক ; প্রবিষ্টমাত্রই যখন সংসারী, এবং পরমাত্মাও যখন সেই সমস্ত সংসারী হইতে ভিন্ন নহে, তখন পরমাত্মারও নিশ্চয়ই সংসারিত্ব হইতে পারে ? এ কথা যদি বল, তদুত্তরে বলি যে, না—তাহা হইতে পারে না ; কারণ, শ্রুতিতে তাঁহাকে অশনায়াদি (ভোজনেচ্ছা প্রভৃতি) ধর্ম্মশূন্য বলা হইয়াছে। যদি বল যে, জীবের যখন সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন তিনি অশনায়াদির অতীত হইতে পারেন না ; না,—সে কথাও বলিতে পার না ; কারণ, শ্রুতিতে আছে—'তিনি (আত্মা) লোক-দুঃখে (সংসারদুঃখে) লিপ্ত হন না' ; 'তিনি এ সমস্তের অতীত'। যদি বল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রুতির কথা যুক্তিসঙ্গত নহে ; না, সে কথাও বলা চলে না ; কারণ, আত্মার অভিব্যক্তি-ক্ষেত্র বিশেষ বিশেষ উপাধির বৈচিত্র্যই প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণের বিষয় হয়, [কিন্তু আত্মা হয় না] ; কেন না, 'দৃষ্টি'র দ্রষ্টাকে (জ্ঞানের প্রকাশককে) দর্শন করিতে পার না'। 'অরে মৈত্রেয়ি, বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?', 'তিনি অন্যের অবিজ্ঞাত, অথচ স্বয়ং বিজ্ঞাতা' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানের বিষয় আত্মা নহে, তবে কি ? না, বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিতে প্রতিফলিত যে আত্মপ্রতিবিম্ব, তাহাই 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' ইত্যাদি প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় বা বিজ্ঞেয়, (কিন্তু আত্মা তাহার বিষয় নহে) ; কারণ, 'অয়ম্ অহম্' (ইহা আমি) ইত্যাদি স্থলে বিষয়ের (অয়ং-পদবাচ্য জ্ঞেয় পদার্থের) সহিত বিষয়ীর (বিজ্ঞাতা আত্মার) সামানাধিকরণ্য বা অভেদ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় ; বিশেষতঃ 'ইহা ভিন্ন আর দ্রষ্টা নাই' ইত্যাদি শ্রুতিতে দ্বিতীয় আত্মার নিষেধও

রহিয়াছে (১)। বিশেষতঃ হস্তপদাদি দেহাবয়বে সুখ-দুঃখের প্রতীতি হয় বলিয়াও সুখ-দুঃখকে বিষয়ের (অনাত্মপদার্থের) ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে (২)। ৭

যদি বল, 'আত্মার তৃপ্তি সাধনের জন্যই [সমস্ত বিষয় প্রিয় হইয়া থাকে]' ইত্যাদি শ্রুতিতে যখন আত্মতৃপ্তিকেই একমাত্র উদ্দেশ্য বলা হইয়াছে, তখন আত্মার সুখ-দুঃখ নাই, এ কথাটা যুক্তিযুক্ত হয় না; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'যে সময় অন্যেরই মত হয় আত্মা হইতে আপনাকে যেন ভিন্ন বলিয়াই মনে করে' ইত্যাদি শ্রুতিতে অবিদ্যাসমন্বিত আত্মাকেই উল্লিখিত কামনার ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে; বিশেষতঃ 'তখন (যখন ব্রহ্মাত্ম' বোধ উপস্থিত হয়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে?' 'এ জগতে কিছুই নানা (ব্রহ্ম ভিন্ন) নাই' '[মুমুক্ষু যখন] সর্ব্বত্র একত্ব দর্শন করেন, তখন তাঁহার শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' ইত্যাদি শ্রুতিতে জ্ঞানদশায় সুখ-দুঃখাদির সদ্ভাব নিষিদ্ধই হইয়াছে; কাজেই সুখ দুঃখ প্রভৃতিকে আত্মার ধর্ম্ম বলা যায় না। ৮

যদি বল, তর্কশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া, ইহা যুক্তি-যুক্ত নহে; না, তাহাও বলা যায় না; কারণ, যুক্তি দ্বারাও আত্মার সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ উপপন্ন হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যক্ষের অগম্য

(১) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ জ্ঞান হয় বিষয়ী, আর জ্ঞেয় বস্তু হয় বিষয়. বেদান্তমতে জ্ঞানই আত্মা; সুতরাং আত্মাকেই বিষয়ী বলা যায়। অয়ম্ অহম্' স্থলে, 'অয়ং' পদের অর্থ—প্রত্যক্ষযোগ্য অনাত্মবস্তু; সুতরাং তাহা আত্মোপাধিভূত বুদ্ধি-প্রভৃতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না; আর 'অহং' পদের অর্থ—আত্মা; জ্ঞান ও জ্ঞেয় এবং আত্মা ও অনাত্মা স্বভাবতই ভিন্ন, কিন্তু তথাপি ব্যবহারক্ষেত্রে বিষয় (অনাত্মা) 'অয়ং' পদার্থের সহিত বিষয়ীর (আত্মার) অভেদ আরোপ করা হইয়া থাকে। ইহা হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় শুদ্ধ আত্মা নহে; পরন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধিতে প্রতিবিম্বিত যে আত্ম-চৈতন্য, তাহাই উহার বিষয়, কাজেই 'আমি সুখী দুঃখী' ইত্যাদি অনুভব দ্বারা বিশুদ্ধ আত্মার সুখ-দুঃখাদি সম্বন্ধ কল্পনা করা যাইতে পারে না।

(২) তাৎপর্য্য—সাধারণতঃ 'আমার হাতে দুঃখ, পায়ে দুঃখ, কিংবা মস্তকে দুঃখ, অথবা সুখ' ইত্যাদিরূপে দেহাবয়ব হস্তপদাদিতেই সুখ-দুঃখের প্রতীতি হইয়া থাকে; হস্তপদাদি যে অনাত্ম বস্তু—বিষয়, সে বিষয়ে কাহারো সন্দেহ নাই; সুতরাং উক্ত প্রকার প্রতীতি হইতেও জানা যায় যে, সুখ দুঃখাদি ধর্ম্মগুলি আত্মার নহে; পরন্তু অনাত্মা দেহাদিরই বটে, আত্মাতে তাহার আরোপ হয় মাত্র।

আত্মা কথনই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দুঃখ দ্বারা বিশেষিত (দুঃখের বিশেষ্য) হইতে পারে না; কারণ, আত্মা কথনও লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যদি বল, আকাশ অপ্রত্যক্ষ হইলেও যেমন প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্য শব্দ তাহার গুণ বা ধর্ম্ম হয়, তেমনি অপ্রত্যক্ষ আত্মাও প্রত্যক্ষ দুঃখের সহিত সম্বদ্ধ হইবে, বাধা কি? না, তাহা বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলেও এক বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না; কেন না, প্রত্যক্ষের বিষয় (প্রত্যক্ষ-যোগ্য) যে, সুখগ্রাহক জ্ঞান, [তোমার মতে] নিত্যানুমেয় আত্মা ত কথনই তাহার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা যথন এক বৈ দুই নয়, তথন সেই আত্মাও ঐ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, তাহা হইলে (সেই আত্মাও বিষয়শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইলে) বিষয়ীরই (বিষয়-প্রকাশক—বিষয়গ্রাহকেরই) অভাব হইয়া পড়ে। আর যদি বল, দীপ যেমন নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (প্রকাশ্য ও প্রকাশক) হয়, তেমনি আত্মাও নিজেই নিজের বিষয় ও বিষয়ী (জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা) হইবে; না, তাহাও বলিতে পার না, কারণ, একই সময়ে কাহারো বিষয়-বিষয়িভাব হইতে পারে না; বিশেষতঃ আত্মা যথন নিরংশ (নিরবয়ব), তথন অংশভেদেও যে, ঐরূপ বিষয়-বিষয়িভাব কল্পনা, তাহাও সঙ্গত হয় না (ক)। ৯

(ক) তাৎপর্য্য—তার্কিকগণ বলিয়া থাকেন যে, আত্মাতে চতুর্দ্দশ প্রকার গুণ আছে—"বুদ্ধ্যাদিষট্‌কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুশ্চতুর্দ্দশ॥" অর্থাৎ বুদ্ধি (জ্ঞান) সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ যত্ন (চেষ্টা), একত্বাদি সংখ্যা, মহৎ পরিমাণ, পৃথক্‌ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 'ভাবনা' নামক সংস্কার, (যাহার সাহায্যে জ্ঞাত বিষয় পুনঃ স্মৃতি-পথে উদিত হয়) ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই চতুর্দ্দশটি গুণ আত্মার স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম্ম। এখন আত্মাতে যদি সুখ-দুঃখের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত তার্কিকসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে; অতএব আত্মার সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্মসদ্ভাব স্বীকার করাই উচিত। তদুত্তরে ভাষ্যকার বলিতেছেন—

যুক্তি দ্বারাও যথন আত্মার সুখ-দুঃখাভাব প্রমাণ করা যাইতে পারে, তথন তাঁহাতে সুখ-দুঃখ সম্বন্ধ কথনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। একটি যুক্তি এই যে, সুখ দুঃখ প্রত্যক্ষের বিষয়, আত্মা কিন্তু সাধারণ প্রত্যক্ষের অবিষয়, সুতরাং প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষের মধ্যে কথনও ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব হইতে পারে না। বিশেষতঃ আত্মা জ্ঞানস্বরূপ; সুতরাং তাহা বিষয়ী, আর আত্মগুণ সুখ-দুঃখ হইল তাহার বিষয়; দীপ যেমন কথঞ্চিৎ নিজেই নিজকে প্রকাশিত করে বলিয়া বিষয়ও বটে, এবং বিষয়ীও বটে; আত্মার পক্ষে কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা হইতে

উপরে যে সমস্ত যুক্তি-প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, তাহা দ্বারা [বৌদ্ধমতে] বিজ্ঞানের যে, গ্রাহ্য-গ্রাহকভাব, তাহাও খণ্ডিত হইল, এবং প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দুঃখ আর অনুমানের বিষয়ীভূত আত্মার যে, গুণ-গুণিভাব-কল্পনা, তাহাও নিরস্ত হইল; কারণ, দুঃখ-পদার্থ নিত্যই প্রত্যক্ষের বিষয়, অধিকন্তু দৈহিক রূপাদির সহিত একাধিকরণে (একই দেহে) প্রতীত হইয়া থাকে; [সুতরাং রূপাদি যেমন আত্মার গুণ নহে, তেমনি দুঃখও আত্মার গুণ হইতে পারে না]। আর আত্মাতে দুঃখ যদি মনঃসংযোগজনিতও হয়, তাহা হইলেও আত্মাতে সাবয়বত্ব, বিকারিত্ব ও অনিত্যত্বাদি দোষ আসিয়া পড়ে; কারণ, কোথাও এমন কোনও গুণ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহা উৎপন্ন বা বিনষ্ট হইবার সময় স্বসম্বদ্ধ সাবয়ব দ্রব্যকে কিছুমাত্রও বিকৃত করে না। আর যাহার অবয়ব নাই, সেই নিরবয়ব পদার্থকেও কোথায়ও বিকৃত হইতে, অথবা কোন নিত্য পদার্থকেও অনিত্য গুণবিশিষ্ট হইতে দেখা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা আগমবাদী অর্থাৎ প্রধানতঃ শাস্ত্রপ্রামাণ্যমাত্রাবলম্বী, তাহারা ত আকাশকেও নিত্য বলিয়া স্বীকার করেন না; অথচ এ বিষয়ে তদ্ভিন্ন আর উপযুক্ত দৃষ্টান্তও দেখা যায় না। আর যদি বল, বিকৃত হইলেও যখন তৎ-প্রত্যয়ের নিবৃত্তি হয় না, অর্থাৎ 'ইহা সেই বস্তুই বটে' এইরূপ জ্ঞান বিদ্যমানই থাকে, তখন উহা বিকারী হইলেও নিত্যই বটে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, দ্রব্যের রূপান্তর না ঘটাইয়া কখনও কোনও বিকার হইতে পারে না; অর্থাৎ এরূপ কোথাও বিকার দেখা যায় না, যাহা দ্বারা বিকৃত দ্রব্যের রূপান্তর ঘটে না, পরন্তু উহাই বিকারের স্বভাব বা স্বরূপ। আর এ কথাও বলিতে পার না যে, হউক না কেন সাবয়ব, তথাপি উহা নিত্য; তাহা হইলে অবয়বসমূহের পরস্পর সংযোগই যখন সাবয়ব পদার্থের কারণ, তখন নিশ্চয়ই সেই সমস্ত অবয়বের পুনর্ব্বার বিভাগও অবশ্যম্ভাবী [অবয়ব-বিভাগই ত সাবয়ব পদার্থের ধ্বংস বা বিনাশ; কাজেই সাবয়ব পদার্থের ধ্বংসও অবশ্যম্ভাবী]। যদি বল, বজ্রপ্রভৃতি কোন কোন সাবয়ব বস্তুতে যখন অবয়ব-সংযোগ দৃষ্ট হয় না, তখন সংযোগপূর্ব্বকত্ব নিয়মটি ঠিক

পারে না; কারণ, দীপ সাংশ বা সাবয়ব পদার্থ; তাহার পক্ষে একাংশে প্রকাশকত্ব আর অপরাংশে প্রকাশ্যত্ব হইতে পারে, কিন্তু আত্মা যখন নিরংশ পদার্থ, তখন তাহার পক্ষে একই সময় ঐরূপ বিষয়-বিষয়িভাব হইতে পারে না। ইত্যাদি।

অব্যভিচারী (সার্ব্বত্রিক) নহে; না, সে কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, বস্ত্রাদিও যে অবয়বসংযোগ হইতেই উৎপন্ন, তদ্বিষয়ে অনুমান করা যাইতে পারে; অতএব আত্মাতে কখনই দুঃখাদি অনিত্যগুণের সম্ভাব উপপন্ন হইতে পারে না (১)। ১০

এখন আপত্তি হইতে পারে যে, পরমাত্মাও যদি দুঃখী (দুঃখাশ্রয়) না হইলেন, এবং তদ্ভিন্ন অপর কাহাকেও যখন দুঃখী বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে না তখন সেই দুঃখশান্তির জন্য শাস্ত্রারম্ভের ত কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না; না, এরূপ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতে দুঃখিত্বভ্রম অধ্যারোপিত হইয়াছে, তন্নিবৃত্তিই শাস্ত্রারম্ভের উদ্দেশ্য; যেমন ["দশমস্ত্বমসি" স্থলে] অজ্ঞানবশতঃ আত্মাতে কল্পিত দশমত্ব সংখ্যার অপূরণ-ভ্রমনিবৃত্তির জন্য উপদেশের

(১) তাৎপর্য্য —এ স্থানে যে সমস্ত তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেকটিই জটিল এবং পৃথগ্ভাবে আলোচনার বিষয়, কিন্তু সেরূপ অবসর কোথায়? তাই দুই একটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার আভাস প্রদান করিতেছি—প্রথম কথা হইল, আমরা আত্মাতে যে সুখ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকি, তাহা আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে; পরন্তু বিষয়-সম্বন্ধ মনের সহিত আত্মার সংযোগ হইতে সমুৎপন্ন; সুতরাং, উহা অনিত্য। এ কথার উত্তরে ভাষ্যকার বলিলেন—আচ্ছা, আত্মার সুখ-দুঃখাদি যদি মনঃসংযোগজন্যই হয়, তাহা হইলেও আত্মার ঐ সমস্ত গুণকে উৎপত্তি-বিনাশশীল বলিতে হইবে। দেখিতে পাওয়া যায়, গুণ কখনও সাবয়ব ভিন্ন নিরবয়ব বস্তুতে থাকে না, এবং থাকাও সম্ভব হয় না। অবশ্য, নৈয়ায়িকগণ শব্দ-গুণবিশিষ্ট আকাশকেও নিরবয়ব বলেন; কিন্তু উপনিষৎ প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রে যখন পঞ্চভূতকেই উৎপন্ন (জন্য) পদার্থ বলিয়াছেন; তখন শাস্ত্রপ্রামাণ্যানুসারে আকাশকেও গুণাশ্রয় নিরবয়ব দ্রব্যরূপে দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে না। অতএব আত্মাতে সুখ-দুঃখ স্বীকার করিলেই সাবয়বত্বও স্বীকার করিতে হয়; অধিকন্তু, সাবয়ব দ্রব্যে যখনই কোনও গুণ উৎপন্ন হয়, অথবা তাহা হইতে অন্তর্হিত হয়, তখনই তাহার কিছু না কিছু বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে। অতএব আত্মার সুখ-দুঃখ স্বীকার করিলে বিকারিত্বও স্বীকার করিতে হয়; বিকারিত্ব স্বীকার করিলেই তাহার অনিত্যত্বও স্বীকার করিতে হয়। বিকারশীল সাবয়ব বস্তুমাত্রই কতকগুলি অবয়বের সংযোগে সমুৎপন্ন হইয়া থাকে; তাহা হইলেই 'সংযোগাশ্চ বিয়োগান্তাঃ' অর্থাৎ সংযোগের শেষ ফল হইতেছে—বিয়োগ; অবয়ব-বিয়োগই সাবয়ব পদার্থের ধ্বংস। বস্ত্র প্রভৃতি যে সমস্ত সাবয়ব বস্তুকে আপাতদৃষ্টিতে নিত্য বলিয়া অবয়বসংযোগজাত নয় এইরূপ মনে হয়; বস্তুতঃ সাবয়বত্ব নিবন্ধন সে সমস্ত বস্তুকেও সংযোগজ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে; সুতরাং ঐ সমস্ত বস্তুও ইহার বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না।

আবশ্যক হয়, * তেমনি এখানেও আত্মাতে স্বীকৃত কল্পিত দুঃখসম্বন্ধ-নিবৃত্তির জন্যও শাস্ত্রারম্ভের প্রয়োজন আছে। ১১

জলের মধ্যে সূর্য্যাদির প্রতিবিম্ব যেরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্যাকৃত জগতের মধ্যেও যে, আত্মার প্রতিবিম্ববৎ উপলব্ধি বা প্রতীতি, তাহাই আত্মার প্রবেশ। জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে আত্মার উপলব্ধি ছিল না, পশ্চাৎ স্থূল কার্য্য সৃষ্ট হইলে পর, বুদ্ধির অভ্যন্তরে তাহার উপলব্ধি হইল; এই কারণেই জলাদির মধ্যে সূর্য্যাদি-প্রতিবিম্বের ন্যায় কার্য্যস্বরূপ জগৎসৃষ্টির পর, তিনি তন্মধ্যে প্রবিষ্টবৎ অনুভূত হন বলিয়া শ্রুতিতে নির্দ্দেশ রহিয়াছে,—'তিনি ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন', 'তাহা (জগৎ) সৃষ্টি করিয়া তাহারই মধ্যে তিনি প্রবেশ করিলেন', 'তিনি এই সীমা বিদীর্ণ করিয়া ইহা দ্বারাই প্রাপ্ত হইলেন','সেই দেবতা (পরমেশ্বর) আলোচনা করিলেন,—ভাল, আমি এই জীবাত্মরূপে এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক [নাম ও রূপ বিস্তার করিব]' ইত্যাদি। [প্রবেশ শব্দের যেরূপ অর্থ বলা হইল, সেরূপ না হইলে,] সর্ব্বব্যাপী ও নিরবয়ব আত্মার দিক্, দেশ ও কালের সংযোগ-বিয়োগাত্মক প্রবেশ কখনও উপপন্ন হইতে পারে না। আর প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার অতিরিক্ত যে কেহ দ্রষ্টা আছেন, তাহাও নহে; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'ইহার অতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই', 'ইহার অতিরিক্ত আর কেহ শ্রোতা নাই' ইত্যাদি; এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় এবং সৃষ্ট জগতে

(*) তাৎপর্য্য—দশজন লোক বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইতে যাইতে পথে একটি ক্ষুদ্র নদী পাইল; নদীটী সন্তরণের সাহায্যে পার হইলে পর, তাহাদের মনে সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, আমরা ঠিক দশ জনই পার হইতে পারিয়াছি? কিংবা কেহ নদীতে ডুবিয়া গিয়াছে? তখনই গণনা আরম্ভ হইল। সকলেই অদ্ভুত পণ্ডিত। প্রত্যেকেই গণিবার সময় আপনাকে বাদ দিয়া গণিতে আরম্ভ করিল; সুতরাং নয় জনের বেশী লোক আর কিছুতেই হইল না, তখন তাহারা স্থির করিল যে, আমাদের দশম লোকটি নিশ্চয়ই জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। সকলেই দশম ব্যক্তির শোকে কাঁদিয়া আকুল। অপর একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের দুরবস্থা দর্শনে কাতর হইয়া বলিলেন যে, তোমরা পুনর্ব্বার গণনা করিয়া দেখ, দশম মরে নাই; তখন তাহাদের একজন লোক পূর্ব্ববৎ গণনা করিতে করিতে যেই নবম পর্য্যন্ত গণনা করিল, তখনই সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিলেন যে, 'দশমস্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমিই সেই দশম; তখন তাহাদের দশম সংখ্যার অপূরণভ্রম বিদূরিত হইল।

ব্রহ্মের প্রবেশবোধক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য আছে, সে সমস্তের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে—ব্রহ্মকে উপলব্ধি-গোচর করান; কারণ, শ্রুতিতে ব্রহ্মোপলব্ধিই পুরুষার্থ (পুরুষের মুখ্য প্রয়োজন) বলিয়া শ্রুত হয়,—'আত্মাকেই জানিবে', 'সেই ব্রহ্মোপলব্ধির ফলে সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন', 'ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন,' 'সেই যে কেহ পরমাত্মাকে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান', 'আচার্য্যবান্ পুরুষ (জিজ্ঞাসু ব্যক্তি) তাঁহাকে জানেন,' 'তাঁহার (ব্রহ্মদর্শীর) সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব' ইত্যাদি; এবং 'তাহার পর আমাকে যথাযথরূপে অবগত হইয়া পশ্চাৎ আমাতে (ব্রহ্মে) প্রবেশ লাভ করেন,' 'তাহাই (জ্ঞানই) সর্ব্ববিদ্যার শ্রেষ্ঠ, এবং তাহা হইতেই মুক্তিলাভ হইয়া থাকে', ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতেও [জানা যায় যে, ব্রহ্মোপলব্ধিই প্রধান পুরুষার্থ বা তৎসাধন]। সৃষ্ট্যাদি বাক্যের যে, আত্মৈকত্বজ্ঞান-সমুৎপাদনেই তাৎপর্য্য, তাহা ভেদ-দর্শনের নিন্দা হইতেও প্রতিপন্ন হয়। অতএব, স্বসৃষ্ট জগতে তাঁহার উপলব্ধিই 'তাঁহার প্রবেশ' বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। ১২

'আ নখাগ্রেভ্যঃ'—নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আত্ম-চৈতন্য অনুভূত হইয়া থাকে। আত্মাইবা সেখানে কি প্রকারে প্রবিষ্ট হইল, তাহা বলিতেছেন—জগতে ক্ষুর যেমন্ ক্ষুরধানে—ক্ষুর যাহাতে রাখা হয়, তাহার নাম ক্ষুরধান—নাপিতের যন্ত্রাধার; ক্ষুর যেমন সেই ক্ষুরধানের মধ্যে নিবেশিত থাকে, অথবা বিশ্বম্ভর—অগ্নি, জগৎকে পোষণ করে বলিয়া অগ্নির নাম বিশ্বম্ভর; কুলায় অর্থ—নীড় (বাসস্থান); অর্থাৎ অগ্নি যেরূপ বিশ্বম্ভর-কুলায়ে—কাষ্ঠ প্রভৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট থাকে; কারণ, কাষ্ঠঘর্ষণ করিলেই তন্মধ্য হইতে অগ্নি প্রকাশ পাইয়া থাকে; ক্ষুর যেমন ক্ষুরধানের একাংশে অবস্থান করে, এবং অগ্নি যেমন সর্ব্বতোভাবে কাষ্ঠকে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে নিহিত থাকে, তেমনি আত্মাও এই দেহকে সামান্য-বিশেষভাবে অর্থাৎ আংশিকভাবে ও সর্ব্বতো-ভাবে ব্যাপিয়া তন্মধ্যে অবস্থান করে; কিন্তু সেই দেহমধ্যে শ্বাস—প্রাণ-ব্যাপার ও দর্শনাদি ক্রিয়া সহযোগেই আত্মার উপলব্ধি হইয়া থাকে; এই জন্যই সেই দেহমধ্যে প্রবিষ্ট প্রাণনাদি-ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মাকে দর্শন করিতে পায় না।১৩

ভাল, এখানে যখন দর্শনের কোন প্রসঙ্গই নাই, তখন 'তাহাকে দর্শন করে না' এই কথাটা ত অপ্রাপ্তপ্রতিষেধ হইল, অর্থাৎ যাহার প্রাপ্তি সম্ভাবনা ছিল না, তাহারই নিষেধ করা হইল? না, ইহা দোষাবহ হয় না; কেন না,

সৃষ্টি প্রভৃতি-প্রতিপাদক বাক্যগুলির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে—আত্মৈকত্বজ্ঞান সমুৎপাদন করা; সুতরাং আত্মদর্শন এখানে অপ্রাসঙ্গিক নহে; এই জন্যই মন্ত্রেতে আছে—'তিনি প্রত্যেক বস্তুতে পতিত হইয়া তত্তদ্রূপে প্রকাশ পাইয়াছিলেন; লোকের বুদ্ধিগম্য হইবার জন্যই ইহার সেই রূপটি অভিব্যক্ত হইয়াছে' ইত্যাদি। কেন যে, প্রাণনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মারই দর্শন হয়,তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—যে হেতু, প্রাণনাদি ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই আত্মা অকৃৎস্ন—সমস্ত নয়, [সেই হেতুই অসম্যকবুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে]; প্রাণনাদিবিশিষ্ট আত্মা যে, অসম্পূর্ণ কেন. তাহাও বলিতেছেন—আত্মা কেবল প্রাণন অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া করে বলিয়াই প্রাণ-নামে অভিহিত হইয়া থাকে। [বুঝিতে হইবে যে,] শুধু প্রাণধারণ কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়াই অর্থাৎ আত্মা প্রাণন করে বলিয়াই প্রাণনামে অভিহিত হয়, কিন্তু অন্য ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বনিবন্ধন নহে; যেমন, যে ব্যক্তি ছেদন করে, তাহাকে 'লাবক' (ছেদক) বলে, আর যে লোক পাক করে, তাহাকে 'পাচক' বলে; ইহাও তদ্রূপ। অতএব অপরাপর ক্রিয়ার কর্ত্তৃরূপে আত্মার অনুভূতি হয় না বলিয়াই ঐরূপ আত্মা অকৃৎস্ন বা অসম্পূর্ণ। ১৪

সেইরূপ বদন-ক্রিয়া করে বলিয়া—বাক্যোচ্চারণ করে বলিয়া বাক্; দর্শন করে বলিয়া চক্ষুঃ; চক্ষুঃ অর্থ দর্শনকারী—দ্রষ্টা; 'শৃণ্বন্'—শ্রবণ করে বলিয়া শ্রোত্র। "প্রাণন্ এব প্রাণঃ," আর "বদন্ বাক্" এই দুই কথায় আত্মাতে ক্রিয়াশক্তির অভিব্যক্তি জ্ঞাপিত হইল। আর "পশ্যন্ চক্ষুঃ," ও "শৃণ্বন্ শ্রোত্রং' এই দুইটি কথায় জ্ঞানশক্তির আবির্ভাব প্রদর্শন করা হইল; কেন না, নাম ও রূপ, এই দুইটীই জ্ঞানশক্তির বিষয় যা গ্রহণীয়। শ্রবণেন্দ্রিয় ও চক্ষু হইতেছে—বিজ্ঞানোৎপাদনের উপায়, আর বিজ্ঞান হইতেছে নাম ও রূপের সাধন অর্থাৎ শ্রোত্র ও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রথমে অনুভবাত্মক জ্ঞান জন্মে, তাহার পর সেই বিজ্ঞানই আবার নাম ও রূপ, এই দুইটী বিষয় গ্রহণ করে। জগতে নাম ও রূপ ভিন্ন আর কিছু জ্ঞাতব্য পদার্থ নাই; সেই দুইটী বিষয় অনুভব করিতে হইলে চক্ষুঃ ও কর্ণ ভিন্ন আর কোনও সাধন বা উপায় নাই; কাজেই চক্ষুঃ ও কর্ণকে নাম-রূপবোধের সাধন বলা হইতেছে। তাহার পর, ক্রিয়ামাত্রই নাম-রূপের সাহায্যে নিষ্পাদিত হয়, এবং প্রাণই সেই ক্রিয়ার আশ্রয়; সেই প্রাণাশ্রিত ক্রিয়ার অভিব্যক্তিতেও (প্রকাশনেও) বাগিন্দ্রিয়ই কারণ; হস্ত, পদ, পায়ু (মলদ্বার) ও উপস্থ (জননেন্দ্রিয়)

সম্বন্ধেও এইরূপ নিয়ম; কেবল উপলক্ষণার্থ অর্থাৎ উদাহরণস্বরূপে বাগিন্দ্রিয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। ইহাই যে ব্যাকৃতসমষ্টি বা সৃষ্টিসমষ্টি, তাহা 'ত্রয়ং বা ইদং নাম রূপং কর্ম্ম' এই শ্রুতিতেও বলিবেন। এইরূপ 'মন্বানঃ'—মনন করে—ভালমন্দ চিন্তা করে বলিয়া 'মনঃ' নামে অভিহিত হয়। যাহা দ্বারা মনন করা হয়, এইরূপ অর্থানুসারে সর্ব্ববিধ জ্ঞানসাধন অন্তঃকরণকেও 'মনঃ' বলা হইয়া থাকে; কিন্তু পুরুষ সেরূপ অর্থে 'মনঃ' শব্দবাচ্য নহে, পরন্তু তিনি নিজে মনন-কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া 'মনঃ' শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৫

[এই যে সমস্ত নাম উল্লিখিত হইল,] প্রাণাদি সেই সমস্ত নামই এই আত্মার কর্ম্ম-নাম, অর্থাৎ নিশ্চয়ই কর্ম্মানুযায়ী নাম, কিন্তু কোনটীই প্রকৃত শুদ্ধ আত্মবস্তুর বোধক নহে; আত্মা যথোক্তপ্রকার প্রাণনাদি ক্রিয়া ও ক্রিয়াজনিত প্রাণাদি নাম এবং তদনুরূপ রূপে অভিব্যক্ত হইলেও—সূচিত হইলেও, ঐ সমস্ত নাম দ্বারা প্রকৃত আত্মবস্তুর যথাযথ স্বরূপটি প্রকাশ পায় না। অতএব, যে লোক উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টিরূপে গ্রহণ না করিয়া এক একটিকে—শুধু প্রাণ বা চক্ষু ইত্যাদি অংশ বিশিষ্টকে 'ইহাই আত্মা' বলিয়া মনে মনে উপাসনা করে চিন্তা করে, কিন্তু সমস্ত ক্রিয়াবিশিষ্টের অনুসন্ধান করে না; বস্তুতঃ সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। কারণ? যেহেতু ঐরূপ এক একটি মাত্র গুণযুক্ত আত্মা অকৃৎস্ন অর্থাৎ উক্ত প্রাণনাদি ক্রিয়াসমষ্টি হইতে পৃথগ্‌ভূত—এক একটিমাত্র বিশেষণে বিশেষিত আত্মা পূর্ণ আত্মা নহে; কারণ, অপর ক্রিয়াসমুদয়ের চিন্তা না থাকায় উহা আত্মার সম্পূর্ণ স্বরূপ হইতে পারে না। অভিপ্রায় এই যে, উপাসক যে পর্য্যন্ত এইরূপ 'দর্শনকর্ত্তা, শ্রবণকর্ত্তা ও স্পর্শকর্ত্তা' ইত্যাদি প্রকার স্বভাবসিদ্ধ বৃত্তি বা ক্রিয়াবিশিষ্টরূপে চিন্তা করেন, তিনি সে পর্য্যন্ত ঠিক যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে জানিতে পারেন না। ১৬

ভাল, কিরূপে দর্শন করিলে আত্মাকে যথার্থরূপে জানিতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—'আত্মা'-রূপে [ব্যাপকরূপে দর্শন করিলেই জানিতে পারে]। ইতঃপূর্ব্বে যাহার সম্বন্ধে প্রাণাদি যে সমস্ত বিশেষণ বা কর্ম্মনাম উক্ত হইয়াছে, তিনিই সেই সমস্ত বিশেষণের ব্যাপক বলিয়া এখানে 'আত্মা' নামে অভিহিত হইতেছেন (১)। সেই আত্মা

(১) তাৎপর্য্য—'আত্মা' শব্দটি 'অত্' ধাতু হইতে 'মন্' প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে।

সমস্ত বিশেষণব্যাপী বলিয়া কৃৎস্ন—পূর্ণ। কেন না, তিনি স্বীয় স্বভাববলেই প্রাণাদি বিশেষ বিশেষ উপাধির ক্রিয়াজনিত সমস্ত বিশেষণ বা বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন ; [কাজেই তিনি কৃৎস্ন বা পূর্ণ]। ইতঃপর, 'যেন ধ্যানই করেন, যেন স্পন্দনই করেন' ইত্যাদি বাক্যেও এই কথাই বলা হইবে। অতএব, তাঁহাকে আত্মারূপেই উপাসনা করিবে; ঐরূপ উপাসনা করিলেই যথার্থরূপে সম্পূর্ণ আত্মাকে গ্রহণ করা হইয়া থাকে। আশঙ্কা হইতে পারে যে, ঐরূপ চিন্তা করিলেই আত্মার পূর্ণভাব গ্রহণ করা হয় কেন? সেই আশঙ্কা অপনয়নের নিমিত্ত বলিতেছেন—যেহেতু, সর্বো-পাধিবিবর্জ্জিত শুদ্ধ বস্তুভূত এই আত্মাতে—জলে প্রতিফলিত সূর্য্যবিম্বসমূহ যেরূপ সূর্য্যে মিশিয়া এক হয়, তদ্রূপ প্রাণাদি-উপাধিজনিত কর্ম্মজ প্রাণাদি-নাম-বাচ্য যে সমস্ত বিশেষ বা ভেদসমূহ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, সে সমস্তই এক হইয়া যায়, অর্থাৎ আত্মার সহিত অভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়। ১৭

[লোকে যখন আপন ইচ্ছাতেও 'আত্মারূপে' আত্মার উপাসনা করিতে পারে, তখন আত্মোপাসনারও] পাক্ষিক প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকায় 'আত্মা ইত্যেব উপাসীত' এই বাক্যোক্ত উপাসনাবিধিটি 'অপূর্ব্ববিধি' নহে, অর্থাৎ লোকের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাত বিষয়ের উপদেশক বিধি নহে। 'যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ' 'কোনটি আত্মা? না, এই যাহা বিজ্ঞানময়' আত্মপ্রতিপাদক এই সমস্ত শ্রুতিতেই আত্মবিষয়ে বিজ্ঞানোপদেশ রহিয়াছে; সুতরাং আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিজ্ঞাত হইলে, সেই বিজ্ঞান দ্বারাই ত অনাত্মাভিমান এবং কারক ও ক্রিয়াফলারোপাত্মক অবিদ্যা অপনীত হইয়া যায়; অবিদ্যা-নিবৃত্তি হইলে আত্মাতে আর কামাদি দোষেরও উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না; সুতরাং কামাদি দোষ নিবৃত্ত হইয়া গেলে অনাত্মবিষয়ক চিন্তাও আর

'অত্' ধাতুর অর্থ—সতত গমন বা সর্ব্বব্যাপিত্ব; সুতরাং 'আত্মা' শব্দের যৌগিক অর্থ হইতেছে—যিনি সর্ব্বগত বা সর্ব্বব্যাপী, তিনিই আত্মা। এইরূপ যোগার্থকে লক্ষ্য করিয়াই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, 'প্রাণ', 'বাক্' ও 'শ্রোত্র' প্রভৃতি এক একটি কর্ম্ম-নামে আত্মার যে সমস্ত আংশিক ভাব প্রকটিত হয়, এক আত্মারূপে সেই সমস্ত ঔপাধিক বিশেষ বিশেষ অবস্থাগুলি আত্মার ক্রোড়ীকৃত হয়। এই জন্য এক একটি বিশেষ ভাব ধরিয়া উপাসনা করিলে ঠিক আত্মার সম্পূর্ণভাব গ্রহণ করা হয় না; পরন্তু 'আত্মা' বলিয়া উপাসনা করিলেই ঐ সমস্ত ক্ষুদ্র ভাবগুলি গ্রহণ করা হয়; কারণ, আত্মা ত ঐ সমস্ত ভাবেরই সমষ্টিবিশিষ্ট।

আসিতে পারে না; কাজেই অবশিষ্ট আত্মবিষয়ক চিন্তাই পাওয়া যায়। অতএব, এই মতে আত্মোপাসনার জন্য আর বিধির আবশ্যক হইতে পারে না; কারণ, উহা প্রমাণান্তর দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; [অথচ অপ্রাপ্ত বিষয় ভিন্ন, প্রাপ্তবিষয়ে কখনই অপূর্ব্ববিধি হইতে পারে না] (২)। ১৮

[অপূর্ব্ববিধিবাদী পুনশ্চ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন]—থাকুক, —আত্মোপাসনার প্রাপ্ত পাক্ষিক বা নিত্য, এ কথা রাখিয়া দাও; এটি কিন্তু অপূর্ব্ববিধিই হইতে পারে; কারণ, জ্ঞান ও উপাসনা যখন একই বস্তু, তখন উহা নিশ্চয়ই অপ্রাপ্ত; বিশেষতঃ "ন স বেদ" (সে লোক জানে না), এই কথা বলার পর অর্থাৎ 'বেদনে'র প্রসঙ্গে যখন "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" (আত্মা বলিয়াই উপাসনা করিবে) বলা হইয়াছে, তখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, 'বেদন' ও 'উপাসনা' শব্দের অর্থ—এক। তাহার পর, 'ইহা দ্বারা (আত্মবিজ্ঞান দ্বারা) এই সমস্ত জগৎ জানা যায়,' 'আত্মাকেই জানিয়াছিলেন' ইত্যাদি শ্রুতি হইতেও বিজ্ঞান ও উপাসনার একত্বই প্রতিপন্ন হইতেছে। যথোক্ত বিজ্ঞান যখন অন্য কোনও প্রমাণে প্রাপ্ত নহে, তখন তদ্বিষয়ে অবশ্যই বিধি হইতে পারে। আর [বিধি ব্যতীত] কেবলই বস্তুর স্বরূপ বর্ণনা করিলে, তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না; অতএব ইহা 'অপূর্ব্ব-বিধি'ই বটে। বিশেষতঃ কর্ম্মবিধির অনুরূপ বলিয়াও [ইহাকে অপূর্ব্ববিধি' বলিতে হইবে]; যেমন 'যজেত' (যজ্ঞ করিবে, 'জুহুয়াৎ' (হোম করিবে) ইত্যাদি কর্ম্ম-বিধায়ক বাক্য হইতে আত্মোপাসনা-বিধায়ক "আত্মেত্যেব উপাসীত" "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদি বিধিগুলির ত কিছুমাত্রও প্রভেদ বুঝা যাইতেছে না; [অতএব ইহা অপূর্ব্ববিধিই বটে]। ১৯

বিশেষতঃ বিজ্ঞান পদার্থটি মানস ক্রিয়াস্বরূপ বলিয়াও [এখানে অপূর্ব্ববিধিই স্বীকার করিতে হইবে]। যেমন, যে দেবতায় উদ্দেশ্যে হবিঃ (যজ্ঞীয় দ্রব্য)

(২) তাৎপর্য্য—যাহা দ্বারা লোককে কার্য্যবিশেষে প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত করা হয়, তাহার নাম 'বিধি'. ইহাই বিধির সামান্য লক্ষণ। বিধি প্রথমতঃ চারি প্রকার—(১) পূর্ব্ববিধি, (২) নিয়মবিধি (৩) পরিসংখ্যাবিধি ও (৪) প্রয়োগবিধি। তন্মধ্যে, অন্য কোন প্রকারে যাহা জানিতে পারা যায় না, এরূপ কোনও নূতন বিষয়ে যে বিধি তাহার নাম 'অপূর্ব্ববিধি', ইহার নামান্তর উৎপত্তিবিধি। আর যেরূপ কার্য্য লোকের জানা আছে, এবং ইচ্ছা হইলে করিতেও পারে, ইচ্ছা না করিলে নাও করিতে পারে, সেরূপ নিয়মবোধক অবশ্যকর্ত্তব্যতাজ্ঞাপক বিধির নাম নিয়ম-বিধি।—পরিসংখ্যা ও প্রয়োগবিধি।

গ্রহণ করিতে হয়, বষট্কার করিবার পূর্ব্বেই ('হবিঃ ত্যাগের অগ্রেই) তাহাকে মনে মনে চিন্তা করিবে' ইত্যাদি মানসী ক্রিয়ার (শুধু চিন্তাত্মক ক্রিয়ার) বিধান হইয়া থাকে, তেমনি 'আত্মা-ইত্যেব উপাসীত" "মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" স্থলেও জ্ঞানাত্মক ক্রিয়াই বিহিত হইতেছে; আর 'বেদন' ও 'উপাসনা' শব্দের যে,একই অর্থ,তাহা আমরা পূর্ব্বেই প্রতিপাদন করিয়াছি। বিশেষতঃ অপূর্ব্ববিধির অঙ্গস্বরূপ যে, 'ভাবনা' নামক অংশত্রয়, তাহাও এখানে উপপন্ন হইতেছে; দেখ, 'যজেত' (যজ্ঞ করিবে), এই ভাবনা স্থলে (ভাবনা অর্থ ফলোৎপত্তির অনুকূল ব্যাপারবিশেষ) যেমন সাধন ও ফলাদি-বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার নিবারক—'কিং? কেন? ও কথম্?' অর্থাৎ কি ফল কি উপায়ে এবং কি প্রকারে উৎপাদন করিবে? এই তিনটি অংশের প্রতীতি হইয়া থাকে, ঠিক তেমনি "উপাসীত" এই বিধীয়মান 'ভাবনা'তেও, কাহার উপাসনা করিবে? কিসের দ্বারা করিবে? এবং কি প্রকারে করিবে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইয়া থাকে; সেই আকাঙ্ক্ষা অপনয়নের নিমিত্তই, 'ব্রহ্মচর্য্য, সম দম, উপরতি ও তিতিক্ষা প্রভৃতি ইতি-কর্ত্তব্যতা সমন্বিত' ও 'ত্যাগী হইয়া মনের দ্বারা আত্মার উপাসনা করিবে' ইত্যাদি শাস্ত্র বাক্যে বিধির অপেক্ষিত সেই অংশত্রয় প্রদর্শিত হইতেছে। ২০

[ইহার উদাহরণ রূপে বলা যাইতে পারে যে,] 'দর্শ পূর্ণমাস' যাগের সমস্তটা প্রকরণই যেমন দর্শ পূর্ণমাস প্রভৃতি যাগের বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে, ঠিক তেমনি উপনিষদের আত্মোপাসনা-প্রকাশক সমস্ত প্রকরণটাই আত্মোপাসনার বিধিকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে আর "নেতি নেতি" (ইহা নহে, ইহা নহে), 'স্থূল নহে' 'নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়' এবং 'তিনি অশনায়াদির অতীত' এই বাক্যগুলিরও কেবল উপাস্য আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করাই প্রধান উদ্দেশ্য; ইহার ফল অবিদ্যানিবৃত্তি অথবা মুক্তিলাভ। ২১

অপর সকলে বলিয়া থাকেন যে, ['আত্মেত্যেবোপাসীত' এই বাক্যের অর্থ—] উপাসনা দ্বারা আত্মবিষয় স্বতন্ত্র এক প্রকার জ্ঞান সমুৎপাদন করিবে; সেই জ্ঞান দ্বারাই আত্মাকে জানা যায়, এবং তাদৃশ জ্ঞানই আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বা ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া থাকে; কিন্তু কেবলই বেদবাক্যলব্ধ আত্মবিষয়ক জ্ঞান অবিদ্যা নিবারণে কিংবা আত্মার স্বরূপ-প্রকাশনে কখনই সমর্থ হয় না। এ বিষয়ে বেদবাক্যও আছে—'বিশেষরূপে জানিয়া শেষে প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট

জ্ঞান) লাভ করিবে', আত্মাকে শ্রবণ করিবে, মনন করিবে, এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যান বিশেষ) করিবে, অবশেষে দর্শন করিবে', 'আত্মার অনুসন্ধান করিবে, এবং সেই আত্মাকে জানিতে হইবে' ইত্যাদি। ২২

[পর পর দুইটি মত উল্লেখ করিয়া, সিদ্ধান্তবাদী এখন প্রথম মতটি খণ্ডন করিতেছেন (১)—] না,-- স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন না থাকায় প্রথমোক্ত পক্ষটি সঙ্গত হইতেছে না। 'আত্মেত্যেবোপাসীত" এটি যে 'অপূর্ব্ববিধি', তাহা কখনই নয়। কারণ? যেহেতু, আত্মার স্বরূপ প্রকাশক ও অনাত্ম প্রতিষেধক বাক্য হইতে যাহা অবগত হওয়া যায়, এখানে তদতিরিক্ত এমন কোনও বিষয় পাওয়া যাইতেছে না, যাহা মানস কিংবা বাহ্যরূপে অনুষ্ঠানযোগ্য হইতে পারে। সেখানেই বিধির সার্থকতা হয়,যেখানে বিধিবাক্য শ্রবণের পর, শাব্দজ্ঞান ছাড়া পুরুষের অনুষ্ঠানযোগ্য আরও কিছু প্রতীতিগম্য হয়; যেমন —'স্বর্গাভিলাষী পুরুষ 'দর্শ' ও 'পূর্ণমাস' নামক দুইটি যাগ করিবে', ইত্যাদি স্থলে (২)। সেখানে 'দর্শ' ও 'পূর্ণমাস' যাগের বিধায়ক বাক্য শ্রবণে, যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, শুধু সেই জ্ঞামাত্রই দর্শ-পূর্ণমাস যাগের অনুষ্ঠান

(১) তাৎপর্য্য --"আত্মেত্যেব উপাসীত" বাক্যটি লইয়া প্রথমতঃ দুইটি পক্ষ দাঁড়াইল — এক পক্ষ বলিতেছেন—এটা অপূর্ব্ববিধি, আত্মোপাসনাই তাহার বিধেয় সুতরাং আত্মার উপাসনায় লোককে প্রবৃত্ত করাই এই বাক্যের উদ্দেশ্য। অপর পক্ষ বলিতেছেন যে, না, "আত্মেত্যেবোপাসীত" বাক্যে আত্মোপাসনার বিধান করা হয় নাই,পরন্তু বাক্যজনিত জ্ঞানের অতিরিক্ত একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের বিধান করা হইয়াছে। অপর অভিপ্রায় এই যে, সাক্ষাৎ শ্রুতি-বাক্য হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহা পরোক্ষ শাব্দ জ্ঞান, তাহা দ্বারা কাহারো প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয় না, এবং আত্মারও স্বরূপ-সাক্ষাৎকার হয় না; পরন্তু সেই সমস্ত বাক্যজন্য জ্ঞান হইতে যে স্বতন্ত্র একপ্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই আত্ম-সাক্ষাৎকারের কারণ হয়, এবং সেই জ্ঞানলাভের জন্যই এখানে অপূর্ব্ববিধির আবশ্যক হইতেছে। এ পক্ষের অনুকূলে প্রমাণ এই যে, "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞায় কুর্ব্বীত" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে 'বিজ্ঞায়' শব্দে শব্দজ্ঞানের কথা বলিয়া পুনশ্চ 'প্রজ্ঞাং' কথায় প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপদেশ করা হইয়াছে।

(২) তাৎপর্য্য—বিধিবাক্যের বিশেষত্ব এই যে; বিধিবাক্য শ্রবণের পর শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে প্রথমে শ্রোতার হৃদয়ে একটি শাব্দ জ্ঞান (বাক্যার্থ জ্ঞান) উৎপন্ন হয়, তাহার পর সেই বিধিবাক্যটি যে কার্য্যের উপদেশ দিতেছে, সেই বিষয়ে নিজের অধিকার আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ে বিচার উপস্থিত হয়; যদি বুঝিতে পারে যে, অধিকার আছে, তবে বিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় আর অধিকার না থাকিলে, তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব বিধিবাক্য স্থলে কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই শেষ হয় না, তদনুরূপ ক্রিয়ানুষ্ঠানও শ্রোতার

নহে, অর্থাৎ কেবল ঐ বিধিবাক্য জানিলেই যে, দর্শপূর্ণমাস-যাগের ফললাভ হয়, তাহা নহে, পরন্তু তাহা অনুষ্ঠান-সাপেক্ষ; সেই অনুষ্ঠানও আবার শ্রোতার অধিকারাদি-সাপেক্ষ; আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক "নেতি নেতি" ইত্যাদি বাক্য শ্রবণে, যে জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই জ্ঞান ভিন্ন সেখানে 'দর্শপূর্ণমাসাদি' যাগের ন্যায় আর কিছুই কর্ত্তব্য আছে বলিয়া প্রতীতি হয় না; কেন না, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্যলব্ধ জ্ঞানের ইহাই স্বভাব যে, সে পুরুষকে সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্যাধিকার হইতে নিবৃত্ত করে। আর বিধি-নিষেধরহিত (উদাসীন) বাক্য হইতে কখনই লোকের প্রবৃত্তি বা চেষ্টা জন্মিতে পারে না। বিশেষতঃ অব্রহ্মভাবও অনাত্ম বুদ্ধি বিদূরিত করাই "তৎ ত্বমসি" "একমেব অদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্যগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য; অথচ তাদৃশ অজ্ঞান বা ভ্রান্তিজ্ঞান অপনীত হইলে পর, কখনই লোকের চেষ্টা জন্মিতে পারে না; কারণ, উহারা পরস্পর-বিরুদ্ধ স্বভাবাপন্ন; [কাজেই অবিদ্যানিবৃত্তির পর আর লোকের চেষ্টা আসিতে পারে না]॥ ২৩

যদি বল, কেবল বাক্যজনিত জ্ঞানেই অব্রহ্মভাবও অনাত্মবুদ্ধি কখনই অপনীত হইতে পারে না। [তদুত্তরে বলি যে,] না, সে কথাও বলা চলে না; কারণ, 'তৎ ত্বম্ অসি' (তুমি তৎস্বরূপ), "নেতি নেতি" (ইহা নহে—ইহা নহে), "আত্মৈব ইদম্" (এ সমস্তই আত্মস্বরূপ), "একমেব অদ্বিতীয়ম্" (নিশ্চয়ই এক ও অদ্বিতীয়), "ব্রহ্মৈব ইদমমৃতং পুরস্তাৎ" (অগ্রে এই জগৎ অমৃত ব্রহ্মস্বরূপ ছিল), "নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ" (এতদতিরিক্ত আর কেহ দ্রষ্টা নাই), "তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি" (তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে), ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই সে কথা বলিয়া দিতেছেন। যদি বল, এ সমস্ত বাক্যই "দ্রষ্টব্যঃ" এই দৃষ্টি-বিধির বিষয় সমর্পক, অর্থাৎ দর্শনের কর্ম্মপদার্থ নির্দ্দেশক; [তদুত্তরে বলি যে,] না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, 'দ্রষ্টব্য' বাক্যে বিধিকল্পনার স্বতন্ত্র কোনও প্রয়োজন নাই; কেন না, আত্মার স্বরূপজ্ঞাপক 'তৎ ত্বমসি' প্রভৃতি বাক্য হইতে যখন বাক্যশ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মবিষয়ে সাক্ষাৎকার সম্পন্ন হইয়া যায়, তখন 'দ্রষ্টব্য' বিধি অনুসারে ত আর কিছুই

আবশ্যক হইয়া থাকে; কিন্তু যেখানে সেরূপ কোনও কর্ত্তব্যের উপদেশ নাই, কেবল বাক্যার্থ জ্ঞানেই বাক্যের পরিসমাপ্তি হয়, সেখানে বিধিপ্রত্যয় (লিঙ্) থাকিলেও বিধি কল্পনা করা যাইতে পারে না। দর্শ ও পূর্ণমাস প্রভৃতি যাগের বিধিবাক্য দেখিলেই এ বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হইতে পারে।

অনুষ্ঠেয় অবশিষ্ট থাকে না; এই উত্তর পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; [সুতরাং এখানে আর অধিক কথা বলা অনাবশ্যক] ॥২৪

যদি বল, বিধি ব্যতীত শুদ্ধ আত্মার স্বরূপমাত্র বর্ণনা করিলে তদ্বিষয়ে কখনই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; [অতএব বিধির আবশ্যক হইতেছে]; না, এ কথাও বলা যায় না; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য-শ্রবণেই যখন আত্মার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান সমুৎপন্ন হইতে পারে, তখন বল দেখি, কৃত বিষয়ের পুনর্ব্বার করণ (অনুষ্ঠান) হইতে পারে কি প্রকারে? যদি বল, শুধু আত্মার স্বরূপ-প্রকাশক বাক্য শ্রবণ করিলেও তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; [সুতরাং লোকপ্রবৃত্তির জন্য বিধির আবশ্যক]; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়; আত্মবোধক বাক্য শ্রবণেও যেমন বিধির অভাবে তদ্বিষয়ে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না, তেমনি স্বতন্ত্র বিধি না থাকিলে বিধিবাক্য শ্রবণেও লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; কাজেই তাহার জন্যও আবার পৃথক্ বিধির আবশ্যক; এইরূপ আবার সেই বিধিবাক্যার্থ শ্রবণেও [স্বতন্ত্র বিধিকল্পনার আবশ্যক হয়], এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হইতে পারে ॥ ২৫

যদি বল, বাক্যার্থ-ভাবনা-জনিত যে স্মৃতিধারা অর্থাৎ উপাসনাত্মক জ্ঞান, তাহা বাক্যশ্রবণজাত জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র পদার্থ; [সুতরাং তজ্জন্য বিধির আবশ্যক আছে]; না,—তাহা হইলেও বিধির আবশ্যক হয় না; কারণ, আত্মার স্বরূপ-প্রতিপাদক বাক্যশ্রবণে যেই মুহূর্ত্তে আত্ম-বিষয়ে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই উক্ত জ্ঞানটি আত্মবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট করিয়াই সমুৎপন্ন হয়; সুতরাং আত্মবিষয়ক মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া গেলে পর, বিভিন্নাকার অনাত্মবস্তুবিষয়ে জীবের স্বভাবসিদ্ধ যে অজ্ঞানমূলক স্মরণাত্মক জ্ঞান, তাহারও আর উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অনর্থত্বজ্ঞানও ঐরূপ স্মৃতি-সমুৎপত্তির প্রতিবন্ধক; কেন না, আত্ম-তত্ত্ব বুঝিতে পারিলেই অনাত্মবস্তুমাত্রই অনর্থ (জীবের অপ্রার্থনীয়—দুঃখকর) বলিয়া বোধ হইতে থাকে; কারণ, অনাত্ম বস্তুমাত্রই অনিত্য, অশুচি ও দুঃখাদি বহুতর দোষের আকর; পক্ষান্তরে, আত্মা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত; কাজেই আত্মজ্ঞান উদিত হইলে, পূর্ব্বানুভূত অনাত্মবস্তুগুলি আর স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে না; সুতরাং তখন তাহার পক্ষে কেবল অবশিষ্ট আত্মবিষয়ে স্মৃতিধারার উদয়ই স্বাভাবিক; তজ্জন্য আর বিধিকল্পনার আবশ্যক হয় না। বিশেষতঃ শোক-মোহাদি দোষ-নিচয় স্বতই

ভ্রান্তিজ্ঞানপ্রসূত; আর আত্ম বিষয়ক স্মৃতিধারা হইতেছে সেই শোক, মোহ, ভয়, শ্রম ও দুঃখাদি সমস্ত দোষের নিবর্ত্তক। দেখ, শ্রুতিও সে কথা বলিতেছেন—'আত্মদর্শন হইলে পর, তাহার আর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি ?' 'আত্মজ্ঞ পুরুষ কোথা হইতেও ভীত হন না,' 'হে জনক, তুমি অভয় (ব্রহ্ম) লাভ করিয়াছ', 'হৃদয়ের গ্রন্থি—কামরাগাদি দোষ নষ্ট হইয়া যায়' ইত্যাদি। ২৬

ভাল, তাহা হইলেও, নিরোধ ত ইহা হইতে অতিরিক্তই বটে,—অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তিনিরোধ যখন বেদবাক্যজনিত আত্ম-বিজ্ঞান হইতে পৃথক্ পদার্থ, এবং অপরাপর শাস্ত্রেও যখন উহার কর্ত্তব্যতা বিজ্ঞাপিত আছে, তখন উহার জন্য ত বিধির আবশ্যক হয় ? না, এ কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ, চিত্তবৃত্তি-নিরোধের মোক্ষ-সাধনত্ব জানা যায় না; কেন না, বেদান্তশাস্ত্রে একমাত্র ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান ভিন্ন আর কিছু যে, পরমপুরুষার্থ—মোক্ষের সাধন আছে তাহা জানা যায় না; কেন না, 'আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন, তাহাতেই সর্ব্বাত্ম-' ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন' 'ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন' 'সেই যে কেহ পর-ব্রহ্মকে জানেন, তিনিও ব্রহ্মই হন', 'উপযুক্ত আচার্য্যবান্ পুরুষই জানেন 'তাহার সেই পরিমাণই বিলম্ব','যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনিও অভয় ব্রহ্মস্বরূপ হন' ইত্যাদি শত শত শ্রুতি হইতে এ কথা জানা যাইতেছে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের অনন্যসাধনত্বও ইহার অপর হেতু,—আত্মজ্ঞান ও তদ্বিষয়ক স্মৃতিধারা (চিন্তা-প্রবাহ) ব্যতীত, চিত্তবৃত্তিনিরোধের যে, অপর কোনও উপায় আছে, তাহাও নহে; (পরন্তু উহাই চিত্তবৃত্তি-নিরোধের একমাত্র উপায়)। আর চিত্তবৃত্তি-নিরোধের যে, মোক্ষসাধনতা বলা হইয়াছে, তাহাও কেবল অভ্যুপগম বা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে মাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত আর কিছুই মোক্ষ-সাধন আছে বলিয়া জানা যায় না। ২৭

বিশেষতঃ আকাঙ্ক্ষা না থাকাতেও এখানে 'ভাবনা' বা বিধিকল্পনা সঙ্গত হইতে পারে না। পূর্ব্বে যে, বলা হইয়াছে,—"যজেত" ইত্যাদি ক্রিয়াবিধি-স্থলে যেরূপ 'কি, কিসের দ্বারা ? এবং কি প্রকারে ? এই তিনটী বিষয় জানিতে ইচ্ছা হয় বলিয়া, ফল, ফল-সাধন যাহা দ্বারা ফল লাভ হয়) ও তাহার অনুষ্ঠানপ্রণালীর নির্দ্দেশ দ্বারা সেই আকাঙ্ক্ষার অপনয়ন করা হইয়া থাকে, তেমনি এখানে এই আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানবিধিতেও ঐ সমস্ত নিয়মই উপপন্ন হইতে পারে; না,—সে কথাও সঙ্গত হয় না; কেন না, 'তিনি

নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয়' 'তুমি তৎস্বরূপ' 'ইহা নয়—ইহা নয়' 'তিনি বাহ্যাভ্যন্তরবর্জ্জিত' 'এই আত্মা ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্যার্থবোধের সমকালেই সর্ব্ববিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হইয়া যায়। আর এ কথাও বলিতে পারা যায় না যে, বিধি দ্বারা প্রেরিত (নিয়োজিত) হইয়াই লোকে বাক্যার্থশ্রবণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে; কারণ, তাহা হইলে বিধির জন্যও আবার অপর বিধির আবশ্যক হইয়া পড়ে; সুতরাং এইরূপে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়; এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর "একম্ এব অদ্বিতীয়ম্" প্রভৃতি বাক্যে যে, কোন প্রকার বিধি পাওয়া যাইতেছে, তাহাও নয়; কারণ, ঐ সমস্ত বাক্য কেবল আত্মবস্তুর স্বরূপমাত্র নির্দ্দেশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছে। ২৮

ভাল, ঐ সমস্ত বাক্য যদি কেবলই বস্তুর স্বরূপমাত্র-প্রকাশক হয়, তাহা হইলে ত ঐ সমস্ত বাক্যের প্রামাণ্যই হইতে পারে না, আর যদি এরূপেও প্রমাণ্য হয়, তাহা হইলে 'তিনি রোদন করিয়াছিলেন; তিনি, যে রোদন করিয়াছিলেন, তাহাই রুদ্রের রুদ্রত্ব অর্থাৎ রুদ্রসংজ্ঞার কারণ' ইত্যাদি স্থলে যেমন শুধু বস্তু-স্বরূপমাত্রকথন হেতু বাক্যের অপ্রামাণ্য হইয়াছে, তেমনি আত্মস্বরূপপ্রকাশক বাক্যগুলিরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে? এ কথা যদি বল, তদুত্তরে আমরা বলি যে, না,—অপ্রামাণ্য হইতে পারে না; কারণ, উভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে। অভিপ্রায় এই যে, বস্তুর স্বরূপকথন কিংবা ক্রিয়া-কথন কখনই বাক্যের প্রামাণ্য বা অপ্রামাণ্যের কারণ হয় না; তবে কি? না, নিশ্চিতফলক বিজ্ঞানোৎপাদকত্বই প্রামাণ্যের কারণ;]; যে বাক্য তাদৃশ জ্ঞান জন্মায়, তাহা প্রমাণ, আর যে বাক্য তাহা জন্মায় না, তাহাই অপ্রমাণ। ২৯

অপিচ, মহাশয়, তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যে সমস্ত বাক্যে আত্মার স্বরূপ বর্ণিত আছে, সেই সমস্ত বাক্যে নিশ্চয়াত্মক সফল জ্ঞান সমুৎ-পন্ন হয় কি না? যদি সফল জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অপ্রামাণ্য হইবে কেন? আর ঐ সমস্ত বাক্যজাত বিজ্ঞান হইতে যে, সংসারের বীজভূত শোক, মোহ ও ভয় প্রভৃতি দোষনিবৃত্তিরূপ ফল সমুৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা কি দেখিতেছ না? এবং 'তখন আত্মৈকত্বদর্শীর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?' 'হে ভগবন্, আমি কেবল মন্ত্রতত্ত্বই জানি, কিন্তু আত্মতত্ত্ব জানি না, সেই আত্মজ্ঞানবিহীন আমি দুঃখ ভোগ করিতেছি; সেই আমাকে আপনি শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করুন' এই জাতীয় শত শত শ্রুতিবাক্যও

কি শুনিতেছ না? [এখন জিজ্ঞাসা করি—] "সোঽরোদীৎ" ইত্যাদি বাক্যে এবংবিধ সফল বিজ্ঞান আছে কি? যদি না থাকে, তবে অপ্রামাণ্য হউক; ঐ জাতীয় বাক্যের অপ্রামাণ্য হইলেও, যে বাক্য সফল ও অসন্দিগ্ধ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করিতেছে, সে বাক্যের অপ্রামাণ্য হইবে কেন? আর যদি সফল ও অসন্দিগ্ধ জ্ঞানোৎপাদক এই সমস্ত বাক্যেরও অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধায়ক বাক্যের উপরই বা বিশ্বাস কি?। ৩০

যদি বল, দর্শ-পূর্ণমাসাদি-বিধায়ক বাক্যগুলি লোকের ক্রিয়াপ্রবৃত্তিজনক জ্ঞান জন্মায়, এইজন্য প্রমাণ, কিন্তু আত্মবিজ্ঞাননিরূপক বাক্যে লোকের প্রবৃত্তিজনক কোন জ্ঞানের উপদেশ নাই, এই কারণে অপ্রমাণ; হাঁ, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু তথাপি উক্ত দোষ এখানে হইতেছে না; কারণ, এখানে প্রামাণ্যের কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রামাণ্যের কারণও, পূর্ব্বে যাহা নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাই, তদতিরিক্ত আর কিছু নহে; [সুতরাং যখন নিশ্চিত জ্ঞান জন্মাইতেছে, এবং তাহার ফলও যখন বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন অপ্রামাণ্য হইবে কেন?]। বিশেষতঃ আত্ম-প্রতিপাদক বাক্যগুলি যে, সর্ব্ববিধ প্রবৃত্তির বীজভূত অবিদ্যা-নিবৃত্তিক্ষম জ্ঞান সমুৎপাদন করে, ইহা ত সে সমস্ত বাক্যের অলঙ্কারস্বরূপ; সুতরাং কখনই অপ্রামাণ্যের কারণ হইতে পারে না। ৩১

[এখন দ্বিতীয় বাদীর মত খণ্ডন করিতেছেন—] আরও যে বলা হইয়াছে —"বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" ইত্যাদি বাক্যের শব্দার্থজ্ঞান ছাড়া উপাসনা-প্রতিপাদনও আর একটি অর্থ; সে কথা সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও [বাদীর অভিপ্রেত] অপূর্ব্ববিধি উহার অর্থ নহে; পরন্তু পক্ষে প্রাপ্ত বলিয়া বরং নিয়মার্থ ই হইতে পারে, অর্থাৎ "আত্মেত্যেব উপাসীত" বাক্যে উৎপত্তিবিধি না হইয়া বরং নিয়মবিধিই কল্পিত হইতে পারে। ভাল, উপাসনার পাক্ষিক প্রাপ্তি সম্ভব হয় কিপ্রকারে? যেহেতু, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আত্ম-বিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহ 'পারিশেষ্য' নিয়মানুসারে নিত্য-প্রাপ্তই বটে (১) হাঁ, যদিও এইরূপই বটে, তথাপি, যে প্রাক্তন কর্ম্মফলে বর্ত্তমান শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ফল সুনিয়মিত, অর্থাৎ যে দেশে, যে সময়ে, যে

(১) তাৎপর্য্য—পারিশেষ্য অর্থ—যতগুলি বিষয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকে, তন্মধ্যে অপর সমস্তগুলির প্রাপ্তি নিষিদ্ধ হইয়া গেলে, ফলে ফলে যেটী অবশিষ্ট (অনিষিদ্ধ) থাকে, তৎসম্বন্ধেই যে, বিধিনিষেধাদি পর্য্যবসিত হওয়া। এস্থলেও অনাত্মবিষয়ক জ্ঞানের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলেও

পরিমাণে হইবার ব্যবস্থা আছে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হয় না; অতএব, ক্ষিপ্ত বাণ প্রভৃতির গতির ন্যায় ফলপ্রদানে প্রবৃত্ত সেই প্রারব্ধ কর্ম্মের বলবত্তা-নিবন্ধন সাধারণতঃ তদনুরূপই লোকের বাচিক, কায়িক ও মানসিক প্রবৃত্তি বা চেষ্টা হইয়া থাকে, সেইজন্য তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে প্রবৃত্তি না হইতেও পারে, কাজেই জ্ঞানপ্রবৃত্তির দৌর্ব্বল্যকে পাক্ষিক (পক্ষে) প্রাপ্ত বলা যায়। এই কারণেই সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যাদি সাধনসম্পদ্ অবলম্বন দ্বারা আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহকে কেবল নিয়মিত ও সুদৃঢ় মাত্র করিতে হইবে, কিন্তু নূতন করিয়া আর উৎপাদন করিতে হইবে না; কারণ, উহা ত প্রকারান্তরে প্রাপ্তই আছে; প্রাপ্ত বিষয়ে যে, অপূর্ব্ববিধি হইতে পারে না, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব [বুঝিতে হইবে যে,] প্রকারান্তরে লব্ধ আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানপ্রবাহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন না হয়, তাদৃশ নিয়ম করাই "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইত্যাদি বাক্যের প্রকৃত অর্থ; কারণ, তদ্ভিন্ন অন্য কোনও অর্থ এখানে সম্ভবপর হয় না। ৩২

ভাল, ["আত্মেত্যেবোপাসীত", এই শ্রুতিতে যে, উপাসনার কথা আছে,] ইহা ত অনাত্মবস্তুর উপাসনা; কারণ, 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; যেমন 'প্রিয় - এই বলিয়াই উপাসনা করিবে' ইত্যাদি স্থলে প্রিয়াদি গুণই উপাস্য নহে, তবে কি? না, প্রিয়াদি-গুণবিশিষ্ট প্রাণপ্রভৃতিই সেখানে উপাস্য; তেমনি এখানেও আত্ম-শব্দের পর 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, আত্ম-গুণবিশিষ্ট অপর কোনও অনাত্মবস্তুর উপাসনা করিতে হইবে। বিশেষতঃ যে সমস্ত বাক্যে সত্য সত্যই আত্মোপাসনার কথা আছে, সে সমস্ত বাক্যের সহিত এই বাক্যের বৈলক্ষণ্যও রহিয়াছে; ইহা পরেও বলিবেন যে, 'আত্মরূপ লোকেরই উপাসনা করিবে' ইতি; সেখানে আত্মা-শব্দের পর দ্বিতীয়া বিভক্তির নির্দ্দেশ থাকায় আত্মোপাসনাতেই শ্রুতির তাৎপর্য্য; কিন্তু এই "আত্মেতি+এব+উপাসীত" শ্রুতিতে দ্বিতীয়া বিভক্তির উল্লেখ নাই, অথচ আত্মা শব্দের পরেই 'ইতি' শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে; অতএব বুঝা যাইতেছে যে, এখানে আত্মা উপাস্য নহে, পরন্তু তাহা হইতে স্বতন্ত্র আত্মগুণই উপাস্য। না,—এ আপত্তি সঙ্গত হইতে পারে

তাহা যখন আত্মজ্ঞানের বা মুক্তিপথের বিরোধী, তখন তাহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না,—নিষিদ্ধ; সুতরাং কেবল আত্মজ্ঞানই অবশিষ্ট থাকিতেছে, কাজেই তাহাকে নিত্যপ্রাপ্ত বলা যাইতে পারে।

না; কারণ, বাক্যের শেষাংশে আত্মারই উপাস্যত্ব প্রতীতি হইতেছে; এই বাক্যেরই শেষভাগে আত্মাই উপাসনীয়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; যথা— 'এই যে, আত্মা, ইনিই সকল উপাসকের পদনীয় (প্রাপ্তব্য)', 'এই যে, আত্মা, ইনিই সর্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তরীণ' 'আত্মাকেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন' ইতি। ৩৩

যদি বল, ভূতানুপ্রবিষ্ট আত্মার দর্শন যখন প্রতিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন তাহার ত আর উপাস্যত্ব হইতে পারে না; অর্থাৎ "তং ন পশ্যন্তি" (তাহাকে দর্শন করেন না) ইত্যাদি বাক্যে ['তৎ'পদে] আত্মার নির্দ্দেশ করিয়া সেই প্রবিষ্ট আত্মার দর্শনযোগ্যতা নিষেধ করা হইতেছে; অতএব কিছুতেই আত্মার উপাস্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। না, সে কথাও বলিতে পার না; কারণ, "তং ন পশ্যন্তি" শ্রুতিতে যে, দর্শনের নিষেধ, তাহা আত্মার উপাস্যত্ব নিবারণের জন্য নহে; পরন্তু তাহার অভিপ্রায় এই যে, ঐরূপে যাহারা আত্মার উপাসনা করে, তাহারা সম্পূর্ণ আত্মার উপাসনা করে না; এইজন্যই তাদৃশ অকৃৎস্নভাবে দর্শনের প্রতিষেধ করা হইয়াছে; এবং এইজন্যই প্রাণন প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা আত্মাকে বিশেষিত করা হইয়াছে; আর সত্য সত্যই যদি আত্মোপাসনা শ্রুতির অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে 'অতএব এক একটি বিশেষণবিশিষ্ট আত্মা অকৃৎস্ন বা অপূর্ণ' ইত্যাদিরূপে প্রাণাদি এক একটি মাত্র ক্রিয়াবিশিষ্ট আত্মাকে অকৃৎস্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার কোনই আবশ্যক হইত না; বরং উহা সম্পূর্ণ নিরর্থক হইয়া পড়িত; অতএব ইহাই নিশ্চিত হইতেছে যে, এক একটি করিয়া এই সমস্ত বিশেষণে বিশেষিত আত্মাই কৃৎস্ন অর্থাৎ পূর্ণস্বভাব; অতএব সেই কৃৎস্ন আত্মা অবশ্যই জীবের উপাসনীয়। ৩৪

আরও যে, বলা হইয়াছে, এই আত্ম-শব্দের পর যে, একটি 'ইতি'-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য—যথার্থ আত্মতত্ত্ব কখনই আত্ম-শব্দ ও আত্ম-প্রতীতির বিষয় হয় না, তাহ জ্ঞাপন করা, তাহা না হইলে, শ্রুতি কেবল "আত্মানমুপাসীত", অর্থাৎ আত্মার উপাসনা করিবে, শুধু এই কথামাত্রই বলিতেন; তাহাতেই ফলে ফলে আত্মার শব্দ ও প্রত্যয়গম্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত, [ইতি-শব্দ প্রয়োগের কিছুই আবশ্যক হইত না]। অথচ "নেতি নেতি" 'বিজ্ঞাতাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে' 'ব্রহ্ম নিজে অবিজ্ঞাত, অথচ বিজ্ঞাতা', 'বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া মনের সহিত ফিরিয়া আইসে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ঐরূপ সিদ্ধান্ত কখনই শ্রুতির

অভিপ্রেত নহে। আর যে, "আত্মানমেব উপাসীত" এই ইতি-শব্দ-রহিত আত্মোপাসনার বিধান; বুঝিতে হইবে, অনাত্মোপাসনায় লোকের আসক্তি নিবারণ করাই তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য; সুতরাং ইহা কখনই উপাসনা-বিধায়ক স্বতন্ত্র বাক্য নহে, [ইহা সেই পূর্ব্ববাক্যেরই অনুকূল ভাবের প্রকাশকমাত্র]। ৩৫

আচ্ছা, আত্মাও যেরূপ অবিজ্ঞাত, অনাত্মাও ঠিক সেইরূপই অবিজ্ঞাত; সুতরাং উভয়ই তুল্য; কাজেই আত্মা ও অনাত্মা উভয়ই জ্ঞাতব্য বিষয়; এমত অবস্থায় "আত্মা ইত্যেব উপাসীত" শ্রুতি অনুসারে কেবল আত্মোপাসনাতেই যত্ন করিতে হইবে, অনাত্মোপাসনাতে নহে, ইহার কারণ কি? তদুত্তরে বলা হইতেছে—সেই এই প্রস্তাবিত আত্মাই পদনীয় অর্থাৎ উপাসকের প্রাপ্তব্য; তদ্ভিন্ন আর কিছুই প্রাপ্তব্য নহে। শ্রুতির 'অস্য সর্ব্বস্য' শব্দে যে ষষ্ঠী বিভক্তি রহিয়াছে, তাহার অর্থ হইতেছে—নির্দ্ধারণ, অর্থাৎ সমস্ত জগতের মধ্যে। "যৎ অয়ম্ আত্মা" অর্থ—যাহা এই আত্মতত্ত্ব। ভাল, তাহা হইলে আর কিছুই কি জ্ঞাতব্য নয়? না, সে কথা নয়; তবে কি না, অপর সমস্ত বস্তু জ্ঞাতব্য হইলেও, সে সমুদায়ের জন্য আর স্বতন্ত্র জ্ঞানের আবশ্যক হয় না, এই আত্মবিজ্ঞানেই সে সমস্ত বিজ্ঞাত হইয়া যায়, ইহার কারণ এই যে, আত্মাকে বিশেষভাবে জানিতে পারিলে, তাহা দ্বারাই, এই যে সমস্ত অনাত্মবস্তু আছে, তৎসমস্তই বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইয়া যায়। ভাল, এক বস্তু জানিলে তাহা দ্বারা ত অপর বস্তু কখনও জানা যায় না? হাঁ, দুন্দুভি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বারা আমরা এ আপত্তির পরিহার করিব। ৩৬

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, ইহাই জীবের একমাত্র প্রাপ্তব্য হয় কি প্রকারে? হাঁ, বলা যাইতেছে—জগতে যেমন নষ্ট (হারাণ) পশুকে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাহার পদ দ্বারা—খুরচিহ্ন দ্বারা তাহাকে লাভ করিয়া থাকে, তেমনি আত্মাকে লাভ করিলেই তদ্দ্বারা অপর সমস্ত বস্তু লাভ করা হইয়া থাকে। এখানে শ্রুতির 'পদ' শব্দে গো প্রভৃতি পশুর খুর-চিহ্নিত স্থানকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভাল কথা, এখানে আত্মবিজ্ঞানে অপর সমস্ত বিষয়ের বিজ্ঞান হইতেছে আলোচ্য বিষয়, তাহার মধ্যে অপ্রাসঙ্গিক লাভের কথা বলা হইতেছে কেন? না, এ আপত্তিও হইতে পারে না; কারণ, এখানে জ্ঞান ও লাভ, এই উভয়েরই একার্থতা শ্রুতির অভিপ্রেত। কেন না, আত্মার অলাভ অর্থ—অজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে; সুতরাং বুঝিতে হইবে, আত্মাকে জানাই আত্মার

লাভ; কিন্তু অনাত্ম-বস্তুর লাভ যেরূপ অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি, আত্ম-লাভ কখনই সেরূপ হইতে পারে না; কারণ, এখানে ত আর লব্ধা (লাভকর্ত্তা) ও লব্ধব্যের (প্রাপ্য বস্তুর) কিছুমাত্র ভেদ নাই।

যেখানে আত্মভিন্ন বস্তু লব্ধব্য হয়, সেখানেই আত্মা হয় লব্ধা, আর অনাত্ম-বস্তু হয় লব্ধব্য। সেই অপ্রাপ্ত বস্তুটিও আবার উৎপত্তি প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহিত থাকে; অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কারকের (ক্রিয়া-সাধনের) সাহায্যে ক্রিয়াবিশেষ উৎপাদন করিয়া তাহার পর সেই লব্ধব্য বস্তুটি লাভ করিতে হয়; অধিকন্তু সেই অপ্রাপ্তির প্রাপ্তিরূপ যে লাভ, তাহাও স্বপ্নকালীন পুত্রাদি লাভের ন্যায় মিথ্যাজ্ঞান-প্রসূত বলিয়া অনিত্য, এই আত্মা কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ৩৭

[এখন অনাত্ম-পদার্থ হইতে আত্মার বৈপরীত্য বিষয়ে যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—] আত্মা বলিয়াই, আত্মা উৎপাদ্যাদি ক্রিয়া দ্বারা ব্যবহিত নয় (১); কেন না, আত্মা নিত্যই লব্ধ আছে, কেবল অবিদ্যামাত্র তাহার ব্যবধান; অর্থাৎ কেবল অবিদ্যাদোষেই নিত্যলব্ধ আত্মাকেও অলব্ধ বলিয়া মনে হয় মাত্র; যেমন শুক্তি (ঝিনুক) দেখিলেও ভ্রম বশতঃ সেই শুক্তিই রজতখণ্ডরূপে প্রকাশ পায় বলিয়া যথার্থ শুক্তির প্রতীতি হয় না; অবিদ্যা বা ভ্রমজ্ঞানই সেখানে শুক্তিকে আবৃত করিয়া রাখে; সেইরূপ শুক্তির গ্রহণ অর্থও শুক্তিবিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে; কারণ, বিপরীত জ্ঞানরূপ ব্যবধানের অপনয়নকরাই ঐরূপ জ্ঞানের একমাত্র উদ্দেশ্য; এই প্রকার এখানেও অজ্ঞান দ্বারা ব্যবধানই আত্মার অলাভ; সুতরাং জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানাপসারণই আত্মার লাভ, অন্যপ্রকার 'লাভ' কখনও উপপন্ন হয় না। এই কারণেই আমরা পরে আত্মলাভ বিষয়ে জ্ঞানাতিরিক্ত সাধনের আনর্থক্য প্রতিপাদন করিব। অতএব নিঃশঙ্কভাবে জ্ঞান ও লাভশব্দের

(১) সাধারণতঃ ক্রিয়ার কর্ম্ম চারি শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা,—(১) উৎপাদ্য (২) বিকার্য্য, (৩) প্রাপ্য ও (৪) সংস্কার্য্য। তন্মধ্যে অবিদ্যমান বস্তুর উৎপাদন করিলে হয় 'উৎপাদ্য'; যেমন ঘট। বিদ্যমান বস্তুর অন্যথা (বিকার) করিলে হয় 'বিকার্য্য'; যেমন সুবর্ণ নির্ম্মিত কুণ্ডল। অপ্রাপ্ত বস্তুকে পাইলে তাহা হয় 'প্রাপ্য'; যেমন গ্রামাদি। আর কোনও বিদ্যমান বস্তুর দোষাপনয়ন বা গুণাধান করিলে তাহা হয় সংস্কার্য্য, যেমন ঘর্ষণ দ্বারা দর্পণকে পরিষ্কার করা, কিন্তু নিত্য নির্ব্বিকার আত্মার পক্ষে উক্ত চতুর্ব্বিধের একটি ধর্ম্মও সম্ভবপর হয় না।

একার্থত্ব বলিতে যাইয়া জ্ঞানের প্রকরণে লাভবাচক 'অনুবিন্দেৎ' ক্রিয়ার প্রয়োগ করিয়াছেন; কারণ, 'বিদ্' ধাতুর অর্থই লাভ। ৩৮

এখন উক্ত গুণচিন্তার এইরূপ ফল কথিত হইতেছে যে, এই আত্মা যেমন নাম ও রূপের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া 'আত্মা' প্রভৃতি নাম ও রূপানুসারে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, এবং প্রাণাদির সমষ্টিভাবে মহিমাও প্রাপ্ত হইয়াছে; ঠিক তেমনি যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব জানেন, তিনিও লোকপ্রতিষ্ঠা এবং অভীষ্টবস্তুর সহিত সম্বন্ধ লাভ করেন, অথবা যে লোক যথোক্ত আত্মতত্ত্ব জানেন, তিনি মুমুক্ষুগণের অত্যন্ত আবশ্যকীয় কীর্ত্তি-শব্দবাচ্য যে, একত্ব জ্ঞান, তাহারই ফলস্বরূপ শ্লোকশব্দবাচ্য মুক্তি লাভ করেন; ইহাই উক্ত উপাসনার মুখ্য ফল (১)॥ ৪৪ ॥ ৭ ॥

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা।

স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত, স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে, ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

সরলার্থঃ। [সম্প্রতি আত্মন এব উপাস্যত্বমুপপাদয়িতুমাহ—"তদেতৎ" ইত্যাদি।] তৎ (পূর্ব্বোক্তং) এতৎ (ব্রহ্ম বস্তু) পুত্রাৎ প্রেয়ঃ (পুত্রাপেক্ষয়াপি অতিশয়েন প্রিয়ং), বিত্তাৎ (ধনরত্নাদেঃ) প্রেয়ঃ, অন্যস্মাৎ (প্রিয়ত্বেনাভিমতাৎ) সর্ব্বস্মাৎ প্রেয়ঃ; [কিং তৎ? ইত্যাহ—] যৎ অয়ং (ইদঃ) অন্তরতরং (পুত্রাদিভ্যোঽপি সন্নিহিততরং) আত্মা (আত্মতত্ত্বম্)। সঃ যঃ (আত্মজ্ঞঃ), ঈশ্বরঃ (সমর্থঃ সন্) আত্মনঃ অন্যং (পুত্রাদিকং) প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ (কথয়েৎ)—[তব] প্রিয়ং (পুত্রাদিকং) রোৎস্যতি (নিরোধং প্রাপ্স্যতি—বিনঙ্ক্ষ্যতি) ইতি হ (প্রসিদ্ধৌ); তথা এব স্যাৎ (তস্য প্রিয়-নিরোধো ভবেদেব ইত্যর্থঃ)। [অতঃ] আত্মানং এব প্রিয়ং উপাসীত

(১) প্রথমে কীর্ত্তি ও শ্লোকশব্দের যে, প্রতিষ্ঠা ও ইষ্ট-সংযোগ অর্থ করা হইয়াছে, তাহা বিজ্ঞানের ফল হইলেও মুমুক্ষুর পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় নহে; মুমুক্ষুর একমাত্র প্রার্থনীয় হইতেছে—মুক্তি ও মুক্তিসাধন একত্ব-জ্ঞান; তাই ভাষ্যকার 'যদ্বা' বলিয়া দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় মুমুক্ষুর অভিমত প্রয়োজনের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

[নাস্ত্যৎ] ; সঃ যঃ (যঃ কশ্চিৎ) আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে, অস্য (উপাসকস্য) প্রিয়ং ন হ (নৈব) প্রমায়ুকং (মরণশীলং) ভবতি। [যদ্যপি আত্মবিদঃ মরণার্হং প্রিয়মপ্রিয়ং বা কিঞ্চিৎ নাস্তি, তথাপি অনুবাদমাত্রমিদং কৃতমিতি ভাবঃ]॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ। [অন্য বস্তু ত্যাগ করিয়া আত্মারই উপাসনা করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ-প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন—] সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতর অর্থাৎ সন্নিহিত যে এই আত্মতত্ত্ব, ইহা পুত্র অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয় ; এমন কি, অন্য সমস্ত হইতেই অধিক প্রিয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞ লোক ঈশ্বর অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিবিশেষ লাভ করিয়া থাকেন ; তিনি, যে লোক আত্মাভিন্ন পদার্থকে অধিকতর প্রিয় বলে, তাহাকে যদি 'তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু বিনষ্ট হইবে' বলেন, তাহা হইলে ঠিক সেইরূপই হইবে ; অতএব আত্মাকেই প্রিয়-বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে। সেই যে লোক আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার প্রিয় বস্তু (আত্মা) কখনই বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। কুতশ্চাত্মতত্ত্বমেব জ্ঞেয়ম্ অনাদৃত্যান্যৎ? ইত্যাহ —তদেতৎ আত্মতত্ত্বং প্রেয়ঃ প্রিয়তরং পুত্রাৎ ; পুত্রো হি লোকে প্রিয়ঃ প্র সিদ্ধঃ, তস্মাদপি প্রিয়তরম্—ইতি নিরতিশয়প্রিয়ত্বং দর্শয়তি। তথা বিত্তাৎ হিরণ্য-রত্নাদেঃ ; তথা অন্যস্মাৎ যদ্যল্লোকে প্রিয়ত্বেন প্রসিদ্ধম্, তস্মাৎ সর্ব্বস্মাদিত্যর্থঃ। তৎ কস্মাদাত্মতত্ত্বমেব প্রিয়তরং ন প্রাণাদি?—ইতি ; উচ্যতে—অন্তরতরম্ —বাহ্যাৎ পুত্র' বিত্তাদেঃ, প্রাণপিণ্ডসমুদায়ো হি অন্তরোহভ্যন্তরঃ সন্নিকৃষ্ট আত্মনঃ ; তস্মাদপ্যন্তরাৎ অন্তরতরম্, যদয়মাত্মা যদেতদাত্মতত্ত্বম্। যো হি লোকে নিরতিশয়প্রিয়ঃ, স সর্ব্বপ্রযত্নেন লব্ধব্যো ভবতি ; তথা অয়মাত্মা সর্ব্বলৌকিকপ্রিয়েভ্যঃ প্রিয়তমঃ ; তস্মাৎ তল্লাভে মহান্ যত্ন আস্থেয় ইত্যর্থঃ —কর্ত্তব্যতাপ্রাপ্তমপ্যন্যপ্রিয়লাভে যত্নমুজ্ঝিত্বা।

কস্মাৎ পুনঃ আত্মানাত্মপ্রিয়য়োরন্যতরপ্রিয়হানেন ইতরপ্রিয়োপাদানপ্রাপ্তৌ আত্মপ্রিয়োপাদানেনৈব ইতরহানং ক্রিয়তে, ন বিপর্য্যয়ঃ—ইতি? উচ্যতে—স যঃ কশ্চিদন্যম্ অনাত্মবিশেষং পুত্রাদিকং প্রিয়তরমাত্মনঃ সকাশাদ্‌ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ আত্মপ্রিয়বাদী ; কিম্? প্রিয়ং তবাভিমতং পুত্রাদিলক্ষণং রোৎস্যতি আবরণং

প্রাণসংরোধং প্রাপ্স্যতি বিনঙ্ক্ষ্যতীতি। স কস্মাদেবং ব্রবীতি? যস্মাদীশ্বরঃ সমর্থঃ পর্য্যাপ্তোঽসৌ এবং বক্তুং হ যস্মাৎ; তস্মাৎ তথৈব স্যাৎ—যত্তেনোক্তং—'প্রাণসংরোধং প্রাপ্স্যতি'। যথাভূতবাদী হি সঃ, তস্মাৎ স ঈশ্বরো বক্তুম্। ঈশ্বরশব্দঃ ক্ষিপ্রবাচীতি কেচিৎ; ভবেদ্, যদি প্রসিদ্ধিঃ স্যাৎ। তস্মাদুজ্ঝিত্বান্যৎ প্রিয়ম্, আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে—আত্মৈব প্রিয়ো নান্যোঽস্তীতি প্রতিপদ্যতে—অন্যল্লৌকিকং প্রিয়মপ্যপ্রিয়মেবেতি নিশ্চিত্য, উপাস্তে চিন্তয়তি; ন হাস্য এবংবিদঃ প্রিয়ং প্রমায়ুকং প্রমরণশীলং ভবতি। নিত্যানুবাদমাত্রমেতৎ, আত্মবিদোঽন্যস্য প্রিয়স্যাপ্রিয়স্য চাভাবাৎ; আত্মপ্রিয়গ্রহণস্তুত্যর্থং বা, প্রিয়গুণ-ফলবিধানার্থং বা মন্দাত্মদর্শিনঃ, তাচ্ছীল্যপ্রত্যয়োপাদানাৎ ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

টীকা। আত্মনঃ পদনীয়ত্বে তস্যৈবাজ্ঞাতত্বসম্ভবো হেতুরুক্তঃ, অধুনা তত্রৈব হেত্বন্তরত্বেনোত্তরবাক্যমবতারয়তি—কুতশ্চেতি। অন্যদনাত্মেতি যাবৎ। বিরক্তস্য পুত্রে প্রীত্যভাবাৎ কথমাত্মনস্তস্মাৎ প্রিয়তরত্বপ্রত্যাশঙ্ক্যাহ—পুত্রো হীতি। প্রিয়তরমাত্মতত্ত্বমিতি শেষঃ। লোকদৃষ্টিমেবাবষ্টভ্যাহ—তথেতি। বিত্তপদেন মানুষবিত্তবদ্দৈবং বিত্তমপি গৃহ্যতে। বিশেষাণামানন্ত্যাৎ প্রত্যেকং প্রদর্শনমশক্যমিত্যাশয়েনাহ—তথাঽন্যস্মাদিতি। পুত্রাদৌ প্রীতিব্যভিচারেঽপি প্রাণাদৌ তদব্যভিচারাদাত্মনো ন প্রিয়তমত্বমিতি শঙ্কতে—তৎ কস্মাদিতি। পদান্তরমাদায় ব্যাকুর্ব্বন্ পরিহরতি—উচ্যত ইত্যাদিনা। অন্তরতরত্বে প্রিয়তমত্বসাধনে হেতুরাত্মত্বম্, ইত্যভিপ্রেত্য বিশেষ্যং ব্যপদিশতি—যদয়মিতি। আত্মনো নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বেঽপি কুতস্তস্যৈব পদনীয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্য বাক্যার্থমাহ—যো হীত্যাদিনা। পুত্রাদিলাভে দারাদীনাং কর্ত্তব্যত্বেন প্রাপ্তপ্রযত্নবিরোধাদাত্মলাভে প্রযত্নঃ সুকরো ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ত্তব্যেতি।

আত্মনো নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বে যুক্তিং পৃচ্ছতি—কস্মাদিতি। আত্মপ্রিয়স্যোপাদানমনুসন্ধানম্, ইতরস্যানাত্মপ্রিয়স্য হানমননুসন্ধানম্। বিপর্য্যয়োঽনাত্মনি পুত্রাদাবভিনিবেশেনাত্মপ্রিয়স্যাননুসন্ধানমিতি বিভাগঃ। যুক্তিলেশং দর্শয়িতুমনন্তরবাক্যমবতারয়তি—উচ্যত ইতি। যঃ কশ্চিদাত্মপ্রিয়বাদী, স তস্মাদন্যং প্রিয়ং ব্রুবাণং প্রতিব্রূয়াদিতি সম্বন্ধঃ। বক্তব্যং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি—কিমিত্যাদিনা। আত্মপ্রিয়বাদিন্যেবং বদত্যপি পুত্রাদিনাশস্তদ্বাক্যার্থো নিয়তো ন সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—স কস্মাদিত্যাদিনা। হশব্দোঽবধারণার্থঃ সমর্থপদাদুপরি সম্বধ্যতে। তস্মাদেবং বক্তীতি শেষঃ। উক্তং সামর্থ্যমনূদ্য ফলিতমাহ—যস্মাদিতি। অথাত্মপ্রিয়বাদিনা যথোক্তং সামর্থ্যমেব কথং লব্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। অতোঽন্যদার্ত্তমিত্যনাত্মনো বিনাশিত্বাদ্বিনাশিনশ্চ দুঃখাত্মকত্বাত্তৎপ্রিয়ত্বস্য ভ্রান্তিমাত্রত্বাদাত্মনস্তদ্বৈপরীত্যান্মুখ্যা প্রীতিস্তত্রৈব, অনাত্মন্যমুখ্যেতি ভাবঃ। পক্ষান্তরমনূদ্য বৃদ্ধপ্রয়োগাভাবেন দূষয়তি—ঈশ্বরশব্দ ইতি। অনাত্মন্যমুখ্যা প্রীতিরিতি স্থিতে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি।

উপস্থিতমনূদ্য তৎফলং কথয়তি—স য ইতি। অনুবাদদ্যোতকো হ-শব্দঃ। প্রিয়মাত্মসুখং, তস্যাপি লৌকিকসুখবন্নাশঃ সুখত্বাদিত্যাশঙ্কিতে তন্নিরাসার্থমনুবাদমাত্রমত্র বিবক্ষিতমিত্যাহ—নিত্যেতি। ফলশ্রুতেগত্যন্তরমাহ—আত্মপ্রিয়েতি। মহত্তীদমাত্মপ্রিয়গ্রহণং, যৎ তন্নিষ্ঠস্য প্রিয়ং ন প্রণশ্যতি; তস্মাত্তদনুসন্ধানং কর্তব্যমিতি স্তুত্যর্থং ফলকীর্তনমিত্যর্থঃ। পক্ষান্তরমাহ—প্রিয়গুণেতি। যো মন্দঃ সন্নাত্মদর্শী, তস্য প্রিয়গুণবিশিষ্টাত্মোপাসনে প্রিয়ং প্রাণাদি নশ্যতীতি ফলং বিধাতুং ফলবচনমিত্যর্থঃ। নন্বাত্মানং প্রিয়মুপাসীনস্য প্রিয়ং প্রাণাদি বিদ্যাসামর্থ্যান্ন নশ্যতি, তথা চ মন্দবিশেষণং মন্দমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তাচ্ছীল্যেতি। তাচ্ছীল্যেঽর্থে বিহিতস্যোকঞ্-প্রত্যয়স্য শ্রুত্যোপাদানাৎ স্বভাবহানাযোগাচ্চ প্রমরণশীলত্বাভাবেঽপি প্রাণাদেরাত্যন্তিকমপ্রমরণমবিবক্ষিতমিত্যর্থঃ॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

ভাষ্যানুবাদ। অন্য সমস্ত বিষয় উপেক্ষা করিয়া কি কারণে যে, কেবল আত্মতত্ত্বেরই চিন্তা করিতে হইবে, তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন—সেই এই আত্মতত্ত্ব পুত্র অপেক্ষাও প্রেয়ঃ অর্থাৎ সমধিক প্রিয়; জগতে সাধারণতঃ পুত্রই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হইয়া থাকে, তদপেক্ষাও প্রিয়তর বলায় আত্মতত্ত্বের সর্ব্বাধিক প্রিয়ত্ব সূচনা করিতেছেন। সেই প্রকার, বিত্ত—সুবর্ণ-রত্নাদি অপেক্ষাও এবং আরও যে সমস্ত বস্তু জগতে প্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সে সমস্ত অপেক্ষাও [অধিক প্রিয়]। ভাল কথা, সেই আত্মতত্ত্বই বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় কেন, আর প্রাণাদি বস্তুইবা প্রিয় হয় না কেন? হাঁ, বলিতেছি—সাধারণতঃ পুত্র ও বিত্ত প্রভৃতি বাহ্য পদার্থ অপেক্ষা প্রাণসমষ্টিই অন্তর—অভ্যন্তর অর্থাৎ আত্মার খুব ঘনিষ্ঠ; সেই অন্তর বা সন্নিহিত পদার্থ অপেক্ষাও ইহা অন্তরতর অর্থাৎ আরও সন্নিহিত,—যাহা এই সেই আত্মা, অর্থাৎ সেই আত্মতত্ত্ব। জগতে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রিয়, সর্ব্বতোমুখী চেষ্টায় তাহাকেই লাভ করিতে হয়; এই আত্মাও লোক-প্রসিদ্ধ সমস্ত প্রিয়বস্তু অপেক্ষা প্রিয়তম; অতএব অন্য প্রিয়-প্রাপ্তির জন্য যত্ন করা আবশ্যক হইলেও, তাহা ত্যাগ করিয়া এই আত্মলাভের জন্যই বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

এখানে আশঙ্কা হইতেছে যে, আত্মা ও অনাত্মা, উভয়ই প্রিয়; তন্মধ্যে একটি প্রিয় পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রিয় বস্তুটি গ্রহণ করিতে হইবে; এমত অবস্থায়, কি কারণে আত্মারূপ প্রিয় বস্তুটি গ্রহণ করিয়া, অপর—অনাত্ম-বস্তুটিই বা পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন? ইহার বৈপরীত্যই বা হয় না কেন? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে—যে ব্যক্তি অন্যকে—পুত্র প্রভৃতি অপর কোনও অনাত্মপদার্থকে আত্মা অপেক্ষাও সমধিক প্রিয় বলিয়া উল্লেখ করে, তাহাকে যদি সেই যে কোনও

আত্ম-প্রিয়বাদী (যে লোক আত্মাকেই সর্ব্বাধিক প্রিয় বলিয়া থাকেন, তিনি) বলেন—কি ? না, প্রিয় বস্তু অর্থাৎ তোমার অভিমত পুত্রাদিরূপ প্রিয় বস্তু রুদ্ধ হইবে—আবরণ—প্রাণ-নিরোধ প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ বিনষ্ট হইবে। ভাল, তিনি এরূপ কথা বলিবেন কেন ? [উত্তর—] যেহেতু, তিনি ঈশ্বর অর্থাৎ ঐরূপ কথা বলিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; সেই হেতুই তাহা সেইরূপই হইবে, অর্থাৎ তিনি যে প্রাণ নিরোধের কথা বলিয়াছেন, [তাহা ঠিক সেইরূপই হইবে]। কেননা, তিনি হইতেছেন যথার্থবাদী (সত্যবাদী); সেই জন্যই তিনি ঐরূপ বলিতে সমর্থ। কেহ কেহ বলেন- 'ঈশ্বর' শব্দটি ক্ষিপ্রতাবোধক; যদি প্রসিদ্ধি থাকে, অর্থাৎ ঐরূপ অর্থ যদি অপ্রসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ অর্থও হইতে পারে। অতএব অপর প্রিয় বস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র প্রিয় আত্মারই উপাসনা করিবে। সেই যে লোক একমাত্র প্রিয় বস্তু আত্মারই উপাসনা করে,—আত্মাই একমাত্র প্রিয়, তদ্ভিন্ন কিছুই প্রিয় নাই, এইরূপ বুঝিতে পারে, অর্থাৎ লোকপ্রসিদ্ধ প্রিয়বস্তুকেও অপ্রিয় বলিয়াই অবধারণ করিয়া [আত্মার] উপাসনা (চিন্তা) করে; নিশ্চয়ই তাদৃশ বিজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির প্রিয় বস্তু মরণশীল হয় না অর্থাৎ বিনষ্ট হয় না। এ কথাটা নিত্যানুবাদ মাত্র অর্থাৎ স্বতঃই যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহারই উল্লেখ মাত্র, [কিন্তু ইহা প্রকৃত বিদ্যা-ফল নহে]। কেন না, আত্মদর্শীর সম্বন্ধে তদ্ভিন্ন প্রিয় বা অপ্রিয় আর কিছুই সম্ভবপর হয় না। অথবা আত্মারূপ প্রিয়চিন্তার প্রশংসার্থও এই কথা হইতে পারে; অথবা [প্রমায়ুক শব্দে] তাচ্ছীল্য-প্রত্যয়ের প্রয়োগ থাকায় এরূপও বলা যাইতে পারে যে, যাহারা যথার্থ আত্মজ্ঞানবিহীন মন্দাত্মদর্শী, তাহাদের সম্বন্ধে প্রিয়গুণচিন্তার ফল-প্রকাশনার্থই ঐ প্রকার ফলোল্লেখ করা হইয়াছে॥ ৪৫ ॥ ৮ ॥

তদাহুর্যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে। কিমু তদ্ব্রহ্মাবেদ্ যস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবদিতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

সরলার্থঃ। [ব্রহ্মজিজ্ঞাসবঃ] তৎ (বক্ষ্যমাণং তত্ত্বং) আহুঃ (কথয়ন্তি) —[কিম্ ?] মনুষ্যাঃ যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া (যয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া) সর্ব্বং ভবিষ্যন্তঃ (বয়ং ব্রহ্মবিদ্যয়া বয়ং সর্ব্বাত্মভাবং গমিষ্যামঃ ইতি) মন্যন্তে; [অত্র অবিশেষেণ প্রবৃত্তমপি শাস্ত্রং প্রাধান্যতঃ মনুষ্যানেবাধিকরোতি, তৈষামেব ভূয়সা নিঃশ্রেয়সাভ্যুদয়সাধনেঽধিকারাৎ, ইতি মন্তব্যম্]। [অত্র পৃচ্ছামঃ—] তৎ

ব্রহ্ম কিমু (কিং বস্তু) অবেৎ (জ্ঞাতবৎ), যস্মাৎ (বিজ্ঞানাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকং) অভবৎ ? ইতি ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ বলিয়া থাকেন—মনুষ্যগণ যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বাত্মক হইব বলিয়া মনে করে ; [জিজ্ঞাসা করি,] সেই ব্রহ্মই বা কি বিষয় জানিয়াছিলেন ? যাহার প্রভাবে তিনি সর্ব্বাত্মভাব লাভ করিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

শঙ্করভাষ্যম্। সূত্রিতা ব্রহ্মবিদ্যা—"আত্মেত্যেবোপাসীত" ইতি, যদর্থোপনিষৎ কৃৎস্নাপি ; তস্যৈতস্য সূত্রস্য ব্যাচিখ্যাসুঃ প্রয়োজনাভিধিৎসয়া উপোদ্ঘাতং করোতি—তদিতি বক্ষ্যমাণমনন্তরবাক্যেঽবদ্যোত্যং বস্তু,—আহুঃ—ব্রাহ্মণাঃ ব্রহ্ম বিবিদিষবঃ জন্মজরামরণপ্রবন্ধচক্র-ভ্রমণকৃতায়াসদুঃখোদকাপারমহোদধিপ্লবভূতং গুরুমাসাদ্য তত্তীরমুত্তিতীর্ষবো ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন-তৎফললক্ষণাৎ সাধ্যসাধনরূপাৎ নির্ব্বিণ্ণাঃ তদ্বিলক্ষণ-নিত্যনিরতিশয়শ্রেয়ঃ প্রতিপিৎসবঃ ; কিমাহুরিত্যাহ—যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া ; ব্রহ্ম পরমাত্মা. তৎ যয়া বেদ্যতে, সা ব্রহ্মবিদ্যা, তয়া ব্রহ্মবিদ্যয়া, সর্ব্বং নিরবশেষং ভবিষ্যন্তঃ ভবিষ্যাম ইত্যেবং মনুষ্যা যৎ মন্যন্তে ; মনুষ্যগ্রহণং বিশেষতোঽধিকারজ্ঞাপনার্থম্ ; মনুষ্যা এব হি বিশেষতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সাধনেঽধিকৃতা ইত্যভিপ্রায়ঃ ; যথা কর্ম্মবিষয়ে ফলপ্রাপ্তিং ধ্রুবাং কর্ম্মভ্যো মন্যন্তে, তথা ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ সর্ব্বাত্মভাব-ফলপ্রাপ্তিং ধ্রুবামেব মন্যন্তে, বেদপ্রামাণ্যস্যোভয়ত্রাবিশেষাৎ।

তত্র বিপ্রতিষিদ্ধং বস্তু লক্ষ্যতে ; অতঃ পৃচ্ছামঃ—কিমু তদ্ব্রহ্ম,—যস্য বিজ্ঞানাৎ সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে ? তৎ কিমবেৎ, যস্মাদ্বিজ্ঞানাৎ তৎ ব্রহ্ম সর্ব্বমভবৎ ? ব্রহ্ম চ সর্ব্বমিতি শ্রূয়তে, তদ্যদি অবিজ্ঞায় কিঞ্চিৎ সর্ব্বমভবৎ, তথান্যেষামপ্যস্তু, কিং ব্রহ্মবিদ্যয়া ? অথ বিজ্ঞায় সর্ব্বমভবৎ, বিজ্ঞানসাধ্যত্বাৎ কর্ম্মফলেন তুল্যমেবেত্যনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ সর্ব্বভাবস্য ব্রহ্মবিদ্যাফলস্য ; অনবস্থাদোষশ্চ—তদপ্যন্যদ্বিজ্ঞায় সর্ব্বমভবৎ, ততঃ পূর্ব্বমপ্যন্যদ্বিজ্ঞায়েতি। ন তাবদবিজ্ঞায় সর্ব্বমভবৎ, শাস্ত্রার্থ-বৈরূপ্যদোষাৎ। ফলানিত্যত্বদোষস্তর্হি ? নৈকোঽপি দোষঃ, অর্থবিশেষোপপত্তেঃ ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

টীকা। তদাহুরিত্যাদের্গতেন গ্রন্থেন সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—সূত্রিতেতি। তস্যাং প্রমাণমাহ—যদর্থেতি। তর্হি সূত্রব্যাখ্যানেনৈব সর্ব্বোপনিষদর্থসিদ্ধেস্তদাহুরিত্যাদি বৃথে-

ত্যাশঙ্ক্যাহ—তস্মেতি। বিদ্যাসূত্রং ব্যাখ্যাতুমিচ্ছন্তী শ্রুতিঃ সূত্রিতবিদ্যাবিবক্ষিত প্রয়োজনাভিধানায়োপোদ্ঘাতং চিকীর্ষতি। প্রতিপাদ্যমর্থং বুদ্ধৌ সংগৃহ্য তাদর্থ্যেনার্থান্তরোপবর্ণনস্য তথাত্বাৎ "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্ঘাতং প্রচক্ষতে" ইতি ন্যায়াদিত্যর্থঃ। যদ্‌ব্রহ্মবিদ্যয়েত্যাদিবাক্যপ্রকাশ্যঃ চোদ্যঃ তচ্ছব্দেনোচ্যতে, প্রকৃতসম্বন্ধাসম্ভবাদিত্যাহ—তদিতীতি। ব্রাহ্মণমাত্রস্য চোদ্যকর্তৃত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি—ব্রহ্মেতি। উৎপ্রেক্ষয়া ব্রহ্মবেদনেচ্ছাবত্ত্বং ব্যাবর্ত্তয়িতুং তদেব বিশেষণং বিভজতে—জন্মেতি। জন্ম চ জরা চ মরণং চ তেষাং প্রবন্ধে প্রবাহে চক্রবদনবরতং ভ্রমণেন কৃতং যদাযাসাত্মকং দুঃখং, তদেবোদকং যস্মিন্নপারে সংসারাখ্যে মহোদধৌ, তত্র প্লবভূতং তরণসাধনমিতি যাবৎ। তত্তীরং তস্য সংসারসমুদ্রস্য তীরং পরং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তেষাং বিবিদিষায়াঃ সাফল্যার্থং তৎপ্রত্যনীকে সংসারে বৈরাগ্যং দর্শয়তি—ধর্ম্মেতি। নির্ব্বেদস্য নিরঙ্কুশত্বং বারয়তি—তদ্বিলক্ষণেতি। উত্তরবাক্যমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—কিমিত্যাদিনা। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে" ইতি শ্রুত্যন্তরমাশ্রিত্যাহ—তদ্যথেতি। মনুষ্যা যন্মন্যন্তে, তত্র বিরুদ্ধং বস্তু ভাতীতি শেষঃ। মনুষ্যগ্রহণস্য কৃত্যমাহ—মনুষ্যেতি। ননু দেবাদীনামপি বিদ্যাধিকারো দেবতাধিকরণন্যায়েন বক্ষ্যতে, তৎ কুতো মনুষ্যাণামেবাধিকারজ্ঞাপনমিত্যত আহ—মনুষ্যা ইতি। বিশেষতঃ সর্ব্বাবিসম্বাদেনেতি যাবৎ। তথাপি কিমিতি তে জ্ঞানান্মুক্তিং সিদ্ধবদ্‌ব্রুবন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—যথেতি। উভয়ত্র কর্ম্মব্রহ্মণোরিতি যাবৎ।

উত্তরবাক্যমুপাদত্তে—তত্রেতি। মনুষ্যাণাং মতং তচ্ছব্দার্থঃ। বস্তুশব্দেন জ্ঞানাৎ ফলমুচ্যতে। আক্ষেপগর্ভস্য চোদ্যস্য প্রবৃত্তৌ বিরোধপ্রতিভাসো হেতুরিত্যতঃশব্দার্থঃ। তদ্‌ব্রহ্ম পরিচ্ছিন্নমপরিচ্ছিন্নং বেতি কুতো ব্রহ্মণি চোদ্যতে, তত্রাহ—যস্মেতি। প্রশ্নান্তরং করোতি—তৎ কিমিতি। ব্রহ্ম স্বাত্মানমজ্ঞাসীদতিরিক্তং বেতি প্রশ্নস্য প্রসঙ্গং দর্শয়তি—যস্মাদিতি। সর্ব্বস্য ব্যতিরিক্তবিষয়ে জ্ঞানং প্রসিদ্ধং, তৎ কিং বিচারেণেত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্ম চেতি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাত্মত্বশ্রবণাদতিরিক্তবিষয়াভাবাদাত্মানমেবাবেদিতি পক্ষস্য সাবকাশতেত্যর্থঃ। কিংশব্দস্য প্রশ্নার্থত্বমুক্ত্বাক্ষেপার্থমাহ—তদ্যদীতি। ব্রহ্ম হি কিঞ্চিদজ্ঞাত্বা সর্ব্বমভবৎ জ্ঞাত্বা বা? নাদ্যো ব্রহ্মবিদ্যানর্থক্যাদিত্যুক্ত্বা দ্বিতীয়মনুবদতি—অথেতি। স্বরূপমজ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা ব্রহ্মণঃ সর্ব্বাপত্তিরিতি বিকল্প্যোভয়ত্র সাধারণং দূষণমাহ—বিজ্ঞানেতি। দ্বিতীয়ে দোষান্তরমাহ—অনবস্থেতি। বহিরেবাক্ষেপং পরিহরতি—ন তাবদিতি। অজ্ঞাত্বৈব ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভাবঃ, অস্মদাদেস্তু জ্ঞানাদিতি শাস্ত্রার্থে বৈরূপ্যম্। ন চাস্মদাদেরপি তদন্তরেণ তদ্ভাবঃ, শাস্ত্রানর্থক্যাৎ। জ্ঞানাদ্‌ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভাবপক্ষে স্বোক্তং দোষমাক্ষেপ্তা স্মারয়তি—ফলেতি। স্বতোঽপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম অবিদ্যাতৎকার্য্যসম্বন্ধাৎ পরিচ্ছিন্নবদ্ভাতি, তন্নিবৃত্ত্যৌপাধিকং সর্ব্বভাবস্য সাধ্যত্বং; ন চানবস্থা, জ্ঞেয়ান্তরানঙ্গীকারাৎ, নাপি ক্রিয়াবিরোধো বিষয়ত্বমন্তরেণ বাক্যীয়বুদ্ধিবৃত্তৌ স্ফুরণাদিতি পরিহরতি—নৈকোঽপীতি। এতেন বিদ্যাবৈয়র্থ্যমপি পরিহৃতমিত্যাহ—অর্থোক্ত। যদ্যপি ব্রহ্মাপরিচ্ছিন্নং নিত্যসিদ্ধং, তথাপি তত্রাবিদ্যাতৎকার্য্যধ্বংসরূপস্যার্থবিশেষস্য জ্ঞানাদুৎপত্তের্ন তদ্বৈয়র্থ্যমিত্যর্থঃ॥ ৪৬॥ ৯।

ভাষ্যানুবাদ। যে ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিপাদনের জন্য সমস্ত উপনিষৎ-শাস্ত্রের আরম্ভ, "আত্মেত্যেব উপাসীত" ইত্যাদি বাক্যে সেই ব্রহ্মবিদ্যাই সূত্রাকারে (সংক্ষেপে) উল্লেখিত হইয়াছে মাত্র; এখন শ্রুতি সেই সংক্ষিপ্ত কথাটির ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ প্রয়োজন নির্দ্দেশমানসে উপোদ্‌ঘাত (সম্বন্ধ) (১) প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন—

শ্রুতির 'তৎ' পদে অব্যবহিত পরবাক্যে যাহার সূচনা করা হইবে, সেই বস্তু বুঝিতে হইবে। যাঁহারা ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম বস্তু জানিতে ইচ্ছুক এবং জন্ম, জরা ও মরণ-প্রবাহরূপ চক্রে ভ্রমণজনিত দুঃখময় জলে পরিপূর্ণ অপার সংসার-সাগর পারের ভেলাস্বরূপ গুরু লাভ করিয়া সেই সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী, সাধ্য-সাধনাত্মক (কার্য্য-কারণভাবাপন্ন) ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাধন ও তাহার ফল হইতে বিরক্ত এবং তদ্বিলক্ষণ—নিত্য নিরতিশয় শ্রেয়োলাভে অভিলাষী, তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন; কি বলিয়া থাকেন, তাহা বলিতেছেন—যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা,—ব্রহ্ম অর্থ - পরমাত্মা, যে বিদ্যার সাহায্যে তাঁহাকে জানা যায়, তাহার নাম ব্রহ্ম-বিদ্যা; সেই ব্রহ্ম-বিদ্যা দ্বারা সমস্ত অর্থাৎ যেরূপ হইলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক সেইরূপ সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইব বলিয়া মনুষ্যগণ মনে করে; যেমন কর্ম্ম হইতে কর্ম্মফলপ্রাপ্তি ধ্রুব বলিয়া মনে করে, তেমনি ব্রহ্মবিদ্যা হইতেও সর্ব্বাত্মভাব-প্রাপ্তিরূপ ফলকেও অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই মনে করিয়া থাকে; কারণ,বেদ-প্রামাণ্যের সদ্ভাব উভয়ত্রই সমান, অর্থাৎ কর্ম্মফল-সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ, এবং ব্রহ্মবিদ্যার ফল সম্বন্ধেও বেদই প্রমাণ; সুতরাং উভয় ফলই এক প্রমাণ-গম্য বলিয়া উভয়েতেই তুল্য বিশ্বাস হওয়া উচিত। মনুষ্যেরই বিশেষভাবে অধিকার জ্ঞাপনের জন্য, এখানে কেবল মনুষ্যের উল্লেখ করা হইয়াছে; অভিপ্রায়

(১) তাৎপর্য্য—কোন একটি কথা বলিতে হইলেই তাহার সহিত পূর্ব্বকথার সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক; নচেৎ অসম্বদ্ধ বাক্য প্রলাপোক্তির ন্যায় উপেক্ষণীয় হয়। ঐরূপ সম্বন্ধ ছয় ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে 'একটির নাম 'উপোদ্‌ঘাত'; অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থনানুকূল চিন্তা "চিন্তাং প্রকৃতসিদ্ধ্যর্থাম্ 'উপোদ্‌ঘাতং' বিদুর্বুধাঃ" অর্থাৎ প্রস্তাবিত বিষয়সিদ্ধির অনুকূল চিন্তাকে পণ্ডিতগণ 'উপোদ্‌ঘাত' বলেন। ইতঃপূর্ব্বে আত্মোপাসনার যে সংক্ষেপে উপদেশ করা হইয়াছে, এখন সেই কথারই অনুকূলে—কেন অপরাপর সর্ব্ববস্তু পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আত্মার উপাসনা করিতে হইবে, তাহার কারণনির্দ্দেশার্থ এই দশম শ্রুতির অবতারণা করা হইতেছে।

এই যে, স্বর্গাদি অভ্যুদয় এবং মুক্তিরূপ নিঃশ্রেয়সসিদ্ধির উপায়সাধনে মনুষ্য-গণেরই বিশেষভাবে অধিকার, [অন্যের সেরূপ অধিকার নাই]।

এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধভাব লক্ষিত হইতেছে ; এইজন্য আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, যাহার বিজ্ঞানে মনুষ্যগণ সর্ব্বাত্মক হইব বলিয়া মনে করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্ম নিজে কি বিষয় জানিয়াছিলেন,—যাহা জানিয়া তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন ? শ্রুতি হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্ম সর্ব্বময় ; তিনি যদি অপর কোনও বস্তু না জানিয়াই সর্ব্বাত্মক হইয়া থাকেন, তবে অপরের সম্বন্ধেও সেইরূপই হউক, ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়োজন কি ? আর তিনিও যদি কিছু জানিবার পরই সর্ব্বাত্মক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত ব্রহ্মবিজ্ঞানের ফল-স্বরূপ সর্ব্বাত্মভাব যখন বিজ্ঞান-সাধ্য অর্থাৎ জ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন, তখন তাহাও কর্ম্মফলেরই তুল্য ; সুতরাং তাহাও অনিত্য হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ অন-বস্থা দোষও হয়,—কেন না, সেই সর্ব্বাত্মক ব্রহ্ম যেরূপ অন্য বস্তু অবগত হইয়া সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ব্রহ্মও আবার সেইরূপই অন্য কিছু জানিয়া —[সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন, এইরূপে অনবস্থা দোষ আসিয়া পড়ে]। আর তিনি যে, কিছু না জানিয়াই সর্ব্বময় হইয়াছিলেন, তাহাও হইতে পারে না ; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য দুই প্রকার কল্পনা করিতে হয় অর্থাৎ কেবল আমাদের সর্ব্বাত্মভাবেই অন্য বিজ্ঞানের আবশুক হয়, কিন্তু ব্রহ্মের পক্ষে তাহা হয় না ; এই প্রকারে একই শাস্ত্রের দুইপ্রকার অর্থ কল্পনা করিতে হয়। [আর যদি তিনি কিছু জানিয়াই সর্ব্বময় হইয়া থাকেন], তাহা হইলেও বিদ্যাফল সর্ব্বাত্মভাবের অনিত্যত্ব হইতে পারে ; [তদুত্তরে বলিতেছেন যে,] না—এখানে ইহার একটি দোষও হয় না ; কারণ, অর্থভেদে ইহার উপপত্তি বা সমাধান হইতে পারে। অভিপ্রায় এই যে, ব্রহ্ম যদিও নিত্য এবং অপরিচ্ছিন্ন, তথাপি ব্রহ্মবিদ্যার প্রভাবে যে, আরোপিত অবিদ্যা ও তৎকার্য্যের ধ্বংসসাধনরূপ প্রয়োজন, তাহা সেখানেও অব্যাহত রহিয়াছে, কাজেই বিদ্যার নিষ্ফলত্ব দোষ সম্ভাবিত হয় না ॥ ৪৬ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মানমেবাবেৎ। অহং ব্রহ্মাস্মীতি। তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ, তদ্‌যোযো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং, তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবঞ্চ সূর্য্যশ্চেতি।

তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদং সর্ব্বং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাং স ভবতি, অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ; যথা পশুরেবং স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যে-কস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু, তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং, যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ॥ ৪৬ ॥ ১০

সরলার্থঃ। প্রাগুক্তস্য প্রশ্নস্য প্রতিবচনমুচ্যতে "ব্রহ্ম বা" ইত্যা-াদনা।] অগ্রে (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ইদং (জগৎ) ব্রহ্ম বৈ (এব) আসীৎ; তৎ (ব্রহ্ম) আত্মানং (স্বমেব রূপং) অবেৎ (বিজ্ঞাতবৎ),—অহং ব্রহ্ম (বৃহত্তমং —সর্ব্বব্যাপি) অস্মি (ভবামি) ইতি; তস্মাৎ (আত্মবিজ্ঞানাৎ) তৎ (ব্রহ্ম) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকম্) অভবৎ; [কিং বহুনা,] দেবানাং মধ্যে যঃ যঃ তৎ (ব্রহ্ম) প্রত্যবুধ্যত (জ্ঞাতবান্—আত্মবিজ্ঞানং লব্ধবান্), সঃ এব তৎ (ব্রহ্ম) অভবৎ; তথা ঋষীণাম্, তথা মনুষ্যাণাং [মধ্যেঽপি যঃ যঃ প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ, ইতি সম্বন্ধঃ]। ঋষিঃ বামদেবঃ হ (ঐতিহ্যে) তৎ এতৎ (ব্রহ্ম) পশ্যন্ (অনুভবন্) প্রতিপেদে (প্রতিপন্নঃ বভূব)— অহং মনুঃ সূর্য্যঃ চ (অপি) অভবম্ ইতি। এতর্হি (ইদানীং) অপি যঃ (জনঃ) এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) তৎ (প্রাগুক্তং) ইদং 'অহং ব্রহ্ম অস্মি' ইতি বেদ (বিজানাতি), সঃ (সোঽপি) ইদং (দৃশ্যমানং) সর্ব্বং (সর্ব্বাত্মকং) ভবতি। দেবাঃ চ (অপি) তস্য (সর্ব্বভাবাপন্নস্য) অভূত্যৈ (অকল্যাণায়) ন হ (নৈব) ঈশতে (সমর্থা ভবন্তি); [কুতঃ?] হি (যস্মাৎ) সঃ (বিদ্বান্) এষাং (দেবানাং) আত্মা (অভিন্নরূপঃ) ভবতি।

অথ (পক্ষান্তরে) যঃ (জনঃ) অসৌ (উপাস্যঃ দেবঃ) অন্যঃ (মত্তঃ পৃথক্), অহং (উপাসকঃ) অন্যঃ (উপাস্যাৎ পৃথক্) অস্মি (ভবামি),—ইতি (এবং) অন্যাং (আত্মভিন্নাং) দেবতাম্ উপাস্তে; সঃ (উপাসকঃ) ন বেদ (ব্রহ্ম ন জানাতি); [অতএব মনুষ্যাণাং] যথা পশুঃ (ভোগ্যঃ), সঃ (অব্রহ্মবিৎ) [অপি], দেবানাং এবং (তথা ভোগ্যঃ), [অবিদ্বান্ পুরুষোঽপি পশুবৎ দেবানাং ভোগ্যঃ ভবতীতি ভাবঃ]। যথা (যদ্বৎ) বহবঃ পশবঃ

(গো-মেষাদয়ঃ) মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুঃ (উপভোগং কুর্ব্বন্তি), এবং (তদ্বৎ) একৈকঃ পুরুষঃ (মনুষ্যঃ) দেবান্ ভুনক্তি (তেষাং ভোগং নিষ্পাদয়তি) ; একস্মিন্ পশৌ আদীয়মানে (অপহ্রিয়মাণে সতি) অপ্রিয়ং (দুঃখং) ভবতি, কিমু বহুষু ? (বহুষু আদীয়মানেষু সৎসু অপ্রিয়ং ভবতীতি কিমু বাচ্যম্ ?) তস্মাৎ (হেতোঃ) এষাং (দেবানাং) তৎ ন প্রিয়ম্, [কিং ?] যৎ মনুষ্যাঃ এতৎ (সর্ব্বং ব্রহ্ম) বিদ্যুঃ (জানীয়ুঃ) ইতি ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল ; তিনি, 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মাকেই জানিয়াছিলেন ; সেই কারণে তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন যে, আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম। বর্ত্তমান সময়েও যে লোক এই প্রকার বুঝিতে পারে যে, 'আমি হইতেছি—ব্রহ্মস্বরূপ', তিনিও এই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হন ; দেবগণও তাঁহার অনিষ্টসাধনে সমর্থ হন না। কারণ, তিনি এ সমস্তেরই আত্মা হন ; পক্ষান্তরে, যে লোক ইহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে,—'আমি (উপাসক) অন্য, এবং ইনি (উপাস্যও) অন্য' এইরূপ ভেদ দৃষ্টিতে অপর দেবতার উপাসনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। মনুষ্যগণের যেমন পশু, তিনিও দেবগণের নিকট তদ্রূপ, অর্থাৎ পশুর ন্যায় দেবগণের উপভোগ্য হন। বহু পশু যেরূপ মনুষ্যকে ভোগ করে অর্থাৎ মনুষ্যের ভোগ সাধন করে, তেমনি সেই ভেদদর্শী এক একটি লোকও দেবগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে ; একটি পশুও অপরে লইলে অথবা হস্তচ্যুত হইলে যখন অপ্রিয় বা দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন বহু পশু ঐরূপ হইলে ত কথাই নাই ; এই কারণেই দেবতাদিগের তাহা প্রিয় নয় যে, মনুষ্যগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয় ॥ ৪৭ ॥ ১০ ॥

শাঙ্করভাষ্যম্। যদি কিমপি বিজ্ঞায়ৈব তদ্ ব্রহ্ম সর্ব্বমভবৎ,

পৃচ্ছামঃ—কিমু তদ্ব্রহ্ম অবেদ্, যস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি। এবং চোদিতে সর্ব্বদোষানাগন্ধিতং প্রতিবচনমাহ—

ব্রহ্ম অপরম্, সর্ব্বভাবস্য সাধ্যত্বোপপত্তেঃ ; ন হি পরস্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভাবাপত্তির্ব্বিজ্ঞানসাধ্যা ; বিজ্ঞানসাধ্যাঞ্চ সর্ব্বভাবাপত্তিমাহ—'তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ' ইতি ; তস্মাদ্ "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইতি অপরং ব্রহ্মেহ ভবিতুমর্হতি। ১

মনুষ্যাধিকারাদ্বা তদ্ভাবী ব্রাহ্মণঃ স্যাৎ ; "সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে" ইতি হি মনুষ্যাঃ প্রকৃতাঃ ; তেষাং চাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনে বিশেষতোঽধিকার ইত্যুক্তম্, ন পরস্য ব্রহ্মণো নাপ্যপরস্য প্রজাপতেঃ। অতো দ্বৈতৈকত্বাপরব্রহ্মবিদ্যয়া কর্ম্মসহিতয়া অপরব্রহ্মভাবমুপসম্পন্নো ভোজ্যাদপাবৃত্তঃ সর্ব্বপ্রাপ্ত্যা উচ্ছিন্নকামকর্ম্মবন্ধনঃ পরব্রহ্মভাবী ব্রহ্মবিদ্যাহেতোর্ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে। দৃষ্টশ্চ লোকেঽপি ভাবিনীং বৃত্তিমাশ্রিত্য শব্দপ্রয়োগঃ—যথা 'ওদনং পচতি', ইতি ; শাস্ত্রে চ—"পরিব্রাজকঃ সর্ব্বভূতাভয়দক্ষিণাম্" ইত্যাদিঃ ; তথা হই—ইতি কেচিৎ—ব্রহ্মভাবী পুরুষো ব্রাহ্মণ ইতি ব্যাচক্ষতে। ২

তন্ন ; সর্ব্বভাবোপপত্তেরনিত্যত্বদোষাৎ। নহি সোঽস্তি লোকে পরমার্থতঃ, যো নিমিত্তবশাদ্ভাবান্তরমাপদ্যতে নিত্যশ্চেতি। তথা ব্রহ্মবিজ্ঞান-নিমিত্তকৃতা চেৎ সর্ব্বভাবাপত্তিঃ, নিত্যা চেতি বিরুদ্ধম্। অনিত্যত্বে চ কর্ম্মফলতুল্যতেত্যুক্তো দোষঃ। ৩

অবিদ্যাকৃতাসর্ব্বত্বনিবৃত্তিং চেৎ সর্ব্বভাবাপত্তিং ব্রহ্মবিদ্যাফলং মন্যসে, ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনা ব্যর্থা স্যাৎ। প্রাগ্ব্রহ্মবিজ্ঞানাদপি সর্ব্বো জন্তুর্ব্রহ্মত্বাৎ নিত্যমেব সর্ব্বভাবাপন্নঃ পরমার্থতঃ ; অবিদ্যয়া তু অব্রহ্মত্বমসর্ব্বত্বঞ্চাধ্যারোপিতম্—যথা শুক্তিকায়াং রজতম্, ব্যোম্নি বা তলমলবত্ত্বাদি ; তথেহ ব্রহ্মণি অধ্যারোপিতমবিদ্যয়া অব্রহ্মত্বমসর্ব্বত্বঞ্চ ব্রহ্মবিদ্যয়া নিবর্ত্ত্যতে, ইতি মন্যসে যদি, তদা যুক্তম্—যৎ পরমার্থত আসীৎ পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যার্থভূতং "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যস্মিন্ বাক্য উচ্যতে—ইতি বক্তুম্ ; যথাভূতার্থবাদিত্বাদ্ বেদস্য। ন ত্বিয়ং কল্পনা যুক্তা—ব্রহ্মশব্দার্থবিপরীতো ব্রহ্মভাবী পুরুষো ব্রহ্মেত্যুচ্যত ইতি, শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনায়া অন্যায্যত্বাৎ—মহত্তরে প্রয়োজনান্তরেঽসতি। ৪

অবিদ্যাকৃতব্যতিরেকেণাব্রহ্মত্বমসর্ব্বত্বঞ্চ বিদ্যত এবেতি চেৎ ; ন ; তস্য ব্রহ্মবিদ্যয়া অপোহানুপপত্তেঃ। ন হি ক্বচিৎ সাক্ষাদ্বস্তুধর্ম্মস্যাপোঢ্রী দৃষ্টা কর্ত্রী বা ব্রহ্মবিদ্যা ; অবিদ্যায়াস্তু সর্ব্বত্রৈব নিবর্ত্তিকা দৃশ্যতে ; তথা

ইহাপি অব্রহ্মত্বমসর্ব্বত্বঞ্চাবিদ্যাকৃতমেব নিবর্ত্ত্যতাম্ ব্রহ্মবিদ্যয়া; ন তু পারমার্থিকং বস্তু কর্ত্তুং নিবর্ত্তয়িতুং বা অর্হতি ব্রহ্মবিদ্যা। তস্মাদ্ব্যর্থৈব শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনা। ৫

ব্রহ্মণ্যবিদ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ; ন; ব্রহ্মণি বিদ্যাবিধানাৎ। ন হি শুক্তিকায়াং রজতাধ্যারোপণেঽসতি, শুক্তিকাত্বং জ্ঞাপ্যতে—চক্ষুর্গোচরাপন্নায়াম্ 'ইয়ং শুক্তিকা, ন রজতম্' ইতি। তথা 'সদেবেদং সর্ব্বং, ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্, আত্মৈবেদং সর্ব্বং, নেদং দ্বৈতমস্তি অব্রহ্ম' ইতি ব্রহ্মণ্যেকত্ববিজ্ঞানং ন বিধাতব্যম্, ব্রহ্মণ্যবিদ্যাধ্যারোপণায়ামসত্যাম্। ন ব্রূমঃ—শুক্তিকায়ামিব ব্রহ্মণ্যতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণা নাস্তীতি; কিং তর্হি? ন ব্রহ্ম স্বাত্মন্যতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপনিমিত্তম্ অবিদ্যাকর্তৃ চেতি। ভবত্বেবং—ন বিদ্যাকর্তৃ ভ্রান্তঞ্চ ব্রহ্ম; কিন্তু নৈব অব্রহ্মাবিদ্যাকর্ত্তা চেতনো ভ্রান্তোঽন্য ইষ্যতে—"নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতা", "নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ", "তত্ত্বমসি", "আত্মানমেবাবেৎ", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অন্যোসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। স্মৃতিভ্যশ্চ—"সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু", "অহমাত্মা গুড়াকেশ", "শুনি চৈব শ্বপাকে চ", "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি", "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইতি চ মন্ত্রবর্ণাৎ। ৬

নন্বেবং শাস্ত্রোপদেশানর্থক্যমিতি; বাঢ়মেবম্, অবগতে অস্ত্বেবানর্থক্যম্। অবগমানর্থক্যমপীতি চেৎ; ন; অনবগমনিবৃত্তের্দৃষ্টত্বাৎ। তন্নিবৃত্তেরপ্যনুপপত্তিরেকত্বে ইতি চেৎ; ন, দৃষ্টবিরোধাৎ; দৃশ্যতে হি একত্ববিজ্ঞানাদেবানবগমনিবৃত্তিঃ; দৃশ্যমানমপ্যনুপপন্নমিতি ব্রুবতো দৃষ্টবিরোধঃ স্যাৎ। ন চ দৃষ্টবিরোধঃ কেনচিদপ্যভ্যুপগম্যতে; ন চ দৃষ্টেঽনুপপন্নং নাম, দৃষ্টত্বাদেব। দর্শনানুপপত্তিরিতি চেৎ; তত্রাপ্যেষৈব যুক্তিঃ। ৭

"পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি।" "তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভেতে।" "মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যেবমাদিশ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যঃ পরস্মাদ্বিলক্ষণোঽন্যঃ সংসারী অবগম্যতে; তদ্বিলক্ষণশ্চ পরঃ "স এষ নেতি নেতি" "অশনায়াদ্যত্যেতি" "য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুঃ" "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ; কণাদাক্ষপাদাদিতর্কশাস্ত্রেষু চ সংসারিবিলক্ষণ ঈশ্বর উপপত্তিতঃ সাধ্যতে; সংসারদুঃখাপনয়ার্থিত্বপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ স্ফুটমন্যত্বমীশ্বরাৎ সংসারিণোঽবগম্যতে; "অবাক্যনাদরঃ" "ন মে পার্থাস্তি" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ; "সোঽন্বেষ্টব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ" "তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতৎ" "যো বা এতদক্ষরং

গার্গ্যবিদিত্বা" "তমেব ধীরো বিজ্ঞায়" "প্রণবো ধনুঃ, শরো হ্যাত্মা, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্য-মুচ্যতে" ইত্যাদিকর্ম্মকর্তৃনির্দ্দেশাচ্চ ; মুমুক্ষোশ্চ গতি-মার্গবিশেষদেশোপ-দেশাৎ ; অসতি ভেদে কস্য কুতো গতিঃ স্যাৎ ? তদভাবে চ দক্ষিণোত্তর-মার্গবিশেষানুপপত্তির্গন্তব্যদেশানুপপত্তিশ্চেতি ; ভিন্নস্য তু পরস্মাদাত্মনঃ সর্ব্ব-মেতদুপপন্নম্ । ৮

কর্ম্ম-জ্ঞানসাধনোপদেশাচ্চ,—ভিন্নশ্চেদ্ব্রহ্মণঃ সংসারী স্যাৎ, যুক্তস্তং প্রত্যভ্যু-দয়নিঃশ্রেয়সসাধনয়োঃ কর্ম্ম-জ্ঞানয়োরুপদেশঃ, নেশ্বরস্য, আপ্তকামত্বাৎ ; তস্মাদ্ যুক্তং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষ উচ্যত ইতি চেৎ ;—ন, ব্রহ্মোপদেশানর্থক্য-প্রসঙ্গাৎ,—সংসারী চেৎ ব্রহ্মভাবী অব্রহ্ম সন্ বিদিত্বাত্মানমেব—অহং ব্রহ্মাস্মীতি সর্ব্বমভবৎ ; তস্য সংসার্য্যাত্মবিজ্ঞানাদেব সর্ব্বাত্মভাবস্য ফলস্য সিদ্ধত্বাৎ, পরব্রহ্মোপদেশস্য ধ্রুবমানর্থক্যং প্রাপ্তম্ ॥ ৯

তদ্বিজ্ঞানস্য কচিৎ পুরুষার্থসাধনেঽবিনিয়োগাৎ সংসারিণ এব—অহং ব্রহ্মা-স্মীতি ব্রহ্মত্বসম্পাদনার্থ উপদেশ ইতি চেৎ ; অনির্জ্ঞাতে হি ব্রহ্মস্বরূপে কিং সম্পাদয়েৎ—অহং ব্রহ্মাস্মীতি ? নির্জ্ঞাতলক্ষণে হি ব্রহ্মণি শক্যা সম্পৎ কর্ত্তুম্, ন ; "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম ।" "য আত্মা" "তৎ সত্যং স আত্মা" "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি প্রকৃত্য "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ' ইতি সহস্রশো ব্রহ্মাত্মশব্দয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদেকার্থত্বমেবেত্যবগম্যতে । অন্যস্য হি অন্যত্র সম্পৎ ক্রিয়তে, নৈকত্বে ; "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইতি চ প্রকৃতস্যৈব দ্রষ্টব্যস্যাত্মন একত্বং দর্শয়তি । তস্মান্নাত্মনো ব্রহ্মত্বসম্পদুপ-পত্তিঃ । ১০

ন চাপ্যন্যৎ প্রয়োজনং ব্রহ্মোপদেশস্য গম্যতে ; "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" "অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোঽসি" "অভয়ং হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি" ইতি চ তদাপত্তিশ্র-বণাৎ । সম্পত্তিশ্চেৎ, তদাপত্তির্ন স্যাৎ । ন হ্যন্যস্যান্যভাব উপপদ্যতে । বচনাৎ সম্পত্তেরপি তদ্ভাবাপত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ ; ন ; সম্পত্তেঃ প্রত্যয়মাত্র-ত্বাৎ, বিজ্ঞানস্য চ মিথ্যাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বব্যতিরেকেণাকারকত্বমিত্যবোচাম । ন চ বচনং বস্তুনঃ সামর্থ্যজনকম্ । জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রং ন কারকমিতি স্থিতিঃ । "স এষ ইহ প্রবিষ্টঃ" ইত্যাদিবাক্যেষু চ পরস্যৈব প্রবেশ ইতি স্থিতম্ । তস্মাদ্-ব্রহ্মেতি ন ব্রহ্মভাবি-পুরুষকল্পনা সাধ্বী । ১১

ইষ্টার্থবাধনাচ্চ—সৈন্ধবঘনবদনন্তরমবাহ্যমেকরসং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং সর্ব্ব-স্যামুপনিষদি প্রতিপিপাদয়িষিতোঽর্থঃ—কাণ্ডদ্বয়েঽপ্যন্তেঽবধারণাদবগম্যতে—

"ইত্যনুশাসনম্" "এতাবদরে খল্বমৃতত্বম্" ইতি; তথা সর্ব্বশাখোপনিষৎসু চ ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানং নিশ্চিতোঽর্থঃ। তত্র যদি সংসারী ব্রহ্মণোঽন্য আত্মানমেবাবেৎ— ইতি কল্প্যেত, ইষ্টস্যার্থস্য বাধনং স্যাৎ; তথা চ শাস্ত্রমুপক্রমোপসংহারয়োর্বিরোধাদসমঞ্জসং কল্পিতং স্যাৎ। ব্যপদেশানুপপত্তেশ্চ—যদি চ "আত্মানমেবাবেৎ" ইতি সংসারী কল্প্যেত, 'ব্রহ্মবিদ্যা' ইতি ব্যপদেশো ন স্যাৎ 'আত্মানমেবাবেৎ" ইতি; সংসারিণ এব বেদ্যত্বোপপত্তেঃ। ১২

আত্মেতি বেত্তুরন্যদুচ্যত ইতি চেৎ; ন; "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি বিশেষণাৎ; অন্যশ্চেদ্বেদ্যঃ স্যাৎ, 'অয়মসৌ'ইতি বা বিশেষ্যেত, ন তু 'অহমস্মি' ইতি। 'অহমস্মি'ইতি বিশেষণাৎ 'আত্মানমেবাবেৎ' ইতি চাবধারণাৎ নিশ্চিতম্ আত্মৈব ব্রহ্মেত্যবগম্যতে; তথা চ সত্যুপপন্নো ব্রহ্মবিদ্যাব্যপদেশঃ, নান্যথা সংসারিবিদ্যা হি অন্যথা স্যাৎ। ন চ ব্রহ্মত্বাব্রহ্মত্বে হ্যেকস্যোপপন্নে পরমার্থতঃ, তমঃপ্রকাশাবিব ভানোর্বিরুদ্ধত্বাৎ। ১৩

ন চোভয়নিমিত্তত্বে ব্রহ্মবিদ্যেতি নিশ্চিতো ব্যপদেশো যুক্তঃ, তদা ব্রহ্মবিদ্যা সংসারিবিদ্যা চ স্যাৎ; ন চ বস্তুনোঽর্দ্ধজরতীয়ত্বং কল্পয়িতুং যুক্তম্ তত্ত্বজ্ঞানবিবক্ষায়াম্, শ্রোতুঃ সংশয়ো হি তথা স্যাৎ; নিশ্চিতং চ জ্ঞানং পুরুষার্থসাধনমিষ্যতে —"যস্য স্যাদদ্ধা ন বিচিকিৎসাস্তি" "সংশয়াত্মা বিনশ্যতি" ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাম্। অতো ন সংশয়িতো বাক্যার্থো বাচ্যঃ পরহিতার্থিনা। ১৪

ব্রহ্মণি সাধকত্বকল্পনা অস্মদাদিম্বিব,অপেশলা—"তদাত্মানমেবাবেৎ, তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইতি—ইতি চেৎ,ন; শাস্ত্রোপলম্ভাৎ; ন হ্যস্মৎকল্পনেয়ম্, শাস্ত্রকৃতা তু; তস্মাচ্ছাস্ত্রস্যায়মুপালম্ভঃ; ন চ ব্রহ্মণ ইষ্টং চিকীর্ষুণা শাস্ত্রার্থবিপরীতকল্পনয়া স্বার্থপরিত্যাগঃ কার্য্যঃ। ন চৈতাবত্যেবাক্ষমা যুক্তা ভবতঃ; সর্ব্বং হি নানাত্বং ব্রহ্মণি কল্পিতমেব "একধৈবানুদ্রষ্টব্যম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি" "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদিবাক্যশতেভ্যঃ, সর্ব্বো হি লোকব্যবহারো ব্রহ্মণ্যেব কল্পিতো ন পরমার্থঃ সন্, ইত্যল্পমিদমুচ্যতে— ইয়মেব কল্পনা অপেশলেতি। ১৫

তস্মাৎ—যৎ প্রবিষ্টং স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তদ্ ব্রহ্ম; বৈ-শব্দোঽবধারণার্থঃ; ইদং শরীরস্থং যৎ গৃহ্যতে, অগ্রে প্রাক্ প্রতিবোধাদপি ব্রহ্মৈবাসীৎ সর্ব্বঞ্চেদম্; কিন্তু অপ্রতিবোধাৎ 'অব্রহ্মাস্মি অসর্ব্বং চ' ইত্যাত্মন্যধ্যারোপাৎ 'কর্ত্তাহং ক্রিয়াবান্, ফলানাঞ্চ ভোক্তা, সুখী দুঃখী সংসারী' ইতি চাধ্যারোপয়তি; পরমার্থতস্তু ব্রহ্মৈব তদ্বিলক্ষণং সর্ব্বঞ্চ; তৎ কথঞ্চিদাচার্য্যেণ দয়ালুনা প্রতিবোধিতং 'নাসি

সংসারী'ইতি আত্মানমেবাবেৎ স্বাভাবিকম্‌, অবিদ্যাধ্যারোপিতবিশেষবর্জ্জিত-মিত্যেব-শব্দস্যার্থঃ। ১৬

ব্রূহি কোঽসাবাত্মা স্বাভাবিকঃ, যমাত্মানং বিদিতবদ্‌ ব্রহ্ম। নন্থ ন স্মর-স্যাত্মানম্‌; দর্শিতো হ্যসৌ—য ইহ প্রবিশ্য প্রাণিত্যপানিতি ব্যানিতি উদানিতি সমানিতীতি। নন্থ 'অসৌ গৌঃ, অসাবশ্বঃ' ইত্যেবমসৌ ব্যপদিশ্যতে ভবতা, নাত্মানং প্রত্যক্ষং দর্শয়সি; এবং তর্হি দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বিজ্ঞাতা স আত্মেতি। নন্বত্রাপি দর্শনাদিক্রিয়াকর্ত্তুঃ স্বরূপং ন প্রত্যক্ষং দর্শয়সি; ন হি গমিরেব গন্তুঃ স্বরূপম্‌, ছিদির্ব্বা ছেত্তুঃ; এবং তর্হি দৃষ্টের্দ্রষ্টা, শ্রুতেঃ শ্রোতা, মতের্মন্তা, বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতা, স আত্মেতি। ১৭

নন্থ অত্র কো বিশেষো দ্রষ্টরি? যদি দৃষ্টের্দ্রষ্টা, যদি বা ঘটস্য দ্রষ্টা, সর্ব্বথাপি দ্রষ্টৈব; দ্রষ্টব্য এব তু ভবান্‌ বিশেষমাহ—দৃষ্টের্দ্রষ্টেতি; দ্রষ্টা তু যদি দৃষ্টেঃ, যদি বা ঘটস্য, দ্রষ্টা দ্রষ্টৈব। ন, বিশেষোপপত্তেঃ—অস্ত্যত্র বিশেষঃ, যো দৃষ্টের্দ্রষ্টা, স দৃষ্টিশ্চেদ্ভবতি, নিত্যমেব পশ্যতি দৃষ্টিম্‌, ন কদাচিদপি দৃষ্টির্ন দৃশ্যতে দ্রষ্ট্রা; তত্র দ্রষ্টুর্দৃষ্ট্যা নিত্যয়া ভবিতব্যম্‌; অনিত্যা চেৎ দ্রষ্টুর্দৃষ্টিঃ, তত্র দৃশ্যা যা দৃষ্টিঃ, সা কদাচিন্ন দৃশ্যেতাপি—যথা অনিত্যয়া দৃষ্ট্যা ঘটাদি বস্তু। ন চ তদ্বৎ দৃষ্টের্দ্রষ্টা কদাচিদপি ন পশ্যতি দৃষ্টিম্‌। ১৮

কিং দ্বে দৃষ্টী দ্রষ্টুঃ—নিত্যা অদৃশ্যা, অন্যা অনিত্যা দৃশ্যেতি? বাঢ়ম্‌; প্রসিদ্ধা তাবদনিত্যা দৃষ্টিঃ, অন্ধানন্ধত্বদর্শনাৎ; নিত্যৈব চেৎ, সর্ব্বোঽনন্ধ এব স্যাৎ; দ্রষ্টুস্তু নিত্যা দৃষ্টিঃ—"ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ; অনুমানাচ্চ—অন্ধস্যাপি ঘটাদ্যাভাসবিষয়া স্বপ্নে দৃষ্টিরুপলভ্যতে; সা তর্হি ইতরদৃষ্টিনাশে ন নশ্যতি; সা দ্রষ্টুর্দৃষ্টিঃ, তয়া অবিপরিলুপ্তয়া নিত্যয়া দৃষ্ট্যা স্বরূপভূতয়া স্বয়ংজ্যোতিঃসমাখ্যয়া ইতরামনিত্যাং দৃষ্টিং স্বপ্নান্তবুদ্ধান্তয়োর্ব্বাসনাপ্রত্যয়রূপাং নিত্যমেব পশ্যন্‌ দৃষ্টের্দ্রষ্টা ভবতি। এবঞ্চ সতি দৃষ্টিরেব স্বরূপমস্য অগ্ন্যৌষ্ণ্যবৎ, ন কাণাদানামিব দৃষ্টিব্যতিরিক্তোঽন্যশ্চেতনো দ্রষ্টা। ১৯

তৎ ব্রহ্ম আত্মানমেব নিত্যদৃগ্‌রূপম্‌ অধ্যারোপিতানিত্যদৃষ্ট্যাদিবর্জ্জিতমেব অবেৎ বিদিতবৎ। নন্থ বিপ্রতিষিদ্ধং—"ন বিজ্ঞাতের্ব্বিজ্ঞাতারং বিজানীয়াঃ" ইতি শ্রুতেঃ—জ্ঞাতুর্ব্বিজ্ঞানম্‌। ন; এবং বিজ্ঞানান্ন বিপ্রতিষেধঃ; এবং দৃষ্টের্দ্রষ্টা ইতি বিজ্ঞায়ত এব; অন্যজ্ঞানানপেক্ষত্বাচ্চ—নচ দ্রষ্টুর্নিত্যৈব দৃষ্টিরিত্যেবং বিজ্ঞাতে দ্রষ্টৃবিষয়াং দৃষ্টিমন্যামাকাঙ্ক্ষতে; নিবর্ত্ততে হি দ্রষ্টৃবিষয়-

দৃষ্ট্যাকাঙ্ক্ষা, তদসম্ভবাদেব ; ন হ্যবিদ্যমানে বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা কস্যচিদুপজায়তে ; ন চ দৃশ্যা দৃষ্টির্দ্রষ্টারং বিষয়ীকর্ত্তুমুৎসহতে, যতস্তামাকাঙ্ক্ষেত। ন চ স্বরূপ-বিষয়াকাঙ্ক্ষা স্বস্যৈব ; তস্মাদজ্ঞানাধ্যারোপণনিবৃত্তিরেব "আত্মানমেবাবেৎ" ইত্যুক্তম্, নাত্মনো বিষয়ীকরণম্। ২০

তৎ কথমবেদিত্যাহ—অহং দৃষ্টের্দ্রষ্টা আত্মা ব্রহ্মাস্মি ভবামীতি। ব্রহ্মেতি —যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ সর্ব্বান্তর আত্মা অশনায়াদ্যতীতো নেতি নেত্যস্থূল-মনণ্বিত্যেবমাদিলক্ষণম্, তদেবাহমস্মি, নান্যঃ সংসারী, যথা ভবানাহ—ইতি। তস্মাদেবংবিজ্ঞানাৎ তৎ ব্রহ্ম সর্ব্বমভবৎ—অব্রহ্মাধ্যারোপণাপগমাৎ তৎ-কার্য্যস্যাসর্ব্বত্বস্য নিবৃত্ত্যা সর্ব্বমভবৎ। তস্মাদ্ যুক্তমেব মনুষ্যা মন্যন্তে—যৎ ব্রহ্ম-বিদ্যয়া সর্ব্বং ভবিষ্যাম ইতি। যৎ পৃষ্টম্—কিমু তৎ ব্রহ্মাবেৎ, যস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি, তন্নির্ণীতং—"ব্রহ্ম বা ইদমগ্রআসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ—অহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি। ২১

তৎ তত্র যো যো দেবানাং মধ্যে প্রত্যবুধ্যত প্রতিবুদ্ধবান্ আত্মানং যথো-ক্তেন বিধিনা, স এব প্রতিবুদ্ধ আত্মা তদ্ব্রহ্ম অভবৎ; তথা ঋষীণাম্, তথা মনু-ষ্যাণাং চ মধ্যে। দেবাদীনামিত্যাদি লোকদৃষ্ট্যাপেক্ষয়া, ন ব্রহ্মত্ববুদ্ধ্যোচ্যতে ; "পুরঃ পুরুষ আবিশৎ" ইতি সর্ব্বত্র ব্রহ্মৈবানুঃ প্রবিষ্টমিত্যবোচাম। অতঃ শরীরাদ্যুপাধিজনিত-লোকদৃষ্ট্যাপেক্ষয়া দেবানামিত্যাদ্যুচ্যতে ; পরমার্থতস্তু তত্র তত্র ব্রহ্মৈবাগ্র আসীৎ প্রাক্ প্রতিবোধাৎ দেবাদিশরীরেষন্যথৈব বিভাব্যমানম্, তদাত্মানমেবাবেৎ, তথৈব চ সর্ব্বমভবৎ। ২২

অস্যা ব্রহ্ম-বিদ্যায়াঃ সর্ব্বভাবাপত্তিঃ ফলমিত্যেতস্যার্থস্য দ্রঢ়িম্নে মন্ত্রানুদা-হরতি শ্রুতিঃ। কথম্?—তদ্ব্রহ্ম এতদাত্মানমেব অহমস্মীতি পশ্যন্ এতস্মা-দেব ব্রহ্মণো দর্শনাদ্ ঋষির্ব্বামদেবাখ্যঃ প্রতিপেদে হ প্রতিপন্নবান্ কিল। স এতস্মিন্ ব্রহ্মাত্মদর্শনেঽবস্থিত এতান্ মন্ত্রান্ দদর্শ—অহং মনুরভবং সূর্য্য-শ্চেত্যাদীন্। তদেতদ্ব্রহ্ম পশ্যন্নিতি ব্রহ্মবিদ্যা পরামৃশ্যতে ; অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চেত্যাদিনা সর্ব্বভাবাপত্তিং ব্রহ্ম-বিদ্যাফলং পরামৃশতি ; পশ্যন্ সর্ব্বাত্ম-ভাবং ফলং প্রতিপেদে, ইত্যস্মাৎ প্রয়োগাদ্ ব্রহ্মবিদ্যাসহায়সাধনসাধ্যং মোক্ষং দর্শয়তি—ভুঞ্জানস্তৃপ্যতীতি যদ্বৎ। ২৩

সেয়ং ব্রহ্ম-বিদ্যয়া সর্ব্বভাবাপত্তিরাসীন্মহতাং দেবানাং বীর্য্যাতিশয়াৎ, নেদানীমৈদংযুগীনানাম্, বিশেষতো মনুষ্যাণাম্, অল্পবীর্য্যত্বাৎ; ইতি স্যাৎ কস্যচিদ্বুদ্ধিঃ, তদ্ব্যুত্থাপনায়াহ—তদিদং প্রকৃতং ব্রহ্ম যৎ সর্ব্বভূতানুপ্রবিষ্টং

দৃষ্টিক্রিয়াদিলিঙ্গম্, এতর্হি এতস্মিন্নপি বর্ত্তমানকালে, যঃ কশ্চিদ্ব্যাবৃত্তবাহ্যৌৎসুক্য আত্মানমেব এবং বেদ অহং ব্রহ্মাস্মীতি—অপোহ্যোপাধিজনিতভ্রান্তিবিজ্ঞানাধ্যারোপিতান্ বিশেষান্ সংসারধর্ম্মানাগন্ধিতমনন্তরমবাহ্যং ব্রহ্মৈবাহমস্মি কেবলমিতি, সঃ অবিদ্যাকৃতাসর্ব্বত্বনিবৃত্তেঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানাদিদং সর্ব্বং ভবতি। ন মহাবীর্য্যেষু বামদেবাদিষু হীনবীর্য্যেষু বা বার্ত্তমানিকেষু মনুষ্যেষু ব্রহ্মণো বিশেষঃ তদ্বিজ্ঞানস্য বাস্তি। বার্ত্তমানিকেষু পুরুষেষু তু ব্রহ্মবিদ্যাফলেঽনৈকান্তিকতা শঙ্ক্যতে, ইত্যত আহ—তস্য হ ব্রহ্মবিজ্ঞাতুর্যথোক্তেন বিধিনা, দেবা মহাবীর্য্যাঃ, চন অপি, অভূত্যৈ অভবনায় ব্রহ্ম-সর্ব্বভাবস্য নেশতে ন পর্য্যাপ্তাঃ ; কিমুতান্যে। ২৪

ব্রহ্মবিদ্যাফলপ্রাপ্তৌ বিঘ্নকরণে দেবাদয় ঈশত ইতি কা শঙ্কা? ইতি, উচ্যতে—দেবাদীন্ প্রতি ঋণবত্ত্বাৎ মর্ত্ত্যানাম্ ; "ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যঃ, যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ, প্রজয়া পিতৃভ্যঃ" ইতি হি জায়মানমেব ঋণবন্তং পুরুষং দর্শয়তি শ্রুতিঃ ; পশুনিদর্শনাচ্চ—"অথো অয়ং বা..." ইত্যাদিলোকশ্রুতেশ্চ আত্মনো বৃত্তিপরিপিপালয়িষয়া অধমর্ণানিব দেবাঃ পরতন্ত্রান্ মনুষ্যান্ প্রতি অমৃতত্বপ্রাপ্তিং প্রতি বিঘ্নং কুর্য্যুরিতি ন্যায্যৈবৈষা শঙ্কা। ২৫

স্বপশূন্ স্বশরীরাণীব চ রক্ষন্তি দেবাঃ ; মহত্তরাং হি বৃত্তিং কর্ম্মাধীনাং দর্শয়িষ্যতি দেবাদীনাম্—বহুপশুসমতয়ৈকৈকস্য পুরুষস্য ; "তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ম্, যদেতৎ মনুষ্যা বিদ্যুঃ" ইতি হি বক্ষ্যতি ; "যথা হ বৈ স্বায় লোকায়ারিষ্টিমিচ্ছেদেবং হৈবংবিদে সর্ব্বাণি ভূতান্যরিষ্টিমিচ্ছন্তি" ইতি চ ; ব্রহ্মবিত্ত্বে পারার্থ্যনিবৃত্তেঃ স্বলোকত্বং পশুত্বঞ্চেত্যভিপ্রায়োঽপ্রিয়ারিষ্টিবচনাভ্যামবগম্যতে ; তস্মাদ্ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মবিদ্যাফলপ্রাপ্তিং প্রতি কুর্য্যুরেব বিঘ্নং দেবাঃ, প্রভাববন্তশ্চ হি তে। ২৬

নন্বেবং সতি অন্যাস্বপি কর্ম্মফলপ্রাপ্তিষু দেবানাং বিঘ্নকরণং পেয়-পানসমম্ ; হন্ত তর্হি অবিস্রম্ভোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়স-সাধনানুষ্ঠানেষু ; তথা ঈশ্বরস্যাচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ বিঘ্নকরণে প্রভুত্বম্ ; তথা কালকর্ম্মমন্ত্রৌষধিতপসাম্ ; এষাং হি ফলসম্পত্তি-বিপত্তিহেতুত্বং শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধম্ ; অতোঽপ্যনাশ্বাসঃ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানে। ন ; সর্ব্বপদার্থানাং নিয়তনিমিত্তোপাদানাৎ, জগদ্বৈচিত্র্যদর্শনাচ্চ, স্বভাবপক্ষে চ তদুভয়ানুপপত্তেঃ, সুখদুঃখাদিফলনিমিত্তং কর্ম্মেত্যেতস্মিন্ পক্ষে স্থিতে বেদস্মৃতি-ন্যায়-লোকপরিগৃহীতে, দেবেশ্বরকালাস্তাবৎ ন কর্ম্মফলবিপর্য্যাসকর্ত্তারঃ, কর্ম্মণাং কাঙ্ক্ষিতকারকত্বাৎ—কর্ম্ম হি শুভাশুভং পুরুষাণাং

দৈবকালেশ্বরাদিকারকমনপেক্ষ্য নাত্মানং প্রতিলভতে, লব্ধাত্মকমপি ফলদানেঽসমর্থম্, ক্রিয়া হি কারকাণ্যনেকনিমিত্তোপাদানস্বাভাব্যাৎ; তস্মাৎ ক্রিয়ানুগুণা হি দৈবেশ্বরাদয় ইতি কর্ম্মসু তাবন্ন ফলপ্রাপ্তিং প্রত্যবিস্রম্ভঃ। ২৭

কর্ম্মণামপ্যেষাং বশানুগত্বং কচিৎ, স্বসামর্থ্যস্যাপ্রণোদ্যত্বাৎ। কর্ম্মকাল-দৈবদ্রব্যাদিস্বভাবানাং গুণপ্রধানভাবস্ত্বনিয়তো দুর্ব্বিজ্ঞেয়শ্চেতি তৎকৃতো মোহো লোকস্য—কর্ম্মৈব কারকং নান্যৎ ফলপ্রাপ্তাবিতি কেচিৎ; দৈবমেবেত্যপরে; কাল ইত্যেকে; দ্রব্যাদিস্বভাব ইতি কেচিৎ; সর্ব্ব এতে সংহতা এবেত্যপরে। তত্র কর্ম্মণঃ প্রাধান্যমঙ্গীকৃত্য বেদস্মৃতিবাদাঃ "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন" ইত্যাদয়ঃ। যদ্যপ্যেষাং স্ববিষয়ে কস্যচিৎ প্রাধা-ন্যোদ্ভবঃ, ইতরেষাং তৎকালীনপ্রাধান্যশক্তিস্তম্ভঃ, তথাপি ন কর্ম্মণঃ ফলপ্রাপ্তিং প্রতি অনৈকান্তিকত্বম্, শাস্ত্রন্যায়নির্দ্ধারিতত্বাৎ কর্ম্মপ্রাধান্যস্য। ২৮

ন; অবিদ্যাপগমমাত্রত্বাদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলস্য,—যদুক্তং ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলং প্রতি দেবা বিঘ্নং কুর্য্যুরিতি, তত্র ন দেবানাং বিঘ্নকরণে সামর্থ্যম্; কস্মাৎ? বিদ্যাকালানন্তরিতত্বাদ্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলস্য; কথম্; যথা লোকে দ্রষ্টুশ্চক্ষুষ আলোকেন সংযোগো যৎকালঃ, তৎকাল এব রূপাভিব্যক্তিঃ, এবমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং যৎকালম্, তৎকাল এব তদ্বিষয়াজ্ঞানতিরোভাবঃ স্যাৎ; অতো ব্রহ্মবিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যাকার্য্যানুপপত্তেঃ, প্রদীপ ইব তমঃকার্য্যস্য; তৎ কেন কস্য বিঘ্নং কুর্য্যুর্দ্দেবাঃ—যত্রাত্মত্বমেব দেবানাং ব্রহ্মবিদঃ। ২৯

তদেতদাহ—আত্মা স্বরূপং ধ্যেয়ম্ যত্তৎ সর্ব্বশাস্ত্রৈর্বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্ম, হি যস্মাৎ এষাং দেবানাং স ব্রহ্মবিদ্ ভবতি—ব্রহ্মবিদ্যাসমকালমেবাবিদ্যামাত্রব্যবধানা-পগমাৎ শুক্তিকায়া ইব রজতাভাসায়াঃ শুক্তিকাত্বমিত্যবোচাম। অতো নাত্মনঃ প্রতিকূলত্বে দেবানাং প্রযত্নঃ সম্ভবতি। যস্য হি অনাত্মভূতং ফলং দেশকালনিমিত্তান্তরিতম্, তত্রানাত্মবিষয়ে সফলঃ প্রযত্নো বিঘ্নাচরণায় দেবানাম্; ন ত্বিহ বিদ্যাসমকাল আত্মভূতে দেশকালনিমিত্তানন্তরিতে, অবসরানুপপত্তেঃ। ৩০

এবং তর্হি বিদ্যাপ্রত্যয়সন্তত্যভাবাৎ বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনা-দন্ত্য এবাত্মপ্রত্যয়োঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ, ন তু পূর্ব্ব ইতি। ন; প্রথমেনানৈ-কান্তিকত্বাৎ—যদি হি প্রথম আত্মবিষয়ঃ প্রত্যয়োঽবিদ্যাং ন নিবর্ত্তয়তি, তথান্ত্যোঽপি, তুল্যবিষয়ত্বাৎ। এবং তর্হি সন্ততোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ, ন বিচ্ছিন্ন

ইতি। ন; জীবনাদৌ সতি সন্তত্যনুপপত্তেঃ—ন হি জীবনাদিহেতুকে প্রত্যয়ে সতি বিদ্যাপ্রত্যয়সন্ততিরুপপদ্যতে; বিরোধাৎ। অথ জীবনাদিপ্রত্যয়তিরস্করণেনৈব আ মরণান্তাৎ বিদ্যাসন্ততিরিতি চেৎ; ন; প্রত্যয়েয়ত্তাসন্তানানবধারণাৎ শাস্ত্রার্থানবধারণদোষাৎ—ইয়তাং প্রত্যয়ানাং সন্ততিরবিদ্যায়া নিবর্ত্তিকেত্যনবধারণাৎ শাস্ত্রার্থো নাবধ্রিয়েত; তচ্চানিষ্টম্। সন্ততিমাত্রত্বেঽবধারিত এবেতি চেৎ; ন; আদ্যন্তয়োরবিশেষাৎ—প্রথমা বিদ্যা-প্রত্যয়সন্ততিঃ মরণকালান্তা বেতি বিশেষাভাবাৎ, আদ্যন্তয়োঃ প্রত্যয়য়োঃ পূর্ব্বোক্তৌ দোষৌ প্রসজ্যেয়াতাম্। এবং তর্হি অনিবর্ত্তক এবেতি চেৎ; ন; "তস্মাত্তৎ সর্ব্বমভবৎ" ইতি শ্রুতেঃ, "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" "তত্র কো মোহঃ" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ। ৩১

অর্থবাদ ইতি চেৎ; নঃ সর্ব্বশাখোপনিষদামর্থবাদত্বপ্রসঙ্গাৎ; এতাবন্মাত্রার্থত্বোপক্ষীণা হি সর্ব্বশাখোপনিষদঃ। প্রত্যক্ষপ্রমিতাত্মবিষয়ত্বাদন্যত্বেবেতি চেৎ; ন; উক্তপরিহারত্বাৎ—অবিদ্যাশোকমোহভয়াদিদোষনিবৃত্তেঃ প্রত্যক্ষত্বাদিতি চোক্তঃ পরিহারঃ। তস্মাদাদ্যঃ অন্ত্যঃ সন্ততঃ অসন্ততশ্চ—ইত্যচোদ্যমেতৎ; অবিদ্যাদিদোষনিবৃত্তিফলাবসানত্বাদ্বিদ্যায়াঃ—য এবাবিদ্যাদিদোষনিবৃত্তিফলকৃৎপ্রত্যয়ঃ আদ্যঃ অন্ত্যঃ সন্ততঃ অসন্ততো বা, স এব বিদ্যেত্যভ্যুপগমাৎ ন চোদ্যস্যাবতারগন্ধোঽপ্যস্তি। ৩২

যত্তূক্তং বিপরীতপ্রত্যয়-তৎকার্য্যয়োশ্চ দর্শনাদিতি; ন; তচ্ছেষস্থিতিহেতুত্বাৎ—যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎ,বিপরীতপ্রত্যয়দোষনিমিত্তত্বাত্তস্য তথাভূতস্যৈব বিপরীতপ্রত্যয়দোষসংযুক্তস্য ফলদানে সামর্থ্যম্, ইতি যাবচ্ছরীরপাতঃ, তাবৎ ফলোপভোগাঙ্গতয়া বিপরীতপ্রত্যয়ং রাগাদিদোষঞ্চ তাবন্মাত্রমাক্ষিপত্যেব মুক্তেষুবৎ প্রবৃত্তফলত্বাত্তদ্ধেতুকস্য কর্ম্মণঃ। তেন ন তস্য নিবর্ত্তিকা বিদ্যা, অবিরোধাৎ; কিং তর্হি? স্বাশ্রয়াদেব স্বাত্মবিরোধি অবিদ্যাকার্য্যং যদুৎপিৎসু, তন্নিরুণদ্ধি, অনাগতত্বাৎ; অতীতং হি ইতরৎ। ৩৩

কিঞ্চ, নচ বিপরীতপ্রত্যয়ো বিদ্যাবত উৎপদ্যতে, নির্ব্বিষয়ত্বাৎ—অনবধৃতবিষয়বিশেষস্বরূপং হি সামান্যমাত্রমাশ্রিত্য বিপরীতপ্রত্যয় উৎপদ্যমান উৎপদ্যতে, যথা—শুক্তিকায়াং রজতমিতি। স চ বিষয়বিশেষাবধারণবতোঽশেষবিপরীতপ্রত্যয়াশয়স্যোপমর্দ্দিতত্বাৎ ন পূর্ব্ববৎ সম্ভবতি, শুক্তিকাদৌ সম্যক্প্রত্যয়োৎপত্তৌ পুনরদর্শনাৎ। ৩৪

কচিৎ তু বিদ্যায়াঃ পূর্ব্বোৎপন্নবিপরীতপ্রত্যয়জনিতসংস্কারেভ্যো বিপরীত-

প্রত্যয়াবত্তাসাঃ স্মৃতয়ো জায়মানা বিপরীতপ্রত্যয়ভ্রান্তিমকস্মাৎ কুর্ব্বন্তি ; যথা—বিজ্ঞাতদিগ্‌বিভাগস্যাপি অকস্মাদ্দিগ্বিপর্য্যয়বিভ্রমঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানবতোঽপি চেৎ পূর্ব্ববদ্বিপরীতপ্রত্যয় উৎপদ্যতে, সম্যগ্‌জ্ঞানেঽপ্যবিস্রম্ভাৎ শাস্ত্রার্থবিজ্ঞানাদৌ প্রবৃত্তিরসমঞ্জসা স্যাৎ, সর্ব্বঞ্চ প্রমাণমপ্রমাণং সম্পদ্যেত ; প্রমাণাপ্রমাণয়োর্ব্বিশেষানুপপত্তেঃ। এতেন সম্যগ্‌জ্ঞানানন্তরমেব শরীরপাতাভাবঃ কস্মাৎ ?—ইত্যেতৎ পরিহৃতম্। ৩৫

জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগূর্দ্ধং তৎকাল-জন্মান্তরসঞ্চিতানাঞ্চ কর্ম্মণামপ্রবৃত্তফলানাং বিনাশঃ সিদ্ধো ভবতি, ফলপ্রাপ্তিবিঘ্ননিষেধশ্রুতেরেব ; "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি", "তস্য তাবদেব চিরম্", "সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে," "তং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন," "এতমু হৈবৈতে ন তরতঃ","নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ," "এতং হ বাব ন তপতি," "ন বিভেতি কুতশ্চন" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ ; "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ। ৩৬

যত্তু ঋণৈঃ প্রতিবধ্যত ইতি, তন্ন, অবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ,—অবিদ্যাবান্ হি ঋণী, তস্য কর্ত্তৃত্বাদ্যুপপত্তেঃ; "যত্র বাঽন্যদিব স্যাত্তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ" ইতি হি বক্ষ্যতি—অনন্তং সবস্তু আত্মাখ্যম্, যত্রাবিদ্যায়াং সত্যামন্যদিব স্যাৎ, তিমিরকৃতদ্বিতীয়চন্দ্রবৎ ; তত্রাবিদ্যাকৃতানেককারকাপেক্ষং দর্শনাদি কর্ম্ম তৎকৃতং ফলঞ্চ দর্শয়তি—তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেদিত্যাদিনা ; যত্র পুনর্ব্বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যাকৃতানেকত্বভ্রমপ্রহাণম্, "তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি কর্ম্মাসম্ভবং দর্শয়তি। তস্মাদবিদ্যাবদ্বিষয় এব ঋণিত্বম্, কর্ম্মসম্ভবাৎ, নেতরত্র। এতচ্চোত্তরত্র ব্যাচিখ্যাসিষ্যমাণৈরেব বাক্যৈর্ব্বিস্তরেণ প্রদর্শয়িষ্যামঃ। ৩৭

তদ্যথেহৈব তাবৎ—অথ যঃ কশ্চিদব্রহ্মবিৎ অন্যাম্ আত্মনো ব্যতিরিক্তাং যাং কাঞ্চিদ্দেবতাম্ উপাস্তে- স্তুতিনমস্কারযাগবল্যুপহারপ্রণিধানধ্যানাদিনা উপ আস্তে—তস্যা গুণভাবমুপগম্য আস্তে—অন্যোঽসাবনাত্মা মত্তঃ পৃথক্, অন্যোঽহমস্ম্যধিকৃতঃ, ময়াস্মৈ ঋণিবৎ প্রতিকর্ত্তব্যম্—ইত্যেবংপ্রত্যয়ঃ সন্ উপাস্তে, ন স ইত্থংপ্রত্যয়ঃ বেদ বিজানাতি তত্ত্বম্। ন স কেবলমেবম্ভূতোঽবিদ্বান্ অবিদ্যাদিদোষবানেব, কিং তর্হি, যথা পশুর্গবাদিঃ বাহনদোহনাদ্যুপকারৈরুপভুজ্যতে, এবং স ইজ্যাদ্যনেকোপকারৈরুপভোক্তব্যত্বাৎ একৈকেন দেবাদীনাম্ ; অতঃ পশুরিব সর্ব্বার্থেষু কর্ম্মস্বধিকৃত ইত্যর্থঃ। ৩৮

এতস্য হি অবিদুষো বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগবতোঽধিকৃতস্য কর্ম্মণো বিদ্যাসহিতস্য কেবলস্য চ শাস্ত্রোক্তস্য কার্য্যং মনুষ্যত্বাদিকো ব্রহ্মান্ত উৎকর্ষঃ ;

শাস্ত্রোক্তবিপরীতস্য চ স্বাভাবিকস্য কার্য্যং মনুষ্যত্বাদিক এব স্থাবরান্তোঽপকর্ষঃ; যথা চৈতৎ, তথা "অথ ত্রয়ো বাব লোকাঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যামঃ কৃৎস্নেনৈবাধ্যায়শেষেণ। বিদ্যায়াশ্চ কার্য্যং সর্ব্বাত্মভাবাপত্তিরিত্যেতৎ সংক্ষেপতো দর্শিতম্। সর্ব্বা হীয়মুপনিষৎ বিদ্যাবিদ্যাবিভাগপ্রদর্শনেনৈবোপক্ষীণা। যথা চৈষোঽর্থঃ কৃৎস্নস্য শাস্ত্রস্য, তথা প্রদর্শয়িষ্যামঃ। ৩৯

যস্মাদেবম্, তস্মাদবিদ্যাবন্তং পুরুষং প্রতি দেবা ঈশতে এব বিঘ্নং কর্ত্তুম্ অনুগ্রহঞ্চ, ইত্যেতদ্দর্শয়তি—যথা হ বৈ লোকে বহবো গোঽশ্বাদয়ঃ পশবঃ মনুষ্যং স্বামিনমাত্মনঃ বা অধিষ্ঠাতারং ভুঞ্জ্যুঃ পালয়েয়ুঃ, এবং বহুপশুস্থানীয় একৈকোঽবিদ্বান্ পুরুষো দেবান্,—দেবানিতি পিত্রাদ্যুপলক্ষণার্থম্,—ভুনক্তি পালয়তীতি—ইমে ইন্দ্রাদয়ঃ অন্যে মত্তঃ মমেশিতারঃ, ভৃত্য ইবাহমেষাং স্তুতিনমস্কারেজ্যাদিনারাধনং কৃত্বাভ্যুদয়ং নিঃশ্রেয়সঞ্চ তৎপ্রত্তং ফলং প্রাপ্স্যামীত্যেবমভিসন্ধিঃ। ৪০

তত্র লোকে বহুপশুমতো যথা একস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানে ব্যাঘ্রাদিনা অপহ্রিয়মাণে মহদপ্রিয়ং ভবতি,তথা বহুপশুস্থানীয়ে একস্মিন্ পুরুষে পশুভাবাৎ ব্যুত্তিষ্ঠতি অপ্রিয়ং ভবতীতি কিং চিত্রং দেবানাম্, বহুপশ্বপহরণ ইব কুটুম্বিনঃ। তস্মাদেষাং দেবানাং তন্ন প্রিয়ম্; কিং তৎ? যদেতদ্ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বং কথঞ্চন মনুষ্যা বিদ্যুঃ বিজানীয়ুঃ। তথা চ স্মরণমনুগীতাসু ভগবতো ব্যাসস্য—

"ক্রিয়াবদ্ভির্হি কৌন্তেয় দেবলোকঃ সমাবৃতঃ।
ন চৈতদিষ্টং দেবানাং মর্ত্ত্যৈরুপরি বর্ত্তনম্॥" ইতি।

অতো দেবাঃ পশূনিব ব্যাঘ্রাদিভ্যঃ, ব্রহ্মবিজ্ঞানাদ্ বিঘ্নমাচিকীর্ষন্তি—অস্মদুপভোগ্যত্বাৎ মা ব্যুত্তিষ্ঠেয়ুরিতি। যং তু মুমোচয়িষন্তি, তং শ্রদ্ধাদিভির্যোক্ষ্যন্তি, বিপরীতমশ্রদ্ধাদিভিঃ। তস্মান্মুমুক্ষুর্দ্দেবারাধনপরঃ শ্রদ্ধাভক্তিপরঃ প্রণেয়োঽপ্রমাদী স্যাৎ বিদ্যাপ্রাপ্তিং প্রতি বিদ্যাং প্রতীতি বা, কাকৈতৎ প্রদর্শিতং ভবতি দেবাপ্রিয়বাক্যেন॥ ৪১॥ ১০॥

টীকা। ইদানীং প্রশ্নমনূদ্য তদুত্তরত্বেন ব্রহ্মেত্যাদিশ্রুতিমবতারয়তি—যদীত্যাদিনা। তত্র বৃত্তিকৃতাং মতানুসারেণ ব্রহ্মশব্দার্থমাহ—ব্রহ্মেতি। তস্য পরিচ্ছিন্নস্যাজ্ঞানেন সর্ব্বভাবস্য সাধ্যত্বসম্ভবাদিতি হেতুমাহ—সর্ব্বভাবস্যেতি। সিদ্ধান্তে যথোক্তহেত্বনুপপত্তিং দোষমাহ—ন হীতি। সা তর্হি বিজ্ঞানসাধ্যা মা ভূদিত্যত আহ—বিজ্ঞানেতি। ১

হিরণ্যগর্ভস্য নোপদেশজন্যজ্ঞানাদ্ব্রহ্মভাবঃ 'সহসিদ্ধং চতুষ্টয়ম্' ইতি স্মৃতেঃ স্বাভাবিক-

জ্ঞানবত্ত্বাৎ, তস্মাত্তৎসর্ব্বমভবদিতি চোপদেশাধীনধীসাধ্যোঽসৌ শ্রুতঃ; ন চাসীদিত্যতীত-কালাবচ্ছেদস্ত্রিকালে তস্মিন্ যুজ্যতে। সমবর্ত্ততেতি চ জন্মমাত্রং শ্রূয়তে। কালাত্মকে তৎ-সম্বন্ধস্য স্বাশ্রয়পরাহতত্বাৎ মনুষ্যাণাং প্রকৃতত্বাচ্চ নাপরং ব্রহ্মেহ ব্রহ্মশব্দমিত্যপরিতোষাদ্-বৃত্তিকারমতং হিত্বা ব্রহ্মেতি ব্রহ্মভাবী পুরুষো নির্দিশ্যত ইতি ভর্তৃপ্রপঞ্চোক্তিমাশ্রিত্য তন্মতমাহ—**মনুষ্যেতি**। তদেব প্রপঞ্চয়তি—**সর্ব্বমিত্যাদিনা**। দ্বৈতৈকত্বং সর্ব্ব-জগদাত্মকমপরং হিরণ্যগর্ভাখ্যং ব্রহ্ম, তস্মিন্ বিদ্যা হিরণ্যগর্ভোঽহমিত্যহংগ্রহোপাস্তিঃ তয়া সমুচ্চিতযা তদ্ভাবমিহৈবোপগতো হিরণ্যগর্ভপদে যন্তোজ্যা ততোঽপি দোষদর্শনাদ্বিরক্তঃ সর্ব্বকর্ম্মফলপ্রাপ্ত্যা নিবৃত্তকামাদিনিগড়ঃ সাধ্যান্তরাভাবাদ্বিদ্যামেবার্থয়মানস্তদ্বশাদ্ব্রহ্মভাবী জীবোঽস্মিন্ বাক্যে ব্রহ্মশব্দার্থ ইতি ফলিতমাহ—**অত ইতি**। কথং ব্রহ্মভাবিনি জীবে ব্রহ্মশব্দস্য প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—**দৃষ্টশ্চেতি**। আদিশব্দেন 'গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যাং বিন্দেত' ইত্যাদি গৃহ্যতে। ইহেতি প্রকৃতবাক্যকথনম্। ২

ভর্তৃপ্রপঞ্চব্যাখ্যানং দূষয়তি—**তন্নেতি**। ব্রহ্মশব্দেন পরস্মাদর্থান্তরস্য গ্রহে তস্য সর্ব্ব-ভাবাপত্তেঃ সাধ্যত্বাদনিত্যত্বাপত্তেন্ তন্ন চতুচিতমিত্যর্থঃ। সাধ্যস্যাপি মোক্ষস্য নিত্যত্ব-মাশঙ্ক্য, যৎ কৃতকং তদনিত্যমিতি ন্যায়মাশ্রিত্যাহ—**ন হীতি**। সামান্যন্যায়ং প্রকৃতে যোজয়তি—**তথেতি**। ভবতু সর্ব্বভাবাপত্তেরনিত্যত্বং, কা হানিস্তত্রাহ—**অনিত্যত্বে চেতি**। ৩

কিঞ্চ, জীবস্যাব্রহ্মত্বং তবাবিদ্যাকৃতং পারমার্থিকং বেতি বিকল্প্যাদ্যমনূদ্য দূষয়তি—**অবিদ্যারূতেতি**। তত্রানুবাদভাগং বিভজতে—**প্রাগিত্যাদিনা**। ব্রহ্মভাবিপুরুষ-কল্পনা ব্যর্থেত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি—**তদেতি**। তস্মিন্ পক্ষে যদ্ব্রহ্মজ্ঞানাৎপূর্ব্বমপি পর-মার্থতঃ পরং ব্রহ্মাসীত্তদেব প্রকৃতে বাক্যে ব্রহ্মশব্দেনোচ্যত ইতি যুক্তং বক্তুং, তদ্ধি ব্রহ্মশব্দস্য মুখ্যমালম্বনমিতি যোজনা। গৌর্ব্বাহীক ইতিবদমুখ্যার্থোঽপি ব্রহ্মশব্দো নির্ব্বহতীত্যা-শঙ্ক্যাহ—**যথেতি**। নিরতিশয়মহত্ত্বসম্পন্নং বস্তু ব্রহ্মশব্দেন শ্রুতম্, অশ্রুতস্তু ব্রহ্মভাবী পুরুষঃ, শ্রুতহান্যা অশ্রুতকল্পনা ন ন্যায়বতী; তস্মাত্তৎকল্পনা ন যুক্তেতি ব্যাবর্ত্ত্যমাহ—**ন হীতি**।

অগ্নিবধীতেঽনুবাকমিত্যাদৌ শ্রুতহান্যা অশ্রুতোপাদানং দৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ—**মহত্তর ইতি**। তত্রাগ্নিশব্দস্য মুখ্যার্থত্বে সত্যন্বিতাভিধানানুপপত্ত্যা বাক্যার্থাসিদ্ধেস্তজ্‌জ্ঞানে প্রয়ো-জনে শ্রুতমপি হিত্বা অশ্রুতং গৃহ্যেত, প্রকৃতে ত্বসতি প্রযোজনবিশেষে শ্রুতহান্যাদির্ন যুক্তি-মতীত্যর্থঃ। মনুষ্যাধিকারং নির্ব্বোঢ়ং ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনেত্যাশঙ্ক্য মহত্তরবিশেষণম্। যদ্ব্রহ্মবিদ্যয়েতি পরস্যাপি তুল্যমধিকৃতত্বং, তস্য চাবিদ্যাদ্বারাঽধিকারিত্বমবিরুদ্ধমিত্যগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ৪

দ্বিতীয়ং কল্পমুত্থাপয়তি—**অবিদ্যেতি**। ব্রহ্মবিদ্যাবৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গান্নৈবমিতি দূষয়তি—**ন তস্যেতি**। অনুপপত্তিমেব সাধয়তি—**নহীতি**। সাক্ষাদারোপমন্তরেণেতি যাবৎ। বস্তুধর্ম্মস্য পরমার্থভূতস্য পদার্থস্যেত্যর্থঃ। বিদ্যায়াস্তর্হি কথমর্থবত্ত্বং, তত্রাহ—**অবিদ্যায়াস্ত্বিতি**। সর্ব্বত্র শুক্ত্যাদাবিতি যাবৎ। বিমতমবিদ্যাত্মকং বিদ্যানিবর্ত্ত্যত্বাৎ রজতাদিবদিত্যভিপ্রেত্য দার্ষ্টান্তিকমাহ—**তথেতি**। বিমতং ন কারকং বিদ্যাত্বাৎ শুক্তি-

বিদ্যাবদিত্যাশয়েনাহ—**নন্বিতি**। অব্রহ্মত্বাদের্বাস্তবত্বাযোগাদযুক্তা ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনেত্যুপসংহরতি—**তস্মাদিতি**। ৫

ব্রহ্মণ্যবিদ্যানিবৃত্তির্বিদ্যাফলমিত্যত্র চোদয়তি—**ব্রহ্মণীতি**। ন হি সর্বজ্ঞে প্রকাশৈকরসে ব্রহ্মণ্যজ্ঞানমাদিত্যে তমোবদুপপন্নমিতি ভাবঃ। তস্যাজ্ঞাতত্বমজ্ঞত্বং বাক্ষিপ্যতে? নাদ্যঃ, ইত্যাহ—**ন ব্রহ্মণীতি**। ন হি তত্ত্বমসীতি বিদ্যাবিধানং বিজ্ঞাতে ব্রহ্মণি যুক্তং, পিষ্টপিষ্টিপ্রসঙ্গাৎ। অতস্তদজ্ঞাতমেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মাত্মৈক্যমজ্ঞাতং শাস্ত্রেণ জ্ঞাপ্যতে, তদ্বিষয়ং চ শ্রবণাদি বিধীয়তে, তেন তস্মিন্নজ্ঞাতত্বমেষ্টব্যমিত্যুক্তমর্থং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি—**ন হীতি**। মিথ্যাজ্ঞানস্যাজ্ঞানব্যতিরেকাদ্ব্রহ্মণ্যবিদ্যাধ্যারোপণায়াং শুক্তৌ রূপ্যারোপণং দৃষ্টান্তিতমিতি দ্রষ্টব্যম্। কল্পান্তরমালম্বতে—**ন ব্রহ্ম ইতি**।

ব্রহ্মাবিদ্যাকর্তৃ ন ভবতীত্যস্য যথাশ্রুতো বা অর্থঃ? তদন্যস্তদাশ্রয়োঽস্তীতি বা? তত্রাদ্যমঙ্গীকরোতি—**ভবত্বিতি**। অনাদিত্বাদবিদ্যায়াঃ কর্ত্রপেক্ষাভাবাদিনা চ দ্বারং ব্রহ্মণি ভ্রান্ত্যনভ্যুপগমাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—**কিন্ত্বিতি**। ব্রহ্মণোঽন্যশ্চেতনো নাস্তীত্যত্র শ্রুতিস্মৃতীরুদাহরতি—**নান্যোঽতোঽস্তীত্যাদিনা**। ব্রহ্মণোঽন্যোঽচেতনোঽপি নাস্তীত্যত্র মন্ত্রদ্বয়ং পঠতি—**যস্মিন্নিতি**। ৬

ব্রহ্মণোঽন্যস্যাজ্ঞস্যাভাবে দোষমাশঙ্কতে—**নন্বিতি**। কিমিদমানর্থক্যমবগতেঽনবগতে বা চোদ্যতে? তত্রাদ্যমঙ্গীকরোতি—**বাঢ়মিতি**। দ্বিতীয়ে, নোপদেশানর্থক্যমবগমার্থত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। উপদেশবদবগমস্যাপি স্বপ্রকাশে বস্তুনি নোপযোগোঽস্তীতি শঙ্কতে—**অবগমেতি**। অনুভবমনুসৃত্য পরিহরতি—**নানবগমেতি**। সা বস্তুনো ভিন্না চেদদ্বৈতহানিঃ, অভিন্না চেজ্জ্ঞানাধীনত্বাসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—**তস্মিন্নবগতেরিতি**। অনবগমনিবৃত্তের্দৃশ্যমানতয়া স্বরূপাপলাপাযোগাৎ প্রকারান্তরাসম্ভবাচ্চ পঞ্চমপ্রকারত্বমেষ্টব্যমিতি মত্বাহ—**ন দৃষ্টেতি**। দৃষ্টমপি যুক্তিবিরোধে ত্যাজ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—**দৃশ্যমানমিতি**। দৃষ্টবিরুদ্ধমপি কুতো নেষ্যতে, তত্রাহ—**ন চেতি**। অনুপপন্নত্বমঙ্গীকৃত্যোক্তং, তদেব নাস্তীত্যাহ—**ন চেতি**। যুক্তিবিরোধে দৃষ্টিরাভাসীভবতীতি শঙ্কতে—**দর্শনেতি**। দৃষ্টিবিরোধে যুক্তেরেবাভাসত্বং স্যাদিতি পরিহরতি—**তত্রাপীতি**। অনুপপন্নত্বং হি সর্বস্য দৃষ্টিবলাদিষ্টং, দৃষ্টস্য ত্বনুপপন্নত্বে ন কিঞ্চিন্নিমিত্তমস্তীত্যর্থঃ। ৭

ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনাং নিরাকৃত্য স্বপক্ষে শাস্ত্রস্যার্থবত্ত্বমুক্তং, সম্প্রতি প্রকারান্তরেণ পূর্বপক্ষয়তি—**পুণ্য ইতি**। আদিশব্দেন 'যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু' ইত্যাদ্যা শ্রুতির্গৃহ্যতে। 'কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বম্' ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ। ন্যায়ো মিথোবিরুদ্ধয়োরেকত্বাযোগঃ। বিলক্ষণত্বমন্যত্বে হেতুঃ। জীবস্য পরস্মাদন্যত্বেঽপি ন তস্য ততোঽন্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—**তদ্বিলক্ষণশ্চেতি**। পরস্য তদ্বিলক্ষণত্বং শ্রুতিতো দর্শয়িত্বা তত্রৈবোপপত্তিমাহ—**কণাদেতি**। ক্ষিত্যাদিকমুপলব্ধিমৎকর্তৃকং কার্যত্বাদ্ ঘটবদিত্যাদ্যোপপত্তিঃ। তয়োর্মিথো ভেদে হেত্বন্তরমাহ—**সংসারেতি**। জীবস্য স্বগতদুঃখধ্বংসে দুঃখং মে মা ভূদিত্যর্থিত্বেন প্রবৃত্তির্দৃষ্টা, নেশস্য সাঽস্তি, দুঃখাভাবাৎ; অতো ভেদস্তয়োরিত্যর্থঃ। ইতশ্চেশ্বরস্য ন প্রবৃত্তির্হেতুফলয়োরভাবাদিত্যাহ—**অবাকীতি**। মিথো ভেদে শ্রৌতং লিঙ্গান্তরমাহ—**সোঽন্বেষ্টব্য ইতি**। ৮

তত্রৈব লিঙ্গান্তরমাহ—মুমুক্ষুশ্চেতি। গতির্দ্দেবযানাদ্যা, তস্যা মার্গবিশেষোঽর্চিরাদিঃ, দেশো গন্তব্যং ব্রহ্ম,তেষামুপদেশাস্তেঽর্চিষমভিসম্ভবন্তীত্যাদয়ঃ, তথাপি কথং ভেদসিদ্ধিস্তত্রাহ—অমতীতি। মা ভূদ্গাতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদভাবে চেতি। কথং তর্হি গত্যাদিকমুপপদ্যতে, তত্রাহ—ভিন্নস্যেতি। জীবেশ্বরয়োর্মিথো ভেদে হেত্বন্তরমাহ—কর্ম্মেতি। ভেদে সত্যুপপন্না ভবন্তীতি শেষঃ। তদেব স্ফুটয়তি—ভিন্নশ্চেদিতি। তদ্ভেদে প্রামাণিকেঽপি কথং ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনেত্যাশঙ্ক্যোপসংহরতি তস্মাদিতি। ব্রহ্মভাবিনো জীবস্য ব্রহ্মশব্দবাচ্যত্বে ব্রহ্মোপদেশস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ নৈবমিতি দূষয়তি—নেত্যাদিনা। প্রসঙ্গমেব প্রকটয়তি—সংসারী চেদিতি। ৯

বিধিশেষত্বেন ব্রহ্মোপদেশোঽর্থবানিতি চেৎ, তত্র কিং কর্ম্মবিধিশেষত্বেনোপাস্তিবিধিশেষত্বেন বা তদর্থবত্ত্বমিতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—তদ্বিজ্ঞানস্যেতি। অবিনিয়োগাদ্বিনিযোজকশ্রুত্যাদ্যভাবাদিতি শেষঃ। কল্পান্তরমাদত্তে—সংসারিণ ইতি। উপদেশস্য জ্ঞানার্থত্বাত্তদনপেক্ষত্বাচ্চ সম্পত্তেস্তস্য কথং তাদর্থ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনিজ্ঞাতে হীতি। ব্যতিরেকমুক্ত্বাঽন্বয়মাচষ্টে—নিজ্ঞাতেতি। পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন জীবব্রহ্মণোরভেদাবগমান্ন সম্পৎপক্ষঃ সম্ভবতীতি সমাধত্তে—নেত্যাদিনা। কথমেকত্বে গম্যমানেঽপি সম্পদোঽনুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যস্য হীতি। একত্বে হেত্বন্তরমাহ—ইদমিতি। একত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ১০

কিঞ্চ, সম্পত্তিপক্ষে তদাপত্তিঃ ফলমন্যদ্বেতি বিকল্প্য দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—ন চেতি। আদ্যং দূষয়তি—সম্পত্তিশ্চেদিতি। তৎ যথাযথেত্যাদিবাক্যমাশ্রিত্য শঙ্কতে—বচনাদিতি। সম্পত্তেরমানত্বান্ন তদ্বলাদন্যস্যান্যত্বমিত্যাহ—নেতি। তস্যা মানত্বেঽপ্যেবং, মানস্যাকারকত্বাৎ। ন চ সূত্রাদ্যুপাসনাদন্যস্যান্যত্বং, স্থিতস্য নষ্টস্য বানুপপত্তেঃ। শ্রুতিশ্চ ন পূর্ব্বসিদ্ধসূত্রাদিভাবাভিধায়িনী, তৎসাদৃশ্যাপ্ত্যা তদ্ভাবোপচারাৎ; অতো ব্রহ্মভাবঃ স্বতঃ সিদ্ধো ন সাম্পাদিক ইত্যাহ—বিজ্ঞানস্যেতি। অথান্যস্যান্যভাবে যথোক্তং বচনমেব শক্ত্যাধায়কমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ব্রহ্মোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গান্ন ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনেত্যুক্তা তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ—স এষ ইতি। ১১

ব্রহ্মোপদেশস্য সম্পচ্ছেষত্বে দোষান্তরমাহ—ইষ্টার্থেতি। তদেব বিবৃণ্বন্নিষ্টমর্থমাচষ্টে—সৈন্ধবেতি। যথোক্তং বস্তু তাৎপর্য্যগম্যমস্যামুপনিষদীত্যত্র হেতুমাহ—কাণ্ডদ্বয়েঽপীতি। মধুকাণ্ডাবসানগতমবধারণং দর্শয়তি ইত্যনুশাসনমিতি। মুনিকাণ্ডান্তে ব্যবস্থিতমুদাহরতি—এতাবদিতি। ন কেবলমুপদেশস্য সম্পচ্ছেষত্বে বৃহদারণ্যকবিরোধঃ, কিং তু সর্ব্বোপনিষদ্বিরোধোঽস্তীত্যাহ—তথেতি। ইষ্টমর্থমিথমুক্ত্বা তদ্বাধনং নিগময়তি—তত্রেতি। নন্বু বৃহদারণ্যকে ব্রহ্মকণ্ডিকায়াং জীবপরয়োর্ভেদোঽভিপ্রেতঃ, উপসংহারে ত্বভেদ ইতি ব্যবস্থায়াং তদ্বিরোধঃ শক্যঃ সমাধাতুমিত্যত আহ—তথাচেতি। ব্রহ্মভাবিপুরুষকল্পনায়ামুপদেশানর্থক্যমিষ্টার্থবাধশ্চেত্যুক্তম্, ইদানীং ব্রহ্মেত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মশব্দেন পরস্যাগ্রহণে তদ্বিদ্যায়া ব্রহ্মবিদ্যেতি সংজ্ঞানুপপত্তিং দোষান্তরমাহ—ব্যপদেশানুপপত্তেশ্চেতি। ১২

অত্রোক্তব্রহ্মশব্দার্থাদ্ধেতুর্জীবাদন্যস্তদাত্মানমিত্যত্রাত্মশব্দেন পরো গৃহ্যতে, তদ্বিদ্যা চ ব্রহ্মবিদ্যেতি সংজ্ঞাসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে—আত্মেতীতি। বাক্যশেষবিরোধান্নৈবমিত্যাহ—নাহমিতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—অন্যশ্চেদিতি। যথোক্তাবগমে ফলিতমাহ—তথা চ সতীতি। অত্যন্তভেদে ব্যপদেশানুপপত্তিং বিশদয়তি -সংসারীতি। জীবব্রহ্মণোর্ভেদাভেদোপগমাদভেদেন ব্রহ্মবিদ্যেতি ব্যপদেশঃ সেৎস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। ১৩

স্যাতাং বা ব্রহ্মাত্মনোর্ভেদাভেদৌ, তথাপি ভিন্নাভিন্নবিদ্যায়াং ব্রহ্মবিদ্যেতি নিয়তো ব্যপদেশো ন স্যাদিত্যাহ—ন চেতি। নিমিত্তং বিষয়ঃ। ভিন্নাভিন্নবিষয়া বিদ্যা ব্রহ্মবিষয়াপি ভবত্যেবেতি ব্যপদেশসিদ্ধিমাশঙ্ক্যাহ—তদেতি। উভয়াত্মকত্বাব্রহ্মনস্তদ্বিদ্যাপি তথেতি বিকল্পোপপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। অস্তু তর্হি বস্তু ব্রহ্ম বাঽব্রহ্ম বা বৈকল্পিকমিত্যাশঙ্ক্যাহ- শ্রোতুরিতি। সংশয়িতমপি জ্ঞানং বাক্যাদুৎপদ্যতে চেত্তাবতৈব পুরুষার্থঃ শ্রোতুঃ সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ- নিশ্চিতং চেতি। শ্রোতুর্নিশ্চিতজ্ঞানস্য ফলবত্ত্বেঽপি বক্তুঃ সংশয়িতমর্থং বদতো ন কাচন হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ -অত ইতি। নিশ্চিতস্যৈব জ্ঞানস্য পুমর্থসাধনত্বং ন সংশয়িতস্যেতি অতঃশব্দার্থঃ। ১৪

জীবপরয়োরত্যন্তভেদস্য ভেদাভেদয়োশ্চাযোগাৎ পরমেব ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দবাচ্যং, ন জীবস্তদ্ভাবীত্যুক্তং, সম্প্রত্যত্যন্তাভেদপক্ষে দোষমাশঙ্কতে—ব্রহ্মণীতি। তদাত্মানমেবাবেদিত জ্ঞাতৃত্বং ব্রহ্মণ্যুচ্যতে, তদযুক্তং, তস্য জ্ঞানমূর্ত্তিত্বাৎ; অত এব ন তৎকর্ম্মত্বমপি। ন চ স্বকর্তৃকর্ম্মকজ্ঞানান্ মুক্তিঃ, পরস্য ক্রিয়াকারকফলবিলক্ষণত্বাদতো ন পরং ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দিতমিত্যর্থঃ। শাস্ত্রং ব্রহ্মণি সাধকত্বাদি দর্শয়তি, তচ্চাপৌরুষেয়মদোষাশঙ্কাস্পদমর্হং, তথা চ তস্মিন্নবিদ্যং সাধকত্বাদ্যবিরুদ্ধমিতি সমাধত্তে—ন শাস্ত্রেতি। স চাযুক্তস্তস্যাপৌরুষেয়ত্বেনাসম্ভাবিতদোষত্বাদিতি শেষঃ। ননু ব্রহ্মণো নিত্যমুক্তত্বপরীক্ষণার্থং শাস্ত্রমপ্যুপালভ্যতে, নেত্যাহ—ন চেতি। শাস্ত্রাদ্ধি ব্রহ্মণো নিত্যমুক্তত্বং গম্যতে, সাধকত্বাদি চ তস্য তেনৈবোচ্যতে, ন চার্দ্ধজরতীয়মুচিতং; তথা চ বাস্তবং নিত্যমুক্তত্বং কল্পিতমিতরদিত্যাস্থেয়ম্। যদি তস্য নিত্যমুক্তত্বার্থং সর্ব্বথৈব সাধকত্বাদি নেষ্যতে, তদা স্বার্থপরিত্যাগঃ স্যাৎ, সাধকত্বাদিনা বিনা হভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সয়োরসম্ভবাৎ। ন চ ব্রহ্মণোঽন্যশ্চেতনোঽচেতনো বাঽস্তি 'নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা' 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্' ইত্যাদিশ্রুতেঃ; তস্মাৎ যথোক্তা ব্যবস্থাস্থেয়েত্যর্থঃ।

কিঞ্চ, সর্ব্বস্যাপি সংসারস্য ব্রহ্মণ্যবিদ্যয়াঽধ্যাসাত্তদন্তর্ভূতম্ সাধকত্বাদ্যপি তত্রাধ্যস্তমিত্যভ্যুপগমে কাঽনুপপত্তিরিত্যাহ—ন চেতি। তস্য তস্মিন্ কল্পিতত্বং কুতোঽবগতমিত্যাশঙ্ক্যাহ—একধেতি। উক্তশ্রুতিতাৎপর্য্যং সঙ্কলয়তি—সর্ব্বো হীতি। সর্ব্বস্য দ্বৈতব্যবহারস্য ব্রহ্মণি কল্পিতত্বে প্রকৃতচোদ্যস্যাভাসত্বং ফলতীত্যাহ - ইত্যল্পমিতি। ১৫

পরপক্ষং নিরাকৃত্য স্বপক্ষং দর্শয়তি—তস্মাদিতি। তদ্ব্যতিরেকেণ জগন্নাস্তীতি সূচয়তি—বৈশব্দ ইতি। তৎপদার্থমুক্ত্বা ত্বং-পদার্থং কথয়তি—ইদমিতি। তয়োর্বস্তুতো ভেদং শঙ্কিত্বা পদান্তরং ব্যাচষ্টে—প্রাগিতি। তস্যাপরিচ্ছিন্নত্বমাহ—সর্ব্বং

চেতি। কথং তর্হি বিপরীতধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিন্ত্বিতি। যথাপ্রতিভাসং কর্তৃত্বাদের্বাস্তবত্বমাশঙ্ক্য শাস্ত্রবিরোধাৎ নৈবমিত্যাহ—পরমার্থতস্ত্বিতি। তদ্বিলক্ষণমধ্যস্তসমস্তসংসাররহিতমিতি যাবৎ। কিন্নু তদ্ব্রহ্মেতি চোদ্যং পরিহৃত্য কিং তদবেদিতি চোদ্যান্তরং প্রত্যাহ—তৎ কথঞ্চিদিতি। পূর্ব্ববাক্যোক্তমবিদ্যাবিশিষ্টমধিকারিত্বেন ব্যবস্থিতং ব্রহ্মাসি সংসারীত্যাচার্য্যেণ দয়াবতা কথঞ্চিদ্বোধিতমাত্মানমেবাবেদিতি সম্বন্ধঃ। আত্মৈব প্রমেয়স্তজ্জ্ঞানমেব প্রমাণমিত্যেবমর্থত্বমেবকারস্য বিবক্ষন্নাহ—অবিদ্যেতি। ১৬

প্রকৃতমাত্মশব্দার্থং বিবিচ্য বক্তুং পৃচ্ছতি—ব্রহীতি। স এষ ইহ প্রবিষ্ট ইত্যত্রাত্মনো দর্শিতত্বাৎ প্রাণনাদিলিঙ্গস্য তস্য ত্বয়ৈবানুসন্ধাতুং শক্যত্বান্নাস্তি বক্তব্যমিত্যাহ—নন্বিতি। আত্মানং প্রত্যক্ষয়িতুং পৃচ্ছতস্তৎপরোক্ষবচনমনুত্তরমিতি শঙ্কতে—নন্বসাবিতি। আত্মানং চেৎ প্রত্যক্ষয়িতুমিচ্ছসি, তর্হি প্রত্যক্ষমেব তং দর্শয়ামীত্যাহ এবং তহীতি।

নেদং প্রতিজ্ঞানুরূপং প্রতিবচনমিতি চোদয়তি—নন্বত্রেতি। প্রত্যক্ষত্বাদ্দর্শনাদিক্রিয়ায়াস্তৎকর্তুঃ স্বরূপমপি তথেত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। যদি দর্শনাদিক্রিয়াকর্তৃস্বরূপোক্তিমাত্রেণ জিজ্ঞাসা নোপশাম্যতি, তর্হি দৃষ্ট্যাদিসাক্ষিত্বেনাত্মোক্ত্যা তুষ্যতু ভবানিত্যাহ—এবং তর্হি দৃষ্টেরিতি। ১৭

পূর্ব্বস্মাৎ প্রতিবচনাদস্মিন্ প্রতিবচনে দ্রষ্টৃবিষয়ো বিশেষো নাস্তীতি শঙ্কতে—নন্বিতি। বিশেষাভাবং বিশদয়তি যদীত্যাদিনা। ঘটস্য দ্রষ্টা দৃষ্টের্দ্রষ্টেতি বিশেষে প্রতীয়মানে তদভাবোক্তির্ব্যাহতেত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টব্য এবেতি। তথা দ্রষ্টর্য্যপি বিশেষো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ—দ্রষ্টা ত্বিতি। বৃত্তিমদন্তঃকরণাবচ্ছিন্নঃ সবিকারো ঘটদ্রষ্টা কূটস্থচিন্মাত্রস্বভাবঃ সন্নিধিসত্তামাত্রেণ বুদ্ধিতদ্বৃত্তীনাং দ্রষ্টেতি বিশেষমঙ্গীকৃত্য পরিহরতি—নেত্যাদিনা। এতদেব স্ফুটয়তি অস্তীতি। সপ্তমী দ্রষ্টারমধিকরোতি। দৃষ্টের্দ্রষ্টৃত্বাবদন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিশেষং বিশদয়তি—যো দৃষ্টেরিতি। ভবতু দৃষ্টিসদ্ভাবে দ্রষ্টুঃ সদা তদ্দ্রষ্টৃত্বং তথাপি কথং কূটস্থদৃষ্টত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তত্রেতি। নিত্যামুপপাদয়তি—অনিত্যা চোদাতি। উক্তপক্ষপরামর্শার্থা সপ্তমী। কাদাচিৎকে দ্রষ্টৃদৃশ্যত্বে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। ঘটাদিবদ্দৃষ্টেরপি কদাচিদেব দ্রষ্টা দৃশ্যতে, ন সর্ব্বদা, ইত্যনিষ্টাপত্ত্যভাবমাশঙ্ক্যাহ—ন চেতি। বিকারিণশ্চিত্তস্যাদ্রষ্টৃত্বং ক্রমদ্রষ্টৃত্বমন্যথা দ্রষ্টৃত্বং চ দৃষ্টং তৎসাক্ষিণো ব্যাবর্ত্তমানং তস্য নির্বিকারত্বং গময়তীতি ভাবঃ। ১৮

দৃষ্টিদ্বয়ং প্রমাণাভাবাদশ্লিষ্টমিতি শঙ্কতে—কিমিতি। তদুভয়মঙ্গীকরোতি—বাঢ়মিতি। তত্রানিত্যাং দৃষ্টিমনুভবেন সাধয়তি—প্রসিদ্ধেতি। উক্তমর্থং যুক্ত্যা ব্যক্তীকরোতি নিত্যৈবেতি। সম্প্রতি নিত্যাং দৃষ্টিং শ্রুত্যা সমর্থয়তে—দ্রষ্টুরিতি। তত্রৈবোপপত্তিমাহ—অনুমানাচ্চেতি। তদেব বিবৃণোতি—অন্ধস্যাপীতি। জাগরিতে চক্ষুরাদিহীনস্যাপি পুংসঃ স্বপ্নে বাসনাময়ঘটাদিবিষয়া দৃষ্টিরুপলব্ধা, যা চ সা তস্মিন্ কালে চক্ষুরাদিজনিতদৃষ্ট্যভাবেঽপি স্বয়মবিনশ্যন্ত্যনুভূয়তে, সা দ্রষ্টুঃ স্বভাবভূতার্থদৃষ্টির্নিত্যেষ্টব্যা ; বিমতং নিত্যমব্যভিচারিত্বাৎ পরেষ্টাত্মবদিতি প্রয়োগোপপত্তেরিত্যর্থঃ। নন্বাত্মা দৃষ্টিস্বভাবশ্চেৎ কথং দৃষ্টের্দ্রষ্টেত্যুক্তমত আহ—তথেতি। নিত্যত্বে হেতুঃ—অবিপরি

লুপ্তয়েতি। নিত্যত্বয়ং পরিহর্ত্তুং স্বরূপভূতয়েত্যুক্তম্। তস্যা দৃষ্ট্যন্তরাপেক্ষাং বারয়তি—অন্যমিতি। উক্তমবিপরিলুপ্তত্বং ব্যনক্তি—ইতরামিতি। আত্মা দৃষ্টের্দ্রষ্টেতি গিতে ফলিতমাহ—এবং চেতি। অন্যশ্চেতনোঽচেতনো বেতি শেষঃ। ১৯

নিত্যদৃষ্টিস্বভাবমাত্মপদার্থং পরিশোধ্য শ্রুত্যক্ষরাণি যোজয়তি—তদ্‌ব্রহ্মেতি। বাক্যশেষবিরোধং চোদয়তি—নন্বিতি। কিং কর্ম্মত্বেনাত্মনো জ্ঞানং বিরুধ্যতে, কিং বা সাক্ষিত্বেনেতি বাচ্যং, নাদ্যোঽনভ্যুপগমাদিত্যাহ—নেতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—এবমিতি। তদেব স্পষ্টয়তি - এবং দৃষ্টেরিতি। তর্হি তদ্বিষয়ং জ্ঞানান্তরমপেক্ষিতব্যমিতি কুতো বিরোধো ন প্রসরতীত্যাশঙ্ক্যাহ অন্যজ্ঞানেতি। ন বিপ্রতিষেধ ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। সংগৃহীতমর্থং বিবৃণোতি—ন চেতি। নিত্যৈব স্বরূপভূতেতি শেষঃ। বিজ্ঞাতত্বং বাক্যীয-বুদ্ধিবৃত্তিব্যাপ্যত্বম্। অস্যাং দৃষ্টিং স্ফুরণলক্ষণাম্। আত্মবিষয়স্ফুরণাকাঙ্ক্ষাভাবং প্রতিপাদয়তি—নিবর্ত্ততে হীতি। আত্মনি স্ফুরণরূপে স্ফুরণান্তরস্যাসম্ভবেঽপি কুতস্তদাকাঙ্ক্ষোপশান্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন হীতি। কিং চ, দ্রষ্টরি দৃশ্যাঽদৃশ্যা বা দৃষ্টিরপেক্ষ্যতে? নাদ্যঃ, ইত্যাহ—ন চেতি। আদিত্যপ্রকাশ্যস্য রূপাদেস্তৎপ্রকাশকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ—ন চেতি। আত্মনো বৃত্তিব্যাপ্যত্বেঽপি স্ফুরণব্যাপ্যত্বানঙ্গীকরণান্ন বাক্যশেষবিরোধোঽস্তীত্যুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ২০

বাক্যান্তরমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমাদত্তে—তৎ কথমিতি। তদক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—দৃষ্টেরিতি। ইতি-পদমবেদিত্যনেন সম্বধ্যতে। ব্রহ্মশব্দং ব্যাচষ্টে ব্রহ্মেতীতি। ব্রহ্মাহংপদার্থয়োর্মিথো বিশেষণবিশেষ্যভাবমভিপ্রেত্য বাক্যার্থমাহ—তদেবেতি। আচার্য্যোপদিষ্টেঽর্থে স্বস্য নিশ্চয়ং দর্শয়তি - যথেতি। ইতি শব্দো বাক্যার্থজ্ঞানসমাপ্ত্যর্থঃ। ইদানীং ফলবাক্যং ব্যাচষ্টে - তস্মাদিতি। সর্ব্বভাবমেব ব্যাকরোতি—অব্রহ্মেতি। ব্রহ্মৈবাবিদ্যয়া সংসরতি বিদ্যযা চ মুচ্যত ইতি পক্ষস্য নির্দ্দোষত্বমুপসংহরতি—তস্মাদযুক্তমিতি। বৃত্তং কীর্ত্তয়তি—যৎ পৃষ্টমিতি। ২১

যথাগ্নিহোত্রাদি মনুষ্যত্বাদিজাতিমন্তমর্থিত্বাবিশেষবন্তঃ চাধিকারিণমপেক্ষতে,ন তথা জ্ঞানমিতি বক্তুং তদ্যো যো দেবানামিত্যাদিবাক্যং তদক্ষরাণি ব্যাচষ্টে—তত্ত্রেতি। যথোক্তেন বিধিনাঽন্বয়াদিকৃতপদার্থপরিশোধনাদিনেত্যর্থঃ। জ্ঞানাদেব মুক্তির্ন সাধনান্তরাদিত্যেবকারার্থঃ। বিবক্ষিতমধিকার্য্যনিয়মং প্রকটয়তি—তথেত্যাদিনা। যো যঃ প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ব্রহ্মৈবাবিদ্যয়া সংসরতি, মুচ্যতে চ বিদ্যয়া, ইত্যুক্তত্বাদ্দেবাদীনাং বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং বন্ধমোক্ষোক্তিস্তদ্বিরুদ্ধেত্যাশঙ্ক্যাহ—দেবানামিত্যাদীতি। তত্ত্বদৃষ্ট্যৈব ভেদবচনে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—পুর ইতি। আবিদ্যকং ভেদমনূদ্য তত্তদাত্মনা স্থিতব্রহ্মচৈতন্যস্যৈব বিদ্যাবিদ্যাভ্যাং বন্ধমোক্ষোক্তে র্ন পূর্ব্বাপরবিরোধোঽস্তীতি ফলিতমাহ—অত ইতি। অবিদ্যাদৃষ্টিমনূদ্য তত্ত্বদৃষ্টিমব্যাচষ্টে পরমার্থতস্ত্বিতি। প্রবোধাৎ প্রাগপি তত্র তত্র দেবাদিশরীরেষু পরমার্থতো ব্রহ্মৈবাসীচ্চেৎ, ঔপদেশিকং জ্ঞানমনর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অন্যথৈবেতি। নানাজীববাদস্য তু নাবকাশঃ প্রক্রমবিরোধাদিত্যাশয়েনাহ—তদিতি। তথৈবেত্যুৎপন্নজ্ঞানানুসারিত্বপরামর্শঃ। ২২

তদ্ধৈতদিত্যাদিবাক্যমবতার্য্য ব্যাকরোতি—অস্যা ইতি। মন্ত্রোদাহরণশ্রুতিমেব প্রশ্নদ্বারা ব্যাচষ্টে—কথমিত্যাদিনা। জ্ঞানান্ মুক্তিরিত্যস্যার্থবাদোঽয়মিতি দ্যোতয়িতুং কিলেত্যুক্তম্। আদিপদং সমস্তবামদেবসূক্তগ্রহণার্থম্। তত্রাবান্তরবিভাগমাহ—তদেতদিতি। শতৃপ্রত্যয়প্রয়োগপ্রাপ্তমর্থং কথয়তি—পশ্যন্নিতি। "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" (পাং সূ০ ৩।২।১২৬) ইতি হেতৌ শতৃপ্রত্যযবিধানান্নৈরন্তর্য্যে চ সতি হেতুত্বসম্ভবাৎ প্রকৃতে চ প্রত্যয়বলাদ্ব্রহ্ম-বিদ্যামোক্ষয়োর্নৈরন্তর্য্যপ্রতীতেস্তয়া সাধনান্তরানপেক্ষয়া লভ্যং মোক্ষং দর্শয়তি শ্রুতিরিত্যর্থঃ। অন্যোদাহরণমাহ—ভুঞ্জান ইতি। ভুজিক্রিয়ামাত্রসাধ্যা হি তৃপ্তিরত্র প্রতীয়তে, তথা পশ্যন্নিত্যাদাবপি ব্রহ্মবিদ্যামাত্রাসাধ্যা মুক্তির্জ্ঞাতীত্যর্থঃ। ২৩

তদ্ধৈতদিত্যাদি ব্যাখ্যায় তদিদমিত্যাদ্যবতারয়িতুং শঙ্কতে সেয়মিতি। ঐদংযুগীনানাং কলিকালবর্ত্তিনামিতি যাবৎ। উত্তরবাক্যমুত্তরত্বেনাবতার্য্য ব্যাকরোতি—তদ্ব্যাখাপনায়েতি। তস্য তাটস্থ্যং বারয়তি—যৎ সর্ব্বভূতেতি। প্রবিষ্টে প্রমাণমুক্তং স্মারয়তি—দৃষ্ট্বেতি। ব্যাবৃত্তং বাহ্যেষু বিষয়েষ্বৎসুকং সাভিলাষং মনো যস্য স তথোক্তঃ। এবংশব্দার্থমেবাহ—অহমিতি। তদেব জ্ঞানং বিবৃণোতি—অপোহ্যেতি। যদ্বা মনুষ্যোঽহমিত্যাদিজ্ঞানে পরিপন্থিনি কথং ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অপোহ্যেতি। অহমিত্যাত্মজ্ঞানং সদা সিদ্ধমিতি ন তদর্থং প্রযতিতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ—সংসারেতি। কেবলমিত্যদ্বিতীয়ত্বমুচ্যতে। জ্ঞানমুক্ত্বা তৎফলমাহ—সোঽবিদ্যেতি। যৎ তু দেবাদীনাং মহাবীর্য্যত্বাদ্ব্রহ্মবিদ্যয়া মুক্তিঃ সিধ্যতি, নাস্মদাদীনামল্পবীর্য্যত্বাদিতি, তত্রাহ—নহীতি।

শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানীতি প্রসিদ্ধিমাশ্রিত্য শঙ্কতে—বার্ত্তমানিকেষ্বিতি। শঙ্কোত্তরত্বেনোত্তরবাক্যমাদায় ব্যাকরোতি—অত আহেত্যাদিনা। যথোক্তেনান্বয়াদিনা প্রকারেণ ব্রহ্মবিজ্ঞাতুরিতি সম্বন্ধঃ। অপিশব্দার্থং কথয়তি—কিমুতেতি। অল্পবীর্য্যাস্তত্র বিঘ্নকরণে পর্য্যাপ্তা নেতি কিমুত বাচ্যমিতি যোজনা। ২৪

অপ্রাপ্তপ্রতিষেধাযোগমভিপ্রেত্য চোদয়তি—ব্রহ্মাবিদ্যেতি। শঙ্কানিমিত্তং দর্শয়ন্ উত্তরমাহ—উচ্যত ইতি। অধমর্ণানিবোত্তমর্ণা দেবাদয়ো মর্ত্ত্যান্ প্রতি বিঘ্নং কুর্ব্বন্তীতি শেষঃ। কথং দেবাদীন্ প্রতি মর্ত্ত্যানামৃণিত্বং, তত্রাহ—ব্রহ্মচর্য্যেণেতি। যথা পশুরেবং স দেবানামিতি মনুষ্যাণাং পশুসাদৃশ্যশ্রবণাচ্চ তেষাং পারতন্ত্র্যাদ্দেবাদয়স্তান্ প্রতি বিঘ্নং কুর্ব্বন্তীত্যাহ—পশ্বিতি। 'অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ' ইতি চ তেষাং সর্ব্বপ্রাণিভোগ্যত্বশ্রুতেশ্চ সর্ব্বে তদ্বিঘ্নকরা ভবন্তীত্যাহ—অথো ইতি। লোকশ্রুত্যভিপ্রেতমর্থং প্রকটয়তি—আত্মন ইতি। যথাঽধমর্ণান্ প্রত্যুত্তমর্ণা বিঘ্নমাচরন্তি, তথা দেবাদয়ঃ স্বস্থিতিপরিরক্ষণার্থং পরতন্ত্রান্ কর্ম্মিণঃ প্রত্যমৃতত্বপ্রাপ্তিমুদ্দিশ্য বিঘ্নং কুর্ব্বন্তীতি তেষাং তান্ প্রতি বিঘ্নকর্ত্তৃত্বশঙ্কা সাবকাশৈবেত্যর্থঃ। ২৫

পশুনিদর্শনেন বিবক্ষিতমর্থং বিবৃণোতি—স্বপশূনিতি। পশুস্থানীয়ানাং মনুষ্যাণাং দেবাদিভ্যো রক্ষ্যত্বে হেতুমাহ—মহত্তরামিতি। ইতশ্চ দেবাদীনাং মনুষ্যান্ প্রতি বিঘ্নকর্ত্তৃত্বমমৃতত্বপ্রাপ্তৌ সম্ভাবিতমিত্যাহ—তস্মাদিতি। ইতশ্চ তেষাং তান্ প্রতি

বিঘ্নকর্তৃত্বং ভাতীত্যাহ—যথেতি। স্বলোকো দেহঃ। এবংবিত্বং সর্ব্বভূতভোজ্যো-ঽহমিতি কল্পনাবত্ত্বম্। ক্রিয়াপদানুষঙ্গার্থশ্চকারঃ। ব্রহ্মবিত্ত্বেঽপি মনুষ্যাণাং দেবাদি-পারতন্ত্র্যাবিঘাতাৎ কিমিতি তে বিঘ্নমাচরন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মবিত্ত্ব ইতি। দেবাদীনাং মনুষ্যান্ প্রতি বিঘ্নকর্তৃত্বে শঙ্কামুপপাদিতামুপসংহরতি—তস্মাদিতি। ন কেবলমুক্ত-হেতুবলাদেব, কিংতু সামর্থ্যাচ্চেত্যাহ—প্রভাববত্ত্বশ্চেতি। ২৬

সামর্থ্যাচ্চেদ্বিদ্যাফলপ্রাপ্তৌ তেষাং বিঘ্নকরণং, তর্হি কর্ম্মফলপ্রাপ্তাবপি স্যাদিত্যতিপ্রসঙ্গং শঙ্কতে—নন্বিতি। ভবতু তেষাং সর্ব্বত্র বিঘ্নাচরণমিত্যত আহ—হন্তেতি। অবি-স্রম্ভো বিশ্বাসাভাবঃ। সামর্থ্যাদ্বিঘ্নকর্তৃত্বেঽতিপ্রসক্ত্যন্তরমাহ—তথেতি। অতিপ্রসঙ্গা-ন্তরমাহ—তথা কালেতি। বিঘ্নকরণে প্রভুত্বমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। ঈশ্বরাদীনাং যথোক্তকার্য্যকরত্বে প্রমাণমাহ—এষাং হীতি। "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি।" "কর্ম্ম হৈব তদূচতুঃ" ইত্যাদিবাক্যং শাস্ত্রশব্দার্থঃ। দেবাদীনাং বিঘ্নকর্তৃত্ববদীশ্বরাদীনামপি তৎসম্ভ-বাদ্বেদার্থানুষ্ঠানে বিশ্বাসাভাবাত্তদপ্রামাণ্যং প্রাপ্তমিতি ফলিতমাহ—অতোঽপীতি।

কিমিদমবৈদিকস্য চোদ্যং? কিংবা বৈদিকস্য? ইতিবিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি—নেত্যাদিনা। দধ্যাদ্যুৎপিপাদয়িষয়া দুগ্ধাদ্যাদানদর্শনাৎ প্রাণিনাং সুখদুঃখাদিতারতম্যাদৃষ্টেঃ স্বভাববাদে চ নিয়তনিমিত্তাদানবৈচিত্র্যদর্শনয়োরনুপপত্তেস্তদযোগাৎ কর্ম্মফলং জগদেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ—সুখেতি। 'কর্ম্ম হৈব' ইত্যাদ্যা শ্রুতিঃ। 'কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ' ইত্যাদ্যা স্মৃতিঃ। জগদ্বৈচিত্র্যানুপপত্তিশ্চ ন্যায়ঃ। কথমেতাবতা দেবাদীনাং কর্ম্মফলে বিঘ্নকর্তৃত্বা-ভাবস্তত্রাহ—কর্ম্মণামিতি। কথং হেতুসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মণঃ স্বোৎপত্তৌ দেবাদ্য-পেক্ষাং ব্যতিরেকমুখেন(ণ) দর্শয়তি—কর্ম্ম হীতি। স্বফলেঽপি তস্য তৎসাপেক্ষত্ব-মস্তীত্যাহ—লব্ধেতি। নিষ্পন্নমপি কর্ম্ম পূর্ব্বোক্তং কারকমনপেক্ষ্য স্বফলদানে শক্তং ন ভবতীত্যর্থঃ। কর্ম্মণঃ স্বোৎপত্তৌ স্বফলে চ কারকসাপেক্ষত্বে হেতুমাহ ক্রিয়ায়া হীতি। কারকাদীনামনেকেষাং নিমিত্তানামুপাদানেন স্বভাবো নিষ্পদ্যতে যস্যাঃ, সা তথোক্তা. তস্যা ভাবঃ কারকাদ্যনেকনিমিত্তোপাদানস্বাভাব্যং, তস্মাদুভয়ত্র পরতন্ত্রং কর্ম্মেত্যর্থঃ। দেবাদীনাং কর্ম্মাপেক্ষিতকারকত্বে ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ২৭

ইতোঽপি কর্ম্মফলে নাবিস্রম্ভোঽস্তীত্যাহ—কর্ম্মণামিতি। এষাং দেবাদীনাং কচিদ্-বিঘ্নলক্ষণে কার্য্যে কর্ম্মণাং বশবর্ত্তিত্বমেষ্টব্যং প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষামন্তরেণ বিঘ্নকরণেঽতিপ্রসঙ্গাদ-তোঽন্যত্রাপি সর্ব্বত্র তেষাং তদপেক্ষা বাচ্যেত্যর্থঃ। তত্র তেষাং কর্ম্মবশবর্ত্তিত্বে হেত্বন্তরমাহ —স্বসামর্থ্যস্যেতি। বিঘ্নলক্ষণং হি কার্য্যং দুঃখমুৎপাদয়তি। ন চ দুঃখমুতে পাপা-দুপপদ্যতে, দুঃখবিষয়ে পাপসামর্থ্যস্য শাস্ত্রাধিগতস্যাপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ, তস্মাৎপ্রাণিনামদৃষ্টবশা-দেব দেবাদয়ো বিঘ্নকারণমিত্যর্থঃ। দেবাদীনাং কর্ম্মপারতন্ত্র্যে কর্ম্ম তৎপরতন্ত্রং ন স্যাৎ, প্রধানগুণভাববৈপরীত্যাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—কর্ম্মেতি। ইতশ্চ নামীষাং নিয়তো গুণ-প্রধানভাবোঽস্তীত্যাহ—দুর্বিজ্ঞেয়শ্চেতি। ইতি-শব্দো হেত্বর্থঃ। যতো গুণপ্রধানকৃতো মতিবিভ্রমো লোকস্যোপলভ্যতে, তস্মাদসৌ দুর্বিজ্ঞেয়ো ন নিয়তোঽস্তীতি যোজনা। মতিবিভ্রমে বাদিবিপ্রতিপত্তিং হেতুমাহ—কর্ম্মৈবেত্যাদিনা। কথং তর্হি নিশ্চয়স্তত্রাহ—

তত্রেতি বেদবাদানুদাহরতি—পুণ্যো বা ইতি। আদিপদেন 'ধর্ম্মরজ্জ্বা ব্রজেদূর্দ্ধম্' ইত্যাদয়ঃ স্মৃতিবাদা গৃহ্যন্তে। সূর্য্যোদয়-দাহ-সেচনাদৌ কাল-জ্বলন-সলিলাদেঃ প্রাধান্যপ্রসিদ্ধেঃ ন কর্ম্মৈব প্রধানমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যদ্যপীতি। অনৈকান্তিকত্বমপ্রধানত্বম্। তত্র হেতুমাহ শাস্ত্রেতি। শ্রুতিস্মৃতিলক্ষণং শাস্ত্রমুদাহৃতম্। জগদ্বৈচিত্র্যানুপপত্তির্ন্যায়ঃ। ২৮

কর্ম্মফলে দেবাদীনাং বিঘ্নকর্তৃত্বং প্রসঙ্গাগতং নিরাকৃত্য বিদ্যাফলে তেষাং তদাশঙ্কিতং নিরাকরোতি নাবিদ্যেতি। তত্র নঞর্থমুক্তানুবাদপূর্ব্বকং বিশদয়তি —যদুক্তমিতি। তত্র প্রশ্নপূর্ব্বকং পূর্ব্বোক্তং হেতুং স্ফুটয়তি—কস্মাদিতি। আত্মনো ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপায়া মুক্তেরজ্ঞানধ্বস্তিমাত্রত্বাত্তস্যাশ্চ জ্ঞানেন তুল্যকালত্বাত্তস্মিন্ সতি তস্য ফলস্যাবশ্যকত্বাদ্দেবাদীনাং বিঘ্নাচরণে নাবকাশোঽস্তীত্যর্থঃ। উক্তমেবার্থমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং দৃষ্টান্তেন সমর্থয়তে—কথমিত্যাদিনা। ব্রহ্মবিদ্যাতৎফলয়োঃ সমানকালত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি। দেবাদীনাং ব্রহ্মবিদ্যাফলে বিঘ্নকর্তৃত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ - যত্রেতি। যস্যাং বিদ্যায়াং সত্যাং ব্রহ্মবিদো দেবাদীনামাত্মত্বমেব, তস্যাং সত্যাং কথং তে তস্য বিঘ্নমাচরেয়ুঃ, স্ববিষয়ে তেষাং প্রাতিকূল্যাচরণানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। ২৯

উক্তেঽর্থে সমনন্তরবাক্যমুত্থাপ্য ব্যাচষ্টে- তদ্দেতদাহেতি। কথং ব্রহ্মবিদ্যাসমকালমেব ব্রহ্মবিদ্দেবাদীনামাত্মা ভবতি, তত্রাহ- অবিদ্যামাত্রেতি। যথেদং রজতমিতি রজতাকারায়াঃ শুক্তিকায়াঃ শুক্তিকাত্বমবিদ্যামাত্রব্যবহিতং, তথা ব্রহ্মবিদোঽপি সর্ব্বাত্মত্বে তন্মাত্রব্যবধানাত্তস্যাশ্চ বিদ্যোদয়ে নান্তরীয়কত্বেন নিবৃত্তের্যুক্তং বিদ্যাতৎফলয়োঃ সমানকালত্বম্। উক্তং চৈতৎ প্রতিবচনদশায়ামিত্যর্থঃ। উক্তস্য হেতোরপেক্ষিতং বদন্ ব্রহ্মবিদো দেবাদ্যাত্মত্বে ফলিতমাহ—অত ইতি। কৈবল্যে তেষাং বিঘ্নাকর্তৃত্বে কুত্র তৎকর্তৃত্বেত্যাশঙ্ক্যাহ—যস্ত হীতি। তেষাং নিরঙ্কুশপ্রসরত্বং বারয়তি- নত্বিতি। সফলঃ প্রযত্ন ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্য নিরবকাশত্বাদিতি হেতুমাহ— অবশ্যরেতি। ৩০

জ্ঞানস্যানন্তরফলত্বাত্তৎফলে দেবাদীনাং ন বিঘ্নকর্তৃতেত্যুক্তমুপেত্য স্বব্যথ্যঃ শঙ্কতে এবং তর্হীতি। জ্ঞানস্যানন্তরফলত্বে ন তদজ্ঞানং নিবর্ত্তয়েদজ্ঞানামিব তত্ত্বজ্ঞানামপি ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানসন্তত্যভাবাৎ। . চাদ্যমেব জ্ঞানমজ্ঞানধ্বংসি প্রাগিবোর্দ্ধমপি রাগাদেস্তৎকার্য্যস্য চ দৃষ্টত্বাৎ। অতো দেহপাতকালীনং জ্ঞানমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তীতি কুতো জীবন্মুক্তিরিত্যর্থঃ। অন্ত্যজ্ঞানস্যাজ্ঞাননিবর্ত্তকত্বং তৎসন্ততের্ব্বা ? প্রথমে তস্যান্ত্যত্বাদাত্মবিষয়ত্বাদ্বা তদ্ধ্বংসিতা ? ইতি বিকল্প্যোভয়ত্র দৃষ্টান্তাভাবং মত্বা দ্বিতীয়ে দোষান্তরমাহ ন প্রথমেনেতি। তদেবানুমানেন স্ফোরয়তি--যদি হীতি।

কল্পান্তরং শঙ্কয়তি—এবং তর্হীতি। অবিচ্ছিন্না জ্ঞানসন্ততিরজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তীত্যেতদ্দূষয়তি—নেত্যাদিনা। জীবনাদিহেতুকঃ প্রত্যয়ো বুভুক্ষিতোঽহং ভোক্ষ্যেঽহমিত্যাদিলক্ষণঃ। তস্য বুভুক্ষাদ্যাপন্নস্য ব্রহ্মাস্মীত্যবিচ্ছিন্নপ্রত্যয়সন্ততেশ্চ বিরুদ্ধতয়া যৌগপদ্যাযোগে হেতুমাহ—বিরোধাদিতি। প্রত্যয়সন্ততিমুপপাদয়ন্নাশঙ্কতে—অথেতি। উক্তরীত্যা প্রত্যয়সন্ততিমুপেত্য দূষয়তি --নেত্যাদিনা। তমেব দোষং বিশদয়তি—ন্যয়তামিতি। শাস্ত্রার্থো জ্ঞানসন্ততিরজ্ঞানং নিবর্ত্তয়তীত্যেবমাত্মকঃ।

আত্মেত্যেবোপাসীতেতি শ্রুতেরাত্মজ্ঞান-সন্ততিমাত্রসদ্ভাবে ততো বিদ্যাদ্বারাঽবিদ্যাধ্বস্তিরিতি শাস্ত্রার্থনিশ্চয়সিদ্ধিরিত্যাহ—সন্তত্যেতি। আত্মধীসন্ততেঃ সত্ত্বেঽপি ন সাত্মবিষয়ত্বাদ্বিদ্যাদ্বারাঽবিদ্যাং নিবর্তয়তি। আদ্যদ্বিত্রিক্ষণস্থাত্মধীসন্ততৌ ব্যভিচারাদিতি পরিহরতি—নাদ্যন্তয়োরিতি। পূর্বস্মিন্ প্রত্যয়ে নাবিদ্যানিবর্তকত্বম্, অন্ত্যে তু তথেত্যুক্তে তস্যান্ত্যত্বাত্তথাত্বং চেদ্দৃষ্টান্তাভাবঃ; আত্মবিষয়ত্বাত্তথাত্বে প্রথমপ্রত্যয়ে ব্যভিচারঃ স্যাদিত্যুক্তৌ দোষৌ। আদ্যা সন্ততির্নাবিদ্যাধ্বংসিনী; অন্ত্যা তু তথেত্যঙ্গীকারেঽপি বিশেষাভাবাদন্ত্যত্বাত্তস্যা নিবর্তকত্বে দৃষ্টান্তাভাবঃ। আত্মবিষয়ত্বাত্তদ্ভাবে ত্বনৈকান্তিকত্বমিত্যেতাবেব দোষৌ স্যাতামিত্যুক্তং বিবৃণোতি—প্রথমেতি। অন্ত্যপ্রত্যয়স্য তৎসন্ততেশ্চাবিদ্যানিবর্তকত্বাসম্ভবে প্রথমস্যাপি রাগাদ্যনুবৃত্ত্যা তদযোগাজ্জ্ঞানমজ্ঞানানিবর্তকমেবেতি চোদয়তি—এবং তর্হীতি। শ্রুতিবিরোধেন পরিহরতি—ন তস্মাদিতি। ৩১

তাসামর্থবাদত্বেনাবিবক্ষিতত্বং শঙ্কতে—অর্থবাদ ইতি চেদিতি। অতিপ্রসঙ্গেন দূষয়তি—ন সর্বেতি। যথোক্তশ্রুতীনামর্থবাদত্বেঽপি কথং সর্বশাখোপনিষদাং তত্প্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—এতাবদিতি। এতাবন্মাত্রার্থত্বমাত্মজ্ঞানাত্তদজ্ঞাননিবৃত্তিরিত্যেতাবন্মাত্রস্যার্থস্য সম্ভাবঃ। অহংধীগম্যে প্রতীচি তাসাং প্রবৃত্তেঃ সংবাদবিসংবাদাভ্যাং মানত্বাযোগাদন্যোবার্থবাদতেতি প্রসঙ্গস্যেষ্টত্বং শঙ্কতে—প্রত্যক্ষেতি। প্রমাতুরহংধীগম্যত্বা, নাত্মনস্তৎসাক্ষিণঃ; তস্য বেদান্তা ব্রহ্মত্বং বোধয়ন্তীতি ন সংবাদাদিশঙ্কেত্যাহ—নোক্তেতি। বিদ্বদনুভবমাশ্রিত্যাপি ফলশ্রুতেরর্থবাদত্বং সমাহিতমিত্যাহ—অবিদ্যেতি। আত্মজ্ঞানস্য তদজ্ঞাননিবর্তকত্বে স্থিতে পরমতস্য নিরবকাশত্বং ফলতীত্যাহ—তস্মাদিতি। চোদ্যস্যানবকাশত্বমেব বিশদয়তি—অবিদ্যাদীতি। ৩২

জ্ঞানসন্ততেরন্ত্যজ্ঞানস্য বাঽজ্ঞানধ্বংসিত্বাসিদ্ধেরাদ্যমেব জ্ঞানং তথেত্যুক্তং, সম্প্রতি পরোক্তমনুবদতি—যত্তু ক্রমমিতি। দর্শনাল্লাদ্যং জ্ঞানমজ্ঞানধ্বংসীতি শেষঃ। প্রারব্ধকর্মশেষস্য বিদ্বদ্দেহস্থিতিহেতুত্বাদ্বিদুষোঽপি যাবদারব্ধক্ষয়ং রাগাদ্যাভাসাবিরোধাত্তৎক্ষয়ে চ দেহাভাসজগদাভাসয়োরভাবান্নাদ্যজ্ঞানস্যাজ্ঞাননিবর্তকত্বানুপপত্তিরিত্যুত্তরমাহ—ন তচ্ছেষেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি—যেনেত্যাদিনা। যচ্ছব্দস্যাক্ষিপতীত্যনেন সম্বন্ধঃ। আক্ষেপকত্বনিয়মং সাধয়তি—বিপরীতেতি। মিথ্যাজ্ঞানেন রাগাদিদোষেণ চ নিমিত্তেন প্রবৃত্তত্বাদিতি যাবৎ। তথাভূতস্যেত্যস্য বিবরণং বিপরীতপ্রত্যয়েত্যাদি। কর্মৈব ষষ্ঠ্যা বিশেষ্যতে। তাবন্মাত্রং প্রতিভাসমাত্রশরীরম্। প্রারব্ধকর্মণোঽপ্যজ্ঞানজন্যত্বেন জ্ঞাননিবর্ত্যত্বান্ন জ্ঞানিনস্ততো দেহাভাসাদি সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ—মুক্তেষুবদিতি। যথা প্রবৃত্তবেগস্যেষ্বাদের্বেগক্ষয়াদেবাপ্রতিবন্ধস্য ক্ষয়স্তথা ভোগাদেবারব্ধক্ষয়ঃ, 'ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে' ইতি ন্যায়াৎ, ন জ্ঞানাদিত্যর্থঃ। তদ্ধেতুকস্য বিপরীতপ্রত্যয়াদিপ্রতিভাসস্য কার্যজনকত্বেতি যাবৎ।

ননু জ্ঞানমনারব্ধকর্মবদারব্ধমপি কর্ম কর্মত্বাবিশেষান্নিবর্তয়িষ্যতি, নেত্যাহ—তেনেতি। অবিদ্যালেশেন সহারব্ধস্য কর্মণো বিদ্যা নিবর্তিকা ন ভবতীত্যত্র হেতুমাহ অবিরোধাদিতি। ন হি জ্ঞানাদারব্ধং কর্ম ক্ষীয়তে তদবিরোধিত্বাদবিদ্যালেশাচ্চ তদবস্থিতেরন্যথা জীবন্মুক্তিশাস্ত্রবিরোধাদিতি ভাবঃ। আরব্ধস্য কর্মণো জ্ঞানানিবর্ত্যত্বে জ্ঞানং কর্মনিবর্তকমিতি

কথং প্রসিদ্ধিরিত্যাহ—কিং তদ্‌হীতি। প্রসিদ্ধিবিষয়মাহ—স্বাশ্রয়াদিতি। বিরোধি যদজ্ঞানকার্যমনারব্ধং কর্ম্ম জ্ঞানাশ্রয়প্রমাত্রাদ্যাশ্রযাদজ্ঞানাৎ ফলাত্মনা জন্মাভিমুখং, তন্নিবর্ত্তকং জ্ঞানমিতি প্রসিদ্ধিরবিরুদ্ধেত্যর্থঃ। বিমতং ন জ্ঞাননিবর্ত্ত্যং কর্ম্মত্বাদারব্ধকর্ম্মবদিত্যনুমানাদনারব্ধমপি কর্ম্ম ন জ্ঞাননিরস্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ—অনাগতত্বাদিতি। অনারব্ধং কর্ম্ম ফলরূপেণাপ্রবৃত্তত্বাৎ প্রবৃত্তেন জ্ঞানেন নিবর্ত্ত্যম্। আরব্ধং তু কর্ম্ম ফলরূপেণ জাতত্বাত্তদ্ভোগাদৃতে ন নিবৃত্তিমর্হতি। অনুমানং ত্বাগমাপবাধিতমপ্রমাণমিত্যর্থঃ। ৩৩

নম্বনারব্ধকর্ম্মনিবৃত্তাবপি বিদুষশ্চেদারব্ধকর্ম্ম ন নিবর্ত্ততে,তথাচ যথাপূর্ব্বং বিপরীতপ্রত্যয়াদিপ্রবৃত্তেঽবিদ্বদবিদ্বদ্বিশেষো ন স্যাদত আহ—কিঞ্চেতি। হেতুসিদ্ধ্যর্থং বিপরীতপ্রত্যয়বিষয়ং বিশদয়তি—অনবধৃতেতি। সম্প্রতি বিদ্বদ্বিষয়ে বিষয়াভাবাদ্বিপরীতপ্রত্যযস্যানুৎপত্তিমুপন্যস্যতি—ন চেতি। আশ্রয়স্যাগৃহীতবিশেষস্য সামান্যমাত্রস্যালম্বনস্যেতি যাবৎ। আশ্রয়স্যেতি পাঠেঽপ্যয়মেবার্থঃ। বিদুষো বিপরীতপ্রত্যযাদিপ্রতিভাসেঽপি ন যথাপূর্ব্বং তৎসত্ত্বং, যস্য তু যথাপূর্ব্বং সংসারিত্বমিত্যাদিন্যায়বিরোধাদিতি মত্বোক্তম্ ন পূর্ব্ববদিতি। তত্রানুভবং প্রমাণয়তি—শুক্তিকাদাবিতি। ৩৪

যথাজ্ঞানবতো বিপরীতপ্রত্যযভাবোঽনুভূয়তে, তথা জ্ঞানবতোঽপি কচিদ্বিপরীতপ্রত্যয়ো দৃশ্যতে, তথা চ কথং তবানুভববিরোধো ন প্রসরেদিত্যাশঙ্ক্য পরোক্ষজ্ঞানবতি বিপরীতপ্রত্যয়সত্ত্বেঽপি নাপরোক্ষজ্ঞানবতি ভদ্মাদ্যমিত্যভিপ্রেত্যাহ—কচিত্ত্বিতি। পরোক্ষজ্ঞানাধারঃ সপ্তম্যর্থঃ। পঞ্চমী ত্বপরোক্ষজ্ঞানার্থা। অকস্মাদিত্যজ্ঞানাতিরিক্তকারণসামগ্র্যভাবোক্তিঃ।

বিদুষো মিথ্যাজ্ঞানাভাবমুক্ত্বা বিপক্ষে দোষমাহ—সম্যাগিতি। তৎপূর্ব্বকমনুষ্ঠানমাদিশব্দার্থঃ। সম্যগ্‌জ্ঞানাবিস্রম্ভে দোষান্তরমাহ—সর্ব্বং চেতি। জ্ঞানাদজ্ঞানধ্বংসে তদুত্থমিথ্যাজ্ঞানস্য সবিষয়স্য বাধিতত্বান্ন বিদুষো রাগাদিরিত্যুপপাদ্য জ্ঞানান্মোক্ষে তজ্জন্মমাত্রেণ শরীরং স্থিতিহেত্বভাবাৎ পতেদিতি সদ্যোমুক্তিপক্ষং প্রত্যাহ—এতেনেতি। প্রবৃত্তফলস্য কর্ম্মণো ভোগাদৃতে ক্ষয়ো নাস্তীত্যুক্তেন ন্যাযেনেতি যাবৎ। ৩৫

আরব্ধকর্ম্মণা দেহস্থিতিমুক্ত্বা তদ্বশেষাং জ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বমুপসংহরতি—জ্ঞানোৎপত্তেরিতি। তস্য হ ন দেবাশ্চনেতি বিদুষো বিদ্যাফলপ্রাপ্তৌ বিঘ্ননিষেধশ্রুত্যানুপপত্ত্যা যথোক্তোঽর্থো ভাতীত্যর্থঃ। ন কেবলং শ্রুতার্থাপত্ত্যা যথোক্তার্থসিদ্ধিঃ, কিন্তু শ্রুতিস্মৃতিন্যায়েভ্যোপীত্যাহ—ক্ষীয়ন্তে চেত্যাদিনা। ৩৬

জীবন্মুক্তিং সাধয়তা জ্ঞানফলে প্রতিবন্ধাভাব উক্তঃ, ইদানীং পূর্ব্বোক্তং শঙ্কাবীজমনুবদতি—যত্ত্বিতি। ঋণিত্বং হি বিদুষোঽবিদুষো বেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়ন্দ্বিতীয়মঙ্গীকরোতি—তস্যৈত্যাদিনা। ঋণিত্বস্যেতি শেষঃ। তদেব স্ফুটয়তি—অবিদ্যাবানিতি। অবিদুষোঽস্তি কর্ত্তৃত্বাদীত্যত্র মানমাহ—যত্রেতি। বক্ষ্যমাণবাক্যার্থং প্রকৃতোপযোগিত্বেন কথয়তি—অনন্যাদিতি। ঋণিত্বং বিদুষো নেত্যুক্তং ব্যক্তীকর্ত্তুং তস্য নাস্তি কর্ত্তৃত্বাদীত্যত্রাপি প্রমাণমাহ—যত্র পুনরিতি। বিদ্যায়াং সত্যামবিদ্যায়াস্তৎকৃতানেকত্বভ্রমস্য চ প্রহাণং যত্র সম্পদ্যতে, তত্র তস্মাদেব কারণাত্তৎ কেনেত্যাদিনা কর্ম্মাদেরসম্ভবং দর্শয়তীতি যোজনা। প্রমাণসিদ্ধমর্থং নিগময়তি—তস্মাদিতি। ৩৭

অবিদ্যাবিষয়মুপনিষদ্মিত্যেতৎ প্রপঞ্চয়ন্নবিদ্যাসূত্রমবতারয়তি—এতস্মেতি। তদুপনিষদমবিদ্যা-বিষয়ং যথা স্ফুটং ভবতি, তথা "অথ যোঽন্যাম্" ইত্যাদাবনন্তরগ্রন্থ এব কথ্যতে প্রথমমিত্যর্থঃ। তদক্ষরাণি ব্যাকরোতি—অথেত্যাদিনা। বিদ্যাসূত্রানন্তর্য্যমবিদ্যাসূত্রস্য(স্থা)থশব্দার্থঃ। যাগো গন্ধপুষ্পাদিনা পূজা। বল্যুপহারো নৈবেদ্যসমর্পণম্। প্রণিধানমৈকাগ্র্যম্। ধ্যানং তত্রৈবানন্তরিতপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্। আদিপদং প্রদক্ষিণাদিগ্রহণার্থম্। ভেদদর্শনমত্রোপাসনং ন শাস্ত্রীয়মিত্যভিপ্রেত্যৈতদেব বিবৃণোতি—অন্যোঽসাবিতি। তস্য মূলমাহ—ন স ইতি। বাক্যান্তরমবতার্য্য ব্যাচষ্টে—ন স কেবলমিতি। সোঽবিদ্বানেবমুক্তদৃষ্টান্ত-বশাৎ পশুরিব দেবানাং ভবতি। তেষাং মধ্যে তস্যৈকৈকেন বহুভিরুপকারৈর্ভোগ্যত্বাদিতি যোজনা। পশুসাম্যে সিদ্ধমর্থং কথয়তি—অত ইতি। ৩৮

অথানেনাবিদ্যাসূত্রেণ কিং কৃতং ভবতীত্যপেক্ষায়ামবিদ্যায়াঃ সংসারহেতুত্বং সূত্রিতমিতি বক্তুমবিদ্যাকার্য্যং কর্ম্মফলং সংক্ষিপতি—এতস্মেত্যাদিনা। কর্ম্মসহায়ভূতা বিদ্যা দেবতা ধ্যানাত্মিকা। শাস্ত্রীয়বৎ স্বাভাবিককর্ম্মণোঽপি দ্বৈবিধ্যং সূচয়িতুং চ শব্দঃ। তত্র তু সহ-কারিণী বিদ্যা নগ্নস্ত্রীদর্শনাদিরূপেতি ভেদঃ। কথং যথোক্তং কর্ম্মফলমবিদ্যাবতঃ স্যাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ—যথা চেতি। সূত্রদ্বৈবিধ্যসিদ্ধ্যর্থং বিদ্যাসূত্রার্থমনুক্রামতি—বিদ্যায়াশ্চেতি। সূত্রান্তরাশঙ্কাং বারয়তি—অর্ব্বা ইতি। কথমেতদবগম্যতে, তত্রাহ যথেতি। ৯

মনুষ্যাণামবিদ্যাবতাং দেবপশুত্বে স্থিতে ফলিতমাহ—যস্মাদিতি। তত্র প্রমাণ-ত্বেনোত্তরং বাক্যমুত্থাপয়তি—এতদিতি। কিমিদমবিদ্যাবতো দেবাদিপালনমিত্যা-শঙ্ক্য বাক্যতাৎপর্য্যমাহ—ইম ইন্দ্রাদয় ইতি। অভিসন্ধিরবিদ্যাবতঃ পুরুষস্যেতি শেষঃ। ৪০

একস্মিন্নেবেত্যাদিবাক্যমাদায় ব্যাচষ্টে—তত্রেতি। মনুষ্যাণাং পশুভাবাদব্যুত্থান-মপ্রিয়ং দেবানামিতি স্থিতে তদুপায়মপি তত্ত্বজ্ঞানং তেষাং দেবা বিঘ্নিয়ন্তীত্যাহ—তস্মা-দিতি। তত্ত্ববিদ্যায়া দৌর্লভ্যং কথঞ্চনেত্যুক্তম্। মনুষ্যাণ্যামুৎকর্ষং দেবা ন মৃষ্যন্তীত্যত্র প্রমাণমাহ—তথা চেতি। তেষাং ব্রহ্মবিদ্যয়া কৈবল্যাপ্তিঃ সুতরা-মনিষ্টেতি ভাবঃ।

দেবাদীনাং মনুষ্যেষু ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তিপ্রযত্নেঽপি কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—অত ইতি। তেষাং বিঘ্নমাচরতামভিপ্রায়মাহ অস্মাদিতি। তর্হি দেবাদিভিরুপহতানাং মনুষ্যাণাং মুমুক্ষৈব ন সম্পদ্যেতেত্যাশঙ্ক্যাহ—যং ত্বিতি। উক্তং হি—

"ন দেবা দণ্ডমাদায় রক্ষন্তি পশুপালবৎ।
যং হি রক্ষিতুমিচ্ছন্তি বুদ্ধ্যা সংযোজয়ন্তি তম্" ॥ ইতি ॥

তর্হি কিমিতি সর্ব্বানেব দেবা নানুগৃহ্নন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—বিপরীতমিতি। দেবতা-পরাঙ্মুখমনুমোচয়িষিতমিতি যাবৎ। সম্প্রতি দেবতাপ্রিয়বাক্যেন ধ্বনিতমর্থমাহ—তস্মা-দিতি। অবিদ্বৎসু মনুষ্যেষু দেবাদীনাং স্বাতন্ত্র্যং তচ্ছব্দার্থঃ। শ্রদ্ধাদিপ্রধানস্তদারা-ধনপরঃ সন্ দেবাদীনাং প্রিয়ঃ স্যাত্তদ্বিপক্ষস্তু মুমুক্ষাবৈকল্যাদিত্যর্থঃ। তৎপ্রীতিবিষয়শ্চ তৎপ্রসাদাসাদিতবৈরাগ্যঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য বিদ্যাপ্রাপকশ্রবণাদিকং প্রতি একাগ্র

মনাঃ স্যাদিত্যাহ—অপ্রমাদীতি। শ্রবণাদিকমনুতিষ্ঠন্নপি বর্ণাশ্রমাচারপরো ভবেৎ, অন্যথা বিদ্যালক্ষণে ফলে প্রতিবন্ধসম্ভবাদিত্যাশয়েনাহ—বিদ্যাং প্রতীতি। ভয়াদি-নিমিত্তা ধ্বনের্বিকৃতিঃ কাকুরুচ্যতে, যথাহ—'কাকুঃ স্ত্রিয়াং বিকারো যঃ শোকভীত্যা-দিভির্ধ্বনেঃ' ইতি তয়া কাকা কাণ শ্রুতেঃ স্বরকম্পেন(ণ) ভয়মুপলক্ষ্য দেবাদিভজনে কল্প্যতে তাৎপর্য্যমিত্যাহ—কাক্বেতি॥ ৪৭॥ ১০॥

ভাষ্যানুবাদ। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—অপর ব্রহ্ম (কার্য্য ব্রহ্ম); কেন না, সর্ব্বাত্মভাবপ্রাপ্তি যখন ক্রিয়াসাধ্য, তখন তাঁহার সম্বন্ধেই ঐরূপ ফল-সম্বন্ধ উপপন্ন হয়, কিন্তু পরব্রহ্মের যে সর্ব্বাত্মভাব, তাহা কোনও ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন নয় তাহা স্বাভাবিক; অথচ "তস্মাৎ তৎ সর্ব্বম্ অভবৎ" এই শ্রুতি অত্রত্য সর্ব্বভাবাপত্তিকে বিজ্ঞানের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অতএব "এখানে ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" এই ব্রহ্ম-শব্দের অপর ব্রহ্ম অর্থ হওয়া উচিত। ১

অথবা মনুষ্যাধিকার প্রসঙ্গে এই কথা বলা হইতেছে; এই জন্য, যে ব্রাহ্মণ বিদ্যাবলে সর্ব্বভাবাপন্ন হইবার উপযুক্ত, তাদৃশ ব্রাহ্মণও এখানে ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হইতে পারেন; কেন না, এখানে "সর্ব্বং ভবিষ্যন্তো মনুষ্যা মন্যন্তে" এই শ্রুতিতে মনুষ্যগণেরই উল্লেখ রহিয়াছে; আর অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়সের উপায়ানুষ্ঠানে যে, মনুষ্যগণেরই বিশেষাধিকার আছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু পরব্রহ্ম বা অপর ব্রহ্ম প্রজাপতি কাহারো তাহাতে অধিকার নাই। অতএব বুঝিতে হইবে যে, কর্ম্মসহকৃত, দ্বৈত-সম্বন্ধসমন্বিত অপর-ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনে যিনি অপর ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ্য সামগ্রী হইতে বিরত ও সর্ব্বভাবপ্রাপ্তি নিবন্ধন যাঁহার কাম-কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে পরব্রহ্মভাব লাভ করিবেন, ব্রহ্মবিদ্যার সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্রহ্মভাবী তাদৃশ জীবই এখানে ব্রহ্ম-শব্দে অভিহিত হইতেছে। ব্যবহারক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ বৃত্তি বা অবস্থা ধরিয়াও শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখা যায়; যথা—'ওদনং পচতি' (ভাত পাক করিতেছে); প্রকৃত পক্ষে কিন্তু চাউলই পাক করে, ভাত পাক করে না; কারণ, চাউল পাক করিলে যাহা হয়, তাহারই নাম ভাত (ওদন); সুতরাং বলিতে হইবে যে, সেখানে চাউলের ভবিষ্যৎ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। শাস্ত্রেও ঐরূপ ব্যবহার দেখা যায়; যথা—"পরিব্রাজকঃ সর্ব্বভূতা-ভয়দক্ষিণাম্" (পরিব্রাজক, সর্ব্বভূতে অভয়প্রদানই যাহার দক্ষিণা, সেইরূপ

ষজ্ঞ করিয়া); সর্ব্বভূতে অভয় দান হইতেছে পারিব্রাজ্য-গ্রহণের (পরিব্রাজক হইবার পূর্ব্ববর্ত্তী) উপায়; 'এখানে' কিন্তু অগ্রেই সেই ভবিষ্যৎ পারিব্রাজ্যকে সিদ্ধবৎ গ্রহণ করা হইয়াছে); এখানেও তদ্রূপ; এইরূপ যুক্তি অনুসারে কেহ কেহ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, ব্রহ্মভাবী ব্রহ্মনিষ্ঠ জীবই এখানে ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ, অপর কিছু নহে। ২

না, এরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে সর্ব্বভাবা-পত্তি ফলের অনিত্যত্ব দোষ আসিয়া পড়ে। জগতে এরূপ কোনও সত্য পদার্থ নাই, যাহা নিত্য, অথচ কারণবিশেষের সহযোগে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়; এইরূপ সর্ব্বভাবাপত্তি যদি ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ কারণ হইতে সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার নিত্যতাবাদ নিশ্চয়ই বিরুদ্ধ হয়। আর যদি উহা অনিত্যই হয়, তাহা হইলেও উহা যে, কর্ম্মফলেরই তুল্য হইয়া পড়ে, এ দোষ পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ৩

আর যদি মনে কর, ব্রহ্মবিদ্যার ফল যে, সর্ব্বভাবাপত্তি, তাহার অর্থ— অবিদ্যাকৃত অসর্ব্বভাবনিবৃত্তি মাত্র, তদ্ভিন্ন আর কিছু নহে; তাহা হইলেও ব্রহ্ম-শব্দে ব্রহ্মভাবী পুরুষের কল্পনা করা বিফল হইয়া যায়; অর্থাৎ যদি তুমি মনে কর যে, প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ব্বেও সমস্ত জীবই ব্রহ্মস্বরূপ, এবং ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া চিরকালই ব্রহ্মভাবাপন্ন; কেবল অবিদ্যাবশে যেমন শুক্তিতে রজতের আরোপ হইয়া থাকে; অথবা নভোমণ্ডলে যেমন তল-মালিনাদিভাবের আরোপ হইয়া থাকে; তেমনি এই ব্রহ্মেতেও অবিদ্যার প্রভাবে অসর্ব্বত্ব ও অব্রহ্মভাব আরোপিত হইয়াছে; ব্রহ্মবিদ্যা তাহারই নিবৃত্তিসাধন করিয়া থাকে; তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্যার্থস্বরূপ যে পরব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, "ব্রহ্ম বা ইদমাগ্রে আসীৎ" বাক্যে সেই ব্রহ্মই অভিহিত হইতেছেন বলাই যুক্তিযুক্ত হয়; কেন না, যথার্থ তত্ত্ব প্রতিপাদন করাই বেদের স্বভাব। কিন্তু যে লোক ভবিষ্যতে ব্রহ্মভাব লাভ করিবে, অগ্রেই তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া কল্পনা করা কখনই যুক্তিযুক্ত হয় না; কারণ, ঐরূপ অর্থ—ব্রহ্ম-শব্দের যাহা মুখ্যার্থ, তাহার বিপরীত; অধিকন্তু, বিশেষ প্রয়োজন না থাকিলে যে, যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া অশ্রুতার্থের কল্পনা করা, তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ। ৪

আর যদি বল, অবিদ্যাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বভাব ভিন্নও স্বতন্ত্র অসর্ব্বত্ব ও অব্রহ্মভাব নিশ্চয়ই আছে; না; [যদি ঐরূপ থাকে, তাহা হইলে], ব্রহ্ম-

বিদ্যায় তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না; কেননা, বিদ্যা যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সত্য বস্তুর অপলাপ বা উৎপাদন করিতে পারে, ইহা কোথাও দেখা যায় না; পরন্তু সর্ব্বত্রই অবিদ্যামাত্র নিবারণ করিতে দেখা যায়। তদ্রূপ এখানেও ব্রহ্মবিদ্যা কেবল অবিদ্যাকৃত অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বত্বই নিবারণ করিতে পারে, কিন্তু কখনও কোনও পারমার্থিক বস্তু জন্মাইতে বা নিবারণ করিতে পারে না (১)। অতএব যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া যে, অশ্রুত অর্থের কল্পনা করা, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। ৫

যদি বল, ব্রহ্মেতে অবিদ্যা থাকা সম্ভব হয় না; না, সে কথাও সঙ্গত হয় না; কারণ? যেহেতু [শাস্ত্রে] ব্রহ্ম-জ্ঞানের বিধি রহিয়াছে। শুক্তিতে যদি রজতের অধ্যারোপ না থাকে, তাহা হইলে, শুক্তি চক্ষুর গোচর হইলে পর 'ইহা শুক্তি—রজত নহে' এরূপ উপদেশের কখনও আবশ্যক হয় না; এইরূপ ব্রহ্মেতে যদি অবিদ্যার আরোপ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই 'এ সমস্তই সৎ, এ সমস্তই ব্রহ্ম, এ সমস্তই আত্মা' 'ব্রহ্মাতিরিক্ত এই দ্বৈতের সত্তা নাই।' ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মবিষয়ে একত্ববিজ্ঞানের বিধান আবশ্যক হইত না। [পক্ষান্তরে যদি বল যে,] শুক্তিকার ন্যায় ব্রহ্মেতেও অতদ্ধর্ম্মের (অব্রহ্ম-ভাবের) আরোপ যে আদৌ নাই, এ কথা আমরা বলিতেছি না; তবে কি না, ব্রহ্ম নিজেই আপনাতে অধ্যস্ত অব্রহ্মধর্ম্ম আরোপের নিমিত্ত নহে, এবং তিনি তাহার কর্ত্তাও নহে। [হাঁ, এরূপ বলিলে,] ব্রহ্ম অবিদ্যার কর্ত্তা বা ভ্রান্তিযুক্ত হন না সত্য, কিন্তু ব্রহ্মভিন্ন আর কোনও চেতনপদার্থ যে অবিদ্যার কর্ত্তা কিংবা ভ্রান্তিযুক্ত, তাহাও ত তোমার অভিপ্রেত নহে। বিশেষতঃ 'ব্রহ্মাতি-রিক্ত অন্য কোনও বিজ্ঞাতা নাই', 'এতদতিরিক্ত অপর বিজ্ঞাতা নাই' 'তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ', 'আত্মাকেই অবগত হইয়াছিলেন,' 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ' '[যিনি মনে করেন] ইনি অন্য এবং আমি অন্য, বস্তুতঃ তিনি জানেন না' ইত্যাদি বহু শ্রুতি হইতে, এবং 'সর্ব্বভূতে সমান,' 'হে জিতনিদ্র অর্জ্জুন, আমিই আত্মা' 'কুক্কুরে ও চাণ্ডালে' 'যিনি সর্ব্বভূতকে' ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্র হইতে, আর

---

(১) তাৎপর্য্য—জ্ঞানের সঙ্গে সাধারণতঃ অজ্ঞানেরই বিরোধ; সেই কারণে জ্ঞানোদয়ে অজ্ঞানের ধ্বংস হইয়া থাকে; কিন্তু যাহা অজ্ঞান বা অজ্ঞানের ফল নহে, তাহা কখনই জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয় না; কাজেই অব্রহ্মত্ব ও অসর্ব্বত্ব যদি অবিদ্যাজনিত না হইয়া সত্য পদার্থই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেও সেই অসর্ব্বভাব ও অব্রহ্মভাব বিধ্বস্ত হইতে পারে না।

'যাঁহাতে সমস্ত ভূত বর্ত্তমান' এই মন্ত্র হইতেও যথোক্ত অভিপ্রায়ই জানা যায়।৬

ভাল কথা, [ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বিজ্ঞাতা না থাকাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত] শাস্ত্রোপদেশের কোনই আবশ্যক হয় না; সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যাসম্বন্ধে প্রদত্ত শাস্ত্রোপদেশও নিরর্থক হয়। হাঁ, এ কথা সত্যই বটে, ব্রহ্মাবগতির পর, শাস্ত্রোপদেশ অনর্থক হয় হউক; [তাহাতে ক্ষতি কি ?] যদি বল, ব্রহ্মাবগতিও অনর্থক বা নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে ? না, এরূপ আপত্তি হইতে পারে না; কারণ, অবগতি দ্বারা যে, ব্রহ্মবিষয়ক অনবগতি বা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, ইহা ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যদি বল, একত্বপক্ষে, সেই অজ্ঞাননিবৃত্তিও সম্ভব হয় না; না;—সে কথাও বলিতে পার না; কারণ ইহা প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ কথা; একত্ব-বিজ্ঞানে যে,অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়,ইহা ত প্রত্যক্ষতই দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ-দৃশ্য বিষয়কেও সঙ্গত বা অযৌক্তিক বলিলে,তাহাও দৃষ্টবিরুদ্ধ কথা হইয়া পড়ে; আর প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ কথা কেহ স্বীকারও করে না; বিশেষতঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াই দৃষ্টবিষয়ে অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হইতে পারে না। যদি বল, প্রত্যক্ষ-দর্শনেরও অনুপপত্তি বা অসঙ্গতি হয়, সে সম্বন্ধেও ইহাই যুক্তি, অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ দর্শনে বাচনিক অসঙ্গতি কখনই বাধক হইতে পারে না। ৭

তাহার পর, 'পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যবান্, আর পাপ দ্বারা পাপী হয়,' 'বিদ্যা (জ্ঞান) ও কর্ম্ম তাহার অনুগামী হয়,' 'পুরুষ (জীবাত্মা) মনন, অবধারণ ও ক্রিয়ার কর্ত্তা' ইত্যাদি শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি হইতে পরমাত্মার বিপরীতস্বভাব-সম্পন্ন স্বতন্ত্র সংসারী আত্মার অস্তিত্ব জানা যাইতেছে. আর 'সেই এই আত্মা (পরব্রহ্ম) ইহা নহে ইহা নহে' 'অশনায়াদি (ক্ষুধা পিপাসা প্রভৃতি) অতিক্রম করে,' 'যে আত্মা নিষ্পাপ এবং জরামরণবর্জ্জিত,' 'এই অক্ষরের (ব্রহ্মের) শাসনে' ইত্যাদি শ্রুতি হইতে জীব-বিলক্ষণ পরমাত্মার সদ্ভাব অবগত হওয়া যায়; এবং কণাদ ও গোতম প্রভৃতিকর্ত্তৃক প্রণীত তর্কশাস্ত্রে যুক্তি দ্বারাও সংসারী জীবের বিপরীতস্বভাবাপন্ন ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ জীবের সাংসারিক দুঃখজ্বালা-নিবৃত্তির চেষ্টাদর্শনেও বুঝা যায় যে, সংসারী জীব নিশ্চয়ই ঈশ্বর হইতে পৃথক্ পদার্থ; 'তিনি বাগিন্দ্রিয়রহিত ও আদররহিত' 'হে পার্থ (অর্জ্জুন,) ত্রিজগতে আমার কিছুই কর্ত্তব্য নাই' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতি-শাস্ত্রও উক্ত অভিপ্রায়ই সমর্থন করিতেছে। তাহার পর, 'তাহাকে অন্বেষণ করিবে, তাঁহাকেই জানিবে' 'তাঁহাকে জানিলেই আর লিপ্ত হয় না', 'ব্রহ্মবিৎ পরমপুরুষ আত্মাকে লাভ করেন' 'একইরূপ দর্শন করিবে' 'হে গার্গি,যে ব্যক্তি

এই অক্ষর—পরব্রহ্মকে না জানিয়া' 'ধীর পুরুষ তাঁহাকেই অবগত হইয়া' 'প্রণবকে ধনুঃ, আত্মাকে শর, আর ব্রহ্মকে তাহার লক্ষ্য বা বেধ্য বলা হইয়া থাকে' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে [জীব ও ব্রহ্মের] কর্ত্তা ও কর্ম্মরূপে নির্দ্দেশ হইতেও [জীব ও পরমাত্মার ভেদ সমর্থিত হইতেছে]।

তাহার পর, মুমুক্ষু ব্যক্তির দেহত্যাগের পর গমনোপযোগী মার্গবিশেষের উপদেশ হইতেও [উক্ত সিদ্ধান্তই প্রমাণিত হয়]; কারণ, জীব ও পরমাত্মার যদি ভেদ না থাকে, তাহা হইলে, কাহার কোথা হইতে গতি হইবে? আর গমনাভাবে, তদুপযোগী দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ, এই দ্বিবিধ মার্গো-পদেশও উপপন্ন হয় না, এবং গন্তব্য স্থানের উল্লেখও উপপন্ন হয় না; পক্ষান্তরে, পরমাত্মা হইতে ভিন্নের (পরিচ্ছিন্ন জীবের) পক্ষে উক্ত সমস্ত কথাই সুসঙ্গত হইতে পারে। ৮

কর্ম্ম ও জ্ঞানসাধনের উপদেশও ইহার অপর কারণ; কেননা, সংসারী জীব যদি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হয়, তাহা হইলেই তাহার সম্বন্ধে মুক্তির জন্য জ্ঞানোপদেশ ও অভ্যুদয়ের স্বর্গাদিফলের জন্য কর্ম্মোপদেশ আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে সেরূপ উপদেশ কখনই সঙ্গত হইতে পারে না; কারণ, তিনি আপ্তকাম, অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাপ্ত এমন কোনও কাম্যবস্তু নাই, যাহা তাঁহাকে পাইতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম-শব্দে যে, ব্রহ্মভাবী পুরুষ অভিহিত হইতেছেন, ইহাই যুক্তিযুক্ত; এ কথা যদি বল, তদুত্তরে আমরা বলি যে, না, তাহাও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে ব্রহ্মোপদেশের আনর্থক্য হইতে পারে,—ব্রহ্মভাবী পুরুষ যদি ব্রহ্ম না হইয়াও কেবল 'আমি ব্রহ্ম' এই প্রকারে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়াই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, সংসারী-আত্মবিষয়ক বিজ্ঞানেই তাহার সেই সর্ব্বাত্মভাবরূপ বিজ্ঞানফলের সিদ্ধি সম্ভাবনা থাকায়, নিশ্চয়ই পরব্রহ্মোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। ৯

পুনশ্চ যদি বল, কোনরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়রূপে আত্মবিজ্ঞানের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ না থাকায় বুঝা যাইতেছে যে, সংসারীর ব্রহ্মত্ব-সম্পাদনের নিমিত্তই "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই উপদেশ; কেন না, ব্রহ্মের স্বরূপ জানা না থাকিলে 'আমি ব্রহ্ম' বলিয়া কিসের সম্পাদন করিবে? (১) কারণ,

(১) তাৎপর্য্য—উপাসনা অনেক প্রকার—'সম্পদ্ উপাসনা' তাহারই অন্যতম। সম্পদ্ অর্থ—অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট কোন এক বস্তুকে উৎকৃষ্ট বস্তুর সহিত অভিন্নভাবে চিন্তা করা।

ব্রহ্মলক্ষণ যথাযথরূপে বিজ্ঞাত থাকিলেই আত্মাতে তদ্ভাব সম্পাদন করা যাইতে পারে, নচেৎ নহে। না, এ কথাও হইতে পারে না; কারণ, 'এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ', 'যাহা সাক্ষাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্ম' 'যে আত্মা' 'তিনিই সত্য, তিনিই আত্মা' এই প্রকরণে 'সেই এই আত্মা হইতে' ইত্যাদি সহস্র সহস্র শ্রুতিতে ব্রহ্ম ও আত্ম-শব্দের সামানাধিকরণ্য নির্দ্দেশ হইতে ব্রহ্ম ও আত্মা-শব্দের একার্থত্ব প্রতীত হইতেছে। অন্য পদার্থকেই অন্য পদার্থরূপে-সম্পাদন (আরোপ) করা হইয়া থাকে, কিন্তু অভিন্ন পদার্থকে কখনই করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ 'এই সমস্তই সেই আত্মা' এই শ্রুতিও প্রস্তাবিত দ্রষ্টব্য আত্মারই একত্ব প্রদর্শন করিতেছে। অতএব এখানে কিছুতেই আত্মার ব্রহ্মত্ব-সম্পাদন করা (আরোপ) করা উপপন্ন হইতে পারে না। ১০

ব্রহ্মোপদেশের এতদ্ভিন্ন যে অন্য কোন প্রকার প্রয়োজন আছে, তাহাও জানা যাইতেছে না; কারণ, 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন' 'হে জনক, তুমি অভয় ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছ', এবং 'নিশ্চয়ই ব্রহ্ম বস্তু অভয়' ইত্যাদি শ্রুতিতে কেবল ব্রহ্মভাবাপত্তিই একমাত্র প্রয়োজন শ্রুত হইতেছে। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' চিন্তা যদি সম্পৎ হয়, তাহা হইলে কখনই ব্রহ্মভাবাপত্তিফল সিদ্ধ হইতে পারে না; কারণ, এক পদার্থ কখনই অপর পদার্থ হইয়া যাইতে পারে না। যদি বল, বচনের (শ্রুতিবাক্যের) বলে সম্পদুপাসনার ফলেও তদ্ভাবাপত্তি হইবে; আমরা বলি, না, তাহা হইতে পারে না; কেন না, 'সম্পদ্'-উপাসনা ত জ্ঞান বা চিন্তা ভিন্ন আর কিছুই নহে; আর জ্ঞান যে, একমাত্র মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমনিবৃত্তি ছাড়া আর কিছুমাত্র করিতে পারে না, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিশেষতঃ শুধু শাস্ত্রীয় বচন ত কখনও কোনও বস্তুর শক্তিবিশেষ সমুৎপাদনে সমর্থ নহে; শাস্ত্রমাত্রই জ্ঞাপক অর্থাৎ অবিজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞানগোচর করিয়া দেওয়াই শাস্ত্রের প্রধান কার্য্য, কিন্তু কোন বস্তুর শক্তিবিশেষ উৎপাদন বা অপনয়ন করা তাহার কার্য্য নহে; ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। 'সেই এই পরমেশ্বর ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট' ইত্যাদি বাক্যে পরব্রহ্মেরই প্রবেশ সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। অতএব, এখানে ব্রহ্ম-শব্দে

এখানেও সংসারী জীব ব্রহ্মাপেক্ষা অপকৃষ্ট, তাই তাহার আপনাতে ব্রহ্মভাব সম্পাদন করা আবশ্যক হইতেছে'; অথচ যে বস্তু জানা শুনা নাই, সেরূপ বস্তুতে তদ্ভাব সম্পাদন করা কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না; এইজন্য সংসারী জীবের পক্ষে ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক হইতেছে। শ্রুতি "অহং ব্রহ্মাস্মি" কথায় সেই অপেক্ষিত বিষয়টির নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র।

ব্রহ্মভাবী পুরুষের অর্থাৎ যে পুরুষ ব্রহ্মভাব লাভ করিবেন, তাঁহার গ্রহণ করা সমীচীন হইতেছে না। ১১

বিশেষতঃ এরূপ অর্থ করিলে অভীষ্ট অর্থেরও ব্যাঘাত হইয়া পড়ে—ব্রহ্ম বস্তুটি সৈন্ধবপিণ্ডের ন্যায় ভিতরে বাহিরে—সর্ব্বত্রই একরস অর্থাৎ একরূপ, এইরূপ বিজ্ঞান সমুৎপাদন করাই যে, এই সমগ্র উপনিষদের অভিমত প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহা এই উপনিষদেরই মধুকাণ্ড ও মুনিকাণ্ডের অন্তে অবধারণবাক্য হইতে জানা যাইতেছে -[মধুকাণ্ডের শেষে আছে—] "ইত্যনুশাসনম্" (ইহাই অনুশাসন), আর [মুনিকাণ্ডের শেষে আছে—] "এতাবদ্ অরে খলু অমৃতত্বম্" অর্থাৎ ইহাই নিশ্চিত অমৃতত্ব। এইরূপ, সর্ব্বশাখীয় উপনিষৎ-সমূহেরও ব্রহ্মৈকত্ববিজ্ঞানই একমাত্র অর্থ বা প্রতিপাদ্য বিষয় বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এমত অবস্থায়, 'আত্মানম্ এব অবেৎ' বাক্যে যদি ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে সংসারী আত্মা কল্পিত হয়, তাহা হইলে শ্রুতির অভীষ্ট একত্ববিজ্ঞান বাধিত হইয়া যায়; তাহার ফলে উপক্রম ও উপসংহারের বিরোধ ঘটায় শাস্ত্রেরই অসামঞ্জস্য কল্পনা করিতে হয়। ঐরূপ নির্দ্দেশের অনুপপত্তিও অপর কারণ,—"আত্মানম্ এব অবেৎ" বাক্যে যদি সংসারী আত্মারই কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে "আত্মানমেব অবেৎ" এই বাক্যটি ব্রহ্ম-বিদ্যা নামে অভিহিত হইতে পারিত না; কেন না, এই পক্ষে সংসারী আত্মারই বেদ্যত্ব (বিজ্ঞেয়ত্ব) হইয়া পড়ে (কিন্তু পরব্রহ্মের নহে)। ১২

যদি বল, 'আত্মা' শব্দে বেত্তা—উপাসকের অতিরিক্ত অন্য বস্তুর কথা বলা হইয়াছে; না, তাহাও বলিতে পার না; কারণ, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ('আমি ব্রহ্মস্বরূপ') এইরূপে বিশেষিত করা হইয়াছে। অন্য পদার্থই যদি বেদ্য হইত, তাহা হইলে 'অয়ম্ অসৌ' অর্থাৎ 'ইনি অমুকস্বরূপ' এইরূপই নির্দ্দেশ করা উচিত হইত; কিন্তু কখনই 'অহম্ অস্মি' বলা সঙ্গত হইত না। এখানে বিশেষ করিয়া 'অহম্ অস্মি' বলায় এবং "আত্মানমেব অবেৎ" এইরূপ অবধারণ থাকায় নিঃসংশয়ে বুঝা যাইতেছে যে, অত্রত্য আত্মা অর্থ কখনই ব্রহ্ম ভিন্ন সংসারী হইতে পারে না। আর এইরূপ অর্থ হইলেই "আত্মানমেবাবেৎ" বাক্যের "ব্রহ্মবিদ্যা" নামে অভিধান করাও সঙ্গত হইতে পারে, নচেৎ নহে; পক্ষান্তরে, এরূপ অর্থ না হইলে ইহা 'সংসারি-বিদ্যা' নামে অভিহিত হওয়াই উচিত ছিল। সূর্য্যের সম্বন্ধে আলোক ও অন্ধকারের ন্যায়, একই পদার্থের সম্বন্ধে ব্রহ্মত্ব ও অব্রহ্মত্ব রূপবিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় উপপন্ন হইতে

পারে না; কারণ, একই সূর্য্যের আলোক ও অন্ধকারের সহিত সম্বন্ধলাভ যেরূপ বিরুদ্ধ, ইহাও তদ্রূপ বিরুদ্ধ; [সুতরাং একই বস্তুর উক্ত উভয়বিধ ভাব কথনই সম্ভবপর হইতে পারে না]। ১৩

আর যদি ঐ উভয়কেই ইহার নিমিত্তরূপে স্বীকার করা হয়,তাহা হইলেও ইহার কেবল 'ব্রহ্মবিদ্যা' নামকরণ সঙ্গত হয় না; বরং তাহা হইলে 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও 'সংসারিবিদ্যা',এই উভয় নামে ব্যবহার করাই সঙ্গত হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করাই যদি বিবক্ষিত হয়, অর্থাৎ শ্রুতির অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে কথনই ওরূপ অর্দ্ধজরতীয়ভাব কল্পনা করা সঙ্গত হইতে পারে না (১); কারণ, তাহা হইলে উপদিষ্টবিষয়ে শ্রোতার সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। অথচ 'যাহার নিশ্চিত বুদ্ধি হয়, কোনরূপ সংশয় না থাকে' এবং 'সংশয়াত্মক লোক বিনষ্ট হয়' ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিশাস্ত্র হইতে জানা যায় যে, নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানই পরমপুরুষার্থ মুক্তির সাধন; অতএব পরহিতার্থী ব্যক্তির পক্ষে সংশয়াত্মক বাক্যার্থ কল্পনা করা কথনই উচিত হয় না। ১৪

আর যদি বল, "তদাত্মানমেবাবেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে, আমাদের ন্যায় ব্রহ্মেতেও যে সাধকত্ব-কল্পনা, তাহা সঙ্গত নহে; না, এরূপ আপত্তিও করিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যের প্রতিই তিরস্কার বা অনুযোগ করিতে হয়; কারণ, ইহা ত আর আমাদের কল্পনা নয়, পরন্তু শাস্ত্রই ঐরূপ কল্পনা করিয়াছেন; সুতরাং এই উপালম্ভ বা অনুযোগ শাস্ত্রের উপরই প্রযোজ্য, (আমাদের উপর নহে); অথচ ব্রহ্মের প্রিয়-সাধনের ইচ্ছায় প্রকৃতার্থের বিপরীত কল্পনা দ্বারা কথনই শাস্ত্রার্থ পরিত্যাগ করা উচিত হয় না। আরও এক কথা, শুধু এই সাধকত্ব-কল্পনাতেই তোমার অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করা সঙ্গত হয় না; কারণ, জাগতিক নানাত্ব বা বিভাগমাত্রই ত ব্রহ্মেতে পরিকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে; ইহা—'তাঁহাকে এক প্রকারেই দর্শন করিবে' 'এজগতে নানা—ব্রহ্মভিন্ন কিছুই নাই' 'যে অবস্থায় দ্বৈতের ন্যায় হয়,' 'নিশ্চয়ই তিনি এক ও অদ্বিতীয়' ইত্যাদি বাক্যশেষ হইতে

(১) তাৎপর্য্য—'অর্দ্ধজরতীয়' ন্যায়টি এইরূপ—একই ব্যক্তির অর্দ্ধাংশে যৌবন, আর অর্দ্ধাংশে জরা (বার্দ্ধক্য); যৌবনাংশে যুবকসুলভ ভোগ, আর জরাভারাক্রান্ত অংশে প্রাচীনসুলভ জ্ঞানধ্যানাদি করিতে পারে; এরূপ ব্যবস্থা যেমন সম্ভবপর হয় না, তেমনি একই বিদ্যাতে 'ব্রহ্মবিদ্যা' ও 'সংসারিবিদ্যা' এই উভয়ভাব কল্পনা করা হইতে পারে না।

প্রতিপন্ন হয়। বিশেষতঃ যখন সর্ব্বপ্রকার লৌকিক ব্যবহারই একমাত্র ব্রহ্মেতে পরিকল্পিত, প্রকৃতপক্ষে কোনটিই সৎ নহে, তখন, ব্রহ্মের কেবল সাধকত্ব-কল্পনারই যে, অশোভনত্ব বলা, ইহা অতি সামান্য কথা, (উপেক্ষার যোগ্য)। ১৫

অতএব, স্রষ্টারূপে যে ব্রহ্ম প্রবেশ করিয়াছেন, এখানে তিনিই ব্রহ্ম-শব্দের অর্থ; শ্রুতির 'বৈ' শব্দের অর্থ—অবধারণ; 'ইদং' অর্থ—শরীরমধ্যস্থরূপে যাহা গৃহীত হয়; অগ্রে অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেও এ সমস্ত ব্রহ্মস্বরূপই ছিল; কিন্তু প্রতিবোধ বা সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে অব্রহ্মভাব ও অসর্ব্বত্ব অধ্যারোপিত হওয়ায়—'আমি কর্ত্তা, ক্রিয়াসম্পন্ন এবং স্বকৃত ক্রিয়াফলের ভোক্তা, সুখী, দুঃখী ও সংসারী' ইত্যাদি ভাবনিচয় আত্মাতে অধ্যারোপিত করিয়া থাকে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তৎকালেও কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদির বিপরীত ব্রহ্মস্বরূপই এবং সর্ব্বাত্মকও থাকে। দয়ালু আচার্য্য কোন রকমে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'তুমি সংসারী নহ'; শিষ্য সেই প্রতিবোধের ফলে স্বাভাবিক আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রুতির 'এব'শব্দের অভিপ্রায় এই যে, [তিনি যাহা জানিয়াছিলেন, তাহাতে] কোন প্রকার অবিদ্যা-সমরোপিত বিশেষ ধর্ম্মের সম্বন্ধ ছিল না। ১৬

এখন জিজ্ঞাসা করি, এই স্বাভাবিক আত্মা কে?—স্বয়ং ব্রহ্মও যাহাকে অবগত হইয়াছিলেন? কেন, আত্মার কথা কি স্মরণ করিতেছ না?—'যিনি ইহার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান-ব্যাপার করিতেছেন' এইরূপে ত অগ্রেই এই আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করা হইয়াছে। [আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,] লোকে যেমন 'এটি গো, এটি অশ্ব' ইত্যাদি নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, তুমিও তেমনি পরোক্ষভাবেই আত্মার নির্দ্দেশ করিতেছ, কিন্তু প্রত্যক্ষ ত দেখাইতে পারিতেছ না? ভাল কথা, এরূপ নির্দ্দেশই যদি আবশ্যক মনে কর, তাহা হইলে বলিতেছি—সেই আত্মা হইতেছেন দ্রষ্টা (দর্শনের কর্ত্তা), শ্রোতা (বাক্য-শ্রবণের কর্ত্তা), মন্তা (সদসৎ চিন্তার কর্ত্তা) ও বিজ্ঞাতা (নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের কর্ত্তা); [সুতরাং শ্রবণাদি ক্রিয়ার সহযোগে আত্মা ত প্রত্যক্ষবৎই প্রদর্শিত হইল। ভাল কথা, এরূপেও দর্শনাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা বলাতে তাঁহার স্বরূপ ত প্রত্যক্ষতঃ প্রদর্শন করান হইতেছে না; কেননা, গমনই ত আর গন্তার স্বরূপ নয়, অথবা ছেদনই ত ছেদনকর্ত্তার স্বরূপ নয়। আচ্ছা, তাহা হইলে

বলিতেছি—যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, শ্রবণের শ্রোতা, মননের কর্ত্তা ও বিজ্ঞানেরও বিজ্ঞাতা, তিনিই সেই আত্মা। ১৭

আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি, তোমার এই শেষ উত্তরেও দ্রষ্টার সম্বন্ধে পূর্ব্বাপেক্ষা কি বিশেষ বলা হইল? আত্মা দৃষ্টিরই (জ্ঞানেরই) দ্রষ্টা হউক, বা ঘটেরই দ্রষ্টা হউক, সর্ব্বত্রই দ্রষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নহে; তুমি 'দৃষ্টির দ্রষ্টা' বলিয়া কেবল দ্রষ্টব্য বিষয় সম্বন্ধেই কিঞ্চিৎ বিশেষ বলিতেছ; কিন্তু দ্রষ্টা যদি দৃষ্টির কিংবা ঘটের দর্শনকর্ত্তা হয়, তাহা হইলেও তিনি দ্রষ্টাই, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। না, তাহা নহে; কারণ, এখানেও বিশেষত্বের উপপত্তি হয়—এখানেও বিশেষ আছে।—যিনি দৃষ্টির দ্রষ্টা, তিনিও যদি দৃষ্টিস্বরূপই হন, তাহা হইলে দৃষ্টি (জ্ঞান) সর্ব্বদাই তাঁহার দর্শনগোচর হইতে পারে, কখনই দ্রষ্টার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে না। দ্রষ্টার দৃষ্টি (জ্ঞানস্বভাব) নিত্য হওয়া আবশ্যক, আর দ্রষ্টার দৃষ্টি বা প্রকাশশক্তি যদি অনিত্য (সাময়িক) হয়, তাহা হইলে, যে দৃষ্টিটি তাহার দৃশ্য অর্থাৎ প্রকাশনীয়, সময়বিশেষে হয় ত সেই দৃষ্টিটি দর্শনের বিষয় না হইতেও পারে; যেমন অনিত্য লোকদৃষ্টি দ্বারা দৃশ্য ঘটাদি বস্তু [সময়ে দৃষ্ট হয়, আবার সময়ে অদৃষ্ট থাকে,] দৃষ্টির দ্রষ্টা কিন্তু তদ্রূপ কখনও দৃষ্টিকে প্রকাশ না করিয়া থাকে না, অর্থাৎ বুদ্ধিতে যখনই যেরূপ বৃত্তির উদয় হউক, স্বতঃ প্রকাশশীল দ্রষ্টা (আত্মা) তৎক্ষণাৎ সেই বুদ্ধবিজ্ঞানকে প্রকাশিত করিয়া থাকে; আত্মার অবিজ্ঞাত কখনও জ্ঞান থাকে না; কাজেই আত্মার দৃষ্টিকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ১৮

ভাল, তবে কি দ্রষ্টার দৃষ্টি দুইটী?—একটি নিত্য অথচ অদৃশ্য, আর অপরটী অনিত্য অথচ দৃশ্য? হাঁ, দ্রষ্টার অনিত্য দৃষ্টি ত (ঘটপটাদি-বিষয়ক জ্ঞান ত) প্রসিদ্ধই আছে; কেননা, জগতে অন্ধও অনন্ধ দুই প্রকারই লোক দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টি যদি নিত্যই হইত, তাহা হইলে কেহই আর অন্ধ থাকিত না; দ্রষ্টার দৃষ্টি কিন্তু নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদাই বিদ্যমান; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'দৃষ্টির দ্রষ্টা বিলুপ্ত হয় না'; এবং অনুমান দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইতে পারে—দেখিতে পাওয়া যায় অন্ধ ব্যক্তিও স্বপ্নসময়ে প্রাতিভাসিক ঘটাদিবিষয়ক দৃষ্টি লাভ করিয়া থাকে, অর্থাৎ অন্ধ ব্যক্তিকেও স্বপ্নসময়ে ঘটাদি বিষয় দর্শন করিতে দেখা যায়, তবেই হইল যে, বাহ্য দৃষ্টি বিলুপ্ত হইলেও সেই নিত্য দৃষ্টিটি কখনও বিলুপ্ত হয় না; তাহাই দ্রষ্টার প্রকৃত দৃষ্টি। দ্রষ্টা আপনার স্বরূপভূত স্বয়ংপ্রকাশনামক সেই

অবিলুপ্ত নিত্য দৃষ্টি দ্বারা—স্বপ্ন ও জাগ্রৎ সময়ে বাসনাময় ও বুদ্ধি-বৃত্তিরূপ অপর দৃষ্টিটিকে সর্ব্বদা দর্শন করেন; এইজন্যই তাহাকে দৃষ্টির দ্রষ্টা বলা হইয়া থাকে। এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হইল, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, অগ্নির উষ্ণতা যেরূপ স্বাভাবিক, তদ্রূপ এই নিত্য দৃষ্টিই আত্মার প্রকৃতস্বরূপ; কিন্তু কণাদমতে যেরূপ দৃষ্টির (জ্ঞানের) অতিরিক্ত চেতন আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ, বেদান্তের আত্মা সেরূপ পৃথক্ বস্তু নহে। ১৯

সেই ব্রহ্ম আপনাকেই অধ্যারোপিত অনিত্যাদিদৃষ্টিবর্জ্জিত স্ব-স্বরূপকেই জানিয়াছিলেন। এখন আপত্তি হইতেছে যে, 'বিজ্ঞাতার বিজ্ঞান কথা ত শ্রুতিবিরুদ্ধ; কারণ, শ্রুতি বলিতেছেন—'বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে জানিবে না' ইত্যাদি। না, এবংবিধ বিজ্ঞানে কিছুমাত্র বিরোধ হয় না; কেন না, আত্মা যে দৃষ্টিরও দ্রষ্টা, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞানের প্রকাশক, ইহা ত নিশ্চয়ই জানা যাইতেছে। বিশেষতঃ আত্মাকে সাধারণতঃ জ্ঞানান্তর-নিরপেক্ষও বলিতে হইবে; কেননা, দ্রষ্টার নিত্যবিজ্ঞান-সম্বন্ধ বিজ্ঞাত থাকিলে, দ্রষ্টার সম্বন্ধে আর অন্য বিজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষাও হয় না, অর্থাৎ দ্রষ্টা অপর জ্ঞানের সাহায্যে আপনাকে জানিয়া থাকে—এরূপ জানিতে কাহারও ইচ্ছা হয় না। দ্রষ্টার অতিরিক্ত বিজ্ঞানসম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর হয় না বলিয়াই, দ্রষ্টৃ বিষয়ে অন্য দৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা আপনা হইতেই নিবৃত্ত হইয়া যায়; কেন না, যে বিষয় বিদ্যমান নাই—নিতান্ত অসত্য, তাহা জানিবার জন্য কাহারো আগ্রহ হয় না বা হইতেও পারে না। আর দৃশ্য দৃষ্টি অর্থাৎ আত্মপ্রকাশ্য বুদ্ধিবৃত্তিও কখনই দ্রষ্টাকে (আত্মাকে) প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না যে, তাহা জানিবার জন্য জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা উপস্থিত হইবে। তা'ছাড়া, আপনার বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা হওয়া সম্ভবপরও হয় না। অতএব, "আত্মানম্ এব অবেৎ' কথার অর্থ—অজ্ঞানকৃত কর্তৃত্বাদি আরোপনিবৃত্তি-মাত্র, কিন্তু আত্মাকে প্রকাশিত করা নহে (১)। ২০

(১) তাৎপর্য্য—আপত্তি হইয়াছিল, আত্মা যখন স্বপ্রকাশ, আর জ্ঞান বা জানা অর্থ যখন বিষয়কে প্রকাশকরা; অথচ স্বপ্রকাশকে প্রকাশ করাও যখন অসম্ভব, তখন উক্ত শ্রুতির অর্থ সঙ্গত হয় কিরূপে? ভাষ্যকার তদুত্তরে বলিতেছেন যে, এখানে 'অবেৎ' (জানিয়াছিলেন) কথার অর্থ—প্রকাশ করা নহে, কিন্তু অজ্ঞানের মহিমায় আত্মাতে যে, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি জড়ধর্ম্ম আরোপিত হইয়াছিল, কেবল তাহার নিবৃত্তি করাই এখানে "অবেৎ" কথার অর্থ;

তিনি কিপ্রকার জানিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছেন—'আমি হইতেছি দৃষ্টির দ্রষ্টা (বুদ্ধিবৃত্তির প্রকাশক) আত্মা—ব্রহ্মস্বরূপ,' [এই প্রকার জানিয়াছিলেন]। এখানে ব্রহ্ম অর্থ—যাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ, সর্ব্বান্তর, অশনায়াদির অতীত, "নেতি নেতি" শ্রুতিপ্রতিপাদ্য এবং অস্থূল ও অনণু ইত্যাদি প্রকার সর্ব্বজগৎ-বিলক্ষণ; সেই ব্রহ্মই আমি, কিন্তু আপনি যেরূপ বলিতেছেন, আমি সেরূপ ব্রহ্মাতিরিক্ত স্বতন্ত্র সংসারী নহি। অতএব, এবংবিধ জ্ঞানের প্রভাবে সেই ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মক হইয়াছিলেন, অর্থাৎ আরোপিত অব্রহ্মভাব অপনয়ন ও আরোপকৃত অসর্ব্বভাব নিবৃত্তির ফলে সর্ব্বাত্মভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। অতএব মনুষ্যেরা যে, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা সর্ব্বভাবাপন্ন হইব বলিয়া মনে করে, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। পূর্ব্বে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—'সেই ব্রহ্ম আবার কাহাকে জানিয়াছিলেন, যাহাকে জানিয়া তিনি সর্ব্বাত্মক হইয়াছেন? "ব্রহ্ম বা ইদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যে তাহারই উত্তর নিরূপিত হইল। ২১

এই জগতে দেবগণের মধ্যে যিনি যিনি প্রতিবুদ্ধ হইয়াছিলেন অর্থাৎ যথোক্ত বিধানে আত্মস্বরূপ জানিয়াছিলেন, প্রতিবুদ্ধ সেই আত্মাই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন; সেইরূপ ঋষিগণের মধ্যে এবং সেইরূপ মনুষ্যগণের মধ্যেও হইয়াছিল। এখানে যে,দেবমনুষ্যাদি বিভাগোক্তি করা হইতেছে, তাহা কেবল লৌকিক ব্যবহারানুযায়িমাত্র, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানানুসারী নহে; কেননা, "পুরঃ পুরুষ আবিশৎ" এই শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্মই যে, সর্ব্বত্র অনুস্যূত আছেন, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব বুঝিতে হইবে, শ্রুতিতে যে, 'দেবানাম্' ইত্যাদি ভেদোল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা কেবল শরীরাদি-উপাধিকৃত লোকপ্রতীতির অনুযায়িমাত্র; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু বিজ্ঞানলাভের পূর্ব্বেও সেই সমস্ত দেবাদি শরীরেও ব্রহ্ম বিদ্যমানই ছিলেন, কেবল অন্য প্রকার তাহার প্রতীতি হইত মাত্র; পরে তিনি আত্মাকে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানানুসারেই সর্ব্বাত্মভাব লাভ করিয়াছিলেন। ২২

এই ব্রহ্ম-বিদ্যা হইতে যে, সর্ব্বভাবপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ হয়, এ কথার দৃঢ়তা সম্পাদনার্থ শ্রুতি নিজেই মন্ত্র সমূহের উল্লেখ করিতেছেন তাহা কি প্রকার?

কেননা, "স্বয়ং প্রকাশমানত্বাৎ নাভাস উপযুজ্যতে।" অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ পদার্থের প্রকাশ করা কখনও সম্ভবপর হয় না।